উপহার গ্রন্থাবলী

যোগতত্ত্ব, উপন্যাস, জ্যোতিষ, সুখের-
সংসার, গৃহিণীপনা, প্রতিভা, আদর্শ-
কৃষক, কুসুমকোরক, যন্ত্রশিক্ষা, প্রেম-
সঙ্গীত, ব্যায়াম, সরলচিকিৎসা,
ইন্দ্রজাল, ভোজবিদ্যা, সিদ্ধতন্ত্র-
মন্ত্র, সমাজরহস্য এই ষোল-
খানি উপহার, এবং আরও
ছপিট সাদা নামক
একখানি পুস্তক
অতিরিক্ত।

বাঙালীর মুণ্ড !!!

(সামাজিক উপন্যাস)

দেশের দুর্দ্দশার

একটু খানি নকল ছবি !

শ্রী——————————আর্য্যরত্ন

প্রণীত।

সাজায়ে রাখিনু এই কলঙ্কের কুণ্ড !

দর্পণে পড়িবে ছায়া, বাঙালীর মুণ্ড !!

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

২

কলিকাতা,

১৫। ১ নং গ্রে ষ্ট্রীট—রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র

পাঠকের দর্পণ।

পঞ্চতন্ত্রের বচন আছে, "বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং। সুপুত্রেন কূলং যথা।"—বংশে একটী সুপুত্র জন্মিলে সে বংশ সুপুষ্প-বাসিত পুষ্পবনের ন্যায় সুবাসিত হয়। রামায়ণকথা কহিবার সময় আমাদের কথক-ঠাকুরেরা বলেন, হনুমান লাঙ্গুলের দ্বারা লঙ্কাদগ্ধ করিয়া লাঙ্গুলের অগ্নি নির্ব্বাণার্থ সীতাদেবীর স্মরণাপন্ন হয়। সীতাদেবী মুখামৃত দিতে বলেন। বানুরে বুদ্ধিতে হনূ সেই উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া মুখের মধ্যে লাঙ্গুল পুরিয়া দেয়, মুখ খানি পুড়িয়া যায়। সাগরের জলে কালামুখের ছায়া দেখিয়া হনূমান কাঁদিতে কাঁদিতে সীতার নিকট গমন করিয়া মনের দুঃখে দেশত্যাগী হইতে চায়! সীতা দেবী তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলেন, "লজ্জা কি?—আজ হইতে তোমার স্বজাতীবর্গ সকলেই মুখপোড়া হইবে।"

কথক-ঠাকুরেরা একথাটী বলেন ভালই! বাঙ্গালাদেশের বেদীর উপর বসিয়া এই দৃষ্টান্তটী হাস্যরসের সহিত মিশাইয়া বলা হয়,—সেই জন্য আরও ভাল!—বিশেষতঃ আজ কাল!

আজ কাল বিভ্রান্ত বঙ্গসন্তান যে কোন বিভ্রমে বিমোহিত হইয়া কোন প্রকার কলঙ্কডালী মাথায় করেন,—সমস্ত বঙ্গ-সন্তানকে সেই কলঙ্কডালীর ভার বহন করিতে হয়, একটু একটু অংশও তাহাদের ভাগ্যে লাভ হইয়া পড়ে। হনূমানের

ছাইগোষ্ঠি মুখপোড়া ;—একজন বাঙ্গালীর মুখপোড়া হইলে সেই কলঙ্কিত বাঙ্গালীর ছাইগোষ্ঠির মুখ পোড়া হইবে না কেন ? —বাঙ্গালীর নিকটেই তাহার উত্তর লইতে ইচ্ছা হয়।

বড় দুঃখেই কথাগুলি বলিতে হইল। বিদ্রূপ করিয়া নহে,—ভ্রাতৃগণের প্রতি বিদ্বেষবশে নহে,—সত্যপ্রমাণে অন্য কোন প্রকার কুঅভিপ্রায়েও নহে ;—বড় দুঃখেই বলিতে হইল, আমাদের সমাজে আজকাল যাহা যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতর অনেক দেখা যায়,—কোন একটা দুঃখের কথা উঠিলেই লোকে আক্ষেপ করিয়া বলেন, "হই-তেছে,—আমার মাথা !"—আমি বাঙ্গালী, আমারও আক্ষে-পের কথা কল্যাণের জন্যে কতকগুলি অকল্যাণের পরিচয়,

বাঙালীর মুণ্ডু !!!

দর্পণ আমি সাধারণ বঙ্গবাসীর সম্মুখে ধারণ করিলাম, মুখ দেখুন।—ভাল করিয়া, সোজা হইয়া,—বসুন ! চক্ষু অন্য-দিকে রাখিবেন না,—কম্পাসের তুল্য দর্পণের উপরই ক্ষণকাল স্থির রাখুন।—দেখুন, বাঙ্গালীর মুণ্ড !!! মুণ্ডুর মধ্যে একটী নূতন রস আছে। হাসিবার কথায় কাঁদিতে হইবে ! দেখুন বাঙালীর মুণ্ড !!!

যদি অপরাধী হই,—গালাগালী দিবেন না। গ্রহদেব-তাকে দূর হইতে নমস্কার !

কলিকাতা
ভাদ্র মাঘী পুর্ণিমা
শকাব্দা ১৮০৯। } গরিব
শ্রী———আর্য্যরত্ন।

বাঙালীর মুণ্ড

প্রথম কাণ্ড।

(বাবু কল্লে।)

কলের জাহাজ।

আপনারে নাহি জানে নাদাপারা পেট্।
মাখিয়ে কলঙ্ককালি মাথা করে হেঁট॥
কলঙ্ক কণ্টকীফুল থরে থরে গাঁথা।
হা কপাল! এত সব বাঙালীর মাথা!

কাল্না হইতে এক থানি কলের জাহাজ কলিকাতার হাটখোলার ঘাটে আইসে। এক বৎসর বৈশাখ মাসে এক জাহাজ নরনারী কলিকাতায় আসিতেছিল, শ্রীরামপুরে সেই জাহাজে একটী বাবু উঠেন। কলের গাড়ীতে এবং কলের জাহাজে মানুষ উঠিলেই টিকিট লইতে হয়, বাবু তাহা জানিতেন;—কিন্তু জাহাজে অত্যন্ত ভিড় ছিল, বাবুটী সেই ভিড় ভেদ করিয়া টিকিট লইতে পারেন নাই। পারেন নাই,—কিম্বা বাবু বলিয়া অভিমান ছিল, ছোট জাহাজের সামান্য পয়সার কথাটা হয় ত গ্রাহ্যই করেন নাই!

আহিরীটোলার ঘাটে জাহাজ আসিয়া লাগিল। সকলেই টিকিট দিয়া নামিয়া গেল, টিকিট-না লওয়া-বাবুটী টিকিটের বদলে সরকারের হস্তে শ্রীরামপুরের ভাড়া দিতে গেলেন, সরকার তাহা লইল না। কাল্না হইতে ভাড়া চাহিল। বাবু প্রথমে মহা রাগত হইয়া দর্পভরে কহিলেন, "আমার সাক্ষী আছে। শ্রীরামপুরের এক মণিহারী দোকানে আমি এক জোড়া

বেলোয়ারি চুড়ী আর একখানা আর্‌সী কিনিয়াছি,—দোকানদার আমার সাক্ষী আছে। সে ব্যক্তি অবশ্যই বলিবে,—শ্রীরামপুর হইতেই আমি জাহাজে উঠিয়াছি।”

দুটী বাবু টিকিট লইতেছিল। মণিহারী দোকানের কথা শুনিয়া সেই দুই জনের মধ্যে এক জন আপনাদের খালাসীদিগকে হুকুম দিল, “এই লোকটাকে আটক কর।” দ্বিতীয় বাবু কহিল, “আটক করিয়া কাজ নাই, উহার বেলোয়ারি চুড়ী আর আর্‌সী আমাদের কাছেই জামিন রাখুক।” জিনিশ দেখিয়া প্রকাশ পাইল,—ঐ দুটী সখের সামগ্রীর দাম মোটের উপর বড় জোর আট পয়সা কি ন পয়সা! বাবু ওদিকে শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতার ভাড়াই সঙ্গে আনিয়াছিলেন,—একটী পয়সাও বেশি ছিল না,—গায়ে একখানি নূতন চাদর ছিল,—খালাসীরা তাহা কাড়িয়া লইল,—পয়সা কটী বাঁচিয়া গেল। হাটখোলার ঘাটের জাহাজীকাণ্ড,—দাঁড়ীমাজীর কাণ্ড, এক প্রকার কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! বাবু কয়েকবার পুলিশ পুলিশ করিয়া চিৎকার করিয়াছিলেন, কোথায় বা পুলিশ—কোথায় বা কি, অত গোলের ভিতর কেই বা তাঁহার কথা শোনে! চুড়ী গেল,—আর্‌সী গেল,—তার সঙ্গে সঙ্গে চাদর খানিও গেল! বাবু রাগভরে জাহাজ হইতে নামিয়া একছুটেই তীরে উঠিলেন। আবার বিভ্রাট! আবার গঙ্গা পার! বাবু এ পারে থাকেন না, “গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণশী সমতুল।” একছুটে-বাবুটী গঙ্গার পশ্চিমকূলেই বাস করেন। বাবু আবার একখানি খেয়ার নৌকায় একটী পয়সা দান দিয়া সালিখার ঘাটে অবতীর্ণ হইলেন।

গায়ে চাদর নাই, জামা আছে। জামার পকেটে পাঁচটী পয়সা ছিল, একটী গিয়াছে,—বাকী মজুদ একআনা রোক!

দ্বিতীয় কাণ্ড।

(দেউলে কল্পে)

বাবুর বাগান।

বাবু একটী বাগানে বাস করেন। সালিখা হইতে সে বাগান কতদূর, যাবু পদব্রজে গমন করিলেন,—দূরতার বিষয় বাবুই জানেন। বাগানটী বেশ! জমী প্রায় এক বিঘা,—চারি ধারে পগার কাটা,—ধারে ধারে খেজুর গাছ,—মাঝে মাঝে শারি শারি দেবদারু,—ভিতরে ভিতরে প্রাচীন কালের বৃদ্ধ বৃদ্ধ আমকাঁঠালের সজীব তরু;—এক ধারে একটী পুষ্করিণী। ধারে আছে বলিয়া লোকে তাহাকে ডোবা বলিত। কেহই সে জল খাইত না, জল-টুকু কিছু মিষ্ট বলিয়া বাবু নিজেই খাইতেন। বর্ষাকালে সেই ডোবাতে দুই এক ভার মাছ ফেলিয়া রাখিতেন। ডোবাতে মাছ ভাল থাকে না, বড় বড় ব্যাং থাকে, সেই ভেকেরাই আশ্বিনমাস আসিতে না আসিতে ছোট ছোট চারা মাছগুলি ভক্ষণ করিয়া পেট মোটা করিয়া রাখিত!

বাগানেই বাবুর থাকিবার ঘর। ঘর খানি পূর্ব্বে বোধ হয় সাহেবদের বাঙ্‌লার ন্যায় সুদৃশ্য ছিল,—এখন ভগ্নদশা! সম্মুখটী সদর—ভিতরটী অন্দর। অন্দরের দিকে প্রায় পাঁচ কাঠা জমী প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সে দিক দিয়া বাহির হইবারও পথ আছে।

সদরের ঘরে বাবু থাকেন। সন্ধ্যার পর দুটী একটী মোসাহেব দর্শন দেয়। সাদা মাটা ইয়ারকী চলে,—বড় একটা ঘটা হয় না। মাঝে মাঝে এক একদিন এখনকার ফ্যাসনে বেশ জাঁকজমকে বোনভোজন হয়। সে দিন মোল্লাদের আঁস্তাকুড়ে মুর্গীর বাচ্চার বংশনাশ হইবার সম্ভব। বাবু এখন মদ খান না,—ইয়ারেরাও পায় না,—গাঁজা চলে। বাবু কিন্তু গুলী খান! দৈবাৎ সখ করিয়া এক আধ ছিলিম গাঁজা টানেন।

বাবুর নাম হংসারাজ পালিত। তাঁহার পিতা একজন বড়মানুষ লোক ছিলেন, মৃত্যুকালে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান, বাবুর হাতে সমস্তই উড়িয়া গিয়াছে! বাবু অবশেষে কলিকাতার বড় আদালতে ইন্‌সল্‌ভেণ্টের

আসামী হইয়া দয়াময় ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের দয়াময় ইন্সল্ভেণ্টের আদালতের অনুগ্রহে সবদিক ফর্সা করিয়া তুলিয়াছেন! সবদিক নিরাপদ! পাঁচ লাখ উড়িয়াছিল, তাহার উপর প্রায় দুই লাখ দেনা! অল্প দিনেই কর্ম্ম রক্ষা!—অল্প দিনেই দেউলে!

বাবুর পিতার নাম লোকনাথ মজুম্দার। মজুম্দারের পুত্র পালিত, ইহাই বা কেমন কথা! এটা আমাদের ভুল নয়, পালিতের সত্য পিতা পালিত ছিলেন,—নূতন পিতা মজুম্দার। সত্য পিতার পরিচয়েই পালিত বলা হইয়াছিল। দিন কতক হলধর মজুম্দারের* পালিতপুত্র হইয়া এই হংসরাজ পালিত ঘরে ঘরে মজুম্দার হইয়াছিলেন! বিষয়ের লোভেই মজুম্দার,—বিষয়ের লোভেই পরের বাপকে বাপ বলা,—অর্থ লোভেই পালিতপুত্রের পিতারা অনায়াসে পুত্র বিক্রয় করে! বাবু হংসরাজ মজুম্দার বহু ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া লোকসমাজে বাবু হইয়া উঠেন। অবশ্যই হটাৎ-বাবু! অনেক মোসাহেব জুটিল,—অনেক মদ উড়িল,—ইংরেজ-ব্যাপারীরা অনেক টাকা আদায় করিল,—আবকারীর মাশুলে বড় বড় দানসাগরের ফর্দ্দ হার মানিল,—অনেক মেয়েমানুষ বড় মানুষ হইয়া গেল,—মাম্লা মকর্দ্দমায় অনেক লোকের কিস্তি মাৎ! বই বই ব্যাপার! দেখে কে? মজুম্দার মহাশয় জলপিণ্ডের আশায় কলমের চারা রোপণ করিয়াছিলেন,—মদের তুফানে সেই আশায় মদাঞ্জলী! বাবু শেষে দেন্দার,—বাবু শেষে দেউলে,—বাবু শেষে জুয়াচোর!!!

বাবুর একটী ঘোড়া আছে। ঘোড়ার নাম হংসরাজের ঘোড়া। হটাৎ-বাবু আমলে বাবুর যখন খুব পড়্তা, সেই সময় লোকে তাঁহাকে হংসরাজ বাবু না বলিয়া রাজাবাবু বলিত। রাজাবাবু হইতে হইতে মোসাহেবের রসনায় শুধু রাজা! রাজা এখন দেউলে রাজা,—তথাপি কিন্তু ঘোড়াটী আছে!

এক দিন একজন বৃদ্ধগোছের মোসাহেব একটু মুরুব্বীয়ানা ফলাইয়া কাঁচুমাচু মুখে যেন একটু কাতর ভাবে বলিলেন, "রাজাবাবু! ঘোড়াটী আর কেন?—খেতে পায় না,—চর্ম্ম দড়ি,—পায়ে পায়ে জড়াইয়া পড়ে,—প্রকাণ্ড একটা অস্থিচর্ম্মের ঠাট খাড়া আছে; কিন্তু আসলে কিছুই নাই!

দিন রাত চরা করে,—লোকের জিনিশপত্র ক্ষতি করে,—লোকে তোমাকে বাপান্ত * করিয়া গালাগালী দেয়,—ঘোড়াটাকেও গুম্ গুম্ করিয়া ইঁট মারে,—কাট মারে,—এগুলো কি ভাল ?—ছেড়ে দাও,—ঘোড়ায় আর কাজ কি ?—না খাইয়া মরিবে,—মিথ্যা একটা জীবহত্যার পাপ!”

বাবু একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া অর্দ্ধপ্রফুল্ল-গম্ভীর বদনে কহিলেন, “ওহে! তুমি জান না! ঘোড়াটা আছে,—ভালই আছে! ঘোড়াটা থাকাতে আমরও সম্ভ্রম,—ঘোড়ারও সম্ভ্রম।”

মুরুব্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘোড়ার সম্ভ্রম কি প্রকার ?”

বাবু উত্তর করিলেন, “ঘোড়ার সম্ভ্রম আমার চেয়েও বেশী! লোকে বলে রাজার ঘোড়া! দেখ দেখি ঘোড়া না থাকিলে এখন কি আর কেহ আমাকে রাজা বলিত ? ঘোড়া থাকাতে আমি এখনও রাজা,—ঘোড়াও এখনও রাজার ঘোড়া,—উভয়েরই এখন সমান সম্ভ্রম!”

সব সত্য! সব সত্য! সব সত্য! হংসরাজ এখন দেউলে,—ঘোড়াও এখন অনাহারী দেউলে! বাবু বলেন, ঘোড়ার খাতিরে তিনি রাজা,—তাঁহার সম্ভ্রম;—তাঁহার খাতিরে রোগা ঘোড়াটাও রাজার ঘোড়া! দুই-দিকেই দুই পক্ষের উচ্চ সম্ভ্রম! বাবু বলেন সম্ভ্রম, আমরা ত বলি, ইহারই নাম বাঙালীর মুণ্ডু!

বাগানে এখন চাস হয়। ধান, কড়াই, মূলা, পেঁয়াজ ইত্যাদি কৃষাণী কাণ্ড সমস্তই প্রায় হয়। বাবু কিন্তু তাহার একগাছি তৃণও প্রাপ্ত হন না, বাগানখানা বন্দক! যাঁহার কাছে বন্দক, তিনি ঐ বাগানের সমস্ত আও-লাত,—সমস্ত সাদা জমী;—দোসরা প্রজা বিলি করিয়া রাখিয়াছেন। প্রজা-রাই সব করে,—তাহারাই সব পায়। বাবু কেবল অন্ধকার রাত্রে দুটা পাঁচটা পেঁয়াজের গাছ উপড়াইয়া মুর্গী রাঁধেন মাত্র!—মুর্গীও চুরী করা!—পেঁয়াজও চুরী করা!

* যাহারা পরের বাপকে বাপ বলে, এ প্রকার বাপান্তের সময় তাহা-দের কোন্ বাপ আকর্ষিত হয়, ঐ প্রকারের হটাৎ-বাবুগণকে গোপনে জিজ্ঞাসা না করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে না।

বাবুর পরিবার গণনা করিতে হইবে। যোত্রহীন অক্ষমঋণীগণের পরিত্রাণার্থ ইন্‌সল্‌ভেণ্ট আদালত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বাবু হংসরাজ পালিত ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ অবসন্ন হইয়াছেন, বাহিরে কিন্তু মুখের সাপট কমে নাই! পালিত যখন মজুম্‌দার হইয়াছিলেন, তখন টাকা ছিল। এখন টাকা নাই!—আর কেন তবে মজুম্‌দার?—কাজেই পুনর্ম্মূষিক! টাকার সঙ্গে সঙ্গে মজুম্‌দারী খেতাবটাও ডুবিয়াছে;—আমরা বলিব,যে পালিত সেই পালিত! বাস হয় বাগানে! বাগানখানিও বন্দক! বাগান ছাড়া বাবুর আর অন্য কোন ভদ্রাসন নাই, সুতরাং সপরিবারেই বাগানবাসী! পরিবারের মধ্যে হংসরাজ খোদ! ইনি এখন জীবিত কি মৃত, তাহা কে বলিবে?—নড়েন চড়েন, হাওয়া খান, অভ্যাসবশে ইয়ারকী দেন, মাঝে মাঝে উপবাস করেন!—উপবাসের দিন পেট ভরিয়া গুলী খান!—সুতরাং তিনি সজীব! বাবু হইলেন প্রথম নম্বর পরিবার!—দ্বিতীয় নম্বর ইহাঁর যৌবনকালের বিবাহ করা পরিবার! যৌবন এখন বিদায় হইবার অগ্রেই বৃদ্ধদশা-প্রাপ্ত হইয়াছে,—অন্দরের পরিবারটীও যৌবন হারাইয়াছেন!—সন্তান হয় নাই। মজুম্‌দারের বিষয় থাকিলে হংসরাজকেও হয় ত কলমের চারা পুঁতিয়া মরিতে হইত! ধরুন, ভালই হইয়াছে! সন্তান হইলে দেউলে রাজার হয় ত বংশবৃদ্ধি হইতে পারিত,—ঘোড়ার সম্ভ্রমের ন্যায় তাহাদেরও হয় ত সম্ভ্রম বাড়িত,—এ অবস্থায় না হওয়াই মঙ্গল! এখন ধরুন, বাবু আর বাবুর পরিবার। তাহার পর ধরুন, বাবুর মাতা! এ মাতাটীও হলধর মজুম্‌দারের সহধর্ম্মিণী। ইনিও এখন বাগানে! এই হইল তিন। তাহার পর ধরুন, একটী সাবেক আমলের বৃদ্ধকুক্কুর, আর একটী পক্ষহীন বৃদ্ধ টিয়াপাখী। মোটেমাটে ধরুন, হংসরাজের সর্ব্ব শুদ্ধ পাঁচটী পরিবার। ঘোড়াটী এখন পরিবারের মধ্যে ধরা গেল না, ঘোড়া এখন পরের খাইয়া মনিবের সম্ভ্রম বজায় রাখে!

চলে কিসে?—এ তর্ক ছোট নহে। দেউলে লোকের চলে কিসে,—ইহা দেউলে লোকেরাই বলিয়া দিতে পারে। মহাজনেরা ডুবিয়া যান;—খাতকেরা দেউলে আদালতের কৃপায় মহাজনগণকে ফাঁকি দিয়া সদ্যসদ্যই অধঃপাতে যায়!—চাকরী করিবে,—সে বিশ্বাসটা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে! কেবল বিশ্বাস হারানো নয়, কলমের চারার গুঁড়ী হয় না। যাহার গুড়ী হয় না,—

তাহাতে সার হয় না ;—তক্তাও হয় না। কলমের বৃক্ষ আর কলমের বাবু উভয়েই প্রায় অসার হইয়া থাকে! পোষ্যপুত্রের দলে মূর্খই অনেক! চাক্‌রী করিবার ক্ষমতা বড় কম! ভরসা কেবল পতিতপাবন!

এখানে আবার পতিতপাবন কে? হংসরাজের তুল্য সম্ভ্রম-ওয়ালারাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। হংসরাজ চোর হন নাই, বিলক্ষণ পাকা রকম জুয়াচোর হইয়াছেন! ভরসা, এখন পতিতপাবন জুয়াচুরী!

জাহাজের খালাসীরা যেদিন চাদর কাড়িয়া লইয়াছে, সে দিন সন্ধ্যা-কালে হংসরাজ তিন জন বুদ্ধিমান্ ইয়ারের সহিত একত্রে বসিয়া ভয়ানক সর্‌ফরাজী করিতেছিলেন! পূর্ব্বকথিত মুরুব্বী-লোকটীও সেই সর্‌ফরাজীর উপর আগুনমাখা বাতাস চালাইতেছেন। বাবু বলিতেছেন, "দেখিব!—দেখিব!!—দেখিব!!!—দেখিব জাহাজ কেমন করিয়া চালায়! জাহাজখানা আমি—"

কথার উপর যেন ছোঁ মারিয়া মুরুব্বী কহিলেন, "জাহাজখানায় আগুন ধরাইয়া দিব!—দিবই!—দিবই!!—দিবই!!!—জাহাজপোড়া আগুনে আচ্ছা করিয়া গাঁজা খাইব!—" সদম্ভে এইরূপ বাহাদুরী জানাইয়া মুরুব্বী-লোকটা গাঁজাটানা ভঙ্গিতে কাপড় গুটাইয়া বসিয়া সজোরে তিন বার করতালি দিলেন, করতালির সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বম্!—বম্!!—বম্!!!" আমরাও বলি, বম্!—বম্!!—বম্!!!—বাঙালীর মুণ্ডু!!!

তৃতীয় কাণ্ড।

(জুয়াচুরী কল্পে)

হংসরাজের জুয়াচুরী !

পোড়া দেশে জ্বলিতেছে আগুনের কুণ্ড !
ঝাঁপিতেছে অভাগারা নীচু কোরে তুণ্ড !!
হাতীভায়া নেয়ে উঠে, নাড়িতেছে শুণ্ড !
মদে জলে ঝরিতেছে বাঙালীর মুণ্ড !!

দেউলে নাম লইবার সাতমাস পূর্ব্বে হংসরাজের একটা চাকরী হইয়াছিল, সেই চাক্‌রীতে উপরী রোজগার বেশ ছিল। উপরী—রোজগার মানে কি,—উপরী-রোজগারওয়ালারা সেটা বেশ জানে। সংসারের অভিধানে উপরী-রোজগারের মানে গরীবের বুকে পা দিয়া মুখ দিয়া রক্ত বাহির করা! খোলসা কথায় রকম রকম ঘুস খাওয়া! ঘুস খাইতে খাইতে বুক বাড়িলে শনৈঃশনৈ আরম্ভ হয় চুরী করা! হংসরাজ ঐ দুই বিদ্যাতেই মূর্ত্তিমান্ পরিপক্ক! দশ দিন চোরের এক দিন সাধুর। এক দিন একটা বড় রকম ঘুস আর একটা মাঝারি রকম চুরীর সুযোগে হংসরাজ আফিসের ভিতরেই হাতে নোতে ধরা পড়েন! মনিবটী খুব ভাল ছিল,—ঘুসখোরকে ক্ষমা করিলেন,—চোরকে পুলিশের হাতে দিলেন না,—উপদেশ দিয়া চাক্‌রী হইতে বরখাস্ত করিলেন মাত্র!

হংসরাজের চাক্‌রী গেল!—হংসরাজ এক রকম ভিকারী হইলেন। মুষ্টিভিক্ষার ভিকারী নহেন, মানুষ ঠকাইবার ভিকারী! মহাজনগুলিকে জন্মশোধ ফাঁকি দিবার মতলবেই সেই বদমাস্ পালিতপুত্রের ইন্‌সল্‌ভেন্ট লওয়া!

চোরেরা চাক্‌রী গেলে কাবু হয় না, বরং আরও উচুঁদরের বাবু সাজিতে চায়। প্রায়ই আমরা দেখি, ইনসলভেন্ট আসামীদের মধ্যে

যাহারা যাহারা আরও ভাল রকমে জুয়াচুরী পাকাইতে পারে, তাহাদের সাজ গোজটা খুব জাঁকাল রকমের হয়! ইংরেজের ইন্‌সল্‌ভেণ্ট আদালত যাহাকে পদছায়া দেন, তাহার কথা স্বতন্ত্র! যে ব্যক্তিরা যোত্রহীনের পরিত্রাণার্থ মুক্তিমণ্ডপের আশ্রয় গ্রহণ করে না,—অথচ দুই বেলা উদরান্নের জন্য রাত দিন হা হা করে,—এক ফোটা মদের জন্য যাহাদের বুকের ছাতি ফাটিয়া যায়,—তাহাদের আড়ং ধোপের কাপড়ের পাড় প্রায় এক হাত চাওড়া! রকমারি রংয়ের রকমারি ঝাড় বুটো কাটা,—রকমারি কামিজ কোট,—ধুত্‌রোফুলী চাদর,—চাদরের সর্ব্বাঙ্গ বিলাতী এসেন্সের রকমারি গন্ধ ভুর্ ভুর্ করে! চাদরেরা কাহারও স্কন্ধে, কাহারও কণ্ঠে, কাহারও বক্ষে, কাহারও কক্ষে, কাহারও মুষ্টিমধ্যে এবং কাহারও বা চিনেকোটের ঘড়িরাখা পকেটে ক্ষুদ্রাকারে বিরাজ করে! শেষের রকম দুটী হাল আইনের বন্দো বস্ত! যাহার দেখিলেই মনে হয়, সাদা সাদা কোঁচ্‌কা কোঁচ্‌কা ফুলের তোড়া! এই দলের বাবু সাহেবদের মাথার উপর কত প্রকার সরিকীজমীর আল্ আটন, তাহা গণনা করা অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ সাপেক্ষ! মাথার উপরেও বিলাতী ছুঁচো বিরাজ করে! চুলের গার্ডচেন অথবা গিল্টী করা পিতলের শিকলেরা এই সকল লোকের ঘড়ীর চেইনের সবস্‌টিচিউড হয়! বাহিরে ইহাদিগকে দেখিলেই নূতন লোকেরা তাক্ হইয়া যায়! এই বেশে এই সকল বদমাস্ প্রায় নিত্য নিত্যই দোকানী ঠকায়,—মহাজন ঠকায়,—শুঁড়ী ঠকায়,—আর রাশ রাশ মেয়ে মানুষ ঠকায়!!!

বাবু হংসরাজ বাহাদুর ইয়ারবক্সী লইয়া গাঁজা খাইতেছেন,—হাতে একটীও পয়সা নাই,—বাড়ীর ভিতরে কাক চিলের ঝক্‌ড়া,—বাহির বাড়িতে ধোঁওয়া-খাওয়া ফিঙ্গেরা গাঁজার ধোঁয়ায় আমোদী! ভিতর বাহির দুই মহলেই হরিমটকের উপবাস! হংসরাজের দক্ষিণ হস্তের ব্যবহারটী সেদিন কেবল গঞ্জিরাজের গেঁটে কল্‌কের শক্ত পরিবেষ্টনে! উপায় কি?—মোসাহেব যদিও আগেকার নবাবী আমলের ন্যায় গন্তিতে বড় বেশী নাই, তথাপি ষষ্ঠিদেবীর কল্যাণে মস্তকগণনায় সেদিন ৪ টী ৫ টী! বাবুর বাড়ী ভাত নাই তাহা তাহারা জানে। তাহারা নিজের নিজের ভগ্নাশ্রম হইতেই দুটী দুটী ধ্যাসাবী মুস্হরীব সহিত আলাপ করিয়া

আসিয়াছে! তাহাদের উপর খ্যাঁসারী মুসুরীর এত অনুগ্রহ কেন,—বিনা চিন্তাতেই তাহা বুঝা যায়। ভট্টাচার্য্যের মুখে প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন, যে যেমন দেবতা—তাহার তদ্রূপ ভূষণবাহন! এখানে হংসরাজ দেবতা! হংসরাজ ইন্‌সল্‌ভেণ্ট,—তাঁহার মোসাহেবেরাও অবশ্য ন্যূনাধিক পরিমাণে সুবিখ্যাত ইন্‌সল্‌ভেণ্ট! সরকারী রেজেষ্টরী করা না হউক, ঘরাও রেজেষ্টরী-ভুক্ত ফুল ইন্‌সল্‌ভেণ্ট হাফ ইন্‌সল্‌ভেণ্ট! এ সিদ্ধান্তে বোধ হয় আর কিছু মাত্র সংশয় রাখা আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ গঞ্জিকাদেবীর অনুগ্রহ!

ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও এস্থলে একটী গল্প আমাদের স্মরণ হইল। বোধ করি সেটী নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে একবার একটী লোক অতিথি হইয়াছিল। অতিথিটী অস্থিচর্ম্ম অবশেষ! গৃহস্থ তাহাকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইলেন,—নিজেও গরীব, তথাপি ব্রাহ্মণ,—ধর্ম্মভাবটী মনে ছিল,—অতিথি সেবায় কাতর হইলেন না। অতিথিকে ভোজনে বসাইয়াছেন,—এমন সময় সেই ধর্ম্মানুরাগী গরীব ব্রাহ্মণটীর কম্প আসিল! একদিন অন্তর তাঁহার জ্বর হয়!—পেটে প্লিহা যকৃত ভরা! কম্প আসিবামাত্র তিনখানি লেপ মুড়ি দিয়া সেই স্থানেই তিনি শুইয়া পড়িলেন। অতিথির ভারি সন্দেহ হইল! পরিতোষরূপে আহার সমাপ্ত করিয়া অতিথি ঠাকুর আচমনান্তে সেই জ্বরাক্রান্ত ব্রাহ্মণের লেপের ধারে বসিয়া রহিল। এ ঠাকুরটীও অবশ্য ব্রাহ্মণ, একথা বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। অতিথি ঠাকুর কোথায় গেল না। পতির অতবড় অসুখের সময়, অতিথির জ্বালায় ব্রাহ্মণীও কাছে বসিতে পাইলেন না। তিন ঘণ্টা পরে ব্রাহ্মণের কম্প ভঙ্গ হইল! তিনি উঠিয়া দেখিলেন,—লেপের ধারে অতিথি! অতিথিকে তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিতেছিলেন, অবকাশ দিবার অগ্রেই অতিথি ঠাকুর উপর পড়া হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "তোমার হয়েছে কি?"

ব্রাহ্মণ অতি কাতরভাবে উত্তর করিলেন, "হয়েছে আমার মাথা! দেড় বৎসর ভুগিতেছি,—একোজ্বর, যকৃত, প্লিহা, অম্ল, উদরী,—সব!—" উত্তরটী প্রদান করিয়াই অভাগা ব্রাহ্মণ যেন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতিথির যেন দয়া হইল। অতিথি বুকঠুকিয়া অভয় দিয়া কহিল, "ভয় কি?—কান্না কেন?—চিন্তা কি?—আমি আরাম করিব।—নির্ঘাত

ঔষধ জানি!—চমৎকার ঔষধ!—তিন দিনে আরাম!—সেই ঔষধটী তোমাকে দিব বলিয়াই আমি এখানে এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছি।”

তত জ্বরের ধাক্কা,—সর্ব্বশরীর অবশ,—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক,—তখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপ শীত ঘুচে নাই,—চিঁচিঁ করিয়া কথা বাহির হইতেছে,—তত অসুখের উপর ব্রাহ্মণ যেন কতই সুখে,—কতই আহ্লাদে,—অতিথির পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন!

অতিথি কহিল? “গোপনে বলিব। যদি চলিতে পার সঙ্গে এসো,—একটু তফাতে!”

অসমর্থ রোগী তখন সে অবস্থায় আসলেই চলিতে পারিতেন না, আরাম হইবার আহ্লাদে অকস্মাৎ কতই যেন বল পাইলেন;—একগাছি যষ্টির উপর ভর করিয়া অতিথির সঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহিরে প্রায় পঞ্চাশ যাট্ হাত দূরবর্ত্তী এক পুরাতন তেঁতুল বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন! অতিথ ঠাকুর তখন গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া চুপি চুপি ব্যবস্থা দিলেন, “তুমি এক কাজ কর!—এক এক ছিলিম গাঁজা খাও!”

ব্রাহ্মণ সিহরিয়া উঠিলেন!—থর্ থর্ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল!—দাঁড়াইতে পরিলেন না। অবসন্ন হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। অতিথিও সসব্যস্তে উপবেশন করিয়া সদর্পে কহিল, “কাঁপো কেন?—ভয় পাও কেন?—চমৎকার ঔষধ!—তিনদিনে আরাম!—অমি একজন তাহার প্রবল সাক্ষী;—প্রবল সুপারিস,—আমি লক্ষপতির সন্তান ছিলাম;—বৎসরে আমার হস্তে লক্ষ টাকা আসিত,—লক্ষ্মী আমার ঘরেই অচলা ছিলেন,—গাঁজার অনুগ্রহে সেই সোনার লক্ষ্মী আমার শীঘ্র শীঘ্র ছাড়িয়া গিয়াছে!—এত অনুগ্রহ যাহার, তাহার অনুগ্রহে তোমার সামান্য একটা জ্বরপ্লিহা ছাড়িবে না?—অবশ্য ছাড়িবে,—তিন দিনে আরাম!

এই ব্যবস্থাই সার ব্যবস্থা! বাবু হংসরাজ বাহাদুর গাঁজার অনুগ্রহে লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছেন! লক্ষ্মীছাড়ার ইয়ারেরাও লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়াদের বজ্জাতি-বুদ্ধি বিলক্ষণ জোয়ায়। জুয়াচুরী বিদ্যায় তাহারা সর্ব্বক্ষণ বিলক্ষণ পটু হইয়া থাকে!

হুহু করিয়া গাঁজা চলিতেছে, ধোঁয়ার ভিতরে হংসরাজ আপনার পেটের

ভাবনা ভাবিতেছেন। বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতিত হইয়া গিয়াছে। এমন সময় বাহিরে চিৎকার করিয়া একজন কলু ডাকিল, "চাই—তেল!"

গাঁজার বুদ্ধি ভারি চমৎকার! তেলের চিৎকার শ্রবণ করিয়াই হংসরাজ বীরদর্পে লফাইয়া উঠিলেন! কলুর অপেক্ষা চমৎকার কাঁসা গলায় চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, "আয় তেল,—আমার চাই!"

কলু আসিল। হংসরাজ তাড়া তাড়ি বাটীর ভিতর হইতে একটী কাণা-ভাঙ্গা ছাতাধরা মাটির ভাঁড় আনয়ন করিলেন। তৈল চাহিলেন, এক পোয়া,—কলুও দিল এক পোয়া,—দাম হইল এক আনা!—ভাঁড়টী হাতে করিয়া বাবু একটু অন্যমনস্কভাবে কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাছে পয়সা আছে?"

কলু তখন পাড়া বিক্রি করিয়া ফিরিতেছিল, তাহার কাছে পয়সা ছিল, বাবুর প্রশ্নের উত্তর করিল, "কত চাই?" বাবু প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, "বেশী নয়,—পনের আনা! একটু বোস,—আমি টাকা লইয়া আসিতেছি।"

কলু বেচারা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া পনের আনার পয়সা গণিয়া দিল। বাবু তাহা লইয়া স্বচ্ছন্দে দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন! বাড়ীর ভিতর হইতে এক একবার উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন,—কলু চলিয়া গিয়াছে কি না। ইয়ারেরা চলিয়া গিয়াছে, কলু চলিয়া যায় নাই। বাবুরও আবার মৌতাতের ঝোঁক ধরিয়াছে,—বাহিরেই মৌতাতের ভাণ্ডার,—বাহির না হইলেও চলে না,—কলু ত কলু, ধর্ম্মরাজ স্বয়ং মহিষপৃষ্ঠে দণ্ডধারী হইয়া উপস্থিত থাকিলেও তখন বাবুর বাহির হওয়া বন্ধ হইবার নয়! মৌতাতের কাছে যমরাজের আধিপত্য খুব ঘন ঘন হইলেও জোরে কিছু কম! এ মৌতাত গাঁজার মৌতাত নয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাবু গুলী খান! গুলীর মৌতাত কলুর উৎপাত মানিবে কেন?—বুদ্ধির জোরে বাবুর মাথায় অকস্মাৎ এক নূতন ফন্দি আসিয়া দর্শন দিল! বক্ষঃস্থলে কিঞ্চিৎ তৈল মালিস করিয়া,—স্কন্ধে একখানি গামছা লইয়া,—নাভির নিচে কাপড় ঝুলাইয়া বাবু হংসরাজ হংসগতিতে বাহির বাটীতে দর্শন দিলেন! হতভাগা কলু তখন পর্য্যন্ত হাজির! বাবু অন্যমনস্কভাবে যেন পাশ কাটাইয়া যাইতে যাইতে তাহার দিকে চাহিয়া যেন কতই অপ্রস্তুত ভাবে কহিলেন,

"ও হো হো! তুমি বোসে আছে!—ঐ যাঃ!—ভুলে তেল মেখে ফেলিছি!—তেল মেখে বাক্স ছুঁতে নেই,—আজ পেলে না,—কাল এসো।" কলু প্রত্যয় করিয়া চলিয়া গেল। হংসরাজ যেমন টাকা জীর্ণ করে,—তেমন আর অন্য কোন জন্তুই করিতে পারে না! এই হংসরাজ দরিদ্র কলুর টাকাটী জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন!—কলু রোজ রোজ হাঁটিল,—রোজ রোজ দেখা পায়! কিন্তু টাকাটী আর জন্মেও পাইল না!

হংসরাজ আর এক দিন ভারি আশ্চর্য্য মজা করিয়াছিলেন! সে দিন আর তেল নয়,—সে দিন ঘোল! কলিকাতার পশ্চিম পারে সকল স্থলে সকল দিন ঘোল ফিরি হয় না,—মাঝে মাঝে এক এক দিন হয়। বাবু হংসরাজ একদিন বেলা ৮ টার সময় একাকী বসিয়া অন্ন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দূরে ডাকিল, "ঘোল!" হংসরাজ কাণ পাতিয়া শুনিলেন। প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। আবার ডাকিল "ঘোল।" স্বরটা একটু নিকটে আসিলে হংসরাজ নিশ্চয় করিয়া লইলেন,—ঘোল! ফন্দি আসিল,—ফাঁকি দিয়া ঘোল খাইতে হইবে। ভাত নাই,—পেট ভরিয়া ঘোল খাইলেও একটা দিন কাটিয়া যাইতে পারিবে। ফন্দি আঁটিলেন!—এক ধারে এক খানা ছেঁড়া খাটিয়া পাতা ছিল,—তার উপর একখানা ময়লা সতরঞ্চী! সেই সতরঞ্চী খানা আগা গোড়া মুড়ি দিয়া হংসরাজ শুইয়া পড়িলেন। ডাকিতে ডাকিতে খুব নিকটে আসিয়াই গোয়ালা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল, "ঘোল!"

হংসরাজ কাঁচু মাচু মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া অত্যন্ত চিঁচিঁ আওয়াজে গোয়ালাকে ডাকিলেন!—দ্বিতীয় বার আর ডাকিতে পারিলেন না,—হাত ছানি আরম্ভ করিলেন! গোয়লা ঘোলের ভার লইয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবু অমনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অসুখের ভঙ্গিতে সতরঞ্চী মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন! "উঁ হুঁ-হুঁ—উঁ হুঁ-হু—! মাগো—যাই গো!" ইত্যাদি কাতরোক্তিতে হংসরাজ সেই শতরঞ্চী খানাকে হস্তপদ সঞ্চালনে পুনঃ পুনঃ কাঁপাইতে লাগিলেন!

গোয়ালা ডাকিল, "কি গো মশাই, কে খাবে?—" বাবু আস্তে আস্তে মুখের সতরঞ্চী খুলিয়া, খাটিয়া হইতে একটু ঘাড় নিচু করিয়া বক্রভাবে

গোয়লাকে দেখিলেন! কম্পিত শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, "তুই!—তোর ঘোল!—দেখি!—দে একটু।"

খাটিয়ার নিচে একটা মেটে পাথরের আধসেরী বাটি ছিল, বাবু দুই চুমুকে দুই বাটী পার করিলেন,—ক্রমে ক্রমে আরও!—আরও!—আরও!—একুনে হইল পাঁচ সের মাত্র! বাবু উপর্য্যুপরি তিনটী ঢেকুর তুলিয়া পেটে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "তোর বুঝি পয়সা চাই?"

গোয়ালা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল!—বাবু আবার পূর্ব্ববৎ ভঙ্গিতে সয়ন করিয়া উঁ হুঁহুঁ—উঁহুঁহুঁ—আরম্ভ করিলেন, সতরঞ্চীর ভিতর হইতেই মিহি আওয়াজে কহিলেন, "আজগের দিনটা থাক্‌লে হয় না?—ভারি কম্প,—ভারি জ্বর,—মরি আমি! তার উপর দেখ্‌চি ঘোল দিয়ে তুই আমার সদ্যসদ্যই বিকারটা আনালি!—তুই আমার দফা খেলি! পাঁচটা পয়সা বৈ ত নয়!—তা আজ থাক,—আঁর মাসের মাসকাবারে এমন দিনে আসিস্!"

গোয়ালা ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিল! অবশেষে কহিল, "আমরা এ অঞ্চলের লোক নই,—দম্‌দমায় ঘর,—একবৎসর পরে এখানে এসেছি,—আমাদের পয়সা কি বাকী থাকে?" বার বার এই প্রকার বকাবকি হইতে হইতে বাবু একবার যেন অতি বিরক্ত হইয়া কতই কষ্টে গাঝাড়া দিয়া উঠিলেন!—শতরঞ্চী খানাই গায়ে দিয়া কম্পিত কলেবরে গুঁড়ি গুঁড়ি অন্দর মহলে চলিলেন,—পা আর উঠে না! চলিতে চলিতে টাল্ খাইতেছেন,—যেন কতই জ্বর,—কতই শীত,—কতই কি! —ক্রমাগতই বকিতেছেন,—যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিয়া ঘোল-ওলাকে গালি দিতেছেন;—দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য!

গোয়ালা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল। জনপ্রাণীও কথা কয় না। কতক্ষণের পর একজন স্ত্রীলোকের আওয়াজে উত্তর আসিল "কে তুই?—বাইরে একজন বিদেশী রুগী সুয়ে ছিল,—সে খেয়েছে ঘোল,—আমরা তার কি জানি?—এ বাড়ীতে কেউ নেই,—আমরা কেবল মেয়ে মানুষ আছি,—তুই বরং দেখে যা,—এ বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই।"

একটী বৃদ্ধা-স্ত্রীর গলার আওয়াজে গরীব-গোয়ালা এই কথাগুলি শুনিতে পাইল। সে ভাবিল,লোকটা তবে বাটীর ভিতর যায় নাই,—দরজার পাশেই কোথায় পড়িয়া আছে। এই ভাবিয়া একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল,—কিছুই দিখিতে পাইল না!—ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘোলের ভারটী নাই!—চিৎকার করিয়া গালাগালি দিয়া পাড়ার লোক জড় করিয়া বেচারা শেষে রুক্ষ হস্তে ফিরিয়া গেল!—ভারের সঙ্গে তাহার নগদ বিক্রির যে পয়সা গুলি ছিল,—ঘোলের সঙ্গে তাহাও গেল!

এই প্রকার জুয়াচুরীতে হংসরাজের ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বাড়ে,—তাহার পর বড়দরের পাকারকমের জুয়াচুরী আরম্ভ হয়! ক্ষুদ্র হইতে একটু বৃহৎ আর একটী!

একদিন একটী স্ত্রীলোক একজোড়া তসর কাপড় লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। পথে এক শিব মন্দিরের কাছে হংসরাজের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। হংসরাজ সেই তসর কাপড় কিনিবার জন্য দর করেন,—সাত টাকা। পথে যাইতেছিলেন,—সাজ গোজ বেশ ছিল,—পকেটেও গাঁজা ছিল,—কাগজ মোড়া আফিং ছিল,—সেই গাঁজা মোড়া একখানা ছেঁড়া ইংরেজী কাগজ বাহির করিয়া স্ত্রীলোকটীকে দেখাইলেন! কহিলেন, "আমার কাছে খুজরো টাকা নাই,—এই দেখ দশটাকার নোট!—সঙ্গে এস,—দোকান হইতে ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।"

দোকানেও পাশ দরজা দিয়া হংসরাজের পলায়ন!—হতভাগিনী সম্বল হারাইয়া অঙ্গুলী মটকাইয়া অভিসম্পাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেল!

চতুর্থ কাণ্ড।

কাকাবাবু।

বাবুর আর দেশে থাকা হইল না। যাহার মুখ দেখেন,—তাহার কাছেই মুখপোড়া!—যেদিকে চাহেন,—সেই দিকেই ফরিয়াদী,—সেই দিকেই দাবী দার!—তিনি যেন চতুর্দ্দিকে দাবীদারের ভেল্কী দেখিতে আরম্ভ করিলেন,—দেশে আর থাকা হইল না। আর গোটাদুই ছোট রকম জুয়াচুরীতে রাহাখরচের সম্বল সংগ্রহ করিয়া বাবু হংসরাজ বাহাদুর পশ্চিমদেশে পলায়ন করিলেন! সেখানকার প্রথম জুয়াচুরী কিছু নূতন রকমের! জুয়াচুরীর বুদ্ধির কাছে অন্য বুদ্ধির অস্তিত্বই প্রায় থাকে না। হংসরাজ একস্থানে গিয়া সেখানকার বড় বড় পদস্থ লোকের নাম ধাম ইত্যাদি জানিয়া লইলেন। যাহাদের নাম ধাম, তাঁহাদের কাছে জানা হইল না,—অন্য কোন অপ্রসিদ্ধ লোকের কাছেই সন্ধান লওয়া হইল। তিনি জানিলেন, সর্ব্ব-রঞ্জন ঘোষ নামে একটী ভদ্রলোক সেখানকার ডেপুটী-কালেক্টর। তিনি ধার্ম্মিক লোক,—জমীদারের ছেলে,—দানশক্তি বেশ,—এলাকা মধ্যে সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করেন,—সকলেই তাঁহার বাধ্য!—সদাগর মহাজনেরা বৎসর বৎসর সর্ব্বরঞ্জন বাবুর ক্রিয়াকর্ম্মে বিস্তর টাকার জিনিশপত্র সরবরাহ করে!—সকল লোকেই সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে বিশ্বাস করিয়া ধারে জিনিশপত্র দিতে ইচ্ছা করে,—জুয়াচোর হংসরাজ বাহাদুর এ সকল সন্ধানও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অবগত হইলেন। যে দিন সেখানে পৌঁছিলেন,—সেই দিনেই এই সব সুলুকসন্ধান ঠিক ঠাক্ হইয়া গেল। পরদিন বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় হংসরাজ নিজে বংশেশ্বর ঘোষ সাজিয়া সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন! বাসার ভদ্রলোকেরা সকলেই বাবুর অনুগ্রহে আদালতে একটী একটী চাক্‌রী পাইয়াছেন,—সকলেই বাবুর সঙ্গে কাছারী করিতে গিয়াছেন,—আছে কেবল তিন জন চাকর,—একজন রসুয়ে ব্রাহ্মণ,—আর একটী প্রাচীনা দাসী। বংশেশ্বর উত্তমরূপ পোশাক পরিয়া গিয়াছেন!

জরীর তাজ পর্য্যন্ত মাথায় আছে! সঙ্গে লোক জন নাই,—নিজের হস্তে শুদ্ধ একটী প্রকাণ্ড কার্পেটের ব্যাগ! বংশেশ্বর যেন সেই ব্যাগের ভরে বেদম হইয়া পড়িয়াছেন,—ঠিক্ এমইন ভাবে সর্ব্বরঞ্জন বাবুর খাসবৈটকখানায় কাৎ হইয়া পড়িলেন! ব্যাগটা ধুপ করিয়া একধারে ফেলিয়া দিলেন!—যেন কতই তাচ্ছিল্য,—যেন কতই উদাস্য!—যেন কতই নবাবী!—

হংসরাজ আপনার পরিচয়ে প্রকাশ পাওয়াইয়া দিলেন, সম্পর্কে তিনি সর্ব্বরঞ্জন বাবুর খুল্লতাত। বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই,—সাক্ষাৎ করিতে আসা। অনেক দূর হইতে আসা হইয়াছে!—জমিদারীতে মাম্‌লা মোকর্দ্দমা অনেক,—থাকিবার অবসর নাই,—এক রাত্রি বাস করিয়া, প্রিয়তম ভ্রাতস্পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ সদালাপ করিয়া,--ডেপুটীকালেক্‌টরী হইতে জজিয়তি লাভের কামনায় আশীর্ব্বাদ করিয়া কল্য প্রত্যুষেই রওনা হইতে হইবে,—ধূর্ত্তরাজ হংসরাজ এই প্রকার গৌরচন্দ্রিকা করিতেও বিস্মৃত হইলেন না!

জুয়াচোরের উপস্থিত বুদ্ধিকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ! বাসার ব্রাহ্মণ ও দাসী চাকরকে সমস্ত পরিচয় দিয়া বংশেশ্বররূপী হংসরাজ বিলক্ষণ আসর পত্তন করিলেন!—ঝণাৎ ঝণাৎ করিয়া চাকরদের প্রত্যেককে পাঁচ পাচ টাকা বক্‌শীশ ফেলিয়া দিলেন!—তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাকা বাবুর সর্ব্বপ্রকার শেবা আরম্ভ করিয়া দিল। বাড়ীময় কেবল রব উঠিয়া গেল,—কাকাবাবু!—কাকাবাবু!—কাকাবাবু!!!

বাসার সর্দ্দার চাকর ধাঁ করিয়া কাছারীতে ছুটিয়া গিয়া এক জন আম্‌লা দ্বারা সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে কাকাবাবুর আগমনবার্ত্তা জানাইল! বংশেশ্বর পূর্ব্বেই গোড়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন,—সম্পর্কে খুল্লতাত!—জ্ঞাতি খুড়ো! অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই,—হইতেও পারে! ডেপুটী বাবু ভাবিলেন, হইতেও পারে,—জ্ঞাতি খুড়ো অনেক থাকে,—হয় ত কোন জ্ঞাতি খুড়ো বিদেশবাসী জমিদার আছেন,—বড় মানুষ,—আদর যত্ন চাই,—চাকরকে হুকুম দিয়া দিলেন, "আদর যত্নের ত্রুটী না হয়।" বক্‌শীশ পাওয়া-চাকর আপনার শ্রদ্ধার উপর হাকিমের হুকুম পাইয়া সহর্ষচিত্তে বাসায় চলিয়া গেল!

সর্ব্বরঞ্জন বাবু শেষ বেলা পর্য্যন্ত কাছারী করিলেন। হাকিম্ তিনি,—

কাকাবাবুর আগমনের খাতিরে সকাল সকাল ছুটি করিতে পারিলেন না। কাকাবাবু এদিকে বাসার ভিতর ধূম লাগাইয়া দিয়াছেন। সর্দ্দার ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দশটা পাঁঠা আন,—দশসের মিঠাই আন,—লুচী কর,—বাবুর আম্‌লাদের সব বাসায় নিমন্ত্রণ কর,—উকিল বাবুদের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাও,—ঠিকা ব্রাহ্মণ জোগাড় করিয়া মজ্‌লীস্‌সই রন্ধন করাও।" এই প্রকার উপদেশ দিয়া দেলখোস্ কাকাবাবু সেই ভাণ্ডারীর পায়ের কাছে দশখানা দশটাকার নোট ফেলিয়া দিলেন। ভাণ্ডারীর আহ্লাদের সীমা নাই!—আহ্লাদে ব্যস্ত হইয়া হুকুম তামিল করিতে যাইতেছে, এমন সময় পশ্চাতে ডাকিয়া কাকা বাবু কহিলেন, "আর দেখ,—তোমাদের বাবুকে যাহারা জহরত দেয়,—যাহারা শালরুমাল দেয়,—তাহাদের জন দুইকে,—যদি পার পাঁচসাত জনকে ডাকিয়া পাঠাও। আমার অনেকগুলি ভাল ভাল জিনিশপত্রের দরকার আছে"।

হুকুম পাইবামাত্রই ভাণ্ডারী ছুটিয়া গেল। পাঁচসাত জন বলিতে বলিতে দশবিশ জন জহুরী ও শালওয়ালা বড় বড় পাক্‌ড়ী মাথায় দিয়া কাকাবাবুর দরবারে উপস্থিত হইল!—শালওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে আট দশ জন মুটে! ডেপুটীবাবুর কাকা বাবু, কম ব্যাপার নয়!—হুল স্থূল ব্যাপার!

জহরৎ পরীক্ষা করা হইল।—শালরুমাল পরীক্ষা করা হইল।—হংসরাজ পূর্ব্বে বিস্তর বাবুয়ানা করিয়াছিলেন,—জিনিশ চিনিবার শক্তিটা বেশ জন্মিয়াছিল, ভাল ভাল বাছিয়া বাছিয়া প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার মাল পছন্দ করিলেন। পছন্দের মধ্যে জহরতের ভাগ বেশী,—একথা বলিয়া দিবার অপেক্ষা নাই।

ভাল ভাল জিনিশ পছন্দ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাগজে বংশেশ্বর বাহাদুর জহড়ৎ গুলি মোড়ক করিলেন। মোড়কের উপর আপনার নাম লিখিয়া নম্বর দিলেন,—শালের বস্তাতেও ঐরূপ চিহ্ন দেওয়া হইল;—এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া চতুরচূড়ামণি হংসরাজ-বাহাদুর মহাজনগণকে কহিলেন, "লইয়া যাও!—বাবু আসুন,—সন্ধ্যার পর আসিও,—এগুলি সমস্তই আনিও.—সমস্তই আমি লইব,—ধারকের থাকিবে না;—সমস্তই নগদ চুকাইয়া দিব!—বাবু আসুন,—সন্ধ্যার পর আসিও!"

মহাজনেরা সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল,"সে কি!—সে কি! হুজুর আপনি,—হুজুরে বাবু আপনি,—আপনার কাছে জিনিশ আনিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইব?—এমন আজ্ঞা করিবেন না,—সব থাক্। বাবু আসুন, দেখুন,—জাচাই করুন,—ভাবনা কি?—এক দিন ছেড়ে দশদিন থাক্‌লেও আমরা ভয় করি না,—রাখুন আপনি,—রাত্রি আর কেন?—কল্য প্রভাতে দর দস্তর হইবে।" এই সব কথা বলিয়া,—চিরবিশ্বাস জানাইয়া,—সমস্ত জিনিশ পত্র রাখিয়া ঘন ঘন সেলাম ঠুকিয়া মহাজনেরা বিদায় হইল।

এ দিকে রন্ধনগৃহে মহা ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। লুচীর উপর নূতন হুকুম হইয়াছে,—মোগলাই পোলাও! পাঁচসাত জন ঠিকা ব্রাহ্মণ, চাটু বেড়ী লইয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। বাসার রসুয়ে ব্রাহ্মণ, আম্‌লা বাবুদের,—উকিল বাবুদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছে,—চাকরেরাও ঘন ঘন নূতন নূতন ফরমাইসে মহাব্যস্তসমস্ত হইয়া নানা জিনিশের আয়োজনে চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে,—বেলা বড় অধিক নাই।

সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বিলম্ব হইতেছে। নিত্য যেমন সময় আইসেন, সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল! সর্দ্দার-ভাণ্ডারী কহিল, "আজ বোধ হয় সকল গুলিকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন,—তাহাতেই দেরী হইতেছে।" কাকা বাবু কহিলেন, "হোক্ দেরী,—আমি ত পর নই,—তা সে জানে। ঘরের মানুষ ঘরে এসেছি,—হলোই বা একটু দেরী,—তোমরা ত আমার পর নও,—যাও কাজ করগে!—কাজ করগে! পোলাওটা যেন ঠিক মোগ্‌লাই হয়,—যাও। আমিও একটুখানি বেড়াইয়া আসি,—সন্ধ্যার পরেই ফিরিব,—যাও বাবা পোলাওটা তদারক কর। আর দেখ,—আয়োজনটা যেন বিশ পঁচিশ জনের বেশী হয়, কি জানি,—এখানে আমার আরও পাঁচ জন আলাপী লোক আছেন,—যদি দেখা হয়ে পড়ে,—মুখ মুড়িতে পারিব না,—সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে,—আয়োজনটা যেন বেশী হয়,—যাও, কাজ করগে, আমিও উঠি।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ভাণ্ডারী চলিয়া গেল। সর্দ্দার ভাণ্ডারীটী উৎকল-বাসী! বয়সও কিছু ভারী, সে ব্যক্তি মনের উৎসাহে ক্রমাগত, কক্কা বাবু! কক্কা বাবু! করিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। পেটাও লোক জনের উপর

কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে লাগিল, "কক্কা বাবু আসিছে,—কক্কা বাবু যাউছি,—কক্কা বাবু বেশ মানুষ,—কক্কা বাবু টঙ্কা টঙ্কা ঢালি দিব!" উৎকলবাসী-বৃদ্ধ-ভাণ্ডারী এই প্রকার বহুভাষ ভাষিতে ভাষিতে চতুর্দ্দিকে যেন চর্‌কী বাজীর ন্যায় ঘুরিতে লাগিল!

সূর্য্যদেবও ঘুরিতে ঘুরিতে অস্তগমনের জন্য রক্তবর্ণ পোশাক পরিধান করিলেন। জুয়াচোর বংশেশ্বরও কতকগুলি লোকের রক্তশোষণ করিয়া এই অবকাশে চম্পট দিল! ব্যাগ পড়িয়া রহিল,—শালের বস্তা পড়িয়া রহিল,—কেবল অল্পভার বহুমূল্য জহরৎগুলি লইয়াই চম্পট্!!!

সন্ধ্যা হইল!—সর্ব্বরঞ্জন বাবু বাসায় আসিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরাও একে একে দর্শন দিতে লাগিলেন। আয়োজন সমস্তই ঠিক্ ঠাক্,-মোগ্‌লাই রন্ধনের চমৎকার সুবাসে বাসাবাড়ী আমোদিত!—সমস্তই ঠিক্ ঠাক্,—অভাব কেবল কাকা বাবুর!

ভাণ্ডারী বলিল, "কাকাবাবু বেড়াইতে গিয়াছেন,—সন্ধ্যার পরেই ফিরিবেন। যদি তাঁহার অন্য আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হয়,—নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন, তাহাতেই একটু দেরী হওয়া সম্ভব।"

রাত্রি চারি দণ্ড!—কাকা বাবু ফিরিলেন না। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বাড়ীতে লাগিল,—সর্ব্বরঞ্জন বাবু উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন,—কাকা বাবু ফিরিলেন না!—কেহ কেহ অন্য প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন!

রাত্রি ছয় দণ্ড!—কাকাবাবুর দেখা নাই! এক প্রহর!—তথাপি দেখা নাই!—দুই প্রহরের কাছা কাছি,—তথাপি কাকা বাবু ফিরিলেন না! উকিলীবুদ্ধি খরচ করিয়া এক জন উকিলবাবু কহিলেন, "বিদেশী মানুষ,—নূতন আসিয়াছেন,—একা বাহির হইয়াছেন,—রাত্রিকাল,—অন্ধকার,—হয় ত পথ ভুলিয়াছেন;—তত্ত্ব লও।"

সকলেই প্রতিধ্বনি করিলেন, "তত্ত্ব লও।" সর্ব্বরঞ্জন বাবু তত্ত্ব লইবার আদেশ দিলেন। চাকরেরা সেই ঘোর দ্বিপ্রহর রাত্রে কাকাবাবুর তত্ত্ব লইতে ছুটিল। যে যে দিকে যায়,—সে সেই দিকেই চিৎকার করিয়া ডাকে "কাকা বাবু!—কাকা বাবু!—কাকা বাবু!"

আর কাকাবাবু!—কাকা বাবু অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন!—তিনি আর

ফিরিবেন না। তিনি আর ফিরিলেন না। রন্ধনের বস্তুগুলি প্রায় নষ্ট হইয়া গেল,—কাহারও আহার হইল না। প্রভাতে মহাজনেরা সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল,—ধর্ম্মশীল সর্ব্বরঞ্জনবাবু অনর্থক এক জুয়াচোর কাকাবাবুর দায়ে জলজীয়ন্ত পঁচিশহাজার টাকা দণ্ড দিলেন!—এদণ্ডের মূলেও বাঙালীর মুণ্ড!!!

পঞ্চম কাণ্ড।

(বিদ্যাকল্পে)

বাঙালীর আসল মুণ্ডু!!!

এ কাণ্ডে ইংসরাজী কাণ্ড নাই। নিছাক বিদ্যাকল্প কাণ্ড। দেশের চতুর্দ্দিকে চীৎকার উঠিয়াছে, ভারতের চমৎকার চমৎকার কল্যাণের,—ভারতের চমৎকার চমৎকার উন্নতির আর সীমাসংখ্যা নাই।—বাহবা!—শুনিতে অত্যন্ত সুমধুর কথা!—ইংরেজের মুল্লুকে লেখা পড়ার চর্চ্চা অধিক হইতেছে,—বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসর ইংরাজী বর্ণমালার ছাব্বিশটী বর্ণকে বহু ভগ্নাংশে বিভাগ করিয়া সহস্র সহস্র ছাত্রকে ছোট বড় রং বেরং মান্য-উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া সংসারক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতেছেন,—তবে আর দেশের উন্নতির বাকী কি?

পাঠক মহাশয়েরা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমাদের সিদ্ধান্ত অন্য প্রকার। যাঁহারা গুহ্যতত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা কাঁদেন;—যাঁহারা বাহিরের চটক্ দেখিয়া তুষ্ট হইতে চান, তাঁহারা হাসেন।—উন্নতি উন্নতি বলিয়া দুই বাহু তুলিয়া তাঁহারা নৃত্য করেন, আর উচ্চরবে প্রেমানন্দে হাস্য করেন। ভাবগতিক দেখিয়া শুনিয়া আমরা কিন্তু অবাক হইয়া থাকি।

যাঁহারা লেখা পড়া শিখিতেছেন, তাঁহাদের উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ

মঙ্গলের সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করে। বড় দুঃখেই বলিতে হয়, তাঁহারাই অনেকে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে স্বদেশের পরকাল খাইতেছেন!

প্রথমে ধরুন, কলেজ, স্কুল, আর পাঠশালা।—এই সকল স্থলে আজ কাল যে প্রকার শিক্ষা হইতেছে, তাহা বঙ্গে অথবা ভারতে না হইয়া বিলাতে হইলেই ভাল মানায়।—কেন আমরা এমন শক্ত কথা বলিতেছি,—সাধারণ শিক্ষাবিভাগে বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষের কোটি রক্তবিন্দু দান করিয়া কেন আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার নির্ব্বাচিত শিক্ষাপ্রণালীর বিরোধী হইতেছি, কেন আমরা উপকারী নরপালগণের নিকটে অকৃতজ্ঞতা পাপে পাপী হইয়া শিক্ষা বিভাগের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, এই বিষয়ের কৈফিয়ত তলব করিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পণ্ডিত লোকেরা আমাদের মাথার উপর গুরুভার প্রশ্ন-প্রস্তর চাপা দিতে পারেন;—আমরা কিন্তু সহাস্য বদনে সেই সকল প্রস্তর দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সুস্থির ভাবে নির্ভয়ে সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারি।—কেন পারি জানেন?—চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের বড় বড় স্কুল-কলেজের উচ্চশ্রেণীস্থ সুশিক্ষিত ছাত্রগণের সহিত তুলনায় এখনকার এম্, এ, বি, এল প্রভৃতি উচ্চ উপাধি সমলঙ্কৃত সুশিক্ষিত ছাত্রগণ কোন ক্রমেই এক নিক্তিতে অচঞ্চলে দাঁড়াইতে পারেন না।—কেবল ফুলতোলা মাত্রই সার হয়!

কথাটা কিছু গোলমাল্ করিয়া বলা হইল;—একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক।—আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত বঙ্গসন্তানেরা সর্ব্বদাই বলেন, "আমাদের দেশে ইতিহাস হয় নাই,—ইতিহাস ছিল না, ইতিহাস নাই!"—বাহবা! এটী ত চমৎকার গৌরবের কথা!—আপাততঃ শুনিলেই বোধ হয় যেন, সুশিক্ষিত বঙ্গযুবকেরা মনস্তাপেই আক্ষেপ করিয়া ঐ কথা বলেন;—কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে মনস্তাপ বোধ হইবে না।—ঐ কথা দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করিতে চান, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা গাধা ছিলেন,—ইতিহাসের মর্য্যাদা জানিতেন না,—ইতিহাস লিখিতে পারিতেন না,—সুতরাং ইতিহাস নাই! যুবকেরা এখন তাঁহাদের অপেক্ষা পণ্ডিত হইয়াছেন,—বহু পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা এখন স্বদেশের চমৎকার চমৎকার ইতিহাস ইত্যাদি প্রণয়ন করিতেছেন!—কথাও হয় ত সত্য!—দেশের

ইতিহাস প্রস্তুত করিয়া শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজের নিকট প্রশংসা-ভাজন এবং ভারতবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতেছেন। ইহা অবশ্যই আমাদের গৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—এ গৌরব আমরা রাখি কোথা?

স্বস্তিঃ! স্বস্তি! স্বস্তি! এখন একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক, ঐ গৌরবটা দাঁড়ায় কতদূরে।—বিদ্বান্ ইংরাজেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন,—বঙ্গের ইতিহাস লিখিতেছেন,—পৃথিবীর ভূগোলশাস্ত্র লিখিতেছেন,—বিদ্বান্ পণ্ডিত বঙ্গসন্তানগণ পুরোবর্ত্তী হইয়া তর্জ্জমা করিতেছেন! এ দেশের রাজকীয় ইতিহাস এবং স্থানীয় বিদ্যালয়-সমূহের ব্যবহারোপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত হইতেছে। ইংরাজীপড়া বঙ্গযুবকগণ ইংরাজী ইতিহাস-ভূগোলাদির তর্জ্জমা করিতেছেন।—ঝড়াঝড় তর্জ্জমা! সীসধাতুর বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা হয়,—বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা হয়,—বাঙ্গলা টাইটেলে রং থাকে,—সুন্দর সুন্দর ইঙ্গ-বঙ্গীয় রকমারি বর্ণমালায় সুসজ্জিত হয়,—রক্তপীতাদি-রঞ্জিত কবরের উপর বাঙ্গালী-গ্রন্থকারগণের পুষ্ট পুষ্ট নাম উঠে,—এটী তাঁহাদিগের অত্যুজ্জ্বল গৌরবের পরিচয়! পুস্তকগুলি বেশ!—দিব্য চাম্‌ড়া দিয়া বাঁধা,—কাপড় দিয়া মোড়া,—কিম্বা চিত্রকরা মার্ব্বেল কাগজে ঢাকা।—দেখিতে অতি সুন্দর,—অতি চমৎকার,—অতি মনোহর,—বিশ্ববাসীর নয়নরঞ্জন!—কাগজ খুব মোটা,—অক্ষর খুব নূতন, কালি বেশ বিলাতী,—প্রিণ্টার ও দপ্তুরী বেশ পাকা পোক্ত;—পুস্তকগুলি বেশ হয়!—সব ভাল, কেবল একটী দুঃখের বিষয়,—সকলগুলিতে সার নাই!—মূলেই গণ্ডগোল!

বোধ করুন, একজন বিলাতী ইতিহাসবেত্তা লিখিলেন, "মহাভারতের পর রামায়ণ।—রাজা দশরথের দুই রাণী।—কৌশল্যা আর কৈকেয়ী।—দুই পুত্র;—রাম আর ভরত।—রাবণবধের পর সীতা উদ্ধার করিয়া রামচন্দ্র অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইলেন;—রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইল;—রাম মনে করিলেন, সীতা হয় ত তবে অসতী;—তাহা না হইলে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইবে কেন?—এই ভাবিয়াই সীতাকে বর্জ্জন করিয়া তিনি বনবাস দিলেন।—ষোড়শবর্ষ পরে বাল্মীকির তপোবন হইতে গর্ভজাত পুত্র কুশী-

লবকে সঙ্গে লইয়া সীতাদেবী অযোধ্যার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন ;—সব গোল চুকিয়া গেল ;—স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা রামচন্দ্র পরমসুখে রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।”

পাঠক মহাশয় দেখুন, কেমন চমৎকার রামায়ণ!—এই ত হইল সুপণ্ডিত ইংরাজ-পুরাবৃত্ত-লেখকের স্বরচিত ইতিহাস।—বাঙ্গালী ইতিহাস লেখক,—কিম্বা শাদা কথায় সুবিদ্বান্ বাঙ্গালী-অনুবাদক অবিকল তাহাই তর্জ্জমা করিয়া লইলেন!!!—এটী কেমন সুন্দর কথা!—সব ভাল, কেবল একটীমাত্র দুঃখের বিষয়, এ সকল কেবল বাঙালীর মাথা,—আর বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পণ্ডিতবর লেথ্‌ব্রিজ সাহেব লিখিয়াছেন, “অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় যুবরাজ রামচন্দ্র মিথিলার সেই “সূর্য্যবংশীয়া” রাজকুমারী সীতাকে বিবাহ করেন।” এমন চমৎকার বংশনির্ণয় আমরা ত এই ভারতবর্ষে অতি অল্পই দেখিতে পাই।—বঙ্গবাসী অনুবাদক অম্লানবদনে বাঙ্গলা অক্ষরের ছাপায় তাহাই তুলিয়া লইলেন!!!—এটীও বেশ কথা!—সব ভাল, কেবল একটীমাত্র দুঃখ, ইহা শুদ্ধ বাঙালীর মাথা,—আর বাঙালীর মুণ্ডু!!!

এ সকল ত পুরাতন কথা ;—অক্লেশে ভুলিয়া গেলেও যাওয়া যায়,—অগ্রাহ্য করিলেও করা যায় ;—ইংরাজ অধিকারের গুটীকতক নূতন নূতন টাট্‌কা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক!—পলাসীরযুদ্ধ, কর্ণাটের যুদ্ধ, রোহিলা যুদ্ধ, মহারাষ্ট্রসংগ্রাম, মহীসুরসংগ্রাম, গুরখা-যুদ্ধ, পিণ্ডারি যুদ্ধ, ভরতপুর গ্রহণ, দুই বারের আফগান সংগ্রাম, দুই বারের শীখ-সংগ্রাম, সিপাহী বিদ্রোহ, ইত্যাদি কথিত যুদ্ধের ছলবল-কৌশলের সময় ইংরাজলেখকেরা ভারতবর্ষীয় রাজা, রাণী ও রাজসৈন্যগণকে শত্রু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন!—শত্রু!—শত্রু!—শত্রু!—Enemy! Enemy! Enemy! বাঙ্গালী অনুবাদক মহাশয়েরা পূর্ব্বাপর বিবেচনা পরিশূন্য হইয়া ঐ বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন!!!—ব্রহ্মরাজ্যেও তিনবার ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। (১৮২৪। ১৮৫২। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) এই শেষ বারে অভাগা ব্রহ্মরাজকে বন্দী করিয়া মান্দ্রাজে চালান করা হইয়াছে!—এখন হইতেছে

মগেরা ডাকাত,—মগেরা ইংরেজের শত্রু!—সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লীর হতভাগ্য বৃদ্ধ চক্রহীন নিঃসহায় নিস্তেজ শেষ বাদশাহকে ধরিয়া রেঙ্গুনে চালান দেওয়া হইয়াছিল!—ইংরাজদিগের মতে এই ব্রহ্মরাজ এবং ঐ রাজ্যচ্যুত বৃদ্ধ দিল্লীশ্বরও ইংরাজের শত্রু!—বাঙ্গালী ইতিহাস লেখকগণের মতেও ঐ!—কিন্তু কিসে যে তাঁহারা ইংরাজের শত্রু হইয়াছিলেন, কিম্বা হইলেন, সহজে ত ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমাদের মনে সে মীমাংসা আইসে না।—স্বদেশে বসিয়া স্বদেশের উৎপন্নে সন্তুষ্টমানসে জীবন ধারণ করিতেছিলেন,—ইংরাজ-রাজ্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া বিশ্বাস রাখিতেছিলেন,—এই ত তাঁহাদিগের অপরাধ!—এই গুরু অপরাধেই কি তাঁহারা ইংরাজের শত্রু?—এই অপরাধেই কি তাঁহাদিগের রাজ্যনাশ বনবাসরূপ গুরুদণ্ড হইয়াছে?—নির্লজ্জ বঙ্গবাসী-ইতিহাসবেত্তারা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে বাধ্য।

আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি. একটী পৌরাণিক স্ত্রীলোকের যে জ্ঞান ও যে বুদ্ধি ছিল, আমাদের ইংরাজীনবিস-বঙ্গপুত্রগণের সে টুকু পর্য্যন্ত নাই!—বীরবাহু বধের পর তাঁহার শোকসন্তপ্তা জননী চিত্রাঙ্গদা লঙ্কার রাজসভায় আসিয়া পুত্রশোকে যখন বিলাপ করিতে থাকেন, লঙ্কেশ্বর তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে, "রাজ্ঞি! তুমি ঘরে যাও!—দেশবৈরী রাম আসিয়া লঙ্কাপুরী বেষ্টন করিয়াছে,—তাহাকে দমন করিবার জন্য সম্মুখসমরে মহাবীরত্ব প্রকাশ করিয়া তোমার ধন্যপুত্র বীরবাহু বৈরীহস্তে রণশায়ী হইয়া স্বর্গে গিয়াছে।"

চিত্রাঙ্গদা তাহাতে এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, "তোমার বুদ্ধি হত হইয়াছে!—দেশবৈরী রাম?—কিসে বল দেখি লঙ্কেশ্বর?—কোথায় তুমি প্রবলপ্রতাপ দশানন, কোথায় সেই জটাধারী বনবাসী তপস্বী মানব রাম?—কোথায় এই সমুদ্র পারে সুবর্ণলঙ্কা, কোথায় সেই গোমতী তীরের ক্ষুদ্র রাজ্য অযোধ্যাপুরী!—রাম কি তোমার লঙ্কারাজ্যের অংশ লইতে আসিয়াছে?—সেই জন্যই কি রাম দেশবৈরী?—হায়! হায়! হায়!—কিএ;—মজালে কনকলঙ্কা, মজিলে আপনি!" বঙ্গবাসী ইতিবৃত্তব্রিৎ পণ্ডিতগণ এটীও ভাবিতে পারেন না!—কাজেই

বলিতে হয়, সব ভাল, কেবল একটীমাত্র দুঃখ,—সমস্তই শুদ্ধ বাঙালীর মুণ্ড !!!

যাক্,—ইংরেজ যাহা ঠিক বুঝিতেছেন, তাহাই লিখিতেছেন।--কিন্তু বাঙ্গালী এ করে কি?--ভাবুন, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে পাঠানেরা ইংরাজের শত্রু ছিল।—সেই বৎসর আফগান বীরপুরুষেরা শত শত শ্বেতপুরুষ কাটিয়া রক্ত-নদী বহাইয়াছিল।—১৮৭৮ অব্দেও আফগানেরা ইংরেজের শত্রু হইয়াছিল। লর্ড লিটন তাহাদের বংশনাশ করিবার মতলবে ভয়ানক রাগিয়াছিলেন। এখন কিন্তু সেই পাঠানেরাই ইংরাজগবর্ণমেণ্টের পরম মিত্র!—আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণরজেনারেল এখন আফগান আমীর আবদুর রহমানের সহায়তা ও বাহুবল ব্যতিরেকে রুসিয়াকে পরাজিত ও দূরীভূত করিবার অন্য উপায় দেখিতে পাইতেছেন না!—তজ্জন্য আমীরকে কতই খোসামোদ করিতেছেন,—কতই টাকা দিতেছেন,—কতই অস্ত্র পাঠাইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা বহু উচ্চ অতুল্য সম্ভ্রম "গ্রাণ্ড কমাণ্ডর ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি দ্বারা কতই অলঙ্কৃত করা হইয়াছে!—গুরখা এবং শীখেরাও ১৮৪৫--১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের শত্রু ছিল, এখন তাহাদের ভুজবলেই দেশ বিদেশীয় ছোট বড় যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজের পুনঃপুনঃ জয়লাভ হইতেছে।—এখন বাঙ্গালী অনুবাদকেরা কি যুক্তিতে কি ফন্দীতে এই শত্রুমিত্রভাবের সমন্বয় রাখিবেন?— সেই জন্যই বলিতেছি, সব ভাল, কেবল একমাত্র দুঃখ,—সমস্তই শুধু বাঙালীর মুণ্ড !!!

ধরুন, পররাজ্য গ্রাস।—কর্ণাট, তাঞ্জোর, ঝাঁসী, নাগপুর, সেতারা, অযোধ্যা ইত্যাদি রাজ্য কি প্রকারে গ্রহণ করা হইয়াছে,—হায়দরাবাদের নিজামের বেরার রাজ্যটী কি প্রকারে দখল করা হইতেছে, সেতারার মুমূর্ষু রাজার দত্তকপুত্র কি প্রকারে ঝুটা ও বাতিল করা হইয়াছে,—নবাব ওয়াজিদ্ আলী শাহকে কি কৌশলে লক্ষ্ণৌ হইতে মুচিখোলার পিঞ্জরে চুপি চুপি আনয়ন করিয়া "ভারতের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা" লর্ড ডেল্‌হাউসি বাহাদুর কি প্রকারে ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন,—বরদার মলহর রাও একটা দাসীর দ্বারা বাজার হইতে সেঁকো বিষ আনাইয়া রাজ্যের রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারের

প্রাণ লইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—কি প্রকার বিচারে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হইয়াছে,—তাহা এবং তৎসদৃশ অন্যান্য কথা অনেকেই মনে মনে জানেন, কিন্তু ইংরাজের উচ্ছিষ্টভোজী বাঙ্গালীঅনুবাদ-কেরা ইংরাজী মতামতের মহাপ্রসাদ খাইয়া তাহাই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গলা ভাষায় বমী করিতেছেন!—সেই জন্যই বলিতেছি, সব ভাল, কেবল একমাত্র দুঃখ,—সমস্তই শুধু বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ধরুন, নন্দকুমারের ফাঁসী।—ভারতে ইংরাজ-রাজত্বে ঐটীই প্রথম ব্রহ্মহত্যা। যে দিন ফাঁসী হয়, সে দিন এই মহানগরী কলিকাতার কোন হিন্দুগৃহেই হাঁড়ী চড়ে নাই!—একখানি ইংরাজী ইতিহাসে আছে, "নন্দকুমার ভারি বদ্‌মাস, ভারি জালিয়াত, ভারি কুচক্রী;—লর্ড হেষ্টিং, চিফ জষ্টিস ইম্পি, উভয়েই বেশ মানুষ, সুপ্রিমকোর্ট উৎকৃষ্ট বিচারালয়;—এমন জালকরা অপরাধে ফাঁসী না হইলে ভারত-বর্ষ রসাতলে যাইত!"—বাঙ্গালী অনুবাদক ঠিক যেন ফোটোগ্রাফ-যন্ত্রে ঐ বর্ণনার ফটোগ্রাফী ছায়া-ছবি তুলিলেন!—তাই বলিতেছি, এটাও বেশ বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ইতিহাসে অনেক কথা আছে।—তাহা এখন দূরে থাকুক, ভূগোল একবার আসরে আসুক।—ছোট একটী কথাতেই আমরা অদ্য ভূগোল সমাপ্ত করিব। ভূগোলে দেশ, নগর, পর্ব্বত, নদী, পশু, ফসল ইত্যা-দির সহিত দেশবাসী মানবকুলের চরিত্র লিখিত হয়।—এক জন ইংরাজ-ভূগোলবেত্তা বঙ্গবাসীর চরিত্র বর্ণন স্থলে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী মৃদু, বুদ্ধিমান্, ভীরু, ধূর্ত্ত এবং অসৎ।"—ভূগোলঅনুবাদক বাঙ্গালী-সন্তান সচ্ছন্দে তাহাই বাঙ্গালা করিয়া লইলেন!—তাঁহারা ত লিখিলেন, কিন্তু পড়িবে কাহারা?—আমাদের ছোট ছোট ছেলেরা।—শিখিবে কি?—তাহাদের বাপ, মা, ভাই, ভগিনী, কুটুম্ব, বান্ধব, খুকী,—দেশশুদ্ধ সকলেই ভীরু, ধূর্ত্ত এবং অসৎ!!!—ইহার মানেও বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ইতিহাস গেল,—ভূগোল গেল,—এখন আসুক লেক্‌চার্—অনেক দিন হইল, শ্রীরামপুরের এক জন পাদ্রি সাহেব বলিয়াছিলেন, "কালীপ্রসন্ন

ঘোষ, একজন কুলীন ব্রাহ্মণ।"—অধ্যাপক মোক্ষমুলর ভট্টাচার্য্য মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত রাজেন্দ্রলালা মিত্র একজন ভারতে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ কুলীন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ।"—বঙ্গবাসীর চরিত্রবর্ণনে লর্ড মেকলে লিখিয়া গিয়াছেন, "মহিষের শৃঙ্গ, ব্যাঘ্রের নখর, ভীমরুলের হুল, যেমন তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র;—বঙ্গবাসী মানুষের পক্ষে তেমনি অস্ত্র চাতুরী—প্রতারণা।"

এই তিনটী পদ তর্জ্জমা হইয়াছে কি হইবে, তাহা আমরা ঠিক জানি না;—কিন্তু যেরূপ অনুবাদের ধূমের যুগ আসিয়াছে, তাহাতে যে, একদিন অবশ্যই উহার অবিকল বঙ্গানুবাদ হইবে না, এমন সন্দেহ আমাদের নাই। তাহাতে বঙ্গানুবাদকেরা অবশ্যই ইংরাজ বাক্যের প্রতিধ্বনি করিবেন!—সেই জন্য, বড় দুঃখেই বলিতে হয়; সব ভাল, কেবল একমাত্র মন্দ,—সমস্তই বাঙালীর মুণ্ডু!!!

এইবারেই বড় শক্ত কথা।—অবশ্যই প্রশ্ন উঠিবে, মানুষমাত্রেরই স্বাধীন মত,—স্বাধীন বিবেচনা শক্তি আছে; অনুবাদকেরা তবে অপরের ভ্রমাত্মক মতগুলির খণ্ডন অথবা শোধনচেষ্টা না করেন কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর আমরাই জানি।—অনুবাদকেরা বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক প্রস্তুত করিতেছেন।—প্রস্তুত করিয়া সেই জোরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপেক্ষিত গুরুতর অভাবের পরিপূরণ করিতেছেন। ভারতেতিহাস, বঙ্গেতিহাস,—গঙ্গেতিহাস, রঙ্গেতিহাস, ভূগোলসূত্র, ভূগোলপ্রবেশ, ভূগোলবিবরণ, ভূগোলবৃত্তান্ত, ভূগোলকৃতান্ত, ভূগোল-ভাত, ভূগোলচাউল, ভূগোলমাগা, ভূগোলমুণ্ড, কত সৃষ্টিই যে হইয়াছে, তাহা গণনা করিতে সময় লাগে। এ সকল ভূগোলের অনেক গুলিতে "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা" শব্দ আছে। ইংরাজী অক্ষরে আছে, বাঙ্গলা অক্ষরেও আছে। ব্যাপারখানা কি?—ভূগোল অনুবাদকেরা হয় ত তাহা জানেন না; আসল কথা হিমালয়ের ধবলাগিরি ও কাঞ্চন শৃঙ্গ যাহাকে বলে, ইংরাজেরা শুদ্ধ ভাষায় তাহাকে "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা" বলেন। ইহার আর একটী সংস্কৃত নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই দুটী নামই এখনকার বঙ্গের ছেলেরা ভুলিয়া যাইবে। বাঙ্গলা ভূগোল পড়িয়া তাহারা শিখিবে "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা!"—

বাঙালীর মুণ্ড ।

বাঙ্গলা ভূগোল অন্বেষণ করিলে এ প্রকার নূতন নূতন "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা" অনেক বাহিরে হইতে পারে, কিন্তু অন্বেষণ করিবার লোকও নাই,—বোধ হয় আবশ্যকও নাই! অনুবাদকেরা যদি আশ্রয়মতের খণ্ডনচেষ্টা করেন, তাহাহইলে বিদ্যালয়ের ইংরাজ অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সেই সকল পুস্তক ছাত্রগণকে ধরাইতে দিবেন কেন?— না ধরাইলে পয়সা আসিবে কেন?—পয়সার খাতিরে তাঁহারা সত্যের অপলাপ, ভ্রমের পরিপোষন, বংশের অপমান, দেশের অপমান, জাতির অপমান, অক্লেশে সহ্য করিয়া আসিতেছেন,—খণ্ডনচেষ্টা করিলে সে খাতিরের মর্য্যাদা থাকিবে কোথায়?—অনুবাদকেরা যাহা করিতেছেন, তাহা কেবল পয়সার জন্য।—যে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত সদ্বিদ্বান্ বঙ্গরত্ন দ্বারা সুসংস্কৃত বাঙ্গালা ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা ক্ষমা করিবেন, হুজুগে দলের মুণ্ড-প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।—হুজুগে-দল কেবল পয়সা চায়,—উপকারের দিকে ভুলেও মন দেয় না।—পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টান্ত দেখুন, আপনাদের মধ্যে কেহ যদি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া,—বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা লাভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বিশুদ্ধ সত্য-পূর্ণ ইতিহাস বহু যত্নে বহু শ্রমে প্রণয়ন করেন, অথচ শিক্ষাবিভাগের দেবগণের শ্রীচরণে লেপন করিবার বিষ্ণু-তৈলের দাম না থাকে, কিম্বা গ্রন্থকার নিজে যদি কোন প্রকার বড় মাষ্টার কি মেজো মাষ্টার কি ছোট মাষ্টার না হন, তাহাহইলে তাঁহার উৎকৃষ্ট পুস্তক একখানিও "ধারে" বিক্রয় হইবে না, কিন্তু হুজুগেদলের পুস্তক এক বৎসরে পচিশ "এডিসন" দেখিতে পাইবেন!—এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে এই জিজ্ঞাস্য আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যে, আমাদের দেশে কত দিনে স্বজাতির দ্বারা স্বজাতির ভাল জিনিশ, খাঁটী জিনিশ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইবে?—কাতর নয়নে কতকাল আর দেখিতে হইবে,—**বাঙালীর মুণ্ড !!!**

ষষ্ঠ কাণ্ড।

নূতন জুয়াচুরী!

পাগোল আরাম করা!

সর্ব্বরঞ্জন বাবুর সর্দ্দার ভাণ্ডারীর কাকাবাবু পলায়ন করিয়াছেন,---পলায়ন করিয়া অবধি অনেক দিন পরিচিত লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই;—এ সহর হইতে ও সহর,—সেখান হইতে অন্য সহর,—এই রকমেই জুয়াচোরেরা বেদের মত টোল ফেলে! বেশী দিন একস্থানে থাকে না,—থাকিতে পারেও না,---কখন কখন এক একটা দাগী জুয়াচোর সহর হইতে সট্‌কিয়া পড়িয়া পল্লিগ্রামে লুকায়। সর্ব্বরঞ্জনের কাকাবাবু পল্লিগ্রামে লুকান নাই,—সহরেই আছেন। যে সহরে কাকাসাজাত—সে সহরে নাই, কত সহর পার হইয়া নূতন সহরে বিরাজ করিতেছেন! সাজগোজ সমস্তই বদল করিয়াছেন,---বদল করিয়াই আগেকার গুলি বিক্রয় করিয়াছেন, নূতন পোসাকে নূতন ফ্যাসনে মারহাট্টা দালাল সাজিয়াছেন। দালালেরা অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারে। এদালালটীও প্রথম প্রথম দিন কতক তাহাই যোগাড় করিলেন!—আট দশ জনের সঙ্গে বেশ মিলিয়া মিশিয়া কারবার করিতে লাগিলেন। সে কারবারে মন উঠিল না,—পোসাইল না,---চোরের মন, কিছুতেই উঠে না,---কিছুতেই তাহাদের পোসায় না! ক্ষণকালের মধ্যে যাহারা প্রচুর পরের ধন হস্তগত করিতে জানে,—বাঁধা রোজগারে তাহাদের মন উঠিবে কেন?—অন্যায় কথা!

এ সহরে এই লোকটীর নাম হইয়াছে গরব রাও। বংশেশ্বর নামটা সাবেক সহরেই ডুবিয়া রহিয়াছে! হংসরাজ নামটা সঙ্গে সঙ্গেই আছে,—কিন্তু গোপন!—এখন ইহার নাব গরব রাও!

দালালী ব্যবসায়ের গরব রাও তুষ্ট থাকিলেন না, অভ্যাসের ব্যবসায়ে মনযোগী হইলেন। দাঁও আঁটিলেন,—মনে মনে এক লক্ষ!—এখন এই

লক্ষ্য লক্ষের যোগাড় হয় কিসে ?—ফিকিরটা অবশ্যই বড় রকম চাই। গরব রাও একবার ধ্যানে বসিলেন,—আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, "উত্তম ফিকির !"

আলাপী বড় লোকের দলে একটী ত্রিশ বর্ষীয় হিন্দুস্থানী যুবাপুরুষ এই গরব রাওকে বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া সমাদর করিতেন। সেই যুবাপুরুষের নাম দুখলাল ত্রিবেদী। দেখিতে পরম রূপবান্,—দিব্য মোটাসোটা,—মাথায় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া দিব্য কৃষ্ণবর্ণ কেশ,—মেড়ুয়াবাদী হিন্দুস্থানীর ন্যায় বেমেরামত নাই, সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; মুখ খানিও প্রফুল্ল,—মনেও যেন একটু একটু ধর্ম্ম ভাব আছে বুঝা যায়। গরব রাও তাঁহার কাছেই বেশীক্ষণ থাকিতেন। দুখলালের অনেক টাকা ছিল, দিন কতক একত্র বাস করিতে করিতে সুচতুর গরব রাও বেশ বুঝিতে পারিলেন, লোকটী বেশ বোকা ! তাহাকে উপলক্ষ করিয়া শিকারে বাহির হইতে পারিলে অনেক বড় বড় বাঘ ভালুক হাত করা যাইবে ! হাত করা যাইবে কি বধকরা যাইবে গরব রাও তাহা জানিতেন। দুঃখলাল তেওয়ারী তাঁহার কাছে অনেক প্রকার "সুশিক্ষা" প্রাপ্ত হইলেন, সেই সকল সুশিক্ষা প্রভাবে টাকাওয়ালা ন্যাকা বোকা দুখলাল তেওয়ারী একটু যেন বেশ চালাক চতুর হইয়া উঠিলেন। ফন্দি যোগায় না,—কিন্তু ফন্দির কার্য্যে সহায় হইতে বেশ পারেন। দশকর্ম্মান্বিত বুদ্ধিমান্ গরব রাও তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন !

নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া,—অনেক রকম সুখের কথা বুঝাইয়া,—ঠিক যেন পাখী পড়াইয়া,—দালাল চূড়ামণি গরব রাও সেই দুখলালকে এক প্রকার যাদু বানাইয়া ফেলিলেন ! লক্ষটাকা উপার্জ্জন করিতে হইবে, শুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধিলে চলিবে না। দুখলালের টাকা ছিল, পাঁচ সাত হাজার সঙ্গে লইয়া গরব এবং দুখলাল উভয়েই রাত্রিকালে সে সহর হইতে পলাইয়া দূরবর্ত্তী অন্য এক সহরে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে মারহাট্টা বেশধারী দুরন্ত হংসরাজ একপ্রস্থ রাজবেশ খরিদ করিয়া দুখলাল তেওয়ারীকে সাজাইলেন,—সহরের এক প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী ভাড়া লইলেন। লোক লস্কর, গাড়ি ঘোড়া, ভোজ নাচ, খুব

ধুমধাম চলিতে লাগিল! রাজা আসিয়াছেন বলিয়া পাড়াময় ঢিঢি পড়িয়া গেল! রাজা আর দালাল প্রতিদিন অপরাহ্নে ভাল ভাল গাড়ী করিয়া সহরের জহুরী পাড়ায় ভ্রমণ করেন,—ভাল ভাল জহরাত কিছু কিছু খরিদ করাও হয়!—নিত্যই প্রায় খরিদ! জহুরীরা রাজা বাহাদুরকে বড়ই খাতির করিতে আরম্ভ করিল। রোক রোক টাকা!—ক্রমশঃই বিশ্বাস বাড়িয়া গেল!—রাজাও পূর্ব্ববৎ জহরাত খরিদ করিতে অভ্যস্থ হইলেন। দিন দিন কিছু কিছু বেশী!—ঘরের টাকাও প্রায় শেষ হয়!—বাকী কেবল দুই হাজার মাত্র। রাত্রিকালে দুখলালের সঙ্গে দালালের নিত্য নিত্য পরামর্শ চলে। শেষ দিন বৈকালে দুখলাল একাকী অল্পমাত্র টাকা সঙ্গে লইয়া নগরের এক ডাক্তার খানায় উপস্থিত হন!—ডাক্তারটী বিদেশী। রাজা তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার কবুল করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "আমি আমি অমুক স্থানের রাজা, আমার একটী ভাই পাগোল। স্বদেশে অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছে,—কিছুতেই কিছু হয় না। শুনিয়াছি আপনি খুব ভাল ডাক্তার!—আপনি যদি নির্দ্দোষে আরাম করিতে পারেন,—এই পুরস্কারের উপর আরও দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবেন। বরং আমার অগ্রিমপ্রতিশ্রুত সহস্রমুদ্রা অগ্রিম গ্রহণ করুন!" এই বলিয়া রাজাবাহাদুর তৎক্ষণাৎ সেই ডাক্তারের হস্তে সহস্র মুদ্রার নোট প্রদান করিলেন। ডাক্তারটী ভারি খুসী!—হাসি খুসী করিয়া ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগটার রকম কি?"

রাজা উত্তর করিলেন, "রকম কিছুই নয়,—কেবল টাকা! টাকা! টাকা!—কোথাও কিছু নাই,—চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, আমার টাকা!—আমার টাকা!—কৈ আমার টাকা!—সর্ব্বক্ষণ বলে না, থেকে থেকে যেন ক্ষেপিয়া উঠে!"

ডাক্তার সাহাস্য বদনে একটু ঘাড় নাড়িয়া গম্ভির স্বরে কহিলেন, "বুঝিয়াছি। ছোট রোগ,—সবে মাত্র সঞ্চার হইতেছে,—শিঘ্রই আরাম হইবে।"

দালাল গরব রাও যেমন যেমন শিখাইয়া দিয়াছিলেন, ঠিক্ ঠিক্ সেই রকম বন্দবস্ত করিয়া রাজা বাহাদুর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ডাক্তার

সাহেবকে সেলাম ঠুকিলেন!—প্রতিশোধ পাইলেন,—পরস্পর করমর্দ্দন করিলেন;—রাজার গাড়ী জহুরীপটীতে ছুটিল।

বড় জহুরীর দোকান।—এই দোকানেই রাজাবাহাদুরের বেশী খাতির,—বেশী আনুগত্য। উপস্থিত হইবামাত্র আসন ঝাড়া,—গদি সাফ করা,—দুই হাত তুলিয়া সেলাম করা,—ইত্যাকার মহা আড়ম্বরে অভ্যর্থনার ধুম পড়িয়া গেল!—রাজা উপবেশন করিলেন। গরব রাও যেমন যেমন মন্ত্র ফুঁকিয়া ছিলেন,—রাজাবাহাদুর ঠিক ঠিক স্মরণ করিয়া সেই পরামর্শ অনুসারেই কাজ করিতে সুরু করিলেন। বাছিয়া বাছিয়া মণিমুক্তা প্রভৃতি প্রায় লক্ষ টাকার জিনিষ পছন্দ করিলেন। মূল্য বাহির করিবার সময় ছল করিয়া কহিলেন, "আজ আর লওয়া হইল না।—সব টাকা সঙ্গে নাই।—আজ থাক!" জহুরী সসব্যস্ত হইয়া কহিল, "সেকি মহারাজ?—থাকিবে কেন?—লইয়া যান!—লক্ষ টাকা কি,—দশ লক্ষ টাকা আপনি লইয়া যাইতে পারেন!—সচ্ছন্দে লইয়া যান।"

গরবের পরামর্শ মত গম্ভীর বদনে রাজা কহিলেন, "না—না—না,—তাহা হইতে পারেনা। কি জান বাবু সাব,—মাটির শরীর,—এখন আছে তখন নাই,—রাত্রির মধ্যে যদি মরিয়া যাই,—তোমার এর টাকাগুলি নষ্ট হইবে! আজ থাক,—কল্য লইব।"

জহুরী তথাপি জিদ করিতে লাগিল। রাজা লইবেন না,—জহুরী জোর করিয়া তাঁহাকে গছাইয়া দিবেই দিবে,—ইহাও বড় আশ্চর্য্য তামাসা!

রাজা মনে মনে খুসী হইতেছেন। পুনর্ব্বার ছল করিয়া কহিলেন, "আপনারা ভদ্রলোক,—আপনাদের বিশ্বাস এমনই হওয়াই উচিত। আপনারা মহাজন,—আপনাদের ভদ্রতা ভদ্রলোকের কাছেই ঠিক থাকে;—কিন্তু কি জানি?—শরীরের ভদ্রাভদ্র বলা যায় না।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া রাজা বাহাদুর ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে নতমস্তকে মনে মনে কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা কিছুই নয়,—পরামর্শ দাতা জুয়াচুরীর গুরু—গরব দালালের উপদেশগুলি একবার ভাল করিয়া মনে মনে আওড়াইয়া লইলেন। তাহার পর ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া জহুরীকে কহিলেন, "দেখুন, এক কাজ করুন,—আপনাদের এক জন লোক সঙ্গে দিন,—

ভদ্রলোক দিবেন,—আমার গাড়িতেই এক সঙ্গে যাইবেন,—বাটীতে গিয়াই টাকা দিব।”

রাজার সঙ্গে যাইবে,—সুতরাং ভদ্রলোক দিতে হইবে। জহুরী একজন সর্দ্দার কর্ম্মচারীকে রাজার সঙ্গে দিলেন। সেই কর্ম্মচারী অবশ্যই ভদ্র-সন্তান,—দেখিতেও শ্রীমান্।

রাজা সেই মনোনিত অলঙ্কারগুলি আপনার অঙ্গাবরণ মধ্যে আবৃত্ত করিয়া লইয়া শকটারোহণ করিলেন,—সঙ্গে জহুরীর কর্ম্মচারী!

খানিক দূরের এক খানা বিখ্যাত কাটাকাপড়ের দোকান হইতে রাজা এক সুট উত্তম পোষাক খরিদ করিলেন;—সেই দোকানেই জহুরীর কর্ম্ম-চারীকে নূতন পোষাক পরাইলেন,—লোকটীর পুরাতন বস্ত্রাদি দোকানেই আমানত রহিল। গাড়ী চলিয়া গেল।—সরাসর সেই পূর্ব্বকথিত ডাক্তার-খানায়।

ডাক্তারখানায় নিচের ঘরে লোকটীকে বসাইয়া রাজা বাহাদুর মস্ মস্ শব্দে উপরে গেলেন। হস্তধারণ পূর্ব্বক চুপি চুপি ডাক্তারকে কহিলেন, “আনিয়াছি,—আসিয়াছে,—একটু পরেই পাগোল হইবে!- সূর্য্যাস্তের মধ্যেই দুই তিনবার ক্ষেপিবে!—সন্ধ্যা হইলে আরও হাঙ্গামা করিবে!—খেয়াল ধরিলেই ঐ রকম করে!—কেবল বলে, টাকা দাও! টাকা দাও! টাকা দাও! আপনি একটু অপেক্ষা করুন;—দুই একবার উপদ্রব আরম্ভ করিলেই জানিতে পারিবেন।”

বেলা তখন দুই এক দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট! লোকটী ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়াছিল,—বিলম্ব দেখিয়া ডাক্তারখানার এক জন চাকরের দ্বারা উপরে বলিয়া পাঠাইল,—“টাকা দিতে বল,—অনেক টাকা,—বেলা গেল।”—

উপরে সংবাদ পৌঁছিল,—রাজা হাস্য করিলেন,—ডাক্তারও ঘাড় নাড়িয়া হাসিলেন। ক্ষণিক পরে লোকটী নিজেই বারম্বার চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “কতক্ষণ বসিব?—কতক্ষণ থাকিব?—টাকা কৈ?—অলঙ্কারের টাকা,—রাজার টাকা,—সংবাদ দাও,—বেলা গেল।”—

হাসিতে হাসিতে ডাক্তারের হস্ত ধারণ করিয়া রাজা কহিলেন, “ঐ শুনুন,—বড় বেগতিক,—আপনি যান,—আমি গেলে আরও বাড়াইবে,

ছোট ভাই কি না?—আব্দার করে কি না?—আমাকে দেখ্‌লেই বড় বাড়ায়!—রোগটা যেন কতই বাড়ে;—আমি যাইব না,—আপনি যান। যা হয়—একটা ব্যবস্থা করুণ,—আরাম করিলে আর দশ হাজার!—তার মধ্যে আরও এক হাজার অগ্রিম গ্রহণ করুন।" যথার্থই আরও সহস্র মুদ্রা ডাক্তারের পকেটে তৎক্ষণাৎ অগ্রিম প্রদত্ত হইল।

ডাক্তার হাসিতে হাসিতে নীচে নামিয়া আসিলেন।—লোকটীকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবরাজ! আপনি চান্ কি?"

লোকটী থতমত খাইয়া কহিল, "যুবরাজ কোথায়?—যুবরাজ ত উপরে গিয়াছেন,—আমি আসিয়াছি,—টাকা চাই,—জহুরীর টাকা,—রাত হয়,—আপনি বলুন,—টাকা চাই!—"

হাস্য করিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আমিও ত সেই কথা বলিতেছি,—টাকা চাই!—টাকা আপনি আমার কাছেই পাইবেন!—আসুন আমার সঙ্গে।"

লোকটী কি করে,—ধীরে ধীরে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ডাক্তার তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী আর একটা ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া একখানা চৌকিতে বসাইলেন। মাথায় হাত দিয়া ঘাড়ে হাত দিয়া নাড়ী দেখিয়া সহাস্য-বদনে বলিতে লাগিলেন, "টাকা এই খানেই আছে,—শীঘ্রই পাইবেন,—চুপ করিয়া বসুন,—বকিবেন না,—আরও গরম হইয়া উঠিবে,—চিন্তা কি?—আমিই টাকা দিব!"

লোকটী কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। ডাক্তার একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন,—এক একবার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন। লোকটী মনে মনে বিরক্ত হইয়া হাত টানিয়া লইয়া একটু উত্তেজিত স্বরে কহিল, "আপনি করেন কি?—নাড়ীতে আমার কি আছে?—আমার কোন ব্যারাম নাই,—টাকা লইতে আসিয়াছি,—রাজা অলঙ্কার লইয়াছেন,—টাকা দিবেন,—টাকা পাইলেই চলিয়া যাই।"

ডাক্তার এইবারে হাস্য গোপন করিয়া একটী বাক্সের কাছে গমন করিলেন। লোকটী ভাবিল,—ইহার কাছেই হয় ত রাজার টাকা জমা আছে, বাক্স খুলিয়া তাহাই দিবে। ডাক্তার বাক্স হইতে ক্ষুদ্র একটী চাম্‌ড়ার ব্যাগ

বাহির করিয়া মৃদুপদে একবার গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। দুই জন খোট্টা বেহারা সঙ্গে করিয়া দ্রুতপদে পুনঃপ্রবেশ করিয়াই লোকটীকে চাপিয়া ধরিলেন!—খোট্টারা সজোরে লোকটীর দুই খানি হাত ধরিয়া চৌকির উপর চাপিয়া রাখিল। পশ্চাদ্দিক্ হইতে ডাক্তার সেই পূর্ব্বকথিত টাকার ব্যাগ হইতে একখানি সূক্ষ্ম অস্ত্র বাহির করিয়া বেচারা গোমস্তার ঘাড় পেঁচিয়া দিলেন!—জ্বালার চোঁটে সেই নিরীহ লোকটী যেন হাফ্ জবাই মুর্গীর ন্যায় ছুট্ ফট্ করিতে লাগিল। ডাক্তার তাহার ঘাড়ে ও মাথায় জল ঢালিতে হুকুম দিয়া বাহির হইতে ঘরের দরজায় চাবি দিলেন! জহুরীর টাকা লইতে আসিয়া ভদ্রসন্তানটী পাগল হইয়া আটক রহিল! ডাক্তার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ প্রতিক্ষা করিতে ছিলেন,—সিঁড়ির উপর ডাক্তারকে দেখিয়াই সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হইয়াছে?" ডাক্তার হাস্য করিয়া ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "হইয়াছে। যাহা বলিয়াছি,—তাহাই ঠিক হইবে। রোগটী এখনও শক্ত হইয়া দাঁড়ায় নাই,—তিন দিন একটু একটু রক্ত বাহির করিলেই সারিয়া যাইবে!—" দালালের উপদেশ মত ডাক্তারকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া,—তিন দিন পরে আসিয়া ভাইটীকে লইয়া যাইবার অঙ্গিকারে রাজা বাহাদুর বিদায় হইলেন,—ভাইটী ডাক্তারখানায় পাগল হইয়া আটক রহিল!

রাত্রি হইল,—জহুরীর গোমস্তা জহুরীর দোকানে ফিরিল না,—দোকানের সমস্ত লোকই ব্যস্ত হইয়া উঠিল! দোকানের তিন জন লোক নূতন রাজার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছিল,—রাত্রি দেড় প্রহরের পর একজন একখানা গাড়ী করিয়া নূতন খরিদ্দার রাজার বাসাবাড়ী পর্য্যন্ত গেল,—সমস্তই শূন্যময়!

রাজা যখন ডাক্তারখানা হইতে বিদায় হন, তখন রাত্রি বোধ হয় চারি-দণ্ড পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার গাড়ীখানা আধ ঘণ্টার ভিতরেই ঠিকানায় পৌঁছিয়াছিল। রাজা শীঘ্র শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া গরবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন,—আহ্লাদ প্রকাশ করিবার অবকাশ হইল না,—কেবল সংক্ষেপে কার্য্যসিদ্ধি জানাইয়াই দালালের সঙ্গে তাড়াতাড়ী বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। কোথায় গেলেন,—কি প্রয়োজন,—বাড়ীর লোকের কেহই তাহা জানিল না। গিয়াও থাকেন অমন,—চাকর লোকেরা তাহাতে কিছু সন্দেহও

করিল না। জহুরীর লোক আসিয়া যখন উপস্থিত হইল,—তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের কাছাকাছি। চাকরলোকেরা সকলেই নিদ্রাগত,—একজন মুসলমান্ দ্বারোয়ান্ আপনার খটিয়ায় সুইয়া, "নিমক্‌হারামে মুলুক ডুবায়।" এই সুরে লক্ষ্মৌ ঠুংরি ধরিয়াছে। জহুরীর লোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের সঙ্গে ভল্লজহুরীর গোমস্তা আসিয়াছিলেন?—কোথায় গেলেন?"—

গীতে বাধা পড়াতে মহা রাগত হইয়া দ্বরোয়ান উত্তর করিল, "কোথাকার গোমস্তা?—কোথাকার ভল্লু?—আমারা চিনি না,—মহারাজ বাড়ীতে নাই!"

জহুরীর লোক অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিছুই সন্ধান পাইল না। কল্য প্রাতঃকালে আসিবে স্থির করিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে ফিরিয়া গেল।

প্রাতঃকাল আসিল,—জহুরীর লোকজন আসিল,—রাজা নাই! রাজার ত জিনিশপত্র সেখানে প্রায় কিছুই ছিলনা,—কেবল ঘর সাজান চটক্‌সই যাহা কিছু ভড়ংদারী ভেক ছিল,—সে ভেক এখন নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে। রাজা তাহার কিছুই লইয়া যান নাই!—পাঁচ সাত দিন অনুসন্ধান হইল,—রাজার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

রাজা তিন মাস সেই সহরে ছিলেন। বড় রাজা বলিয়া বাড়ীওয়ালা বাড়ীভাড়ার তাগদা করে নাই,—চাকরেরাও মাহিনা চায় নাই,—যাহারা জিনিশপত্র জোগান দিয়াছিল, তাহারাও কিছু করে নাই,—নিত্য নিত্য ভাল ভাল নূতন নূতন গাড়ী ঘোড়া ভাড়া করা হইত, এককালে বেশী টাকা পাইবে ভাবিয়া আস্তাবলওয়ালারাও গা নাড়ে নাই,—সকলেই ফাঁকিতে পড়িল! পুলিশের অনুসন্ধানে ডাক্তারখানা হইতে জহুরীর গোমস্তা বাহির হইল!—প্রমাণে ডাক্তার নির্দ্দোষ হইলেন,—জহুরীর লাক-টাকা গেল!

অপরাপর লোকেরাও ষোলআনা ঠকিল! জুয়াচোরেরা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিল। কোথায় গেল,—কেই বা দেখে,—কেই বা সন্ধান লয়,—কেই বা ধরে!—তাহারা সেই রাতারাতি ভেক বদল করিয়া গরীব সাজিয়া বাঁকা পথে প্রস্থান করিল!

যখন ভেক বদল হয়, সে সময় ধড়ীবাজ জুয়াচোর হংসরাজ সেই তেওয়ারী-ব্রাহ্মণের জুয়াচুরী অর্জ্জিত মণি-রত্নগুলি নিজেই বাছিয়া লয়,—নিজেই রাখে,—তাহার নিকট হইতে কেহই বাহির করিতে পারিবে না, এইরূপ স্তোক দিয়া বোকা তেওয়ারীটাকে ভুলায়! রাত্রিকাল!—ঘোর অন্ধকার! তাহাতে বাঁকা বাঁকা সাপ খেলান রাস্তা!—আসে পাশে গলি ঘুঁজি,—জুয়াচোর হংসরাজ একটা অন্ধকার গলির মোড়ে উপস্থিত হইয়াই তেওয়ারীকে ফেলিয়া ছুট! পড়ে ত মরে!—বেদম ছুট! কোন্ দিক দিয়া কোথায় লুকাইয়া গেল, তেওয়ারী তাহার কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না। শেষকালে নিজেই অবসন্ন হইয়া একটা গলির এক-ধারে শুইয়া পড়িল। ভোর হইলে জনকত লোক তাহাকে ধরিয়া সন্দেহক্রমে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল,—জন্ম-বোকার তখন একটু বুদ্ধি যোগাইল। নৌকা ডুবীতে সর্ব্বস্ব গিয়াছে,—এই মিথ্যা কথায় তাহা-দিগকে প্রবোধ দিয়া দিন কতক ভিক্ষা করিতে করিতে দেশে আসিয়া পৌঁছিল। হংসরাজ, ওরফে বংশেশ্বর, ওরফে কুটুম্বিতা, ওরফে উড়ে ভাঁড়া-রীর কর্ত্তা বাবু, ওরফে দালাল গরব রাও কোন্ পথ দিয়া কোন্ দেশে গিয়া আশ্রয় লইল,—দন্তহীন ব্যাঘ্র কোন্ গর্ত্তে লুকাইল,—শীঘ্র খুঁজিয়া বাহির করে,—কাহার সাধ্য?

লক্ষটাকা জুয়াচুরী! কথাটা কিছু সামান্য নয়,—শীঘ্র অনুসন্ধান থামে নাই,—কোন কোন চিহ্ন অবলম্বনে পুলিশের লোকেরা মথুরানগরে দুখলাল তেওয়ারীকে ধরে। বোকা কিনা?—গাফিলীতেই ধরা পড়ে। গোটা কতক শক্ত শক্ত সওয়ালে আর গোটাকতক জুতা লাথীর গুঁতায় সব দোষ স্বীকার করিয়া ফেলিল। বার্ণীকারকে গ্রেফ্তার করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা হইল,—দুই বৎসরেও পাওয়া গেল না। গরীব ভল্লু জহুরী লক্ষটাকা হারাইয়া বড়ই দম খাইয়া গেল! বিচারে রাজাসাজা-দুখলাল তেয়ারীর পাঁচ বৎসর মেয়াদ হয়!

হংসরাজ তখনও পর্য্যন্ত নিরাপদ! লক্ষটাকায় অনেক দিন বাবুয়ানা চলে, কিন্তু অধর্ম্মের টাকা উড়িয়া যাইতে কতক্ষণ লাগে?—একটা জঘন্য সহরে একটা গোপিনীর কুহকফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়া তিন মাস পূর্ণ

হইতে না হইতেই প্রেমিকরাজ হংসরাজ সেই জুয়াচুরীর লক্ষটাকায় জল দিল। অবশেষে সেই বেশ্যাটাকে প্রাণে মারিয়া তাহার অলঙ্কার পত্র চুরী করিয়া এককালে বঙ্গদেশে হাজির !

সপ্তম কাণ্ড।

রিফাইন্ ভিকারী !

মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থনা করিলেই কেবল ভিকারী হয় না,—যে যাহা ভিক্ষা করে সেই তাহার ভিকারী। আমাদের দেশে অনেক প্রকারে ভিক্ষা করিবার প্রথা অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পিতৃমাতৃ দায়, কন্যাদায়, দরিদ্র বিপ্রসন্তানের উপনয়ন, অন্নাসন ইত্যাদি দায় উপলক্ষে গরীব লোকেরা ধনবান্ লোকের দয়া ভিক্ষা করে। কোন কোন ভট্টাচার্য্যব্রাহ্মণ প্রায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বৎসর বৎসর দুর্গা-পূজা করেন! পথের গায়ক সম্প্রদায় গৃহস্থ লোকের দ্বারে দ্বারে কখন বা পথে পথে নানা প্রকার ধর্ম্মসঙ্গীত গান করিয়া নিত্য নিত্য ভিক্ষা করে, ইহা ছাড়া মুষ্টিভিক্ষাপ্রত্যাশী শত শত অভাগা গরীব অবশেষে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, ফকির, মোল্লা, সন্ন্যাসী ইত্যাদি নানা প্রকার ভেক ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে! গৃহস্থকে ঠকাইবার মতলবে কত কত বলবান্ লোক ভিকারী সাজিয়া ভিক্ষা করিবার ছলে চুরী ডাকাতীর স্থলুক সন্ধান জানিয়া যায়, কত কত লোক মহাভয়ঙ্কর মৌতাতের দায়ে কানা, অন্ধ, বধীর এবং (চণ্ডালও) ব্রাহ্মণ সাজিয়া ঠিক্ যেন কালোয়াতি সুরে সহরের রাস্তায় উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষার জন্য চিৎকার করে! কেহ কেহ বা খোঁড়া সাজিয়া ভিক্ষা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকা দেওয়া একপ্রকার বাক্স প্রস্তুত করে, তাহাই খোঁড়া লোকের বসিবার গাড়ী হয়। বালক, স্ত্রীলোক অথবা গরু সেই গাড়ী সহরের পথে পথে টানিয়া লইয়া বেড়ায়। এ প্রকার ভিক্ষুক আজ কাল কলিকাতা সহরেই অধিক! এই প্রকার একজন খোঁড়া ভিকারী একবার একদিন বেলা দশটার সময় ঐ প্রকার শকটে

আরোহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মতলার পূর্ব্বাংশে জানবাজারের রাস্তা দিয়া ভিক্ষা চাহিতে যাইতেছিল,—পথে একজন সাহেবের একটা ঘোড়া খ্যাপে! গাড়ী-চড়া খোঁড়াভিকারী অত্যন্ত ভয় পাইল! খোঁড়ামানুষ,—উঠিবার শক্তি নাই,—করে কি? ভয় পাইয়া বহু-দূরস্থিত ঘোড়াটাকে হাত নাড়িয়া তাড়াইবার সঙ্কেত করিতে লাগিল! ঘোড়া তাহা শুনিল না,—কবির অনুপ্রাসে মিল মিলাইবার অভিপ্রায়েই সেই ক্ষিপ্ত অশ্বটা ঐ অভাগা হতভাগা খোঁড়ার দিগেই ছুটিয়া আসিতে লাগিল! খোঁড়া তখন কি করে? প্রাণের ভয়,—ঘোড়া আসিয়া ঘাড়ের উপর পড়িলেই প্রাণ যাইবে! পা অপেক্ষা প্রাণ বড়! অতএব আর খোঁড়া হইয়া গাড়ীর ভিতর বসিতে না পারিয়া সজোরে তড়াক্ করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া রাস্তায় পড়িল! পড়িয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে গলির ভিতর দিয়া দৌড়! "খোঁড়া পলাইল,—খোঁড়া পলাইল" বলিয়া রাস্তার মাঝখানে চিৎকার পড়িয়া গেল! আর খোঁড়া! খোঁড়া তখন একবারেই গঙ্গা পার! এই প্রকারের খোঁড়াভিকারী কলিকাতা সহরে অনেক! বোধ হয় ইহাদের ভিতর কলিকাতা পুলিশের চেনা লোকও অনেক! যে কয়েক শ্রেণীর নাম করা গেল,—তাহা ছাড়া আরও অনেক শ্রেণীর আসল গরীব, আসল ভিকারী, নকল গরীব, জাল গরীব, সাজা ভিকারী, অসংখ্য প্রকার গরীব ভিকারী এই বিস্তৃত রাজ্যের দেশে দেশে নানা স্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহারা সকলেই ভিক্ষুক;—সোজা কথায় সকলের চক্ষে সকলেই তাহারা ভিকারী!

এত ভিকারীকে ভিক্ষা দেয় কাহারা? আজ আমি এই গুরুতর প্রশ্নের মহৎ মহৎ উচ্চতম জাতীয় গৌরবের দর্প করিয়া উত্তর দিতে চাহিতেছি, "এত ভিকারীকে ভিক্ষা দেয় হিন্দুরা।"—ধর্ম্মার্থে,—পুণ্যার্থে,—গরীবের দুঃখ মোচনার্থে,—এবং কেহ কেহ বা নাম লাভের আকাঙ্ক্ষায়,—কেহ কেহ বা আমোদ করিবার অভিলাষে ভিকারীকে ভিক্ষা দিতেন; এখনও কেহ কেহ দেন! কিন্তু সহর বিশেষে বেশীর ভাগেই প্রায় মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত অনেক স্থলে বন্ধ হইয়া গিয়াছে! পল্লিগ্রামেও বোধ হয় ক্যারাণীরা ক্রমে ক্রমে এই পুণ্যটী লইয়া যাইবেন। কেন না, তাঁহারা হন সাহেবের লোক; সাহেবেরা রাস্তার ভিকারী দেখিলে ধরিয়া পুলিশে দেন!—

পুলিশের বিচারে মুষ্টিভিক্ষা উপজীবীর দশটাকা জরিমানার হুকুম হয়!—এই ত ব্যাপার!—এই ত সিদ্ধান্ত!—ভিক্ষুকের অনুকূলে ইংরাজী পুলিশের বিচার ত এই পর্য্যন্ত!—ইহা দেখিয়াই সুতরাং সাহেবের লোকমাত্রেই ঐ প্রথাকে সুপ্রথা মনে করিবেন,—এটা বড় বিচিত্র বোধ হয় না।

সে কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। রিফাইন ভিকারী কি প্রকার,—সর্ব্বাগ্রে তাহাই দর্শন করিতে হইবে। রিফাইন ভিকারী সাধারণ দলে বড় অধিক পাওয়া যাইবে না। দুশ্চরিত্র স্কুলবয়েরা এবং দেউলে বাবুর ছোট ছোট বাবু-ছেলেরা শীঘ্র শীঘ্র বাবু হইবার দুরাশায় "ভিক্ষা করিবার জন্য" দেশহিতৈষী সাজে! আগেকার একঘেয়ে রকমের ভিক্ষাতে এখন আর বড় রং নাই,—আদর নাই,—তাদৃশ মুনাফাও নাই!—যাহা কিছু আছে, তাহা অতি অল্প! তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বাবু হওয়া যায় না! লাফাইয়া বাবু হওয়া যাহাদের আকাঙ্ক্ষা,—সেকালের একঘেয়ে ভিক্ষাতে তাহাদের মনের আশা পূর্ণ হয় না। তাদৃশ বাবুর বাবুগিরীগুলা,—নিতান্ত ছোট কথা নয়! যেমন আকাঙ্ক্ষা,—তেমনি উপার্জ্জন হওয়া সম্ভব! লেখা পড়ার জোর, পিতৃ-পিতামহের ভাল সময়ের নামের জোর,—কোন কোন স্কুলে উষ্ণ শোণিতের শক্তিতে গায়ের জোর,—তিন জোর একত্র! বুদ্ধির অভাব হয় না! কাজেই সেই সকল দলের মস্তকে রিফাইন কেতার ভিক্ষার প্রণালীর উদয় হইয়াছে! সভা, লাইব্রেরী, মেয়েস্কুল, ধর্ম্মসমাজ, ঝড়, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি উপদ্রবে যাহাদের অত্যন্ত কষ্ট,—তাহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া;—ইত্যাকার নানা প্রকার নবীন নবীন সাধুকার্য্য উপলক্ষে সাধারণের নিকটে বাবু লোকেরা ভিক্ষা করেন! ইহার নাম রিফাইন ভিক্ষা! যাঁহারা এই প্রকারে ভিক্ষা করেন, তাঁহারা রিফাইন ভিকারী! আমরা যদি রহস্য করিয়া এমন কথা বলি, কেহ হয় ত তাহাতে আমাদের উপর রাগ করিবেন না!

এই রিফাইন ভিক্ষার ভিতর আরও এক প্রকার চমৎকার কৌতুক আছে! পূর্ব্ব সম্ভ্রমের নামের জোরে যাঁহারা দেশের হিতের জন্য ভিক্ষা করেন, তাঁহাদের ভিক্ষা,—প্রায়ই আইসে।

যাহাদের নাম গন্ধ কিছুই নাই,—তাহারাও দেশহিতৈষীর দলে গণ্য

হইয়া দেশহিতৈষীতার আবরণে অনায়াসেই মনের মত ভিক্ষা পায়! ইহা অবশ্যই রিফাইন কেতার ভিক্ষা! এপ্রকার ভিক্ষার মধ্যে কতগুলি ঠিক,—কতগুলি তাহার বিপরীত, সম্পূর্ণ রূপে তাহা বুঝিয়া নিরূপণ করা এক্ষণকার বাজারে অত্যন্ত দুরূহ!

গ্রন্থাদি প্রচার কল্পেও রিফাইন প্রণালী প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুদ্ধ ডাকমাশুল লইয়া বহুমূল্যের পুস্তক বিনামূল্যে দান করা;—একখানি সমান্য পুস্তক অথবা সম্বাদপত্রের গ্রাহক হইলে সেই সেই গ্রাহককে বহুমূল্যের বস্তু উপহার দান করা ইত্যাদি প্রণালী নূতন শুনা যাইতেছে!—ইহাও অবশ্য রিফাইন কেতা! এপ্রথা দ্বারা সাহিত্য-সংসারের উপকার হইতেছে কি না, সাহিত্যসংসার তাহা গণনা করিবেন।

কোন কোন শিক্ষকের মুখে আমরা শ্রবণ করিয়াছি, তিনি স্পষ্টাক্ষরে মুক্তকণ্ঠে বলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের গ্রন্থ অথবা সম্বাদপত্রাদির গ্রাহক সংগ্রহ করিব পদ্ধতিটীও রিফাইন কেতার ভিক্ষা করা!—ন্যায়শাস্ত্রানুসারে তর্ক করিলে ঐ মীমাংসাই শেষ দাঁড়াইবে! প্রথাটী যে দিন হইতে সমুত্থিত হইয়াছে,—বহু লোকে যদি তাহা অনুকরণ করিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এতদূর প্রবল হইয়া উঠিত না।

বাবু হংসরাজ ঐ সকল প্রকারের কোন প্রকারের ভিক্ষা অবলম্বন করিবেন, এই অভিপ্রায়েই পশ্চিম রাজ্যে ভাল ভাল জুয়াচুরী করিয়া স্বদেশে আসিয়াছেন। বঙ্গদেশেই ঐ সকল ভিক্ষা ভাল চলে! অন্যদেশে এমন হয় না! হংসরাজ আপনার বুদ্ধিবলার্জ্জিত জুয়াচুরী শ্রমার্জ্জিত কতকগুলি অর্থ বঙ্গদেশে আনায়ন করিয়াছেন! পাওনাদার মহাজনেরা হতাশ হইয়া ঘুমাইয়াছেন,—কিন্তু ছোট ছোট মহাজনেরা কিম্বা দোকানদারেরা ঘুম দিবার সময় পায় না, তাহারা তাগাদা করে,—দেখা পায় না,—ফিরিয়া যায়; তথাপি নিকটের লোকেরা প্রায় প্রত্যহই তাগাদা করে,—দূরের লোকেরা কিছু বিলম্বে বিলম্বে তাগাদা পাঠায়, তাগাদা বন্ধ হয় না!

হংসরাজ সাত রাজার দেশ মারিয়া ফিরিয়া আসিলেন,ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাওনাদারেরা তাগাদাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে দেয় নাই,—তাগাদা তাঁহার বাড়ীতেই বিরাজ করিতেছিল, এই বার তাগাদার খোদ বাবু হাজির! রোজ রোজ অনেক লোক তাগাদায় আইসে,—কিছুই পায় না,—গালাগালী দিয়া চলিয়া যায়! হংসরাজ তাহাতে বড় একটা কাণ দেন না! কত লোক আসিল,—কত লোক ফিরিল,—কত লোক কাঁদিল,—কত লোক শাসাইল,—হংসরাজ তাহা দেখিলেন,—হংসরাজ তাহা শুনিলেন! লোম কাঁপিল না,—সেই ঘোলওয়ালা গোয়ালা এবং তেলওয়ালা কলু বারম্বার তাগাদা করিল;— পাইল না!—দিন কতক খুব প্রচার হইয়াছিল,—একজন শুঁড়ীর বেহারা সাবেক মদের টাকার দরুণ রাস্তায় তাগাদা করিয়া হংসরাজকে আগাগোড়া জুতার প্রহারে বেদম্ করিয়াছিল। উদারস্বভাব হংসরাজ তথাপি শুঁড়ীর দেনা পরিশোধ করেন নাই। আহা! লোকটার জন্য দুঃখ হয়!—হাতে তখন টাকা ছিল,—কিছু কিছু করিয়া দিয়া সকলকেই হয়ত থামাইতে পারিত,—কিছুই দিল না,—অপমানের কিছু মাত্র বাকী রহিল না,—তথাপি যেন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই! লোকে বলে, জুয়াচোরমাত্রেই ঋণ-ছ্যাঁচোড় হয়!—পরিশোধ করিবার ক্ষমতা থাকিতেও পরিশোধ করে না। কেন করিবে?—যাহার যাহা লইব,—এজন্মে আর তাহাকে তাহা দিব না;—এই অপূর্ব্ব সংকল্পে যাহাদিগের ব্রত আরম্ভ,—তাহারা যদি দ্রব্য লইয়া মূল্য দেয়, কিম্বা ঋণ লইয়া ঋণ পরিশোধ করে, কিম্বা যদি চুরী করিয়া চোরামালগুলি মাথায় করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে ফিরিয়া পৌঁছিয়া দেয়, তাহা হইলে জুয়াচোর নামের গৌরব থাকিবে কেন?—চুরীর গৌরব, জুয়াচুরীর গৌরব যে সকল লোকের হৃদয়ের সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধা,—তাহারা যদি তাহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মের অপলাপ করিতে সাহসী হয়,—তাহা হইলে সহর-দেবতা গ্রাম্য-দেবতা ধর্ম্মরাজের জম্‌কাল নামে কলঙ্ক পড়িবার ভয় থাকিত!

যাহারা জুয়াচুরী করে, তাহারা পাপী!—ধার্ম্মিকেরা এই কথা বলেন। যাহার ধর্ম্মের নামে জুয়াচোরী করে, তাহারা যে কত বড় পাপী, ধার্ম্মিকেরা তাহার সীমা করিতে পারেন নাই। আমোদের এই অভাগা দেশে আজ

কাল ধর্ম্মের নামেও ভিতরে ভিতরে জুয়াচুরী চলিতেছে!—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান্, কি ব্রাহ্ম, কি আর কিছু, কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইতেছে না। ধর্ম্মকে লইয়া খেলা করিতে গেলেই সমাজের গায়ে আঘাত লাগে!—সমাজের অপরাপর ব্যবহারে জুয়াচুরী চলিতেছে,—ধর্ম্মটী যদি খাঁটী থাকে তাহা হইলে ক্রমেই জুয়াচুরী কমিয়া যায়, যত দিন তাহা না হইবে, তত দিনের সমাজ সংস্কারের আশা বড় একটা নিকটে আসিবে না। জুয়াচুরী নিবারণের জন্য কিম্বা জুয়াচুরী বাড়াইবার জন্য বঙ্গীয় যুবকগণ যে প্রকার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার অনেক স্থলেই ফল হইতেছে,—শুধ্ কেবল বাঙালীর মুণ্ডু!

অষ্টম কাণ্ড।

(সমাজ কল্পে)

এইবারে মুণ্ডুমালা!

হংসরাজ একটী সভা করিয়াছেন! কলিকাতার গঙ্গাপারে ভাঙ্গা বাংলায় নহে, হংসরাজ সে বাংলাটীর মায়া ছাড়িয়াছেন!—তেল ঘোল ইত্যাদি দুরন্ত জিনিশেরা তাঁহাকে ঐ বাসস্থানটী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে! হংসরাজের মাতা আপনার অবশিষ্ট পরিবারগুলি লইয়া হংসের পরিত্যক্ত বন্ধকী ভদ্রাসনে বাস করিতেছেন! পূর্ব্ব বর্ণিত পরিবারেরা সকলেই জীবিত,—সকলেই শুষ্ক,—সকলেই বাধ্য! বেশীর ভাগে যোগ হইয়াছে একজন আধমরা সরকার! সেই সরকার এক একবার গোমস্তা হয়,—এক একবার খান্সামা হইয়া ঘর সংসারের পাটঝাঁট করে,—এক একবার বাজারসরকার হইয়া অর্দ্ধ পয়সার তৈল, অর্দ্ধ পয়সার লবণ, সিকি পয়সার লঙ্কা ইত্যাদি নিত্য নিত্য দোকান হইতে নগদ কিনিয়া আনিয়া দেয়!—সরকারের বেতন আছে ২॥০ টাকা। ইহা ছাড়া খোরাক পোশাক! খোরাকের কথিত বন্দোবস্ত এই প্রকার,—যে দিন বৈকালে রন্ধন হইবে না, সে দিন সরকার রাত্রিকালে উপবাস করিবে! দিনের

বেলা যে দিন নিমন্ত্রণ থাকিবে, সরকার সে দিন খোরাকীর পয়সা নগদ আনিয়া গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিবে! গৃহিণীকে জানাইয়া নিমন্ত্রণে গেলে মূল্য দিতে হইবে না!—নতুবা যে কারণেই হউক, একবেলা সরকারের গরহাজিরীতে ভাত নষ্ট হইলে, বেতন হইতে মূল্য কাটিয়া লওয়া যাইবে ;—এই নিয়মে সরকার নিযুক্ত! কথা আছে বেতন আড়াই টাকা!—সরকার পাঁচমাস কাজ করিতেছে, পাঁচ অর্দ্ধেক আড়াই পয়সাও প্রাপ্ত হয় নাই। একবার জ্বর হইয়াছিল,—সাত দিনের পর একজন হাতুড়ে ডাক্তার ডাকা হয়—তাহার।০ চারি আনা ভিজিট সরকারের ভোজনের থালা বন্ধক দিয়া পরিশোধ করা হইয়াছিল!!!

হংসরাজের মাতার কিছু টাকা ছিল। মাতা অর্থে—গর্ভধারিণী মাতা নহেন,—কলমের চারা রোপণ কর্ত্রী!—হংসরাজ পলায়ন করিবার পাঁচ সাত দিন পরেই গৃহিণীঠাকুরাণী সরকারী খরচে এই সরকার নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহাই করুন, দেশের মানুষ দেশে আছেন ;—সুখে থাকুন, হংসরাজ এখন গেলেন কোথা?

হংসরাজ বড় নিকটে নাই!—তাগাদার জালায় পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশের আইন বর্জ্জিত,—ইংরেজের আইন বর্জ্জিত মানভূমজেলার ক্ষুদ্র এক গ্রামে গিয়া হংসরাজ এক সভা করিয়াছেন! সভার আসবাব পঞ্চরং!—সভার উদ্দেশ্যও পঞ্চরং!—নিগূঢ় কথায় এই সভাকে আকাশ-ফোঁড়া সভা বলিয়া বুঝাইলে পাঠক মহাশয়েরা শীঘ্র ইহার ভাবার্থ বুঝিতে পারিবেন। সভা আকাশ ফোঁড়া!—কখনও বিদ্যুতের মত একটু একটু দেখা যায়,—কখন অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অনুভূত হয় না! সভার নাম "হট্টভঙ্গিনী সভা!"—

উদ্দেশ্য পঞ্চরং,—একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সভায় অনেক রকম বক্তৃতা হয়! অনেক রকম অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ পায়!—অনেক রকম রং বেরং চিঠিপত্র লেখা হয়!—কুক্কুট মাংস রন্ধন হয়!—মধ্যে মধ্যে পয়সা জুটিলে সুরা-দেবীর সেবা হয়!—হট্টভঙ্গিনী-সভার এত কাজ!

একদিন একব্যক্তি সেই সভার একখানা মোহর করা চিঠি রাস্তায় কুড়াইয়া পায়। চিঠিতে হট্টভঙ্গিনী-সভার সম্পাদকের সাক্ষর মোহর!

হয় ত সেই চিঠিখানা ডাকে পাঠান হইতেছিল, পথে পড়িয়া গিয়াছে! চিঠিতে লেখা ছিল,—বড় চমৎকার চমৎকার কথা!—

চিঠি বলিতেছে, "মহাশয়ের তুল্য ধন্য বদান্য অগ্রগণ্য, দাতা মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা, পৃথিবীতে নাই। আমরা শতাধিক বন্ধু একত্র মিলিত হইয়া এই "হরিবোল" নামক ক্ষুদ্রগ্রামে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছি। সেই বালিকাবিদ্যালয়ের সঙ্গে একটী লাইব্রেরী আছে। লাইব্রেরীর কাজের শৃঙ্খলা করিবার জন্য ভাল ভাল পঞ্চাশজন মেম্বর আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। এই সকল ভাল ভাল লোকের যত্নে "হট্টভঙ্গিনী" নামে এই গ্রামে একটী সমাজসংস্কারিণী-সভা সংস্থাপন করিয়াছি। মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল কার্য্যে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত মাসে মাসে আমাদিগকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলে শীঘ্রই আমার বালিকা-বিদ্যালয়ের সঙ্গে বালক-বিদ্যালয় বাড়াইয়া দিব। আরও শীঘ্র একটী ধর্ম্মসভা সংস্থাপনেও রসংকল্প আছে। অতিথিশালা স্থাপন করিব,—নিকটে বাজার বসাইব,—রাস্তা ঘাট বাঁধাইয়া দিব,—যাহাতে দেশের কল্যাণ হয় মহাশয়ের নাম ও মহাশয়ের প্রসাদে তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হইতে পারিব। এ কার্য্যে মহাশয়ের নাম জগতসংসারে ধন্য ধন্য হইবে! বালক-বিদ্যালয়ের মাথার উপর সোনার অক্ষরে মহাশয়ের নাম খোদাইয়া দিব।"

সভা করিয়া অবধি হংসরাজ এখন বীরেশ্বর সরস্বতী নামে ভেকধারী হইয়াছেন: তিনিই হট্টভঙ্গিনী-সভার সম্পাদক। আরও বড় জোর পাঁচ সাত জন ইয়ার গোছের কাঁচা কাঁচা জুয়াচোর এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। উহারা ঐ প্রকার চিঠিপত্রে সহর ও মফঃস্বলের বড় বড় লোককে ঠকাইয়া সাধারণ হিতকরকার্য্যের নাম করিয়া টাকা লইয়া মদ খায়! এই তাহাদের সভা,—এই তাহাদের বিদ্যালয়,—এই তাহাদের লাইব্রেরী,—এই তাহাদের মুণ্ডু!

সভা আছে।—গ্রামের লোকেরা তাহা জানে না!—বিদ্যালয় আছে,—সেখানে ছাত্রছাত্রী যায় না!—লাইব্রেরী আছে,—সেখানে কাগজের গন্ধমাত্র নাই!—সভা আছে,—সেখানে মাঝে মাঝে কেবল জুয়াচুরীর বুদ্ধি আঁটা

আর মদ মুর্গীর শ্রাদ্ধ করা ভিন্ন কোন কার্য্যই নাই!—অথচ মফঃস্বলের বড়২ জমিদারদের নামের বড় বড় চিঠিরা বলে, "আছে!—আছে!—আছে!—" আছে!—আছে!—আছে!—বাস্তবিক ঠিক যেন আছে সব,—কিন্তু ফলের বেলা দেশহিতৈষীতার পোশাক পরিয়া,—বায়সগাত্রে ময়ূরপুচ্ছ ঢাকা দিয়া,—দূরদূরান্তরবাসী যথার্থ স্বদেশহিতৈষী ধনবান্‌ভাল মানুষগুলিকে পদে পদে ঠকাইয়া বদমাস্ দলের ভয়ানক ভয়ানক দুষ্কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া,—প্রশ্রয় দেওয়া,—তাহাদের জুয়াচুরী মতলবকে বাড়িতে দেওয়া,—তিল-মাত্রও উচিত নহে। যেখানে যেখানে সত্য সত্য ঐ প্রকার বিদ্যালয় ইত্যাদি আছে, সেখানেও অন্য জুয়াচোরে সেই বিদ্যালয়ের উন্নতির ছল করিয়া বড় লোকের নিকট টাকা ঠকাইয়া লয়;—ইহাও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়! হংসরাজ মধ্যে মধ্যে শুনাইবার পাত্র ছিলেন না, সর্ব্বদাই তিনি দেখাইতেন, কেমন করিয়া রিফাইন কেতার জুয়াচুরী শিক্ষা করিতে হয়! ইত্যগ্রে আমারা যে রিফাইন ভিকারীর কথা বলিয়াছি,—তাহারা রিফাইন কেতার ভিক্ষা করে; কিন্তু এই হংসরাজের দলের তুল্য জুয়াচোর দল প্রকারান্তরে ঐ রূপ ভিক্ষা করিবার অছিলায় পদে পদেই জুয়াচুরী করে!—ভাল মানুষের সর্ব্বনাশ করে!—বুকে বসিয়া দিনের বেলা ডাকাতি করে! এ প্রকার বদমাস্ জুয়াচোর আমাদের এই বঙ্গদেশে কত আছে,—মিথ্যা মিথ্যা সৎকার্য্যের ছল করিয়া প্রদেশস্থ সদাশয় ধনপতিগণের বহুপ্রয়োজনীয় অর্থ অকারণে শোষণ করে,—সেই অর্থে মদ খায়।—সেই অর্থে দাঙ্গা করে,—সেই অর্থে বেশ্যা পোষে,—সেই অর্থে বিবাদ বাধায়,—সেই অর্থে মকর্দ্দমা করে,—সেই অর্থের জোরেই গ্রামের ভিতর দৌরাত্ম্য করিতে সর্ব্বক্ষণ অগ্রসর! এ দলকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা দেশের লোকের এত দূর কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার জন্য ফৌজ-দারী আদালতের সাহায্য লওয়াও নিতান্ত অনাবশ্যক বোধ হইতেছে না।

হংসরাজ ভিক্ষা করিয়া খায়!—ভিক্ষার কথাটা শ্রবণ করিতে কাহারও যদি কষ্টবোধ হয়;—কেন না, পূর্ব্বে বড়লোকের দত্তকপুত্র ছিল, নিজেও খুব বাবু হইয়াছিল, তাহার পক্ষে ভিক্ষা কথাটা বড়ই কষ্টকর!—বড়ই অপমানের কথা!—অত অপমান অপেক্ষা বরং অবলম্বিত ব্যবসায়ের আগে-

কার উপাধিটীই ভাল!—যথা হংসরাজ জুয়াচোর!—এক একবার এই উপাধিটাকে আর এক চক্র ঘুরাইয়া লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্যেরা মনুষ্যলোকে বিলক্ষণ হট্টগোল লাগাইত। সকলের মুখেই উপাধি,—জুয়াচোর হংসরাজ!

হংসরাজের পক্ষে এ উপাধিটী ভাল! হংসরাজ ভিক্ষা করিয়া খায়,—একথাটা ভাল নয়। হংসরাজের ইয়ারেরা ভ্রমক্রমে মধ্যে মধ্যে বীরেশ্বর বলিতে হংসরাজ বলিয়া ফেলে,—হংসরাজ তখন কাঁপিয়া উঠে!

রিফাইনভিক্ষা এবং রিফাইন জুয়াচুরীর অনেক কাণ্ড বিলাত হইতে আসিতেছে। যেখানে যে দেশের লোক অধিক আইসে, সে খানে সে দেশের লোকের ভাল মন্দ, গুণ দোষ সব রকম আমদানী হয়! তাহা বারণ করিবার উপায় নাই। ইংরেজ কি প্রকারে জুয়াচুরী করে,—ইংরেজের মেমেরা কি প্রকারে চুরী করিয়া বেড়ায়,—মেমেরা কি প্রকারে পতির প্রেমে জুয়াচুরী করে,—ইত্যাকার অনেক প্রকার বিভৎসসংবাদ ইংরাজী ছাপার কাগজে ছাপিয়া দেওয়া হয়। এ দেশের উন্মত্ত যুবকেরা তাহা পাঠ করিয়া যদি ঘৃণা বোধ করেন, তাহা হইলে এ দেশের তত অনিষ্ট হয় না। কিন্তু তাঁহারা করেন কি?—শীঘ্র শীঘ্র অণুকরণের আগুণ জ্বালিয়া আমাদের অন্তঃপুর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। পাঠকদলের মধ্যে যাহারা যাহারা ঐ প্রকারের নূতন নূতন দুষ্কার্য্যের সূত্র অন্বেষণ করে,—তাহারা ঐ সকল সভ্যদেশপ্রসূত নূতন নূতন বিবরণ পাঠ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র সভ্য হইতে ধাবিত হয়,—ক্রমশঃই বাঙালীর মুণ্ড হইতে বৃদ্ধি হয়!

বিলাতী জুয়াচুরীর মধ্যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প আছে। একবার একবিবি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া বহুলোকের অনেক বহুমূল্য দ্রব্য চুরী করিতেছিল! কেহই ধরিতে পারে নাই,—সমস্ত পুলিশে হুলিয়া ছিল,—ওয়ারেণ্ট ছিল,—সর্ব্বত্র গোয়েন্দা ছিল,—তথাপি ধরা পড়ে নাই! একবার গোয়েন্দার বিশেষ সন্ধানে এক রেলওয়ে ষ্টেশনে সেই বিবি ধরা পড়ে। যিনি ওয়ারীণ লইয়া ধরিতে যান, সেই ইনেস্‌পেক্টর সাহেব বিবিকে সেলাম করিয়া ওয়ারেণ্ট দেখাইলেন,—বিবি সমস্তই কবুল করিলেন,—ধরা দিলেন,—হাতে একটী ব্যাগ ছিল,—ব্যাগের মধ্যেই চোরা মাল ছিল,—চোর বিবি সেই

সকল চোরা মালের তল্লাসীর জন্য ইনেস্পেক্টরের হস্তে ব্যাগের চাবিটী দিলেন!—দেখুন সকলে চোরের কতদূর ঔদার্য্য!

ব্যাগের চাবী খুলিয়া ইনেস্পেক্টর সাহেব চোরা মাল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ব্যাগের ভিতর খান কতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফর্‌সা রুমাল পাট করা ছিল। ইনেস্পেক্টর হুম্‌ড়ী খাইয়া ব্যাগের জিনিশ দেখিতেছিলেন,—পাঠ করা রুমালগুলি একে একে সরাইতেছিলেন,—নাসারন্ধ্রে সেই সকল জিনিশের ও সেই সকল রুমালের গন্ধ প্রবেশ করিতেছিল,—ক্ষণকাল মধ্যেই তত লোকের মাঝখানে ইনেস্পেক্টর সাহেব অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বিবি সচ্ছন্দে আপনার ব্যাগ লইয়া, তত লোকের মাঝখানে নির্ভয়-হৃদয়ে, দ্বিতীয় ট্রেনে আরোহণ পূর্ব্বক অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন! এই প্রকার বিলাতী জুয়াচুরী কাণ্ড সংবাদপত্রে ছাপা হয়! সকল দেশেই দুষ্ট লোক আছে,—দুষ্ট লোকেরা দুষ্টকার্য্যের অনুকরণ করিতে বড়ই যত্নবান্! বিবির দৃষ্টান্তে বঙ্গদেশের রাজমহলেও ইতিমধ্যে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের এক মেল গাড়ীতে মুসলমান্ জুয়াচোরের দ্বারা ক্লোরফর্ম্ম ব্যবহৃত হইয়াছিল, শুনা গিয়াছে। লক্ষণে বোধ হয়,—ইংরাজি লেখাপড়ার বেশী চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জুয়াচুরীটা বাড়িয়া উঠিবার কোন প্রকার বাঁধা বাঁধি সম্বন্ধ আছে।

শুধু কেবল জুয়াচুরী বলিয়া নয়,—অনেক রকমেই বাঙালীর মুণ্ডু প্রকাশ হইতেছে! সাহেব যাহা করে,—সাহেব যাহা মানে,—সাহেব যাহা বলে,—তাহাই ভাল আর সমস্তই মন্দ! ইংরেজী চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বঙ্গীয় যুবকের হৃদয়ে এই জ্ঞান লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। এ সকল যুবকের পদে পদেই মতিভ্রম ঘটিতেছে! তাঁহারা সমাজ সংস্কার করিতেছেন,—যত্ন বৃথা হইতেছে,—বকাবকি সার হইতেছে,—দশের কাছে অপযশ-ভাজন হইতেছেন, ফল কিছুই হইতেছে না,—তাঁহাদিগের বক্তৃতার স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতেছে,—যদি কোন প্রকার লব্ধফলের নাম করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বড় দুঃখেই পারিতে হইবে,—বড় দুঃখেই বলিতে হইবে,—ফল হইতেছে শুধু কেবল বাঙালীর মুণ্ডু!

সমাজসংস্কারের বিস্তর উলট্ পালটের চেষ্টা হইতেছে, সকল কথা বলা

এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য হইবে না। অনেক বলিবার আছে,—সময় পাইলে বলিব। আজ কেবল একটী সূক্ষ্ম কথাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উপসংহার হইবে।

সূক্ষ্ম কথাটী "..Fe nale Emenception !" নারীগণের স্বাধীনতা! আমাদের দেশে অন্য দেশের নারীর কথায় কিছুমাত্র দরকার করে না, বঙ্গীয় নারীর স্বাধীনতা-দানেরজন্য জন কতক বঙ্গীয়যুবক অত্যন্ত খেপিয়া উঠিয়াছেন,—তাহাতে যে কি প্রকার ফল হইবে,—আপাততঃ গোটাকতক দৃষ্টান্তেই তাহা কলিকাতার লোকে দর্শন করিতেছেন। বঙ্গবাসীর এ প্রকার পাগ্‌লামী অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। নারীগণকে বেশী স্বাধীনা করিবার লোভে তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ব্যাকরণের মাথা খাইয়া ফেলিয়াছেন! কুলবধূরা কুলকন্যারা পতি ও পিতার পুংলিঙ্গান্ত উপাধী ধারণ করিতেছে! যথা,—কাদম্বিনী বসু, বিলাসিনী কারফর্ম্মা ইত্যাদি। শূদ্রা কন্যার নামের পূর্ব্বে অথবা পরে আর বড় একটা "দাসী" বসে না। যে কন্যার পিতার উপাধি দাস, অথবা যে বধুর পতির উপাধি দাস, সে কন্যাকে অথবা সে বধুকে দাসী বলিবার যো নাই! দাসী বলিলেই ঐ প্রকারের যুবক দল লাঠি তুলিয়া বসিবেন! দাসের কন্যাকে অথবা দাসের পত্নীকে দাসী বলিতে পারা যাইবে না, দাস বলিতে হইবে! ব্যাকরণের এমন দুর্গতি বঙ্গীয়নারীগণকে স্বাধীন করিবার জন্যই বোধ হয় বঙ্গবাসীগণ নির্লজ্জ নয়নে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতেছেন।

যাঁহারা বক্তৃতা করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের যেন মূলমন্ত্র **"ভারত-উদ্ধার!"**—এই হাস্যকর কথাটা নূতন উঠিয়াছে! বক্তৃতাওয়ালাদের ঐটা হুজুকের মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সকলেই বলে ভারত উদ্ধার! সকলের মুখেই ভারতউদ্ধার! এ উৎপাত কতদিনে পুরাতন হইয়া যাইবে, আমারা শীঘ্র শীঘ্র সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। ভারতউদ্ধার বাদে যে সকল গুরুতর কার্য্যভার বঙ্গবাসীর মস্তকের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই,—যত্ন করিলে যে সকল কার্য্য অনায়াসেই সংসাধিত হয়, অযত্ন করিয়া সেই সকল কার্য্যের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি করা হইতেছে। সমাজের যাহাতে যথার্থ কল্যাণ হয়, সেদিকে অন্ধ থাকিয়া অকল্যাণের দিকেই বেশী লালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। প্রথা যাহা বলিবে,

বক্তৃতার কথা তাহার বিপরীত বলিবে, কথা অনুসারে কাজ করিবার ক্ষমতা নাই,—বৃথা আস্ফালন করিয়া কেবল স্বদেশের আত্ম লোকের পরকাল খাই-বার চেষ্টা! ভাল বক্তারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন,—যাঁহারা স্বদেশের তত্ত্ব জানেন,—সমাজের তত্ত্ব বলেন,—তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু যাহার শূন্যগর্ভ ভারত উদ্ধারের ধুয়া তুলিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে একটু শান্তকরা নিতান্ত আবশ্যক! ভালর নামে ভালর দিকে শূন্য, মন্দের দিকে ফাজিল! এপ্রকার অলক্ষণ কে লোকে আর কি বলিয়া সুলক্ষণ ভাবিবে?—কাজেই অনেক লোকে প্রায় সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, সমাজ-সংস্কারের নামে যাহা কিছু দেশের উপকারের চেষ্টা হইতেছে, আর্সী দিয়া মুখ দেখিলে বোধ হয় অনেকেই দেখিবেন, ঠিক যেন বাঙালীর মুণ্ড!

ভিতরে ভিতরে অনেক যায়গায় আঁকা রহিয়াছে,—বাঙালীর মুণ্ড!

সম্পূর্ণ।

সুখের সংসার।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৩

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট,—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

সূচনা।

সংসার দুঃখের আগার! এখানে সুখের সম্পর্ক নাই—শান্তির লেশমাত্র নাই—এই কথা সকলের মুখেই শুনিতে পাই। তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বদর্শী পবিত্র পারলৌকিক তত্ত্বে মুগ্ধ, সংসার তাঁহার নিকট তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, তিনি বলিতে পারেন, "সংসার দুঃখের আকর—সংসার স্বতঃই দুঃখময়।" কিন্তু পাঠক! তুমি আমি সংসারবাসী—ঘোর সংসারী, তোমার আমার মুখে একথা কি শোভা পায়?

শোভা পায় না সত্য—একথা আমাদের বলা বাতুলতা—বা দাম্ভিকতা মাত্র, কিন্তু আমরাও ত সুখের মুখ দেখিতে পাই না। সংসারে যদি সুখ থাকিবে, সংসারে যদি শান্তি থাকিবে, তাহা হইলে সে সুখভোগ—সে শান্তি সম্ভোগ আমাদের অদৃষ্টে ঘটিবে না কেন?

সুখ আমাদের ভাগ্যে ঘটে না বটে, কিন্তু সে দোষ সুখের বা সংসারের নহে—দোষ আমাদের। যাহা যাহা হইলে—যে ভাবে সংসার করিলে—যে ভাবে চলিলে সংসার সুখের হয়, তাহা আমরা জানিনা, বা জানিয়াও তাহার অনুষ্ঠান করি না, এই জন্য সংসারে আমরা সুখ পাই না! সুখ যে আপনা হইতে আমাদের উপাসনা করিবে, আপনা হইতে আমাদের ভাগ্যে গড়াইয়া পড়িবে, এরূপ স্বভাব সুখের নহে। আমাদিগকে চেষ্টা করিয়া সুখের সংস্থান করিতে হইবে, আয়াস স্বীকার করিয়া সুখী হইতে হইবে, নতুবা অদৃষ্টে—দুঃখভোগ স্বতঃসিদ্ধ।

যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সংসারে যে ভাবে জীবনযাপন করিলে অদৃষ্টে সুখসম্ভোগ ঘটে—তাহা কথঞ্চিৎ বর্ণন করিবার জন্যই এই গ্রন্থের উৎপত্তি। এই গ্রন্থনিবদ্ধ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠানকারীর অদৃষ্টে সুখসম্ভোগ সংঘটিত হইবে, এই জন্য এই গ্রন্থের নাম হইল—সুখের সংসার!

গ্রন্থকারস্য।

সুখের সংসার

বিবাহ।

জীবনে তিনটী কার্য্য বড় গুরুতর। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্যও সেই তিনটী মাত্র কার্য্যে প্রকাশিত। এই তিনটী কার্য্য যথাক্রমে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু এই তিন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই তিনটী কার্য্য যথাযথ নিয়মে সাধিত হইলেই—সংসার সুখের হয়। কথাটা—প্রথমতঃ একটু কঠিন বলিয়া বোধ হইল, একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলেই একথার সার্থকতা বুঝিতে পারা যাইবে।

বিবাহ—একটী বিষম ব্যাপার! বঙ্গে বিবাহ বালকের ধুলা খেলার ন্যায় সম্পাদিত হয়। বিবাহের গুরুত্ব—বঙ্গবাসী প্রায়ই বিবেচনা করেন না, সেই জন্য পরিণামে বঙ্গবাসী'কে অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কেন? সেই কথা বুঝাইবার জন্যই এই প্রস্তাব।

যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে ধরার অস্তিত্ব স্রষ্টার সৃষ্টি রক্ষায় যে কার্য্যই এক মাত্র অবলম্বন, তাহা মানব মাত্রেরই করণীয়। এই কার্য্যের নামই বিবাহ! মানবের সুখদুঃখ আবার বিবাহের সহিত এত নৈকট্য সম্বন্ধ যে, সামান্য মাত্র ব্যতিক্রমে সমস্ত জীবন দারুণ দুঃখে কাটাইতে হয়।

স্বামী ও স্ত্রীনির্ব্বাচণ বিবাহের প্রধান অঙ্গ। স্বামীর যেরূপ—স্বভাব, যেরূপ—চরিত্র, যেরূপ—বিদ্যাবুদ্ধি; স্ত্রীরও সেই রূপ স্বভাব, সেইরূপ-চরিত্র এবং সেই-সেইরূপ যদি বিদ্যাবুদ্ধি হয়, তবেই সংসার—সেই বিবাহ সুখের হয়। বঙ্গের অধিকাংশ দম্পতীর মধ্যে যে সর্পনকুলের স্বভাব পরিদৃষ্ট হয়, কেবল এই নির্ব্বাচণের দোষের জন্য, সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে—স্বামীস্ত্রীর পরস্পরের নির্ব্বাচণে বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধুনা পাশ্চত্য প্রথায় যেরূপ "কোর্টসিপ" বিধি ব্যবস্থিত আছে তাহার আমি অনুমোদন করিতেছি না, তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য

যে, স্বামী ও স্ত্রীর স্বীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে গুরুতর সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধজ্ঞান তাঁহাদিগের থাকা উচিত।

পুরাকালে আর্য্যজাতির মধ্যে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল, কন্যা স্বয়ং নিজ ইচ্ছামত উপযুক্ত বরে বরমালা প্রদান করিতেন, অধুনা স্ত্রীজাতীর তাদৃশ স্বাধিনতা কোথায়? পাত্র নির্ব্বাচণ এখন অর্থলোলুপ ঘটক অথবা অর্থাকাঙ্ক্ষী কুলাভিমানী পিতা মাতার প্রতি নির্ভর করিতেছে। কেহবা প্রভূত অর্থলালসায় উচ্চমূল্যে কন্যা বিক্রয় করিতেছেন, কেহবা জাত্যাভিমানী মূর্খ কুলীনের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া নিজে ধন্যজ্ঞান করিতেছেন, ফলও যথেষ্ট লাভ হইতেছে। এই রূপ অবৈধ বৈবাহিক প্রথার প্রবর্ত্তণে সমাজের যেরূপ গুরুতর ক্ষতি হইতেছে, তাহা পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—কন্যা ও পাত্রের এরূপ বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত যে, তাহারা উভয়ে তাহাদের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে। স্বামী হয়ত স্ত্রীকে আপন দাসী বা তুচ্ছ উপভোগ্যা রমণী মাত্র বিবেচনা করিলেন, স্ত্রী হয়ত স্বামীকে কৃতান্তের সহোদর বা কেবল স্বর্গের ঈশ্বরের মূর্ত্তি, অথবা প্রভূ বলিয়া বিবেচনা করিলেন, ইহা নিতান্তই অবৈধ বিবাহের ফল। স্বামীস্ত্রী উভয়ে এরূপ বিবেচনা করিবেন, যেন তাঁহারা উভয়ে প্রত্যেক কার্য্যে—সুখদুঃখে সমান অংশভাগী। যে কোন অংশে যে কোন বিষয়ে যে কোন বস্তুতে তাঁহারা উভয়েই সমান স্বত্বাধিকারী। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে এই প্রেমসূত্র—এই প্রেমবন্ধন ব্যতিত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ভাব জন্মে না বলিয়াই বিবাহকালে পরস্পরের নির্ব্বাচণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের আশার অনুরূপ না হইলে সেই অবিতৃপ্ত হৃদয় কখনই প্রাণ ভরিয়া সুখদুখের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না—সুতরাং সংসারও সুখের হয় না।

দেশ কাল ও পাত্রভেদে অধুনা পাত্রির পঞ্চদশ ও পাত্রের পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে বিবাহ হওয়া উচিত। * আধুনিক "অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী নবমে চ

---

* জ্যোতিষে এ সম্বন্ধের উক্তি কি, দেখুন।

মন্মবিংশে তথা বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে।

সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানিয়াৎ কুশলীভিষক্॥

রোহিনী” এসকল পরিহার করিয়া “কন্যাহপ্যেবং পালনীয়া,শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ। দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতম্” এই সারগর্ভ বচনের অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত। আধুনীক বিবাহের বিষময় ফল—আর কত দেখাইব—ইহার যুক্তি নাই, প্রমাণ নাই—গৃহে গৃহে বর্ত্তমান! একাদশবর্ষীয়া কন্যার ক্রোড়ে জরাজীর্ণ আসন্নমৃত্যুর কালিমাপরিব্যাপ্ত চর্ম্মাবৃত জীবন্ত অস্থিসমষ্টি, আবার তাহারই পার্শ্বে পঞ্চদশ বা ষোড়ষবর্ষীয় রুগ্ন সংসার-জ্ঞানশূন্য অনাগত-যুবক বিদ্যালয়গামী ছাত্র দেখিয়া পাঠকগণ কি মনে করেন? আরও দেখুন, ঐ যে পঞ্চদশ বর্ষিয়া লাবণ্যময়ী যুবতী বিষাদপ্রতিমা সাজিয়া পিতামহ তুল্য বর্ষিয়ান্ স্বামীর জন্য ম্লানমুখে আফিফেনসহকারী তামাকু সাজিতেছে, উহা দেখিয়াই বা আপনারা কি মনে করেন? এ সকল কি অবৈধ বিবাহের বিষময় ফল নহে? তাই বলি, সংসার সুখের করিতে হইলে বিবাহের প্রতি পাত্রপাত্রি নির্ব্বাচণের প্রতি পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। বিবাহ—সুখের সংসারের ভীভূত মূকারণ, ইহা তাচ্ছল্যের বিষয় নহে।

যৌবন।

যৌবন কি?—লোকে বলে যৌবন কাল বড় সুখের! সে সুখের সময় কখন? যখন চিত্তবৃত্তি—প্রকৃত স্ফুরিত ও কার্য্যক্ষম হয়, যখন ইন্দ্রিয় সমূহ স্বস্ব কর্ত্তব্যতা বুঝিয়া কর্ত্তব্যপালনে প্রস্তুত থাকে, সেই সময় কাম ক্রোধাদি যৌবনজনিত প্রবুদ্ধ প্রবৃত্তিসমূহের কুপ্রবৃত্তি পরিহার ও সদ্‌বৃত্তির পরিচালন যদি সেই যুবকের সাধ্যায়ত্ব হয়, তবে তাঁহারই যৌবন সুখের, তোমার আমার নহে।

ইন্দুঃ শৌণাঙ্কুরিব যথা বহ্নানুবর্ত্তীনঃ।
যুক্তাসমাক্ষেনাদিন পুমান্ বা যদি বাঙ্গনা॥
ধীষণা যুব্বাঙ্গীনি বিচিন্ত্যমন্থদ্ধন্ধতি।
অন্ত্যর্থ ইন্দ্রৈয়ানুবিন্দ শীলস্য যাবনম্॥

যৌবনেই—যুবক যুবতীর রেতঃসঞ্চার হয়। জননেন্দ্রিয়ের নিম্নে চর্ম্মাবৃত দুইটী অণ্ড থাকে। এই অণ্ড চর্ম্মনলে সম্বদ্ধ, এই নল প্রায় সহস্র ফীট (প্রায় ৬৬৬২ হস্ত) দীর্ঘ। এই নল সমস্ত শরীর বেষ্টন করিয়া মস্তিষ্কে মিলিত হইয়াছে। এই নলপথে মস্তিষ্ক হইতে বীর্য্যপ্রবাহ অণ্ডকোষের বীর্য্যাধারে আসিয়া থাকে। বীর্য্যাধারের বীর্য্যপরিমাণ চারি তোলা (4 oz) মাত্র। অত্যধিক সংঘর্ষণে ক্রমশঃ মস্তিষ্ক হইতে রেতঃ সমাকৃষ্ট ও পতিত হয়। বীর্য্যাধারস্থিত বীর্য্যপতনে শরীরের যে পরিমাণে ক্ষতি হয়, মস্তিষ্ক হইতে প্রবাহিত বীর্য্যপতনে তাহার ত্রিগুণ পরিমাণে ক্ষতি হয়। মস্তিষ্ক হইতে দুই তোলা পরিমাণে রেতঃ প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহার অন্যথায় কেবলমাত্র শোণিত স্রাব হইয়া থাকে। কামুকগণের অনেকে এত দূর পর্য্যন্ত যথেচ্ছাচারী, যে সময় সময় শোণিত পাতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। বীর্য্যাধারে যে পরিমাণে রেতঃ সঞ্চিত থাকে, তাহার অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হইলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না, বরং ইহাতে উপকার হয়। ইহার অত্যধিক পতনে শরীরের ঘোরতর অপকার হইয়া থাকে।

যুবতীর স্ত্রীযন্ত্রের উভয় পার্শ্বে দুই খানি ক্ষুদ্র অস্থি এমন ভাবে অবস্থিত যে, তাহার উভয় পার্শ্বে কোমল মাংস থাকায় তাহা ইচ্ছামত অপসারিত হয় এবং পুনর্ব্বার স্ব স্ব স্থান অধিকার করে। যোনীগহ্বর এই অস্থির দ্বারা দৃঢ়, আবার—সন্তান প্রসবের সময় এই অস্থিদ্বয় আপনা হইতে অপসারিত হইয়া যোনীদ্বার প্রশস্ত করিয়া দেয়। এই অস্থিদ্বয়ের নিম্নে একখানি অতি পাতলা চর্ম্ম আছে, সেই চর্ম্মখানির গুণ সর্ব্বদা সিক্তভাব, এই চর্ম্ম হইতে একপ্রকার আটাবৎ পদার্থ নির্গত হইয়া যোনীগহ্বর সর্ব্বদা সিক্ত রাখে, এই পদার্থ (Semen) থাকায় জননেন্দ্রিয়ের গতাগতের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অত্যধিক সংসর্গে এই কোমল চর্ম্ম ঘর্ষণে কঠিন হইয়া যায়, সুতরাং সেই তরল আটাবৎ পদার্থও থাকে না। বারবণিতাগণের ইহা থাকেনা বলিয়াই নানাবিধ রোগ ভোগ করে, এবং ইন্দ্রিয়পর যুবকগণও এই কারণে উপদংশাদি নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হয়েন।

স্ত্রী-যন্ত্রের মধ্যে যে একটী ত্রিকোণ মধ্যছিদ্র চর্ম্মকীলক আছে তাহা—চারি অঙ্গুলী দূরে প্রস্রাব নল বীর্য্যনলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। বিধা-

তার আশ্চর্য্য বিধান, মূত্র ও বীর্য্য নল ও এক দ্বার পথেই প্রবাহিত, তথাপি উভয়ে একত্রে মিশ্রিত হয় না, উভয়ের আধার বিভিন্ন কিন্তু নির্গমন পথ এক। বীর্য্যনলের মুখ এক খানি পাৎলা চর্ম্মে সর্ব্বদা আবৃত থাকে (পুরুষেরও)! পুং যন্ত্রের অগ্রভাগ (Glans) সেই চর্ম্মে সংলগ্ন হইলেই শরীর মগ্ন ও স্বাত্বিকভাব উদিত হয়। ক্রমশঃ এই ভাবের আবির্ভাব হইলেই সেই চর্ম্মাবৃত দ্বার আপনা হইতে উদ্ঘাটিত হইয়া রেতঃস্খলন হয়। অনেক স্থানে স্ত্রীযন্ত্রে সংঘাতভাবে রেতস্খলন হয় না, কিন্তু প্রকৃত প্রক্ষে উভয়ের রেতঃই নির্গত হওয়া আবশ্যক, নতুবা বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতুই—যৌবনজ্ঞাপক। স্ত্রীযন্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদিত না হইলে ঋতু হয় না।

অনেক স্থলে অষ্টাবিংশ বা বিংশবর্ষ বয়স্কা বালিকার (বয়সে যুবতী) শরীর দশ বা একাদশ বৎসর বয়স্কার অনুরূপ। শরীরের স্ফূর্ত্তি (Developement) যাহা যাহা যৌবন সঞ্চারের প্রতিপোষক তাহার কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। এই সকল ব্যাধি স্ত্রী বিশেষ বিপদজনক। এইপীড়ায় স্বামী ও স্ত্রীর উভয়েরই হৃদয়ে বিজাতীয় ক্ষোভ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধির কারণ কয়েকটী লিখিত হইতেছে।

অসাময়িক অভিগমন, শরীরের স্বাভাবিক অপূর্ণতা, সংক্রামকতা, এবং জন্মব্যতিক্রমতা, এই কারণ কয়েকটীতে উক্ত রোগের জন্ম। একে একে ইহার সম্যক বিবরণ বিবৃত হইতেছে।

১। অসাময়িক অভিগমন। বালিকা—যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে না করিতে—ইন্দ্রিয় সমূহ যৌবনোচিত দৃঢ় এবং সক্ষম হইতে না হইতে অযথা-অভিগমন করিলে বালিকার জীবনের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রীযন্ত্র (Vagina) প্রসস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে আঘাত করিলে, সম্মুখস্থ দ্বার কথঞ্চিৎ প্রসস্ত হইয়া অঙ্কুরিত যা অঙ্কুরোন্মুখ যৌবনানলে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইয়া যায় সুতরাং যৌবনের বয়স হইলেও তাহার শরীরে যৌবন লক্ষণ সূচিত হয় না।

২। কোন কোন বালিকার জন্মাবধি কোন কোন শারীরযন্ত্রের অভাব

থাকে, জনন বা গর্ভে থাকার সময় এমন কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে, যাহাতে শিশুর শরীরে স্থানবিশেষের অভাব থাকিয়া যায়। অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধির, হস্তশূন্য, নাশাশূন্য প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। ইহার কারণ ইতি-পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

৩। কতকগুলী পীড়া এমন আছে যে, পিতার বা মাতার শরীরে সেই পীড়ার অস্তিত্ব থাকিলে তাহার সন্তানেরও সেই সমস্ত পীড়া আপনা হইতে সংক্রামিত হয়। বধিরের সন্তান প্রায়ই বধির হয়, পঙ্গুরের সন্তান প্রায়ই তদ্ভাবাপন্ন হয়। ইহার কারণও পূর্ব্ববৎ।

৪। জন্ম ব্যতিক্রমতা, একথাটী বড় ভয়ানক। সকলেই জানেন, পূর্ব্বে—(এখনও অনেকাংশে) বিবাহ কালীন পাত্র ও পাত্রির লক্ষণ, রাশী, গণ ও লগ্ন প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হইত, ইহার এই একমাত্র কারণ যে, স্ত্রীর আঙ্গিক, মানসিকাদি ভাব যে প্রকার, পতিরও সেই সমস্ত ভাব যদি তদ্রূপ হয়, তবে সন্তানও তদ্রূপ হইবে। যাহার জরায়ু—যেমন ভাবাপন্ন, সে তদ্রূপ সন্তানই ধারণ করিতে সমর্থ হয়। একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি একটী গুরুভার অনায়াসে বহন করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তি সে ভার বহনে কখনই সমর্থ হইবে না। এক ব্যক্তি অর্দ্ধসের ঘৃত জীর্ণ করিতে পারে—এক জন উদারময় গ্রস্থ রোগী এক তোলা ঘৃত জীর্ণ করিতে হইলে চক্ষুতে অন্ধকার দেখেন! এর করণ কি? যার যেমন স্বভাব—যে যন্ত্রের যেমন ভাব—সেই যন্ত্রের ক্ষমতার উপযোগী-কার্য্যই তাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হইতে পারে। এই জন্য যদি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোন বিষয়ে (জাতীতে, ইন্দ্রিয় বা স্বভাব প্রভৃতিতে) তারতম্য থাকে, তাহা হইলে সন্তানও এই প্রকার দশা প্রাপ্ত হয়। এক প্রকার ধরিতে গেলে এই প্রকার অবস্থা জারজ সন্তানেরই হইয়া থাকে।

এখন এই চারি প্রকার নিয়মের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টী আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থটীর আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত পীড়া আরোগ্য করিতে হইলে উপযুক্ত পুষ্টিকর (Substaintail) খাদ্য, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি খাইতে দিবে। পরিশ্রম (বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকের ব্যয়ামের পদ্ধতি নাই) করিতে অভ্যাস করাইবে। গৃহকর্ম্মের জন্য পরিশ্রম করিতে হয় এমন কার্য্য করাইবে। নাভিদেশে তার্পিন তৈলের পটী

বাঁধিয়া রাখিবে, এবং মস্তক সর্ব্বদা শীতল রাখিবে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনে শরীর ক্রমশঃ বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে এবং উক্ত প্রক্রিয়া করিলে শরীরে ক্রমশঃ তেজ সংস্থান হইবে এবং স্বভাববশে অচীরে ঋতুমতী হইবে সন্দেহ নাই। (১)

গর্ভ।

প্রকারান্তরে বলিতে গেলে বিবাহের উদ্দেশ্যই সন্তান উৎপাদন, সুতরাং কি উপায়ে—সন্তান উৎপাদিত হইয়া পিতা মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে, তাহা আলোচিত হইতেছে।

কথাটা হাসির বটে। সন্তান জনন এক প্রকার বিধাতার—স্বভাবের বিধানানুসারে হইয়া আসিতেছে, সুতরাং সে বিষয়ে নূতন করিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? পাঠক! কথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন; কাল-ধর্ম্মের নিয়ম পরিবর্ত্তনে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, এবং হইতেছে, সেই পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করিয়া কুলক্রমাগত বিধির অনুসরণ করিলে যে সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝেন, একটী সামান্য উদাহরণও দিতেছি। অধিক দিনের কথা ছাড়িয়া দিই, পিতামহের সময়ে সামান্যমাত্র চাষে জমীতে প্রচুর ধান্য হইত, এখন আমাদের সময়ে সেই জমীতে প্রচুর চাষ, সার দিয়াও সে পরিমাণে ধান্য পাই না কেন? কাল ধর্ম্মবশে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস হইয়াছে বলিয়াই ত! স্বভাবের পরিবর্ত্তন জন্যই ত? এখন এমন কোন কার্য্য করা উচিত যে, পূর্ব্বে যে গুণে যে ভূমীতে সেইপরিমাণে ধান্য হইত, এখন সেই ভূমী সেইরূপ অবস্থাপন্ন করা! এই জন্য বলিতেছি, সন্তান উৎপাদন স্বভাবের নিয়মানুসারে হইতেছে বটে, তবুও সে সম্বন্ধে দু একটী ব্যক্তব্য আছে। (২)

(১) Prescribed by DAVID HUME.

(২) এসম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ব্বক "Malthus On population, অথবা The Elements of Social Science" নামক পুস্তক দৃষ্ট করুন।

পুরুষের বীর্য্য ও স্ত্রীর শোণিতে সন্তানের জন্ম, এ কথা সকলেই জানেন, তবে এই সকল বর্ত্তমানেও কিজন্য যে লোকবিশেষের সন্তান হয় না, তাহার কারণ হয়ত সকলে জানেন না। পুরুষের বীর্য্যে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আছে, সেই কীট—এত ক্ষুদ্র যে, অনুবিক্ষণের সাহায্য ভিন্ন দৃষ্টি-গোচর হয় না। এই কীট সামান্য মাত্র বায়ুর প্রবাহে নষ্ট হয়। এই কীটই পরিণামে সন্তানরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্বল্পকীটবীর্য্যে সন্তান হয় না, অথবা হইলেও হয় সন্তান ভূমীষ্ঠ মাত্রে মরিয়া যায়, অথবা যদিও দু এক দিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে জীবনের সেই সামান্য সময় নানা প্রকার পীড়া ভোগ করে। যাহার বীর্য্যে যত অধিক পরিমাণে কীট অবস্থান করে, তাহার সন্তান তত অধিক বলিষ্ঠ এবং নিরোগী হয়। স্বল্প ও তরলবীর্য্য সন্তান সমুৎপাদনের এক মাত্র অন্তরায়। যাঁহারা বাল্যকাল হইতে অত্যধিক অভিগমন করেন, তাঁহাদিগের সন্তান কখনই সুস্থ ও সবল হয় না, এমন কি অনেকের একবারে পুরুষত্ব নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রতিকার অন্য প্রস্তাবে বিবৃত হইবে।

কীটই সন্তানোৎপাদনের প্রধান সাধন, সুতরাং কীট যাহাতে বিনা বায়ুসংস্পর্শে জীবকোষে প্রবিষ্ট হয়, সেই উপায় করাই কর্ত্তব্য। এমন কি সামান্য বায়ুর সংস্পর্শে কীটগুলী আহত হইতে হইতে যদি জীবকোষে গমন করে, তাহা হইলে সেই বীর্য্যে সন্তানোৎপাদন হইবে না।

পূর্ণযৌবনা রমণীই গর্ভধারণের উপযুক্ত যুবতীর নাভীর নিম্নে—একটী পদ্মাকৃতি চর্ম্মপেটিকা মূল নাড়ীর সহিত গাঁথা আছে। সেই পদ্মাকৃতি চর্ম্মপেটীকা এরূপ ভাবে কুঞ্চিত থাকে যে, তাহা দেখিতে একটী বর্ত্তুলের ন্যায়। সেই বর্ত্তুলই কালক্রমে গর্ভস্থ সন্তানের আবাসস্থান হইয়া থাকে। চর্ম্মপেটীকা যে মূল নাড়ীতে আবদ্ধ আছে, সেই মূল নাড়ীপথে বিন্দু বিন্দু শোণিত সঞ্চার হইয়া সেই বর্ত্তুলকে পূর্ণ করিয়া তাহার অবয়ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে থাকে। এইরূপে সেই পেটিকা পূর্ণ হইলে তাহার এক পার্শ্ব হইতে তিন অঙ্গুলী পরিধি বিশিষ্ট একটী নল যোনীর দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যোনীমুখ হইতে ছয় বা সাত অঙ্গুলী দূরে আসিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং পূর্ণ ত্রিশদিনে সেই নল মুখ ফাটিয়া গিয়া চর্ম্ম পেটি-

কার মধ্যস্থিত শোণিত তিন দিন ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে। ইহাকেই ঋতু বলে।* ঋতুর সেই দিনত্রয় স্বামীসঙ্গ একান্ত নিষিদ্ধ। কেন না সেই দিনত্রয় জীবকোষ শোণিতে পূর্ণ থাকায় এবং নলপথে শোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হওয়ায় জীবকোষ ত দূরের কথা নলপথেও বীর্য্য প্রবিষ্ট হইতে পারে না, কেবল নলের দুর্ব্বলচর্ম্মে অযথা আঘাত করে। ঋতুকালে জরায়ুর এতদূর দুর্ব্বল ও অবসন্ন থাকে যে, সামান্য বীর্য্যের আঘাতে তাহা ছিদ্র হইয়া যাইতে পারে। যদি কোন গতিকে জীবকোষ ছিদ্র হইয়া যায়, তাহা হইলে জীবনে সেই অকর্ম্মণ্য জীবকোষ কখনই জীব ধারণে সমর্থ হয় না, তজ্জন্য ঋতুর দিনত্রয়—পুরুষসঙ্গ একেবারে নিষিদ্ধ। ঋতুকালে রমণীর শরীর রসস্থ হয়, এই জন্যই সে দিনত্রয় অশুচি, অস্নাত এবং উষ্ণ ও রুক্ষ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঋতুর দিনত্রয় পরে রমণীর অশুচিভাব অপগত এবং শোণিত স্রাবও রুদ্ধ হইয়া জরায়ু বীর্য্য বেগ ধারণে সমর্থ হয়। এই জন্য শাস্ত্রানুসারে ঋতুস্নান দিনে পতিসঙ্গ করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ঋতুই সন্তান ধারণের উপযোগিতা প্রদর্শন করে—যাহাদিগের ঋতু রুদ্ধ হইয়াছে, তাহারা কখনই গর্ভবতী হয়েন না। গর্ভ ধারণের ক্ষমতা তাঁহাদিগের নাই।

যোনীমুখ হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম অঙ্গুলী দূরে পূর্ব্ববর্ণিত নল অবস্থিতি করে। সেই নলের মুখ অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকে। এই অষ্টাদশ দিবসের মধ্যে রমণ করিলে সেই কীটপূর্ণ বীর্য্য অনায়াসে নলপথে প্রবিষ্ট হইয়া সন্তান উৎপাদন করে। এই নির্দ্দিষ্ট দিনের অতিরিক্ত হইলে সে বীর্য্য জীবকোষে গমন করিতে পারে না। অষ্টাদশ দিবস পরে সেই নলমুখ ক্রমশঃ রুদ্ধ এবং অল্পে অল্পে সঙ্কুচিত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রমণকালে বীর্য্য এরূপভাবে পাত হওয়া উচিত, যে তাহা অনায়াসে

* এই যে ঋতুর লক্ষণ ও সময় লিখিত হইল, তাহা সুস্থ অবস্থায়। নতুবা কখন কখন কোন কোন স্ত্রীলোকের ২৫ দিন ২৬ দিন অন্তরও ঋতু হইয়া থাকে। এবং কাহারও বা ৫ বা ৬ দিনও শোণিত নির্গত হয়।

জীবকোষে সরলভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ইহার অন্যথায় সন্তানজননের বিষম অন্তরায় উপস্থিত হয়। জননেন্দ্রিয় জরায়ু নলের অব্যবহিত দূরে এরূপ ভাবে অবস্থান করিয়া বীর্য্য ত্যাগ করিবে যে, তাহা নলমুখের সহিত সমসূত্রে অবস্থান করত সবলে সমস্ত বীর্য্য অনায়াসে জীবকোষে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলেই সন্তান উৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

জরায়ু নলের এমন ধর্ম্ম যে, তাহাতে সামান্য আঘাত লাগিলেই নলমুখ বন্ধ হইয়া যায়। যদি বীর্য্য তাহার গাত্র স্পর্শ করে, তাহা হইলেই নলমুখ বন্ধ হইয়া যায়। এই জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে রমিত হইলেও বীর্য্যস্খলনের বৈপরীত্যে গর্ভ হইতে পায় না। এজন্য রমণকালে এই বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

এই সকল কার্য্য ঘৃণিত হইলেও সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য ইহাতে নির্ভর করিতেছে, সেই জন্য ইহাতে সকলের সবিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পুত্রলাভার্থ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান অপেক্ষা এ সকলের সম্যক্ জ্ঞানে অধিকতর ফল লাভের সম্ভাবনা। প্রকৃত বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে সে বিষয়ে সিদ্ধিলাভ নিতান্তই অসম্ভব এবং সেই বিষয়ে চেষ্টাও নিতান্ত ভ্রান্তিময়। পূর্ব্বে এই বিষয়ে গুরু স্বয়ং শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন, বেদ, বেদান্তাদি পাঠ শেষ হইলে ছাত্র পরিশেষে 'রতি শাস্ত্র' অধ্যয়ন করিয়া সংসারী হইতেন, কিন্তু এখন সে দিনকাল গিয়াছে। ইংরাজ রাজত্বে সে সকল শাস্ত্র লুপ্তপ্রায়। ইংরাজিতে এ সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ আছে, অনেক কেলেঙ্কারী হইতেছে, কিন্তু ইংরাজলীলাক্ষেত্র ভারতে সে সকল কথা মুখ ফুটিয়া বলে কে?

গর্ভস্থ সন্তান।

নলপথে বীর্য্য জীবকোষে প্রবিষ্ট হইলেই নলমুখ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ তাহা সংকুচিত হইয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জরায়ু মধ্যে বীর্য্য প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তাহকাল কোন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, ইহাই বীর্য্যের পরীক্ষা। বীর্য্য জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহা ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া থাকে। বীর্য্য পোষণের এ সময় নয়—এ পরীক্ষা। যদি বীর্য্য বায়ু স্পৃষ্ট হইয়া থাকে—তবে কীট সমূহ এই উষ্ণতায় নষ্ট হইয়া যায়—আর যদি বীর্য্য কীট শূন্য হয়, তবে তাহা শুষ্ক হইয়া যায় সুতরাং সেই বীর্য্য যথানিয়মে জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও তদ্দারা কোন ফল হইল না। পাঠক! স্মরণ করুন—সন্তান উৎপাদনে এত বাধা!

সপ্তাহকাল পরে জরায়ু শোণিত দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া—বীর্য্যকে ক্রমশঃ সন্তানে পরিণত করিবার সূত্রপাত করিতে লাগিল এবং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ক্রমে তাহা জীবে পরিণত ও নয় মাস নয় দিনে তাহা ভূমিষ্ট হইয়া জগতের জীব সংখ্যা বৃদ্ধি করিল।

অনেকের বিশ্বাস যে, গর্ভিণী দশ মাস দশ দিনে সন্তান প্রসব করেন, কিন্তু এক্ষণে বহুপরীক্ষায় স্থিরিকৃত হইয়াছে যে, প্রসূতী নয় মাস নয় দিনে সন্তান প্রসব করেন।

গর্ভাবস্থায়—বিশেষ সাবধনতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য,কেননা অতি সামান্য মাত্র ব্যতিক্রমে গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা। গর্ভিণী—পাঁচ মাস পর্য্যন্ত পতিসঙ্গ করিতে পারেন, এবং পাঁচ মাস পর্য্যন্ত অন্য কোন বিষয়েও তাদৃশ কোন নিয়ম বাঁধা বাঁধি নাই। ষষ্ঠ মাস হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিতে হয়। উচ্চ স্থানে সবলে আরোহণ বা উচ্চ স্থান হইতে লম্ফদিয়া নিম্নে পতন, অধিক্ষণ নিশ্বাস রোধ, পতিসঙ্গ, মলমূত্রের বেগ ধারণ, উপবাস, রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি বিশেষ নিষিদ্ধ। পূর্ণ গর্ভাবস্থায়—এই সমস্ত অত্যাচার এবং অধিকন্তু পতিসঙ্গ গর্ভপাতের এক মাত্র কারণ। পতিরও এ বিষয়ে দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য।

যুবক—শিক্ষিত এবং বক্ষমাণ বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইলে তিনি অনায়াসে যে দিনে যে মুহূর্ত্তে গর্ভসঞ্চার হয়, বলিয়া দিতে পারেন। সংসার করিতে এই সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কেননা এই বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে সংসারের অনেক উপকার সাধন করা যায়।

সে সকল উপকার কি, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

যাঁহারা—প্রাকৃততত্ত্ববিজ্ঞান বিশেষ প্রকারে জ্ঞাত আছেন, তাহারা যে দিন সন্তান প্রথম জন্মগ্রহণ করিবে—তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে পারেন, এবং ইহাও বলিতে পারেন যে, এই গর্ভে পুত্র কি কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে। ইহার বিবরণ ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

ঋতুর চতুর্থ দিনে যুবক প্রশান্ত চিত্তে স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন, কোন মতে মনোমালিন্য বা চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে। যুবক [illegible]র চিত্ত সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক, অপ্রশান্ত মনে পতিসঙ্গ করিলে সন্তান প্রায়ই বিকৃতস্বভাব প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য বলিতেছি—যুবক যুবতীর মন প্রফুল্ল থাকিলে সেই সঙ্গমজাত সন্তান সচ্চরিত্র, বলিষ্ঠ এবং সরল স্বভাব হয়। রমণ কালে যুবক বা যুবতীর মন দুঃখিত থাকিলে সন্তান নির্ব্বোধ, মূক ও সর্ব্বদা বিষণ্ণ ভাবে অবস্থান করে। যুবক যুবতীর মন ক্রুদ্ধ থাকিলে সন্তান অতি ক্রোধী ও খিট্‌খিটে হয়। মনে অন্য রমণী বা পুরুষের প্রতি আসক্তির ইচ্ছা থাকিলে সন্তান লম্পট—ধূর্ত্ত ও অসচ্চরিত্র বা কুলটা হয়, অধিক কি যুবক যুবতীর মনোভাব তখন যেরূপ থাকিবে, সন্তানও তদ্রূপ স্বভাব সম্পন্ন হইবে, তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে যুবকযুবতী যাহাতে প্রফুল্ল থাকেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য *

চতুর্থ দিবসে গর্ভ হইলে সন্তান, পঞ্চম দিবসে কন্যা, এইরূপ যুক্ত দিবসে পুত্র ও বিযুক্ত দিবসে গর্ভ হইলে কন্যা জন্মিয়া থাকে। ঋতুর যত নিকট গর্ভ হইবে, সন্তান ততই সবল, মেধাসম্পন্ন ও দীর্ঘাবয়ব হইবে।

* ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম বিবরণ এই রূপকে মণ্ডিত। এ কথা সকলেই জানেন, আপন মনে মনে মিলাইয়া লইবেন। এই জনাই বলিতে-ছিলাম, পতিসঙ্গ কালে ভীত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত এবং হৃদয়ে ঘৃণাভাব প্রভৃতি থাকিলে সন্তান প্রায়ই বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে।

মাতার বীর্য্য (শোণিত) সমধিক হইলে পুত্র এবং পিতার বীর্য্য সমধিক তেজস্মান হইলে কন্যা জন্মে। *

উপরতিকালে মাতার দেহ বক্র থাকিলে সন্তান জন্মে না, জন্মিলেও সন্তান কুব্জ ও পঙ্গুর প্রভৃতি হইতে পারে।

গর্ভধারণ কালে মাতা নির্ব্বাক, মুদ্রিতচক্ষু এবং প্রেমভাব না হইয়া ঘৃণা বা ভয়ের ভাব থাকিলে সন্তান অন্ধ ও খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ হয়।

সেই উপরতে গর্ভধারণ করিয়াও যদি রমণীর কামপ্রবৃত্তি দমিত না হয়, এবং কামলিপ্সা বলবতী থাকে, তাহ হইলে কন্যা—কুলটা হয়, এবং পুরুষের লিপ্সা বলবতী ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে সন্তান লম্পট ও কুক্রিয়াশক্ত হয়।

মদ্যপ পিতা কর্তৃক সন্তান সঞ্জাত হইলে তাহার বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধিতে পরিণত হয়। এই জন্যই প্রবাদ আছে, "মদ্যপায়ির সন্তান পদ্যপায়ি হইবেই।" পিতামাতার মধ্যে কাহারও অনিচ্ছায় রমিত ও তাহাতে সন্তান সঞ্জাত হইলে সে সন্তান চিরুরুগ্ন, দুর্ব্বল ও মুর্খ হয়। তাহার বুদ্ধি নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে। কোন কার্য্যে তাহার উৎসাহ থাকে না, জড়বৎ ক্ষিপ্তমনে অবস্থান করে। জননেন্দ্রিয়ের অত্যধিক পরিচালন হেতু কেবল যে সন্তান সমুৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে, তাহা নহে। ইহাতে জীবনীশক্তি অপগত হইয়া মানবকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। স্মৃতি, বুদ্ধি, ধারণা প্রভৃতি অপগত হইয়া, সেই খাপুপরতন্ত্র ব্যক্তিকে এককালে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। কোন গুরুতর বিষয়ের ধারণা তাহার মস্তিষ্কের অতিত হয়। এই জন্য মানবের শারীরিক মানসীক ও সাংসারীক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া এই সমস্ত কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। যে যে অবস্থায় যে প্রণালীতে এই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহা লিখিত হইতেছে। †

* Symtoms of Pregnency By Dr. J, B, Dods. Page 108 Chap. IX.

† Vide "The low of Population" or the "Elements of Social Science." Page 275.

১। শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহ বিশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিবে। ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা ও শরীরের বল পরীক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়পরিচালন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

২। দুর্ব্বল—যাহাদিগের শরীরের পরিমাণ এক মন কুড়ি সের—অভাবে এক মন দশ সেরের কম, যাহারা পীড়িত, যাহাদিগের মনের স্থিরতা নাই, যাহাদিগের সংসারীক অবস্থা মন্দ, যে নিজে নিষ্কর্ম্ম, তাহার ইন্দ্রিয় পরিচালন সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য।

৩। সাকান্নভোজী পরিশ্রমী মানসিক সামান্য পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি সপ্তাহে বারৈক মাত্র, মাংস, দগ্ধ ও গোধূমভোজী, বলিষ্ঠ ব্যক্তি সপ্তাহে বারত্রয়, এবং প্রভূত ধনশালী, ঘৃত, মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি সারবান (স্বেতসারবিশিষ্ট) খাদ্য ভোজী, ব্যায়ামকারী অন্য সাংসারীক পরিশ্রম পরিশূন্য ব্যক্তি সপ্তাহে পাঁচবার জননেন্দ্রিয়ের পরিচালন করিতে পারেন। ইহার অত্যধিকে আয়ুক্ষয় করে, পীড়া জন্মে এবং সাংসারীক নানাবিধ বিপৎপাত হইয়া থাকে।

৪। অস্বাভাবিক অভিগমনের ফল বিষময়। স্বাভাবিক অবস্থার চতুর্গুণ পরিমাণে ইহা শরীরের ক্ষয়কারী। অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এই অস্বাভাবিক ভাবের পরিণতি, বালকগণের ও অনূঢ়া বা বিধবা যুবতীগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেক বালকবালিকা এই শরীরক্ষয়কারী কার্য্যের অযথা অনুশরণ করিয়া পরিণামে সন্তপ্ত হন, বিদ্যালয়গামী বালকগণ এই কুৎসিত আচরণ সাধন করিয়া নিজে অকর্ম্মণ্য ও পিতামাতার সকল আশা চিরদিনের জন্য নৈরাশ্যে পরিণত করেন। এই অসদাচারে মানসীক বৃত্তি—যাহার পরিচালনই বিদ্যা লাভের একমাত্র উপায়, সেই মানসীক বৃত্তি অকর্ম্মণ্য হওয়ায় বালকের সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। বাল্যকালেই হৃদয়ে কামভাব সমুদিত হইলে তাহাকে যে কি ঘোর যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয়, তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

অনূঢ়া যুবতী বা বৈধব্যদশাগ্রস্থা যুবতী অনেকস্থানে অসদভিপ্রায়ে অসঙ্গত কার্য্য সাধন করেন। ইহা নিবারণের উপায় বঙ্গদেশে আছে কি না, এবং হইতে পারে কি না, তাহার বিচার এস্থলে করিব না। করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে কি না তাহাও বলিব না, তবে এই মাত্র বলি, ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারণই তাহাদিগের পক্ষে একান্ত শ্রেয়স্কর। যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে

হৃদয় কামভাবে উত্তেজিত হইতে না পারে, তাহারই অনুশরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

হিন্দুধর্ম্ম বিধবাগণের প্রতি যেরূপ আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। মৎস্যমাংসাদি গুরুপাক তেজোবিবর্দ্ধক দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া দেহ ধারণোপযোগী এক বেলা সামান্য উপকরণের সহিত অন্ন ভোজন, হৃদয়ে সাত্বিক ভাব সমুদিত না হয়, এজন্য সর্ব্বদা গুরুজন সমক্ষে অবস্থান, ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি কর্ত্তব্য। তাম্বুলাদির পরিবর্ত্তে তেজবিনাশক হরিতকী সেবন প্রভৃতির অনুষ্ঠানই বিধবার একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা যুবতী অবস্থাতেও অনূঢ়া অবস্থায় কালাতিবাহন করেন, তাঁহাদিগেরও বিধবা জনোচিত আহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ বলেন, "অনূঢ়া কি জন্য বিধবার ন্যায় আচার ব্যবহার করিবে?" তাহার উত্তর আমারা দিব না, হিন্দুসমাজ তাহার উত্তর দিবেন—হিন্দু সমাজপতিগণ ইহার দায়ী। আমরা কেবল এই অনিষ্ট নিবারণের যে উপায়, তাহাই লিখিলাম মাত্র।

হৃদয়ে ইন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি ও তৎসাধনে বিরতীও অনিষ্টকর। বীর্য্যবেগ ধারণ—বীর্য্যপতনের অব্যবহিত বাধা নিতান্ত কষ্টকর এবং নানাবিধ পীড়া উৎপাদক। ডাক্তার আরিষ্টলিস্ বলেন "হৃদয়ে কুভাব উদিত হইলে তাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া তৎপরে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।" আমরাও ইহার অনুমোদন করে।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা সাধিত হইলে নানাবিধ পীড়া জন্মে। তন্মধ্যে প্রমেহ, জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, পাথরী, বহুমূত্র ও কোষবৃদ্ধিই প্রধান। ইহা ভিন্ন আরও অনেক ব্যাধি ইহার অনুসঙ্গি আছে। এমত স্থলে বীর্য্যবেগ ধারণ কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, কিন্তু তাই বলিয়া স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

আপনা হইতে নীচ জাতিয়া, বয়োর্জ্যেষ্ঠা, কদাকারা, পীড়িতা, এবং ঐন্দ্রিয়পীড়াগ্রস্থা নিতান্তই পরিত্যজ্য। হিন্দুশাস্ত্রে এই কয়েকটীর যে কোনটী অভিগমনে আয়ুহানী ও মনোবৃত্তির বিকৃতভাব, এবং জীবনী শক্তির হ্রাস হওয়ায় ইহা মহাপাতক বলিয়া নির্ণিত হইয়াছে, পাঠকগণ!

এই কয়েকটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অস্বাভাবিক, অভিগমনের বিষময় ফল একবার হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইন্দ্রিয়.পারিচালন করা একান্ত বিধেয়। এতল্লিখিত বিষয় সমূহের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই দীর্ঘায়ু ও নিরোগ শরীরে পুত্র কন্যার সহিত সুখভোগে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবেন, সংসার তাঁহার সুখের হইবে, সংসারে তিনি স্বর্গ সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

মহামতী মীল বলেন "প্রত্যেক স্ত্রীলোকের দশ হইতে পনেরটী সন্তান গর্ভে ধারণ করিবার ক্ষমতা আছে। ইহার অধিক হইলে সে সন্তান জগতের কোন উপকারে আইসে না।"

কতকগুলি স্ত্রীলোকের জরায়ুর "রাক্ষসীজরায়ু" নামে অভিহিত হয় অর্থাৎ এই জরায়ুর এতাদৃশ ভাব যে, তাহাতে যে কোন কীটপূর্ণ সতেজ বীর্য্য স্থান প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। এই কারণেই এই প্রকার জরায়ুর নাম রাক্ষসীজরায়ু (monster) হইয়াছে। ইহাতে কখনই সন্তান জন্মে না। এইরূপ জরায়ু যে রমণীর, পুত্রমুখ দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটে না। রাক্ষসীজরায়ু যাহার তাহার লক্ষণ শরীর বলিষ্ঠ, জানু ও উরুদ্বয় মাংসল এবং দৃঢ়, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, ভোজন অপরিমিত এবং অত্যন্ত কামাতুরা।

এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত রমণীরও সন্তান হইতে পারে। সমাজবিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে এ সকল তত্ত্ব প্রভূত আবিষ্কৃত হইতেছে।

রমণীকে কোন যান্মাসিক বা ত্রৈমাসিক ব্রত লইতে হইবে, তাহাতে এমন নিয়ম থাকিবে যে, মাসের মধ্যে তিনি দুই দিন উপবাসী এবং দুই দিন ফলমূল (দুগ্ধ ভিন্ন) মাত্র আহার করিয়া থাকিবেন। ঋতুর দিনত্রয় দুগ্ধপক্ক যবচূর্ণ মাত্র আহার করিবেন।

পুরুষ—ঐ ব্রত গ্রহণ কালে স্ত্রীসহবাস একবারেই করিতে পাইবেন না। রাত্রি জাগরণ ও অত্যধিক পরিশ্রম করিবেন না, পুষ্টিকরখাদ্য আহারও সর্ব্বদা আনন্দে অতিবাহন করিবেন, এইরূপে ব্রত উদ্যাপিত হইবার পরেই যে ঋতু হইবে সেই ঋতুতে স্বামীসঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই গর্ভ হইবে সন্দেহ নাই। রমণী প্রশান্ত মনে স্বামীসম্ভাষণ এবং কামভাবে নিরীক্ষণ করিবেন। হাবভাবাদি যাহাতে কামরিপু সমুত্তেজিত হয়, সেই সকল কার্য্য পর-

পরেই অনুশরণ করিবেন। রমণী সরল শরীরে সয়ান থাকিবেন। এইরূপ নিয়মের অনুশরণ করিলে বন্ধ্যা অবশ্যই পুত্রবতী হইবেন, ইহাতে কোন ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা থাকিবে না।

প্রসূতি।

পূর্ব্ব প্রকার গর্ভরক্ষা হইয়া নয় মাস নয় দিন পূর্ণ হইলেই প্রসূতি প্রসব করিয়া থাকেন। গর্ভের স্থায়ীকাল নয় মাস নয় দিনই নির্দ্দিষ্ট, তবে সাত মাস হইতে উর্দ্ধ দশ মাস সময় পর্য্যন্ত প্রসব হইলেও সন্তান জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

গৃহস্বামী গর্ভিণীকে আসন্নপ্রসবা দেখিলেই সূতিকাগার নির্ম্মাণ করাইবেন। সূতিকাগার নিম্ন প্রকার হইবে। সূতিকা গৃহ লম্বে পনের ও প্রস্থে ছয় হাত হইবে। এমন স্থানে সূতিকাগার নির্ম্মিত হইবে, যেখানে উত্তমরূপ বায়ু প্রবেশ ও নির্গত হইতে পারে। সূতিকাগৃহ সমতল ও উচ্চ হওয়া আবশ্যক, সূতিকাগার শীত ও শিশির হইতে দূরে রাখিতে হইবে। সূতিকাগার যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার উপায় করিবেন। গৃহস্বামী এই সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

যদি কেহ নরকচিত্র দেখিতে চাও, তবে হিন্দুর সূতিকাগারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। চতুর্দ্দিকে ভস্মরাশী বিক্ষিপ্ত—পূরীষশোণিতের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, প্রসূতি সেই শোণিতসাগরে ভাসমানা, সর্ব্বাঙ্গ শোণিতরাগে রঞ্জিত, এমন নরকভোগ এমন নাতিপ্রশস্ত অন্ধকার গৃহে বাস, কোন্ পাপে প্রসূতি এ যন্ত্রণাভোগ করেন তাহা কে বলিতে পারে? গৃহস্থ গৃহের যে অংশটী অপরিচ্ছন্ন অকর্ম্মণ্য—সেই স্থানটীই সূতিকাগার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন, ফলও তদ্রূপ হয়। আজ শিশুর উদরের পীড়া, কাল শিশু স্তন্যপান করিল না, পরশ্ব জ্বর তারপর ভূত প্রেতের উপদ্রব ত আছেই। এসকল বাধা এ সমস্ত পীড়া এ সমস্ত যন্ত্রণা যদি কুসুমকোমল শিশুর সহ্য হইল, তবেই তাহার জীবন কিছু দিনের জন্য স্থায়ি হয়। এসেটীক্ রিস্যারচাস্ বলেন "বঙ্গের এক

অষ্টমাংশ সন্তান সূতিকাগারেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" সূতিকাগারের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসী যে কিরূপ বিষময় ফল প্রাপ্ত হন, তাহা কি আরও দেখাইতে হইবে ?

সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া দিবে. পরে একটী জোলাপ দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রসূতি সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবেন, লঘু অথচ বলকারক আহার্য্য ব্যবহার করিবেন, স্নান ও রসস্থ দ্রব্য একেবারে নিষিদ্ধ, সপ্তাহকাল স্নান করিবেন না। একাদশ ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ দিবস পরে প্রসূতি সূতিকার হইতে বাহির হইবেন। সেই দিন নিজে ও সন্তানকে উত্তমরূপে সর্ব্বাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইবেন।

এই হইতে পঞ্চম বর্ষকাল পর্য্যন্ত শিশুর প্রতি বিশেষদৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্নান, ভোজন, শয়ন ও পরিচালন প্রভৃতি স্বয়ং পর্য্য বেক্ষণ করিবেন। শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তাহার শরীর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও দিব্যলাবণ্য-সম্পন্ন হইবে।

শিশুর কথা কহিবার ক্ষমতা হইলে প্রসূতি সৎকথা শিখাইবেন। বাল্যকালে অধিকাংশ সন্তানই অন্যান্য দুষ্ট বালকদিগের সহিত সংসর্গ করিয়া চরিত্র দূষিত করিয়া ফেলে। যাহাতে সেই সমস্ত দুষ্ট বালকের সংসর্গে পড়িয়া সন্তান দুষ্ট এবং দুশ্চরিত্র না হয়. মাতা তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সন্তান কুম্ভকারের কর্দ্দমের ন্যায়, তাহাকে যে ভাবে গঠন করিবে সন্তান সেই ভাবে গঠিত হইবে, সন্তানের দুশ্চরিত্রতা বা স্বাস্থ্যহীনতার জন্য পিতা মাতাই এক মাত্র দায়ী, বলাবাহুল্য যে, সন্তান পিতা মাতার তাচ্ছিল্যেই দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র হইয়া থাকে। তৎপরেই শিক্ষা। হিন্দু শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ষষ্ঠ বর্ষই বিদ্যা শিক্ষার সময়। পিতা মাতা অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত সন্তানকে নীতিশিক্ষাও দিবেন। কেন না নীতিবিষয়ে জ্ঞান না জন্মিলে তাহার সংসার সুখের হইতে পারে না। সংসার নীতি, সংসারবিজ্ঞান (Social Science) প্রকৃতরূপে শিক্ষা না করিলে সংসারে অনেক অভাব পরিলক্ষিত হইবে। সন্তান যেন সৎশিক্ষায় শিক্ষিত হন। মানসীক শিক্ষার সহিত মানসীক উন্নতির সহিত যেন শারীরিক উন্নতিও সম্পাদিত হয়, সংসার শিক্ষার সহিত বিদ্যালয়ের গণিত, বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা

যেমন আবশ্যক ; সেইরূপ পিতৃভক্তি, গুরুজন সেবা, আত্মীয়স্বজনের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি চরিত্রের উৎকর্ষতা সম্পাদক যে যে নীতি আবশ্যক, পিতা যত্ন সহকারে সেই সমস্ত সন্তানকে শিক্ষা দিবেন।

পুত্র কন্যা সমভাবে শিক্ষা—সমভাবে প্রতিপালন করাই পিতা মাতার কর্ত্তব্য, * কেননা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই তুল্যরূপে শিক্ষিত ও তাহাদিগের জীবনের সুখসৌভাগ্যের সংস্থান করিবার জন্য পিতামাতাই শাস্ত্রানুসারে আবদ্ধ।

সন্তান উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইলে তাহার বিবাহদান পিতার কর্ত্তব্য কিন্তু সে সময়ে পিতার বিবেচনা করা উচিত যে, পুত্রকন্যার ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান তাঁহার পুত্রের সাধ্যায়ত্ব কিনা ? পিতার—উপযুক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেই যে তাহার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদিত হইল তাহা নহে, সংসারের উন্নতি ও অবনতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া যদি সংসারের অনিষ্ট হয়, নিজের নিরক্ষর উপায়বিহীন সন্তানের বিবাহ দিয়া সংসারে দরিদ্রের ভার যদি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য করা কোন অংশেই কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে সংসার সুখের হয়, পুত্র কন্যাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পিতা পুত্রের বিবাহ দিবেন।

আবার আর একটী সংসারের সূত্রপাত হইল! আবার আর একটী সংসার সংসারী হইয়া সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য সংসারক্ষেত্রে অবতরণ করিল। এইরূপ সংসার শ্রেণী সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে, কত সংসার সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্য নব উৎসাহে সংসারসাগরে দেহতরী ভাসাইতেছে, কিন্তু জানে না যে, এই তরণী অনুকূল পবনভরে সুখপারে নীত হইতে পারে, আবার ভীষণ প্রভঞ্জনে অশান্তি উর্ম্মিমালায় আঘাতিত হইয়া সংসারসাগরে ডুবিলেও ডুবিতে পারে, তবে পাঠক

* এই উক্তি মহামতি জনষ্টুয়ার্ট-মীলের। এসম্বন্ধে আমাদিগের শাস্ত্রকারের উক্তি ;—

কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বিদুষেবরায় ধনরত্ন সমন্বিতম্ ॥

যদি অনুকূল পবনভরে সংসার পারে যাইতে চাও, তবে সুখের সংসার পাঠ কর! সুখের সংসারের লিখিত বিষয় গুলির অনুসরণ কর, সংসার সুখের হইবে।

স্ত্রীব্যাধি।

যতগুলি স্ত্রীব্যাধি আছে, তন্মধ্যে মূর্চ্ছা (Hysteria) রোগ একটী প্রধান। এই রোগ সংক্রামিত হইলে স্ত্রীলোকের গর্ভ ধারণের ক্ষমতা থাকে না। এই পীড়া অধিকাংশ যুবতীগণেরই হইয়া থাকে। এমনকি এই রোগ স্ত্রীলোক-দিগের স্বভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * এই পীড়ার লক্ষণ ও কারণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। দুর্ব্বলতা, রজঃরোধ, জরায়ুর অপূর্ণতা, অসার চিন্তা, এই কএকটী এই রোগের প্রধান লক্ষণ। চক্ষু বসিয়া যাওয়া, চক্ষের জ্যোতিঃ কম হওয়া, কৃশ ও দুর্ব্বলতা, জিহ্বা রসশূন্য হওয়া, সর্ব্বদা মাথাঘোরা এই কয়েকটী ইহার প্রধান উপসর্গ। পূর্ব্বে যে কএকটী কারণ প্রদর্শিত হইল, তাহার সম্যক্ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

দুর্ব্বলতা।—শোণিতের অবস্থার ভাবান্তর বা রূপান্তর উপস্থিত হইলেই শরীর দুর্ব্বল হয়। শোণিতের অল্পতা, অথবা তরল বা ঘন হইলেই শোণিতের কার্য্য কম হইয়া শরীর দুর্ব্বল হয়। শোণিতে হৃদপিণ্ড পরিপূর্ণ না থাকিলে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত করে। এই অচৈতন্যতাই মূর্চ্ছা।

রজোরোধ।—জরায়ু কোষে যে পরিমাণে শোণিত ঋতুকালে নির্গমন জন্য উপস্থিত হয়, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে নির্গত না হইলে সেই শোণিত জরায়ু মধ্যেই থাকিয়া যায়। জরায়ুর এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সেই শোণিত পুনরায় প্রত্যার্পণ বা শরীরের কোন উপকারে লাগাইতে পারে,

---

* Dr. Ashwell says,—"the incubus of the female one habit." Mr. Sydenham says, "hysterical affections constitute half of all chronic diseases."

সুতরাং জরায়ুতে যে শোণিত সমাগত হয়, তাহা কেবল নির্গত হইবার জন্য উহাতে সঞ্চিত হয় এবং নির্গত হইতে না পারিলে বিকৃত অবস্থায় জরায়ুতেই থাকে। অন্য শোণিতের সহিত তাহা মিশ্রিত হয় না, বরং এই দুষিত শোণিত নূতন শোণিতকেই নষ্ট করে। এইরূপে জরায়ু ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জরায়ুতে নূতন শোণিত স্থান পায় না, এইরূপ হইলেই সেই স্ত্রীর ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, এবং এইরূপেই সেই দুষিত শোণিতের যন্ত্রণায়--রমণী মূর্চ্ছিতা হন। মূর্চ্ছার এই একটী প্রধান কারণ।

জরায়ুর অপূর্ণতা।—এমন কোন স্ত্রীলোক থাকেন, যাঁহাদিগের জরায়ু সহজ অবস্থা হইতে এমন ব্যতিক্রম হইয়া যায়, যে তাহার কার্য্যকরিশক্তি অনেকাংশে অল্প হইয়া পড়ে। বিবেচনা করুন, জরায়ুতে যে পরিমাণে শোণিত স্থান পাইতে পারে, যদি কোন গতিকে সেই স্থানের অল্পতা ঘটে, অথবা জরায়ুর কোন অংশ কোনগতিকে সংকুচিত থাকে, তাহা হইলে তাহাতে উপযুক্ত শোণিত স্থান পায় না, সুতরাং ঋতুকালেও প্রয়োজনানুসারে শোণিত নির্গত হইতে পারে না, কিন্তু শারীরবিজ্ঞানে বলে "যে পরিমাণে শোণিত নির্গত হইবার উপযোগী, তাহা নিয়মিত সময়ে—শরীরের অন্যান্য শোণিতকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক হয় এবং ক্রমশঃ জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়।" এখন দেখা যাইতেছে, জরায়ুতে প্রচুর স্থান নাই সুতরাং সে শোণিত জরায়ুতেও স্থান পাইল না, পুনরায় অন্য শোণিতে সংযুক্ত হইতেও পারিল না। তখন সেই দুষ্টশোণিত সমস্ত শরীরে বিশেষ উদরে সঞ্চারিত ও তাহা দুষিত হওয়াতে এই মূর্চ্ছা পীড়া সংঘটিত হইল, ইহা পীড়ার তৃতীয় কারণ।

অসারচিন্তা।—চিন্তার সমান শরীরক্ষয়কারী আর কিছুই নাই। ইহাতে যেমন সুখ—তেমনি দুঃখ পাইতে হয়, দরিদ্র পাতারকুটীরে ভূতলে শয়ন করিয়া চিন্তা করিল—বঙ্গের সে রাজা হইবে, দরিদ্র তখনই হাতে স্বর্গ পাইল আত্মহারা হইয়া দুটা নবাবীধরণে কথাই বলিয়া ফেলিল, ক্ষণকালপরে সেই মোহ ভাঙ্গিল, অসারচিন্তার ঘোর পরিণাম দেখিল,—হৃদয়—দরিদ্রের হৃদয় মর্ম্মাহত—নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। আপাতমধুর চিন্তার পরিণামফল হৃদয়বিদগ্ধকার। আবার চিন্তা সুখের কখন? বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের কূটপ্রশ্নের মিমাংসায় বিব্রত, জ্যোতিষী জ্যোতিষের গূঢ়তম সমাধানে রত—সেহ

যদি অনুকূল পবনভরে সংসার পারে যাইতে চাও, তবে সুখের সংসার পাঠ কর! সুখের সংসারের লিখিত বিষয় গুলির অনুসরণ কর, সংসার সুখের হইবে।

স্ত্রীব্যাধি।

যতগুলি স্ত্রীব্যাধি আছে, তন্মধ্যে মূর্চ্ছা (Hysteria) রোগ একটী প্রধান। এই রোগ সংক্রামিত হইলে স্ত্রীলোকের গর্ভ ধারণের ক্ষমতা থাকে না। এই পীড়া অধিকাংশ যুবতীগণেরই হইয়া থাকে। এমনকি এই রোগ স্ত্রীলোক-দিগের স্বভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * এই পীড়ার লক্ষণ ও কারণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। দুর্ব্বলতা, রজঃরোধ, জরায়ুর অপূর্ণতা, অসার চিন্তা, এই কএকটী এই রোগের প্রধান লক্ষণ। চক্ষু বসিয়া যাওয়া, চক্ষের জ্যোতিঃ কম হওয়া, কৃশ ও দুর্ব্বলতা, জিহ্বা রসশূন্য হওয়া, সর্ব্বদা মাথাঘোরা এই কয়েকটী ইহার প্রধান উপসর্গ। পূর্ব্বে যে কএকটী কারণ প্রদর্শিত হইল, তাহার সম্যক্ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

দুর্ব্বলতা।—শোণিতের অবস্থার ভাবান্তর বা রূপান্তর উপস্থিত হইলেই শরীর দুর্ব্বল হয়। শোণিতের অল্পতা, অথবা তরল বা ঘন হইলেই শোণিতের কার্য্য কম হইয়া শরীর দুর্ব্বল হয়। শোণিতে হৃদপিণ্ড পরিপূর্ণ না থাকিলে মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া তাহার চৈতন্য বিলুপ্ত করে। এই অচৈতন্যতাই মূর্চ্ছা।

রাজোরোধ।—জরায়ু কোষে যে পরিমাণে শোণিত ঋতুকালে নির্গমন জন্য উপস্থিত হয়, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে নির্গত না হইলে সেই শোণিত জরায়ু মধ্যেই থাকিয়া যায়। জরায়ুর এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সেই শোণিত পুনরায় প্রত্যার্পণ বা শরীরের কোন উপকারে লাগাইতে পারে,

* Dr. Ashwell says,—"the incubus of the female one habit." Mr. Sydenham says, "hysterical affections constitute half of all chronic diseases."

সুতরাং জরায়ুতে যে শোণিত সমাগত হয়, তাহা কেবল নির্গত হইবার জন্য উহাতে সঞ্চিত হয় এবং নির্গত হইতে না পারিলে বিকৃত অবস্থায় জরায়ুতেই থাকে। অন্য শোণিতের সহিত তাহা মিশ্রিত হয় না, বরং এই দূষিত শোণিত নূতন শোণিতকেই নষ্ট করে। এইরূপে জরায়ু ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জরায়ুতে নূতন শোণিত স্থান পায় না, এইরূপ হইলেই সেই স্ত্রীর ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, এবং এইরূপেই সেই দূষিত শোণিতের যন্ত্রণায়—রমণী মূর্চ্ছিতা হন। মূর্চ্ছার এই একটী প্রধান কারণ।

জরায়ুর অপূর্ণতা।—এমন কোন স্ত্রীলোক থাকেন, যাঁহাদিগের জরায়ু সহজ অবস্থা হইতে এমন ব্যতিক্রম হইয়া যায়, যে তাহার কার্য্যকরিশক্তি অনেকাংশে অল্প হইয়া পড়ে। বিবেচনা করুন,জরায়ুতে যে পরিমাণে শোণিত স্থান পাইতে পারে, যদি কোন গতিকে সেই স্থানের অল্পতা ঘটে, অথবা জরায়ুর কোন অংশ কোনগতিকে সংকুচিত থাকে, তাহা হইলে তাহাতে উপযুক্ত শোণিত স্থান পায় না, সুতরাং ঋতুকালেও প্রয়োজনানুসারে শোণিত নির্গত হইতে পারে না, কিন্তু শারীরবিজ্ঞানে বলে "যে পরিমাণে শোণিত নির্গত হইবার উপযোগী, তাহা নিয়মিত সময়ে—শরীরের অন্যান্য শোণিতকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক হয় এবং ক্রমশঃ জরায়ুর দিকে অগ্রসর হয়।" এখন দেখা যাইতেছে, জরায়ুতে প্রচুর স্থান নাই সুতরাং সে শোণিত জরায়ুতেও স্থান পাইল না, পুনরায় অন্য শোণিতে সংযুক্ত হইতেও পারিল না। তখন সেই দুষ্টশোণিত সমস্ত শরীরে বিশেষ উদরে সঞ্চারিত ও তাহা দূষিত হওয়াতে এই মূর্চ্ছা পীড়া সংঘটিত হইল, ইহা পীড়ার তৃতীয় কারণ।

অসারচিন্তা।—চিন্তার সমান শরীরক্ষয়কারী আর কিছুই নাই। ইহাতে যেমন সুখ—তেমনি দুঃখ পাইতে হয়, দরিদ্র পাতারকুটীরে ভূতলে শয়ন করিয়া চিন্তা করিল—বঙ্গের সে রাজা হইবে, দরিদ্র তখনই হাতে স্বর্গ পাইল আত্মহারা হইয়া দুটা নবাবীধরণে কথাই বলিয়া ফেলিল, ক্ষণকালপরে সেই মোহ ভাঙ্গিল, অসারচিন্তার ঘোর পরিণাম দেখিল,—হৃদয়—দরিদ্রেরহৃদয় মর্ম্মাহত—নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। আপাতমধুর চিন্তার পরিণামফল হৃদয়বিদগ্ধকার। আবার চিন্তা সুখের কখন? বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের কূটপ্রশ্নের মিমাংসায় বিব্রত, জ্যোতিষী জ্যোতিষের গূঢ়তম সমাধানে রত—সেই

মিমাংসা হইয়া গেল—তখন সে আনন্দ অপার অতুলনীয়। এই সমাধান চেষ্টা বা মিমাংসার চিন্তা ততদূর কষ্টকর বা শরীরের অহিতকারি নহে—কিন্তু অসার চিন্তা যাহার মূল নাই, যাহা কখন হইবার নয়, যাহা হইবে না, সেই সকল চিন্তা প্রাণান্তকরি। অসারচিন্তায় তন্ময় হইলে হৃদপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস-কার্য্য অনেকাংশ কমিয়া যায়, হৃদ্‌পিণ্ড চিন্তার আধার, ফুস্‌ফুস্‌ হৃদ্‌পিণ্ডের অনুগত, হৃদ্‌পিণ্ড যে কার্য্য করিল, ফুসফুস তাহারই অনুসরণ করিল।—হৃদ্‌পিণ্ড কিছু করিল না—ফুসফুস্‌ অমনি হাত গুটাইল। হৃদ্‌পিণ্ডে ও ফুস্‌ফুসে এমন সম্বন্ধ। চিন্তা করিলে হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের কার্য্য বন্দ হইলেই শরীর অবসন্ন এবং অচৈতন্য হয়। মূর্চ্ছার এই চতুর্থ কারণ। ইহা ভিন্ন অন্যান্য আরও কারণ আছে, সে সকল বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

প্রকৃতপক্ষে মূর্চ্ছারোগের চিকিৎসা বড় কঠিন ব্যাপার। ইহার চিকিৎসা ও ঔষধ নানাজনে নানাপ্রকার ব্যবস্থা করেন, তন্মধ্যে মহামতী ম্যালথস্‌ (Malthus) যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমরা সাদরে গ্রহণ করিলাম, তিনি বলেন "প্রেমই (অবশ্য পতিপ্রেম) এই—পীড়ার একমাত্র চিকিৎসক এবং ইহার প্রকৃত আরোগ্যকারি। * পূর্ব্বে যে চারিটী কারণ লিখিত হইয়াছে, তাহার কারণই একমাত্র পতির অদর্শন, পতির তাচ্ছিল্য ও পতিপ্রেমে বঞ্চিত হওন, সুতরাং পতিই যে ইহার সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক, তাহা কে অস্বীকার করিবে

ইহার নিবারণের নিম্ন কয়েকটী—বিধি লিখিত হইতেছে। স্বামীসঙ্গ, ভ্রমণ, পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহার, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থান প্রভৃতি ইহার ঔষধ। এই সমস্ত-স্বাভাবিক বিধানানুসারে চলিলে মূর্চ্ছারোগ শান্তি হইবে। ইহারা চিকিৎসায় অন্যান্য ঔষধ সরল চিকিৎসায় বিবৃত হইবে। কেবল স্বভাববশে এই রোগের নিরাময় প্রকরণ, কারণ ও লক্ষণ লিখিত হইল মাত্র।

* Love is the only Physician, who can cure the descease.

Dr Ashwell says:—A happy sexual intimacy is the grand remedy in hystiria.

M on P. 182.

মানসীক পীড়া।

মানসীক পীড়া সমূহে যেমন শরীরের অনিষ্ট সাধন করে, এমন অন্য দৈহিক পীড়ায় নহে। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, "চিন্তাজ্বরো মনুষ্যানাং শরীরস্ত মহা-শ্বপুঃ" বস্তুত চিন্তা একটী মানসীক পীড়ার প্রধান। ভয়, সক্রতা, ইর্ষা, একা-গ্রতা, এ সকল মানসীক পীড়ায় পীড়িত বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেন। অন্তর্দ্দাহ; মর্ম্মপীড়া, দৈহিকপীড়া হইতে সহস্রগুণে প্রখর, সহস্র গুণে শরীর ক্ষয়কারি। মন ও শরীর এতদূর ঘণিষ্ঠ—একতাসূত্রে আবদ্ধ যে, মন পীড়িত হইলে শরীর পীড়িত এবং শরীর পীড়িত হইলে মন আপনা আপনি পীড়িত হয়। শারিরীক পীড়িত ব্যক্তির মন যেমন সর্ব্বদা বিষন্নভাবে মগ্ন থাকে, তদ্রূপ মানসীক পীড়ায় প্রপীড়িত ব্যক্তির শরীরও নিরন্তর ক্লিষ্ট হইতে থাকে। পরিমাণের তারতম্য হইলেও উভয়ে অন্তরের রূপান্তর বা ভাবান্তর মাত্র।

এই পীড়ার ফল হিত ও অহিতজনক। ইহার ভোগকালে দেহী উভয়-বিধ ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহার প্রকৃত বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

চিন্তা—চিন্তা দুই প্রকার, সুচিন্তা এবং কুচিন্তা। সুচিন্তা—চিন্তাকরিলে চিত্তের উন্নতি হইয়া থাকে। কোন গুঢ়—নিগুঢ় বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার ফলপ্রাপ্ত হওয়া চিন্তার সাফল্য, এই চিন্তাতেই সাধকগণ চিন্ময় চিদানন্দের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হন, এই চিন্তা সুচিন্তা। আর কুচিন্তা কেবল আত্ম-গ্লানী উপস্থিত করিয়া হৃদয়ে বিজাতীয় ক্ষোভ ও দুঃখের অবতারণা করে। কোন অসার বা কুচিন্তা হৃদয়ে স্থান দিলে যদি তাহাতে সাফল্য লাভে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাও অহিতজনক. আর যদি সাফল্য লাভে অসমর্থ হওয়া যায়, তাহার কষ্টও মর্ম্মান্তিক! এই উভয়কুচিন্তার ফল—আত্মনাশ! জীব-নের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করিতে—সুখেরসংসারে বিষময় রাজ্য স্থাপন করিতে—সুখের পথে কণ্টক অর্পণ করিতে লোকে কুচিন্তা হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকে।

ভয়—ধর্ম্মভয় যে হিতজনক, তাহা আর বেশী করিয়া কি বুঝাইব? ধর্ম্মই সংসারের প্রতিষ্ঠা· ধর্ম্মই সুখের সংসারের জনক—সুখীর পৃষ্ঠপোষক। সেই

ধর্ম্মের সকলেরই প্রার্থনীয় কিন্তু অসার ভয়—কোন সৎকার্য্য অনুষ্ঠানে ভয় অবশ্যই আত্মার অবনতির পরিচায়ক। এ ভয়—নিরুৎসাহিতার জনক।

নিরুৎসাহি ব্যক্তি—জগতের কোন কার্য্যই করিতে পারে না। জড়বৎ সংসারে আসিয়া সংসারে জড়ের ন্যায়ই জীবন অতিবাহন করে, সুতরাং এই প্রকার ভয় বা নিরুৎসাহভাব মানবের সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

সক্রতা—সক্রতা সর্ব্বদাই মানবের সক্র। যিনি অপরকে সক্র বিবেচনা করেন, তিনি সংসারের সক্র— তিনি নিজেই নিজের সক্র। তাঁহার সম্মুখে জগত সক্রময়। জগত তাঁহার সক্র হইয়া এই সক্রতার প্রতিফল প্রদান করে।

ঈর্ষা—ঈর্ষা উভয় গুণ-বিশিষ্ঠ। সৎকার্য্যে সদ্‌বিষয়ে ঈর্ষাতে আত্মার উন্নতি সাধিত হয়। সদ্‌কার্য্যে সদ্‌বিষয়ে অপরকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া যদি হৃদয়ে এইরূপ ঈর্ষার উদয় যে, সেই ঈর্ষা উক্ত সৎকার্য্যে হৃদয়কে উত্তেজিত করে, হৃদয় সেই সেই কার্য্যে সাফল্যলাভে সমর্থ হয়, তবে সেই ঈর্ষাই জীবনের সুখের পথ পরিস্কৃত করিয়া বিমলানন্দ উপভোগে সমর্থ হয়। আর নিস্তেজ হৃদয় সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া সেই সিদ্ধকাম ব্যক্তির প্রতি যদি অযথা ঈর্ষা করে, তাহা হইলে সেই সফলকাম ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় না, কেবল ঈর্ষাকারীই হৃদয়ে দগ্ধ হইয়া ঘোরযন্ত্রণা প্রাপ্ত হন।" এই প্রকার ঈর্ষা সর্ব্বথা পরিহার্য্য।

একগ্রতা।—একাগ্রতা সুফল প্রসব করে সত্য, কিন্তু কার্য্য বিশেষে বিষময় ফলও প্রসব করিয়া থাকে। সৎ বিষয় সংশোধনের একাগ্রতা-ঐকান্তিক যত্ন যেমন সুফল প্রসব করে, তদ্রূপ অসৎকার্য্যের সাধনার্থ সেই বিষয়ের একাগ্রতা কুফল প্রসব করিয়া থাকে। ধর্ম্মসাধন, সৎকার্য্যের সাফল্য, উন্নতি ও পরোপকার এই সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভার্থ যে একাগ্রতা, তাহা প্রসংশনীয়, আর সুরা, বারবণিতা, পরদ্বেষ, পরের অনিষ্ট এ সকল সাধনে একাগ্রতা প্রকাশ নিজের—সংসারের—এবং উপলক্ষিত ব্যক্তির অহিতজনক, মানব এই দুষ্প্রবৃত্তি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

এই সংসসক্র মানসীক পীড়া যে ভাবে বর্ণিত হইল, তাহাতেই পাঠক ইহার প্রতিকার বুঝিয়া লইবেন। যে মানসীক পীড়ায় যে কার্য্য হিতজনক, পীড়িতগণ সেই দিকে চিত্তের গতি নির্দ্দেশ করিবেন, ফলও যথোপযুক্ত প্রাপ্ত

হইবেন। আর যদি দুর্বুদ্ধি ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় অসৎমার্গে সেই সেই বিষয়ের সফলতা সম্পাদনার্থ চিত্তবৃত্তি পরিচালন করেন, তাহা হইলে প্রাণান্ত-কারী বিষফল প্রাপ্ত হইবেন, আজীবন ঘোরতর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পাইবেন। দুঃখ বুদ্ধির বিপর্য্যয়—এ কথা সকলেই মনে রাখিবেন।

ভৌতিক দৃষ্টি! *

সর্ব্বদেশেই ভৌতিকদৃষ্টির উপদ্রব আছে। নানাজনে নানাভাবে এই দৃষ্টির অর্থ করেন, কেহ ভাবেন "ভৌতিক দৃষ্টি অমূলক চিন্তার ফল" কেহ ভাবেন "বস্তুতঃ কোন বিকটাকার ভূত সশরীরে সমাগত হইয়া মানবকে আশ্রয় করিয়া যাতনা প্রদান করে।" এই উভয় মতই সর্ব্বত্র প্রচলিত। প্রকৃত পক্ষে ভৌতিক দৃষ্টি কি, তাহাই আলোচিত হইতেছে।

এই দৃষ্টি দুই প্রকার। এক সত্য অপর ভাণ বা মিথ্যা। ধরিতে গেলে ইহাই দেখা যায়, যে যুবতীরাই এই ভৌতিক দৃষ্টিতে পতিতা হয়েন। বৃদ্ধা বা বালিকা প্রায়ই এই অপদেবতার দৃষ্টিপথে পতিতা হয়েন না, ইহার কারণ কি? পাঠক! মার্জ্জনা করিবেন, এ দৃষ্টীর মধ্যে একটু রহস্য আছে—কুলটা আপন স্বামীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ ও স্বীয় নায়কের নিকট অভিগমন করিবার জন্য এই "ভৌতিকদৃষ্টীর" ভাণ করে। এই কথার সারবত্তা সকলের মুখেই প্রমাণ পাইবেন। কেহ মাথায় ধুনা জ্বালাইয়া চলিলেন, কেহ রজনীতে স্নান করিবার ছলে নায়কের নিকটে উপস্থিত হইলেন, কেহবা একাকিনী থাকিয়া উপপতির মনোরথ পূর্ণ করিলেন, স্বামী, ননদিনী নিকটে আসিলে বিকট দন্ত কিটি মিটি করিয়া কালবিষধরের ন্যায় দংশন করিতে অগ্রসর হইলেন, এই বিভৎসদর্শন দর্শন করিয়া সকলে ভাবিল, "বধু ভৌতিক দৃষ্টীর পথবর্ত্তিনী হইয়াছে।" বধু গোপনে ভৌতিকদৃষ্টীবই প্রকৃত পথবর্ত্তিনী হইলেন, এঘটনা বিরল নহে। সর্ব্বদেশেই একথা প্রচলিত, সকল দেশের কুলটাগণেরই ইহা স্বভাব, অন্ধ বিশ্বাসে বিমুগ্ধ গৃহস্বামী বধুর চিকি-

* Vide the Elements of social science, the eassy entitled "spi ritualism" page 40

হসা জন্য ওঝা বা রোজা Spiritualist আনিলেন, সে নানা প্রলোভনে সার্থসাধন স্বরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়া চলিয়া গেল। বধুর অদৃষ্টে যাহা হয় হইল। এই ভৌতিক দৃষ্টির নামই মিথ্যা বা ভাণ, আর প্রকৃত ভৌতিক-দৃষ্টি যাহা, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। জীবদেহে যৌবনসঞ্চার হইলে শরীরে তাড়িৎ প্রবাহ সমধিক হওয়ায় যুবা ও যুবতীর শরীর উত্তেজিত করিয়া থাকে। সেই সময় যদি শারিরীক ও মানসীক উভয়বিধ কার্য্য—যথোপযুক্ত পরিমাণে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে দেহের পুর্ণতা সম্পাদিত হইয়া শরীর উত্তোরোত্তর দৃঢ়, রোগশূন্য ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়, আর যদি একের তাচ্ছিল্য করিয়া অন্যের কার্য্য সমধিক পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাড়িৎপ্রবাহ বিচলিত ও বিদ্ধস্থ হইয়া দেহের নানাধিক ক্ষতি সাধন করে।

যুবতীর যৌবনকালে হৃদয়ে নানাবিধ চিন্তা উপস্থিত হয়। পতি চিন্তা (ইত্যাদি) তন্মধ্যে প্রধান। যুবতী—কায়মনে চিন্তা করেন, কিসে পতির সহবাস সুখলাভ করিবেন, কিসে পতির সমাগম হইবে, বিরলে অনন্যকর্ম্ম ও অনন্যব্রত হইয়া যুবতী কেবল নিশিদিন এই চিন্তাতেই কালাতিবাহন করেন। এইরূপ তাঁহার শারিরীক তাড়িৎপ্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হইয়া তাহা মানসীক গতির প্রতিপোষক হইয়া বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে। তাড়িতের চাঞ্চল্যতা ও মনের অধৈর্য্যতা পরিণামে এতদুর ভীষণ ভাবে সমানীত হয়, যে চিন্তার স্থিরতা থাকে না সুতরাং নানাবিধ বিভীষিকা দেখিতে হয়।

মানবের মন স্বতঃ পরিবর্ত্তনশীল, হৃদয়ের বলে সেই পরিবর্ত্তনশীল চিন্তা আমারা অনায়াসে দমন করিতে পারি, আর যদি হৃদয় বলশূন্য হয়—তাহা হইলে যে চিন্তা হৃদয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ তাহা বাক্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই সকল অসার অসম্বদ্ধ বাক্যাবলী শ্রুতিগোচর করিয়া প্রকৃতিস্থ মানব মনে করে, "এই বাক্য সমুহ উন্মাদের পরিচায়ক।" এই প্রকার রোগগ্রস্থকে সাধারণ ভৌতিকদৃষ্টীতে পতিত বলিয়া বিবেচনা করেন। পরন্তু ইহা তুচ্ছ বিকটাকার ভুত নহে, এই ভূত—যে ভূতে সংসারের অস্তিত্ব ও সমাঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে, এ সেই ভূত—সেই তাড়িতের খেলা।

অপকর্ম্ম।

মানব সময় বিশেষে যে সমস্ত অপকর্ম্ম (Evils of abstinence, Evils of excess, Evils of abuse &c.) সাধন করেন, তাহাতে তাঁহাকে আজীবন নানাবিধ রোগ শোকে ক্লিষ্ট হইতে হয়। রোগ মানবের দুষ্কার্য্যের—ফল। স্বভাবের বৈপরিত্যে—অস্বাভাবিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে, পীড়ার উৎপত্তি। সেই সকল পীড়ার কারণ ও নিবারণের উপায় যথাসম্ভব বিবৃত হইতেছে। ভরশা করি, পাঠক এখনও সাবধান হইবেন।

বঙ্গদেশে যে সমস্ত রমণীগণের চরিত্রগত দোষ পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ প্রধাণতঃ স্বামীর ব্যবহার, দ্বিতীয়তঃ সমাজের শাসন। ইহার নিবারণ ও কারণ—একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই পাঠকগণ অনায়াশে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

বিবেচনা করুন একটী বিংশ বা পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক বঙ্গযুবক অষ্টমবর্ষিয়া একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন। বালিকা তখন সংসার বা স্বামী চিনে না, তাহার সে বয়সও নয়। স্বামীর মনোমত কার্য্য—স্বামীর পরিচর্য্যা—স্বামীর শেবা—স্বামীর অভিলাশ পূর্ণ করিবার তাহার ক্ষমতা কোথায়? সুতরাং স্বামী—স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। অগ্রগামী স্বামীর পরিণাম যাহা হইবার—যে দোষে দুষিত হইবার কথা—তাহাই হইল। বরাঙ্গনাই যুবকগণের বাসনা পূরণের প্রসস্থ—এবং নিষ্কণ্টকক্ষেত্র। যুবক সেই কুৎসিত কার্য্যে প্রণোদিত হইয়া—কুৎসিত ব্যবহারে—স্বীয় বৃত্তি উত্তেজিত করিয়া পরিণামে স্বীয় শরীর—নষ্ট করিলেন। জননেন্দ্রিয়ের নানাবিধ পীড়া—যাহা এই কুৎসিত ব্যবহারে আপনা হইতে সঞ্জাত হয়, যুবকের তাহাই হইল। শরীর ভগ্ন হইল, মানসীক সদানন্দভাব অপগত হইয়া হৃদয়ে যাতনার ভীষণ বহ্নি—আত্মগ্লানী—মর্ম্মপীড়া চিত্তক্ষেত্রের শান্তি হরণ করিয়া তথায় অধিকার বিস্তার করিল। আনন্দ,—শান্তি, উৎসাহ হারাইয়া যুবক—যুবাবয়েসে বৃদ্ধ সাজিলেন, জীবনীশক্তি অপগত হইয়া কুৎসিত কার্য্যের ফল তাহার শরীরে—মনে সর্ব্বত্রে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল, কার্য্যে

উৎসাহ গেল, মনের—স্ফূর্ত্তি গেল, হৃদয়ের শান্তি গেল, শরীরের—সচ্ছন্দতা গেল, থাকিল—ঘোর যন্ত্রনা, অনন্ত মর্ম্মপীড়া! যুবক বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া বিষাদকে হৃদয়ে লইয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে স্ত্রী—ক্রমে ক্রমে—বয়স ক্রমে—কালধর্ম্মের স্বভাব ক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পন করিলেন। এখন হৃদয়ে তাঁহার পূর্ণ উৎসাহ—কার্য্যে তাঁহার দৃঢ়ব্রত, হৃদয়ে—তখন তাঁহার আশার হাট বাজার বসিয়াছে, প্রাণের মধ্যে—নূতন নূতন ভাব খেলা করিতেছে, হৃদয়ে তখন তাঁহার পূর্ণ বসন্ত বিরাজমান। তিনি তৃষিত,—বারিপানের আশায়—জলদের নিকট প্রার্থনা করিলেন, জলদের সাধ্য হইল না—তাঁহার তৃষ্ণাদূর করেন; যুবতীর তৃষ্ণায় বুক ফাটিল—কণ্ঠ শুষ্ক হইল, আশা মিটিলনা। যুবতীর হৃদয় উদ্যানে আজ বসন্তের—রাজত্ব, আশা সেখানে কত রজনীগন্ধা কত গন্ধরাজ কত গোলাপ বসাইয়াছে। যুবতী আশান্বিতহইয়া বাসন্তি সমীরণে সেই কুসুমসৌরভ বিলাইবে বলিয়া—পূর্ণচন্দ্রের কীরণে সমুদ্ভাষিত হইবে বলিয়া হৃদয় খুলিয়া স্বামীর নিকট প্রেম ভিক্ষা চাহিলেন, স্বামী অক্ষম, স্বাযত্ব বাসন্তি সমীরণ তিনি কোথায় পাইবেন? আছে তাঁর লোকদগ্ধকারী মর্ম্মোচ্ছাস সেই উষ্ণ মর্ম্ম নিশ্বাসে যুবতীর সুকুমার কুসুম উদ্যান শুষ্ক হইয়া গেল—যুবতীর আশার বাগান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গাছ পালা শুকাইয়া গেল। যুবতীর বড় আশা সুতরাং বড় নৈরাশ্যে পীড়িত হইলেন। এখন পাঠক! যুবতীকে তুমি কি করিতে বল?

যিনি পতিব্রতা, প্রাণ যাঁর পতিসেবা মাত্রে নিযুক্ত, তিনি যৌবনে যোগিনী সাজিয়া আশা বাসনা কামনা পরিহার করিয়া পতিপরিচর্য্যা সার করিলেন, আর যিনি তাহা পারিলেন না, যিনি এই নৈরাশ্যে পড়িয়া হৃদয়ে আবার আশার প্ররোচনায় নূতন করিয়া কুসুম উদ্যান গড়িলেন, হৃদয়ে নৈরাশ্যের প্রতিকুলে আবার বালির বাঁধ বাঁধিলেন, তাঁহার অদৃষ্ট পুড়িল। কিন্তু দোষ কারে দিব?

স্বামী সক্ষম হইয়াও কার্য্যদোষে এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন। আর সমাজ অশিথিবর্ষিয়ের সহিত পঞ্চমবর্ষিয়া বালিকার বিবাহ দিয়া এই কার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছেন! পাঠক! বলিতে পার কি? এর কোন প্রতিকার আছে কি না? আমারা বিশেষ অনুসন্ধানে—বিশেষ প্রকারে জ্ঞাত আছি,

অধুনা বরাঙ্গনার তিন চতুর্থাংশ এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। এই কারণে স্বামীর ও সমাজের শাসনে তাহারা বাধ্য হইয়া গৃহত্যাগিনী হইতেছে।

স্বামী যুবতীভার্য্যার প্রেমবন্ধন অকাতরে ছিন্ন করিয়া বরাঙ্গনা প্রেমে উন্মত্ত! যুবতী রাত্রি এক ঘটিকা পর্য্যন্ত স্বামীর খাদ্যদ্রব্য আগুলিয়া তাঁহার আশাপথ চাহিয়া আছেন, এযন্ত্রণা কি রক্ত-মাংস গঠিত মানবের সহ্য হয়? ইহা ভিন্ন যদি সেই কার্য্যে যুবতী একদিন অসমর্থ হইলেন, তবেই আর নিস্তার থাকিল না। স্বামীমহাশয় ক্রোধান্ধ হইয়া মদের মত্ততায় প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও ক্রটী করিলেন না, যুবতীর প্রাণে আর কত সহ্য হয়? হিন্দু রমণী সতীত্বের আদর্শস্থানীয়া—তাই তিনি এত কষ্টও অকাতরে সহ্য করিতেছেন, ইহাও আমাদের সামান্য গৌরবের নহে।

পূর্ব্বে যে আচরণ করিয়া স্বামী স্বীয়দেহ নষ্ট করিয়াছেন, তাহার আনুসঙ্গীক আরও কয়েকটী পীড়ার বিষয় লিখিতেছি। পাঠকগণ দেখিবেন কি?

আত্মস্খলন—কুকার্য্যে অত্যধিক প্রবৃত্ত হইলে—অপকর্ম্মে হৃদয় পূর্ণ থাকিলে নিদ্রিতাবস্থায় সেই অপকর্ম্মের চিত্র হৃদয়ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া নিদ্রিতাবস্থায় আপনা হইতে রেতঃস্খলন হয়, ইহাতে শরীরের যন্ত্র এতদূর দুর্ব্বল হয় যে, তাহাতে শরীর ক্ষীণ হইয়া তাহাকে বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তুলে। আত্মস্খলনও (Self-pollution) হস্ত মৈথুন (Handling) এই দুইটী কার্য্য যৌবনের প্রারম্ভেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে পিতামাতা ও অবিভাবকগণ স্ব স্ব বালকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কুৎসিত স্থানে ভ্রমণ, কুসংসর্গে বাস ও কামোদ্দীপক অশ্লিল পুস্তকাদি যাহাতে বালকের চক্ষেও না পড়ে তাহাই করিবেন, নতুবা এই সকল পীড়ায় বালকগণকে প্রপীড়িত করিয়া তাহার জীবনের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করিবে।

আর একটী গুরুতর পীড়া।—সপ্নদোষ ইহা অসার চিন্তাতেই সংঘটিত হয়। হৃদয়ে কামভাব বর্ত্তমান থাকিলেই অশ্লিল চিন্তা চিত্তক্ষেত্র অধিকার করে, রজনীতেও সেই চিন্তার বিরাম হয় না, সুতরাং শুষুপ্তিঘোরে নানাবিধ চিন্তার ফলস্বরূপ রেতঃস্খলন হইয়া থাকে। সহজ অপেক্ষা এই অবৈধ স্খলনে চতুর্গুণ শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। ইহার নিবারণ উপায়

সর্ব্বদা শীতল বস্তু ব্যবহার, এবং অসার চিন্তা পরিহার, সদ্ বিষয়ের আলোচনা ইত্যাদি।

অত্যধিক তাম্রকূট সেবন শরীরের অত্যন্ত অবনতিকর। ইহাতে জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা ও অবসাদ প্রভৃতি জন্মিয়া পরিণামে নানাবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত করে। বালকগণের তাম্রকূট একটী পরমশত্রু। বালকগণ ও তাহাদের অবিভাবকগণ ঐকথা স্মরণ রাখিবেন। অধুনা বালকগণের অধিকাংশকেই ধুমপানে আশক্ত দেখি, বলা বাহুল্য, ইহা অতিশয় অনিষ্টজনক।

জীব প্রবাহ।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের উৎপত্তি কেন? কোন্ সময় হইতে এই বিশ্ব মনুষ্য বাসোপযোগী হইয়াছে, কোন্ লীলাময়ের এই লীলা, কাহার কৌশলে এই সংযোগ—বিয়োগ এই ভূতের খেলা সাধিত হইতেছে, সে সকল তর্ক করিয়া আমরা পুস্তক কলেবর পূর্ণ করিব না. সে সকল বিষয়বর্ণন ও মীমাংসা অনেক কথা, সে ক্ষমতার ক্ষমতাপন্নও আমরা নহি, তবে যে সমস্ত বিষয়ের অভাবে জীবের তথা বঙ্গবাসীর অমঙ্গল সূচিত হইতেছে, যে সকল অনিষ্ট বঙ্গবাসী ভোগ করিতেছেন, সে সম্বন্ধে দু একটী কথা বলিব বলিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি। ভরসা করি সহৃদয় পাঠক একবার এদিকে চাহিবেন।

অধুনা জগতে দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, পীড়া ও মহামারী প্রভৃতি অধিকতর পরিমাণে সংঘটিত হইতেছে। বিশেষ ভারতবর্ষ এই সকল অত্যাচারে বিশেষ পীড়িত। হা অন্ন হা অন্ন হাহাকার ভারতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে। ভারতবাসী প্রভূত বিদ্যা লাভ করিয়া - নীতি, দর্শন, স্মৃতি, গণিত, জ্যোতিষ, কৃষি সর্ব্ববিষয়েই পারদর্শী হইয়াও তাঁহারা উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। এই সকল বিষয়ের প্রকৃত কারণ অবধারণ করিবার জন্যই এই প্রস্তাব। পূর্ব্বে ভারতবাসীগণের ভূরিভাগ বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণ ব্যতিত নিম্নজাতি বিদ্যার কোন ধারই ধারিত না, তথাপি তাহারা দিব্য সুখে ছিল, উদরান্নের জন্য তাহাদিগকে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে হইত না, অতিথিসৎকার আপামর সাধারণের ব্রত ছিল; সকলের মুখেই

সুখের হাসি খেলা করিত; আর আজ বিদ্বান সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানবান ব্রাহ্মণেতর সকলেরই হাহাকার—নিজের উদর লইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত। সকলের মুখেই দারিদ্রের কালিমা বিরাজমান। এ বৈসম্যের কারণ কি, এ বৈসম্যের সাম্য কিসে হয়, তাই একবার আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইতেছি, এসম্বন্ধে আমাদের নিজের মত প্রকাশের পূর্ব্বে এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত ও তাহার সহিত আর্য্য পণ্ডিতের মতের সামঞ্জস্য দেখাইয়া পরিশেষে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব। এই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতদ্বয় এই বিষয় লইয়া এই বিষয়ের আন্দোলন লইয়া জীবন অতিবাহন করিয়াছেন। *

এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ভবিষ্যভারতের চিত্র অগ্রে পাঠককে দর্শন করিতে হইবে।

পূর্ব্বে ভারতে যে পরিমাণে ভূমি কৃষিকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহার অনেক অধিক ভূমি কৃষিকার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্ব হইতে কৃষির উৎপন্ন দ্রব্যও বৃদ্ধি হইয়াছে। তবে আবার দুর্ভিক্ষ কেন? খাদ্যের অভাবের নাম দুর্ভিক্ষ, যদি খাদ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াও দুর্ভিক্ষ নিবারিত না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, হয় সেই খাদ্যদ্রব্য আমাদের ব্যবহারে আসিতেছে না, অথবা ভারতের খাদক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় সেই প্রচুর খাদ্যেও সংকুলান হইতেছে না। এক্ষণ দেখা যাউক, এই দুইটীর কোন্‌টী দ্বারা ভারতে এমন হাহাকার—এমন অন্ন কষ্ট হইতেছে।

ভারতে উভয়বিধ কারণই সংঘটিত হইতেছে। বাণিজ্যপ্রিয় ইংরাজ ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন ও স্বদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতেছেন। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য বৃদ্ধি হইয়াও এই কারণে তাহা ভারতবাসীর ভোগে আসিতেছে না। ভারতের সিরাজগঞ্জ, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের পাট—কৃষকগণের বহু চেষ্টার ফল ইংরাজ সামান্য মূল্যে ক্রয় করিয়া বিলাত পাঠান; কৃষক এক খানি কাপড়ের জন্য ম্যাঞ্চে-

---

* Reverend Mr. malthus. এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে পাঠক Essay on the principle of population নামক গ্রন্থ পাঠ করুণ।

ষ্টারের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। জানে না—বুঝে না—তাহার ধনই সে কপর্দ্দকের বিনিময়ে দান করিয়া পুনরায় তাহা রত্নের বিনিময়ে গ্রহণ করিতেছে। এ সকল তত্ত্ব ভারতবাসী বুঝে না।

দ্বিতীয়তঃ এই সকল বাণিজ্যের অবশিষ্ট যে পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ভারতে অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেও সংকুলান হয় না। কেন না, গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রতি পঞ্চদশ বৎসরে খাদ্য সংখ্যা যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, এই ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং ঐ সময়ের মধ্যে খাদকের সংখ্যা যথাক্রমে ১, ৪, ৮, ১৬, ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি পঞ্চদশ বৎসরে খাদ্য সংখ্যা অপেক্ষা খাদকের সংখ্যা দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়ায় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। †

এক্ষণে এই তর্ক উঠিতে পারে যে, যদি পূর্ব্ব হইতেই খাদ্য ও খাদক সংখ্যা এই পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, তবে এখনই বা পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভিক্ষের পরিমাণ অধিক হইতেছে কেন? ইহার উত্তরও প্রদত্ত হইতেছে।

পুরাকালেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা না ছিল তাহা নহে, কিন্তু কয়েকটী কারণ তখন দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে ভারতবাসীকে অনেকাংশে রক্ষা করিত। এই কারণের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধ ও সাময়িক মহামারী প্রধান। এই উভয় কারণে সময় সময় জগতের (ভারতের) অনেক জীব হত হইয়া ধরার (দারিদ্র্য) ভার অপনোদন করিত। ‡ প্রকৃতপক্ষে সাময়িক যুদ্ধ ও সংক্রামক পীড়া নিতান্ত অনাবশ্যকীয় নহে। ইহারও প্রয়োজনীয়তা আছে।

† The necessary effects of these two different rates of increase, when brought together, will be very striking. Taking the whole earth, emigration would ofcourse be excluded; and while the human race would increase as the members 1, 2, 4, 8. 16, 32, 64, 128, 256, subsistence would only increase at the rate of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Malthus on Population page 279. E. of S. C.

‡ অবতারের অবতরণও এই জন্য। যখন জীব নানা কারণে ক্ষুধায়

অত্যধিক জন্ম অত্যধিক মৃত্যুর কারণ। $ গণনায় অবধারিত হইয়াছে যে, ভারতে মৃত্যু সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে এক জন এবং জন্ম সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ১$\frac{১}{৪৭৮০৮০০০}$ $\left(\frac{১}{১৫ \times ৩৬৫\frac{১}{৪} \times ২৪ \times ৬০}\right)$। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা জন্ম সংখ্যা অধিক; এইরূপ উত্তরোত্তর জীব সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া সংসারে ঘোর দারিদ্র্যদুঃখের অবতারণা করিতেছে।

জগতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেই জন্ম সংখ্যা অধিক। ভারতবর্ষ অপেক্ষা যে স্থানে অধিক লোকের বাস, তথাকার জন্মসংখ্যা ভারতবর্ষ হইতে অনেক অল্প। তাই হতভাগ্য ভারতবাসী প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যদুঃখ অকাতরে ভোগ করিতেছে। ভারতে উপায় বিহিন, সহায় সম্পত্তি হীন, চক্ষু কর্ণাদি হীন—অনেক মিলিবে, কিন্তু বিবাহ—স্ত্রীপুত্র হীন ভারতে সহস্রের মধ্যে একটীও আছে কি না সন্দেহ। গত জন সংখ্যায় (Sensus) অবধারিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে অবিবাহিতের সংখ্যা (বলা বাহুল্য যে বিবাহের বয়স তাহাদের উত্তীর্ণ হইয়াছে) প্রতি ১৫৭৭ জনের মধ্যে এক জন মাত্র। ইহাতেই অনুমিত হয়, দারিদ্র্যদুঃখ ভারতবাসীর ভাগ্যে অবশ্যম্ভাবি।

যাহারা উপায়হীন নিজের উদরান্নের সংস্থান যাহাদিগের ক্ষমতার অতীত, তাহাদিগের বিবাহ যে নিতান্ত বিড়ম্বনা, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ভারতবাসী তাহা বুঝেন না, সুখের আশায় দারুণ দুরাশায় পড়িয়া শেষে নৈরাশ্যে আজীবন দগ্ধ হইতে থাকেন। যাঁহারা পুত্র কন্যার ভরণ পোষণে সমর্থ, তাহারাই বিবাহ করিবার অধিকারী, সেই বিবাহ না করিলেই প্রত্য-

(ক্ষুধা নানাবিধ, ঋপু বিশেষের উপদ্রবও ক্ষুধা নামে স্থান বিশেষে বিবৃত) কাতর হয়, ভগবান অবতার গ্রহণ করিয়া তখন ধরার (জীব) ভার হরণ করিতেন। শাস্ত্রজ্ঞ একথা বুঝিবেন।

$ More marriager will only cause more deaths. M. of P. 259.

ব্যয় আছে, নতুবা ইশ্বরের দোহাই দিয়া তুচ্ছসুখের জন্য সংসারকে ক্লিষ্ট করা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নহে। ¶ .

সম্পূর্ণ

¶ Mr. Godwin in one place, speaking of Population, says, "There is a principle in human society, by which population is perpetually kept down to the level of the means of subsistence."

Vide godwins guide 276.

About this subject, Mr. Malthus Ruled this three propositions.

1st....Population is necessarily limited by the means of subsistence.

2nd....Population invariably increases, when the means of subsistence increase.

3rd....The checks which repress the superior power of population and keep its effects on a level with the means of subsistence, are all resolvable in to moral restraint, vice and misery. M. on P. page 282.

।০।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

৪

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ।০ চারিআনা মাত্র।

গৃহিণীপনা

গৃহধর্ম্ম

গৃহধর্ম্ম করিবার জন্যই মানবের সৃষ্টি। স্ত্রী-পুরুষে একত্রে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছে ইহারই জন্য। ইহারা—যথানিয়মে গৃহধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং ইহাতেই সৃষ্টির স্বার্থকতা। মানব যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রার্থ যেরূপ কার্য্যের সূত্রপাত করুন, গৃহধর্ম্মই তাঁহার পক্ষে প্রশস্ত। এই গৃহধর্ম্ম সাধনের কয়েকটী অঙ্গ আছে। গৃহধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অনুষ্ঠান সেই সেই কার্য্যের সমাধানে সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিষয়ই ক্রমশঃ বিবৃত করিব। আপাততঃ গৃহধর্ম্মের সাধারণ কয়েকটী নিয়ম লিখিতেছি। গৃহিণী গৃহের ভিত্তিস্বরূপা। কর্ত্তা উপার্জ্জন করিবেন গৃহিণী সেই অর্থে ব্যবস্থা করিবেন। গৃহের সমস্তই তাঁর অধিকার। গৃহিণী সংসারটীকে এমন ভাবে গঠিত করিবেন, যেন গৃহস্বামী—গৃহস্থ—সংসারের কোন ক্রটী দেখিতে না পান।

বধূ, কন্যা, বালক ও বালিকাগণ ইঙ্গিতে পরিচালিত হইবেন। এই পরিচালন শাসনে বা ভয়ে নহে, ভক্তি ও শ্রদ্ধাতে তাঁহারা সকলেই গৃহিণীর বশীভূত ও আজ্ঞাকারী হইবে। গৃহিণীর গৃহকার্য্যে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে গৃহস্থকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এজন্য পাকা গৃহিণী হওয়া বা গৃহিণী নামে পরিচিতা হওয়া নিতান্ত সহজ নহে। গৃহিণীর উপাধীর মূল্য সামান্য নহে!

গৃহের আবশ্যকীয় প্রত্যেক দ্রব্যের এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক। কেন না আবশ্যকীয় জিনিষ সময় সময় খুঁজিবার অবসর থাকে না,

অথচ সেই জিনিষটীর জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, জিনিষের একটী স্থায়ীস্থান থাকিলে আর এ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

গৃহিণীর প্রকৃতি সর্ব্বদাই শান্তভাব থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে সে সংসারে কখন কলহ প্রবেশ করে না। যে গৃহিণী স্বয়ং কলহপ্রিয়, সে সংসার অচীরে নষ্ট হয়।

গৃহিণী পরিবারবর্গের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। বালকবালিকা, যুবকযুবতী সকলেই যাহাতে যথাযথ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, গৃহিণী সে পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

গৃহিণী গৃহকার্য্যসম্বন্ধে গৃহকর্ত্তার সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিবেন। পরস্পর পরস্পরের পরামর্শ লইয়া উভয়ে উভয়ের কার্য্যসম্পাদন করিবেন।

পরিবারবর্গ গৃহিণীর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই কথা স্মরণ রাখিয়া গৃহিণী স্বয়ং সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন। পরিবারবর্গ সম্মুখে তাঁহাকে প্রত্যেক কার্য্যের আদর্শ ও পশ্চাতে যেন স্নেহের ছায়া দেখিতে পায়।

গৃহিণী এমন ভাবে পরিবারবর্গকে শাসন করিবেন যে, তাহারা বুঝিতে পারে যে, এই অপরাধে আমার এই দণ্ড! বিনাদোষে শাস্তি ইহা বুঝিয়া গৃহিণী যেন অনর্থক অনুযুক্ত না হন।

গৃহের দ্রব্যাদির প্রতি গৃহিণী সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

গৃহিণী আয়ের পরিমাণানুসারে সঞ্চয় করিবেন ও ব্যয়ের তারতম্য করিবেন। উপযুক্ত গৃহিণী সামান্য আয়েও সুচারুরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

চিকিৎসা।

গৃহিণীর চিকিৎসাতেও কথঞ্চিৎ অধিকার থাকা আবশ্যক। পরিবার-বর্গের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

বালকবালিকাগণ ইচ্ছামত কুসংসর্গ না করে, অত্যাহার বা অতিনিদ্রা না যায়, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখিবেন।

যুবতীগণের সম্মুখে—সংসার! একথা সর্ব্বদা যাহাতে তাঁহারা স্মরণ রাখিয়া সংসারশিক্ষায় শিক্ষিত হন, গৃহিণী সর্ব্বদা তাহাই করিবেন।

যে যে কারণে পীড়া হয় এবং তাহার নিবারণ উপায় সংক্ষেপে লিখিত হইল, গৃহিণী এ সকল স্মরণ রাখিবেন।

তাম্রপাত্রে অম্ল, লৌহপাত্রে কষায় দ্রব্য রাখা অকর্ত্তব্য। রোগীর পথ্য রন্ধনে লৌহপাত্র প্রশস্ত। রৌপ্য, কাচ ও প্রস্তরপাত্রে সকল প্রকার দ্রব্য রাখা যায়।

গুরুপাকদ্রব্য অতিভোজনে উদরাময় জন্মে। অতএব পরিমাণানুরূপ গুরুপাক খাদ্য ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য। যে খাদ্যে তৈলের ভাগ অধিক, তাহা ব্যবহার করা অনিষ্ট কর।

আলু, পটল, উচ্ছে, লাউ, বার্ত্তাকু প্রভৃতি তরকারীই উৎকৃষ্ট, শাক সময়-বিশেষে ব্যবহার মন্দ নয়। আম্র, কদলী, কাঁঠাল, বেল, আনারস, ডালিম প্রভৃতি ফল পরিমিত সেবনে ক্ষতি নাই। ফুটী, নারিকেল, পেয়ারা, কুল, বাতাবীলেবু প্রভৃতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহা সর্ব্বথা পীড়াদায়ক। দুগ্ধই শিশুর পক্ষে ব্যবহার্য্য। ছানা, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি পরিমিত সেবনে শরীরের উন্নতি করে, কিন্তু অতিভোজন বিশেষ অনিষ্ট কর।

বালকগণ কাঁচা আম, কুল, খেজুর, পেয়ারা খাইয়া প্রায়ই পীড়িত হয়, গৃহিণী এ সকল অখাদ্য ভোজন নিবারণ করিবেন।

শিশু পীড়িত হইলে, উৎকট ডাক্তারী বা কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার না করাইয়া গৃহিণী সামন্য সামান্য টোট্‌কা ব্যবহার করিবেন।

ক্রমীরোগে আনারস পাতার রস বা সোমরাজ বীজ লবণের সহিত ব্যবহার করাইবেন। পেটকামড়াইলে শরিষা ও লবণ মুখে দিয়া জলপান করিলেই নিরাময় হইবে। শিশুর কোন স্থানে আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ জলপটী দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশুর কাশী হইলে গোরেগুণ বেগুণের খোলে প্রসূতীর স্তনদুগ্ধ প্রদীপের শিখায় উষ্ণ করিয়া সেবন করাইবেন। গলার মধ্যে ঘা হইলে ময়ূরের পাখা পোড়াইয়া তাহা মধুর সহিত মিশ্রিত করত জিহ্বায় লাগাইয়া দিবেন। জিহ্বার ক্ষত ও পাৎকুটী ও ইহাতে নিরাময় হইবে। বালক-গণ প্রায়ই খোসে (পাঁচড়ায়) আক্রান্ত হয়, খোসরোগে পরিষ্কার করাই ঔষধ।

পরিষ্কার করিয়া নারিকেলতৈল কর্পূর ও চিংড়িমাছ ও গাঁজার সহিত জ্বাল দিয়া লাগাইলেই আরোগ্য হইবে। রাঁধিবার সময় হঠাৎ কোন স্থান পুড়িয়া গেলে, গোলআলুর রস লাগাইবে বা দগ্ধস্থান অগ্নিতে সেঁকিলেই যন্ত্রণা নিবারিত হইবে। কাটিয়া গেলে গন্ধকচূর্ণ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

বিছা, বোল্‌তা ও পিপীলিকায় দংশন করিলে সেই সেই বিছা বোল্‌তা মারিয়া দষ্টস্থানে ঘসিয়া দিবে। কচুর রসও ইহার ঔষধ। শিশুর অজীর্ণ হইলে গোলমরিচ গুঁড়া গরম দুধের সহিত সেব্য। উদরাময় হইলে সিকি রতী আফিং বা সিদ্ধি পান করাইবে। চোক উঠিলে পাতিলেবুর রসে পাতিলেবুর মূল বাটিয়া প্রলেপ দিবে। হস্তের তালুতে চনী পোকা লাগিলে তেলাকুচার পাতাদ্বারা হস্ততল দলিবে। উকুন হইলে পানের রস শয়ন কালে পদতলে দিবে। ভুঁতে ভিজার জল নখকুনীর ঔষধ। মুদির পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে পাঁকুই ভাল হয়। সাদা ধুনায় ঘৃত মিশাইয়া দিলে পদতল ফাটা আরোগ্য হয়, গাভিঘৃত মস্তকের তালুতে দিলে রাৎকানা রোগ নিরাকৃত হয়। গৃহিণী এ সকল ঔষধ জানিয়া রাখিবেন। পীড়িতের ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন।

স্বামী।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিরাগ বা অশ্রদ্ধা সঞ্জাত হইলে সে সংসারের মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না। অন্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও হিন্দুপরিবার মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রগাঢ় প্রেম, অনন্ত ভক্তি, অভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অবিকল্পিত শ্রদ্ধা থাকার বিশেষ প্রয়োজন। শাস্ত্র হিন্দু-সমাজকে এমন ভাবে গঠন করিয়াছেন যে, এইটী না হইলে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধ্যে এই ভাবের অসদ্ভাব ঘটিলে সংসারে বিষম অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে গৃহিণী বালিকাগণকে স্বামীর সহিত পরিচয় করিয়া দিবেন। আমার এই কথায় নব্যযুবক হয় ত নাক বাঁকাইবেন, বলিবেন "স্বামীর আবার চিনাইবে কি? সে আপনা হইতেই ত চিনিতে পারিবে; স্বভাব ছাড়াইয়া অস্বাভিকভাবের অবতারণা করিবার আবশ্যকতা কি?" আবশ্যক

আছে বলিয়াই ত একথার উত্থাপন। গৃহিণীই বালিকাকে স্বামী চিনাইয়া দেন তবে সেই চেনানটা একটু অন্যভাবে আরও একটু জমকালো রকমের করিবার জন্যই এ কথাটা বলিলাম। লজ্জা রাখিয়া বলিতে হইল—বঙ্গের কে না জানেন, কে না দেখিয়াছেন, গৃহিণী বালিকাকে স্বামী গৃহে প্রবেশ করিতে অনুনয় করিতেছেন, স্বামীর প্রলোভনে ভুলাইতেছেন। হয় সবই—তবে সেই [illegible]টা একটু বেশী করিয়া বলাই দোষ।

বাজে কথা যাউক, গৃহিণীই বালিকাকে স্বামী চিনাইয়া দিবেন সুতরাং সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। স্বামী কি—তাই—বলিতেছি।

স্বামী রমণীর দেবতা। স্বামী সেবায় রমণী ইহ পরকালে মুক্তি প্রাপ্ত হন, স্বামী রমণীর সংসারের অবলম্বন—পারত্রিকের নিস্তার কারণ, সংসারের বন্ধন। রমণীর জীবন—স্বামীর জন্য, হিন্দু শাস্ত্রের ইহাই বিধি। এই বিধিই প্রকৃত বিধি কিন্তু আজকাল দেবতাগণকে আমরা যে ভাবে গ্রহণ করি, তাহাতে একটু অসঙ্গত ভাব আছে। দেবতাকে যে ভাবে ভাবা কর্ত্তব্য স্বামীকেও সেই ভাবে রমণী ভাবিবেন। এই ভাবনা—কিরূপ? স্বামীকে রমণী ভক্তি করিবেন কিন্তু সেই ভক্তির সঙ্গে একাত্ম ভাব থাকা চাই, রমণী তাঁহার শাসনাধীনে কিন্তু ভয়ে নহে—প্রেমবন্ধনে; রমণী স্বামীর জন্য, কেন না তাঁহারা তন্ময়। স্বামীর তিনি দাসী নহেন—কিন্তু তিনি স্বামী সেবায় নিয়তই অনুরক্তা! স্বামী তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি যাহা করেন—তাহাতে শঙ্কা নাই, বাধা বাধ্যকতা নাই, ঐশ্বরিক নিয়মাধীনে তাঁহার কার্য্য সাধিত হয়। স্বামীতে স্ত্রীতে কতটুকু প্রভেদ! তপনে—আর তাপে; শীলায় আর শৈত্যে, অগ্নি আর দাহিকাতে—কায়া আর ছায়াতে যতটুকু প্রভেদ স্বামী ও স্ত্রীর প্রভেদ সেইটুকু। সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ সকলই তাঁহারা উভয়ে ভোগ করেন, একের আঘাতে অপর আঘাতিত হন, একের আনন্দে অপর আনন্দিত হন. এই ভাব স্বামী স্ত্রীতে বর্ত্তমান। দেবতাকেও এই ভাবে দেখা উচিত। এই সূত্রে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ প্রতিপাদক মূল সূত্র "স্বামী রমণীর দেবতা।"

দাস দাসী।

দাস দাসী প্রভৃতি যাহারা অনুগত এবং ভৃত্যভাবে অবস্থিত, তাহাদিগের সহিত কুব্যবহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা অর্থের বিনিময়ে জীবন বিক্রয় করিয়াছে—উদরান্নের জন্য স্বাধিনতা হারাইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া নির্দ্দয় ব্যবহারে তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করা কোন ক্রমে কর্ত্তব্য নহে। জগতে পরস্পর পরস্পরের ভৃত্য। সামান্য বেতনভোগী উচ্চবেতন ভোগীর ভৃত্য, উচ্চ বেতন ভোগী তদপেক্ষা উচ্চব্যক্তির ভৃত্য, উচ্চব্যক্তি রাজার ভৃত্য, রাজা ধরিতে গেলে আবার বিধির—নিয়মের ভৃত্য, তাহা না ধরিলেও তিনি স্বভা-বের ভৃত্য। কুকার্য্যে কঠিন ব্যবহার লাভ—অপকর্ম্মে—উত্তমর্ণের পদাঘাত সকলই সহ্য করিবেন, এই ভাবিয়া ভৃত্যগণের প্রতি সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করি-বেন এবং পরিবারবর্গকে শিক্ষা দিবেন।

ভৃত্য বেতনভোগী মাত্র, কিন্তু তাহাকে তাড়না অপেক্ষা সদ্ব্যবহারে বশীভূত করিলে তাহা দ্বারা অধিক কার্য্যসম্পাদিত হইতে পারে, অথচ তাহার হৃদয়েও আঘাত লাগে না। মিষ্ট বাক্যে সমধিক কার্য্য সাধন হয়, ইহা অনেকে বুঝেন না। তাড়নায় প্রভুর সম্মুখে ভৃত্য প্রাণপণে কার্য্য করিল কিন্তু তার প্রাণের বাসনা, প্রভু কখন এ স্থান ত্যাগ করিবেন—কখন নয়নের অন্তরাল হইবেন। প্রভু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন—ভৃত্যও হাত গুটাইল, আর যদি সদ্ব্যবহারে এমন করা যায় যে, ভৃত্য প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ ভুলিয়া পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সংস্থাপিত করে, তাহা হইলে পিতার কার্য্যে পুত্রের যেমন সাহানুভূতী, পুত্রের যেমন প্রাণপণ যত্ন, ভৃত্য সেইরূপ প্রাণপণে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। তাহার সম্মুখে থাকিয়া আর খাটাইতে হইবে না, সে আপ-নার কার্য্য আপনি নির্ব্বাহ করিবে, তাই বলিতেছি, ভৃত্যকে নিদারুণ তাড়না না করিয়া সদ্ভাবে—সদ্ব্যবহারে পরিতুষ্ট রাখিলে বিশেষ ইষ্টের সম্ভাবনা, গৃহিণী একথা পরিবারবর্গকে শিক্ষা দিবেন এবং নিজে ভৃত্যের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিবেন।

গৃহকর্ম্ম।

প্রত্যেক গৃহিণী গৃহকর্ম্ম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা স্বয়ং সম্পাদন করিবেন, অথবা করাইবেন।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য, গৃহকর্ম্ম কিরূপ, তাহা গৃহিণীগণ দেখুন।

গৃহিণী প্রভাতের চারিদণ্ড পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহের চারিদিকে ছড়া (গোময় ও জল) দিবেন। এই কার্য্যের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সকলে জানেন না। গোময়ের গুণ বায়ুপরিষ্কারক ও দুর্গন্ধনাশক। প্রভাতে এইরূপ গোময় চারিদিকে ছিটাইয়া দিলে দূষিত বায়ু পরিষ্কার ও দুর্গন্ধ নষ্ট হওয়ায় গৃহস্থগণের শরীর পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ছড়া দিয়াই বাটীর সকলের নিদ্রা ভঙ্গ করিবেন। বেলা পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিলে তাহাকে অসুখ ভোগ করিতে হয়। গৃহিণী পরিবারবর্গকে জাগরিত করিয়া তাহাদিগের কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবেন। গৃহ, উঠান প্রভৃতি সমস্ত পরিষ্কার করিবেন। কোন স্থানে কোন দুর্গন্ধজনক দ্রব্য না থাকে।

শয্যা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহের দ্বার জানালা প্রভৃতি খুলিয়া দিবেন। কেন না রাত্রে গৃহের মধ্যে নিশ্বাসবায়ু প্রতিরুদ্ধ থাকায় গৃহের সমস্ত বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। প্রভাতে দ্বার খুলিয়া দিলে সেই দূষিত বায়ু নির্গত হইয়া পুনরায় পরিষ্কার বায়ুতে গৃহ পূর্ণ হয়, সুতরাং পীড়ার সম্ভাবনা থাকে না। গৃহ সর্ব্বদা বদ্ধ রাখিলে এবং সেই গৃহে শয়ন করিলে পীড়িত হইতে হয়।

গৃহের কোনে বা যে স্থানে বাক্স প্রভৃতি থাকে, সে স্থানে আবর্জ্জনা ফেলিবে না। কেন না প্রত্যহ সে স্থান পরিষ্কারের চেষ্টা করিলেও দ্রব্যাদি থাকায় তাহা ভাল পরিষ্কার হয় না, এজন্য যদি একটু আবর্জ্জনা থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতেই গৃহময় দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। আবর্জ্জনা এমন স্থানে রাখিবেন, যেখান হইতে অনায়াসে তাহা দূরে নিক্ষেপ করা যায়। গৃহ মধ্যে গয়ের, কাশ ও শিক্নী প্রভৃতি ফেলা নিতান্ত অন্যায়। ইহাতে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হয় যে, তাহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে। বাসন প্রভৃতি প্রভাতেই পরিষ্কার এবং গৃহাদি ধৌত করা বা নিকানো আবশ্যক। গোময় দুর্গন্ধনাশক, এজন্য হিন্দু শাস্ত্রে গোময়ের এত পবিত্রতা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রভাতের কার্য্য শেষ করিয়া যিনি রন্ধন করিবেন, তিনি স্নান করিয়া সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

গৃহিণী পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য বুঝিয়া স্নান আহারের ব্যবস্থা করিবেন।

প্রতিদিন যাহাতে নিয়মিত সময়ে রন্ধন ও নিয়মিত সময়ে ভোজন হয় সেদিকে গৃহিণী দৃষ্টি রাখিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নান ভোজন না করিয়া অনিয়ম স্নানাহারে শরীর ভগ্ন হইয়া পীড়া জন্মে।

আহারান্তে বিশ্রাম করিবেন বটে, কিন্তু তাহা যেন নিদ্রায় পরিণত না হয়। অধিকক্ষণ নিরবে নিষ্কর্ম্মে থাকা কর্ত্তব্য নয়। পূর্ণবিশ্রাম এক ঘণ্টা কালই যথেষ্ট; তৎপরে কাঁথা শিবন, আলেপন, সূচীকর্ম্ম বা অন্যান্য কার্য্য করিবেন। ইহাতে সংসারের অনেক স্বচ্ছলতা সম্পাদিত হইবে।

অপরাহ্নের চারি দণ্ড পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিয়া, সমস্ত গৃহ পুনরায় পরিষ্কার ও শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া যাহার যেমন শরীর, গাত্র ধৌত করিবেন, বা গামছা দিয়া গাত্র মুছিয়া ফেলিবেন। সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা দিয়া প্রদীপ সমূহ প্রজ্বলিত করিয়া যে যে গৃহে আবশ্যক, সেই সেই গৃহে দিবেন এবং যে গৃহে প্রদীপের আবশ্যক নাই, তাহা তখন হইতে বন্ধ করিবেন।

রাত্রির রন্ধনের আয়োজন করিয়া রাত্রি নয় ঘটিকার মধ্যে রন্ধন ও ভোজনাদি শেষ করিয়া সকলে যথাস্থানে শয়ন করিবেন। অধিক রাত্রিতে ভোজন পীড়াদায়ক, একথা স্মরণ রাখিবেন। গুরুপাক খাদ্য রাত্রিতে ব্যবহার করিলে তাহার পরিপাকে বাধা জন্মে, অতএব রাত্রিতে লঘু আহারই ব্যবস্থা।

সকলেরই প্রাতে কিছু কিছু আহার করা কর্ত্তব্য। আহার্য্য তিন ঘণ্টায় জীর্ণ হয়, আরও তিন ঘণ্টা পাকযন্ত্রের বিশ্রাম দিলে, তাহার পরেই কিছু আহার না করিলে পিত্তাধিক্য হইয়া পীড়া জন্মে। যাঁহারা পূজা না করিয়া আহার করেন না, তাঁহারা প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া পূজা শেষ ও আহার করিতে পারেন, তাহাতে বোধ হয় কোন ক্ষতি হয় না।

পরিবারবর্গ যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকেন, তাহার উপায় করিবেন। মলিনবস্ত্র পরিধানে অনেক রোগ জন্মে সুতরাং এই পীড়ার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিবেন।

যেখানে বস্ত্রাদি রজকের দ্বারা ধৌত করিবার সুবিধা নাই বা সে ব্যয়ভার বহনে গৃহস্থ সমর্থ নহেন, সে স্থলে গৃহিণী গৃহেই বস্ত্র ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিবেন, সাজিমাটী, খার ও দেশী সাবান দ্বারা গৃহেই বস্ত্র ধৌত করিলে ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প পড়ে, অথচ পরিস্কার বস্ত্র সকলেই পরিধান করিতে পারেন।

প্রতিদিন এক রকম অন্নব্যঞ্জন আহার কষ্টকর এবং সময় বিশেষে পীড়াদায়ক হয়, এজন্য গৃহিণী মধ্যে মধ্যে ব্যঞ্জন প্রভৃতির তারতম্য করিবেন। রন্ধন বিষয়ে পটুতা থাকিলে সেই এক উপকরণেই বিবিধ প্রকার বিবিধ স্বাদের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এসকল কথা স্থানান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীগণ সংসারের সহায়, অতএব প্রতিবেশীগণের সহিত কলহ ও মনের বিবাদ কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বিদেশে যেখানে নিজের বলিতে কেহই নাই, সেইখানে এক জন স্বদেশীয়ের সাক্ষাৎ পাইলে হৃদয়ে যে কত আনন্দ হয় তাহা অব্যক্ত। সেই প্রতিবেশীর সহিত সময়ে সময়ে শত্রুতা করিয়া আমরা নিজের অনেক অনিষ্টসাধন করি। প্রতিবেশী হৃদয়ের বল। যেথানে প্রতিবেশী থাকেন, সেই থানেই যেন কোন বিশেষ সংস্রব আছে বলিয়া কেন বিবেচনা হয়? স্বদেশীয় কোন এক ব্যক্তি উচ্চপদস্থ হইলে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে কেন সন্তুষ্ট হই? কেন তাঁহার গুন সর্ব্বত্র প্রকাশ করি? প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে কি জন্য প্রতিবেশীগণের সংবাদ লই? সেই সম্বন্ধ আছে বলিয়া—সেই প্রাণের আকর্ষণ—সংসারের বন্ধন আছে বলিয়া। জন্মভূমী মানবের স্বর্গাপেক্ষা গুরুতরা—সেই জন্মভূমীতে যাঁহারাই থাকুন সককেই তাঁহারা ভ্রাতৃ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এক জন্মভূমীর এক জাতীতে এই অব্যক্ত সম্বন্ধ! এই অব্যক্ত ভ্রাতৃভাব ঈশ্বরের অপার করুণার ফল।

প্রতিবেশী আমার আশ্রয়, তিনি আমার বল, তিনি আমার অবলম্বন,

আবার আমি প্রতিবেশীর আশ্রয়—তাঁহার বল—তাঁহার অবলম্বন। এই পারস্পরিক নির্ভরতা বড়ই মধুময়—বড়ই সুন্দর।

প্রতিবেশী শত অপরাধে অপরাধী হউন, শত চেষ্টায় আমার উন্নতির পথে কণ্টক অর্পণ করুন, আমার আশাতরুর মূলে কুঠারাঘাত করুন, তবুও তিনি আমার প্রতিবেশী! তাঁহাকে তবুও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তিনি বুদ্ধির দোষে—কুমন্ত্রনায় আমার অনিষ্ট সাধন করুন, কিন্তু যখন বুঝিবেন—যখন তাহার অন্যায় তিনি বুঝিবেন—সকল ঘটনা দেখিবেন, তখন তিনিই তাঁহার দোষ বুঝিয়া আপনিই সংকুচিত হইবেন, মনে মনে মনস্তাপে দগ্ধ হইবেন, সেই তাঁহার শাস্তি—সেই তাঁহার প্রতিফল—এই প্রতিফল—এই শাস্তি ঈশ্বর দত্ত। আমার শত্রুতা সাধনে আবশ্যকতা কি?

প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশীর এই সম্বন্ধ! এ সম্বন্ধ তুচ্ছ নয়, সকলে একবার সম্বন্ধটী বুঝিয়া দেখুন।

সম্বন্ধ।

বঙ্গে সম্বন্ধ অনেক আছে, কিন্তু সম্বন্ধজ্ঞান নাই। বাঙ্গালীর সম্বন্ধ, কুটুম্ব আত্মিয় নাই এমন দেশ নাই! সুদূর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর আত্মিয়, স্বজাতি, কিন্তু বঙ্গবাসী সে সম্বন্ধ বুঝেন না। সম্বন্ধ বুঝেন না অর্থে তাঁহারা যে সম্বন্ধ স্বীকার করেন না তাহা নহে, তাঁহারা সম্বন্ধের অর্থ বুঝেন না, দুই একটী উদাহরণ দিব।

ঠাকুরদাদা অশিতিপর বৃদ্ধ—তামাকের প্রধান শিষ্য! মুখে তেমন জোর নাই, দাঁতগুলি গিয়াছে, তাই ছোট পৌত্রটী তামাক সাজিয়া বুড়াকে ধরাইয়া দুটা দম কসিয়া দিল—ঠাকুরদা বড়ই খুসী। বালক পিতার নাম শুনিলে অমনি—ভোঁ দৌড়। পিতা পরমপূজনীয়, সেই পরমপূজনীয় পিতার যিনি পরমপূজনীয়, এক কথায় যার বিশেষণ নাই, তাঁহার সম্মুখে বালকের এতটা বেয়াদবী!

ঠাকুরমা নাতিকে স্বামী সম্বোধন করেন, ঠাকুরদা যুবতী নাতনীর স্বামী হইতে চাহেন, সেইখানে দুই একটী তিনসালের রসীকতা ঝাড়েন—অশ্লীল

কথা অধিক আর বলিতে প্রবৃত্তি নাই। এক সকলে কি সম্বন্ধের গুরুত্ব থাকে ?

ভগ্নিপতি, ঠাকুরজামাই ইহারা ত এক একটী রসসাগর। ইহারা না বলেন এমন কথাই নাই, বঙ্গরমণী না শুনেন এমন কথাই নাই, গড়ায় যে কতদূর—তাহাও অনেকে জানেন। দুঃখের বিষয়, বঙ্গনারী সে কথা তাদৃশ দোষের বলিয়া বিবেচনা না করিয়া বরং সুখী হন, সেই সব শুনিতে বড় তৃপ্তিবোধ করেন, এ অবনতি—স্ত্রীজাতির এ অপমান শোচনীয় বটে !

এইরূপ স্বাধিনভাবে কথাবার্ত্তা—বিশেষ এইরূপ কুৎসিত অশ্লিল রসীকতা লইয়া কথাবার্ত্তা সময় বিশেষে বড়ই অনিষ্টকর হইয়া উঠে। তাই শাস্ত্রকার বলেন "নারী ঘৃতকুম্ভ সদৃশ, পুরুষ তপ্তাঙ্গার সদৃশ।" অতএব ইহাদিগকে সর্ব্বদা পৃথক্ রাখিবেন।"

যাঁহারা অবলাগণের প্রকৃতমর্ম্ম জ্ঞাত নহেন, যাঁহারা হিন্দুরমণীর সম্মান কতদূর—তাহা বুঝেন না, তাঁহাকে স্ত্রীসমাজে এমন স্বাধিনভাবে মিশিতে দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। যাঁহারা সামাজিক প্রকৃতবিধির প্রতিপালনে অসমর্থ, যিনি যে কোন সম্বন্ধ গুরুতর ভাবে না ভাবিয়া তুচ্ছ "এয়ারকি" ভাবে গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও অন্তঃপুরে স্বাধিনভাবে প্রবেশাধিকার দেওয়া কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। সম্বন্ধ থাকিলেও দুশ্চরিত্র, কখনই দুশ্চরিত্রতা বিস্মৃত হয় না, ইহাই গৃহিণী স্মরণ রাখিবেন।

অতিথি।

অজ্ঞাতপূর্ব্ব গৃহাগত ব্যক্তিই অতিথি। গৃহস্থের গৃহদ্বার অতিথির জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক। হিন্দু অতিথি সেবায় চিরপ্রসিদ্ধ। যাঁহারা অতিথি সৎকারের জন্য স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয়তমপুত্রের মস্তক ছেদন করিতে পারেন, অতিথির জন্য যাঁহারা স্বীয় দেহ বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই আর্য্যবংশকে অতিথিসৎকার সম্বন্ধে কোন উপদেশ দান—ধৃষ্টতা। তথাপি দুই একটী কথা বলা যাইতেছে।

অতিথি গৃহাগত হইলে যথাসাধ্য তাঁহার পরিচর্য্যা করিবেন। অতিথি-সেবায় স্ত্রীজাতিই সমধিক সমর্থ, অতএব একার্য্যে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিবেন।

অতিথি কোন গর্হিত কার্য্য করিলে তাহার প্রতিবাদ করিবেন না, তবে পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা হইলে তখন তাঁহাকে সে বিষয়ে সাবধান করিলে কোন ক্ষতি নাই।

গৃহস্থ আপন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অতিথিসেবার ব্যবস্থা করিবেন, কেন না বহুচেষ্টার আয়োজন এক দিনের জন্য—দ্বিতীয় দিন হইতে সেই আয়োজনের হ্রাস হওয়ায় অতিথি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। যে পরিমাণে ব্যবস্থায় তিনি চিরদিন অতিথিসৎকারে সমর্থ হইবেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্যবস্থা করিবেন।

অতিথির কর্ত্তব্য—গৃহস্থের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করা। অনেক সময়—দরিদ্র গৃহস্থের বাটীতে অতিথি আহারের এমন "হিসাব দাখিল" করেন, যে তাহার সংযোগ করিতে গৃহস্থকে বিষম ক্লিষ্ট হইতে হয়। এইরূপ পীড়ন অতিথির অকর্ত্তব্য।

বিদেশপ্রবাসী বিদেশেও স্বদেশীয়ের আশ্রয় লাভ করিয়া সুখী হয়েন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

গুরুজন।

গুরুজন জীবনের উন্নতির প্রবর্ত্তক, অতএব গুরুজনের সম্মান ও তাঁহাদিগের সহিত যথোচিত ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। মাতা, পিতা ইহারা পরম গুরু। পিতা হইতেও মাতা গুরুতরা। অপরিশোধনীয় মাতৃঋণ স্মরণ না করিয়া যে মূঢ় মাতার প্রতি অত্যাচার করে, সে বহুপুণ্যবান হইলেও মহাপাপীশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। পিতৃ ও মাতৃভক্তির নিদর্শন—জলন্ত দৃষ্টান্ত—হিন্দুশাস্ত্রে অভাব নাই।

পিতার নিকট সাধারণত একটু ভয়—একটু সঙ্কোচ—দেখি, কিন্তু মাতার নিকট সে ভয়—সে সঙ্কোচ কোথায়? সৎকর্ম্মই করি—অকার্য্যই করি হৃদয়ের ভার মাতার নিকট আসিলে যেমন লাঘব হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। পীড়িত যন্ত্রণায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন—মাতার কোমলহস্ত ভিন্ন সে যন্ত্রণা কি যায়? মাতার নিকট বসিয়া—মাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া হৃদয়ের

শাস্তি. সে শাস্তি আর কোথাও আছে কি না জানি না! পুত্র শত অপরাধে অপরাধী, মাতা তবুও কি তারে ভুলিতে পারেন? এমন সম্বন্ধ আর কোথায়? মাতার অশ্রুজল পুত্রের হৃদয়ের বজ্র, মাতার আনন্দ—পুত্রের স্বর্গ, একথা সকলেরই জানা উচিত।

পিতৃব্য জ্যেষ্ঠভ্রাত ও মাতৃস্বসা পিতৃস্বসা প্রভৃতির আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদিগের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন।

ভ্রাতা, ভগ্নির দক্ষিণহস্ত, ভগ্নি ভ্রাতার শান্তিনিকেতন। নানা কারণে সংসারে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হয়, ব্যবহারদোষে ভ্রাতা স্নেহময় ভ্রাতৃবন্ধন ছেদন করে, সংসারে অর্দ্ধ হইয়া জীবনযাপন যে কি কষ্টকর, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। ভ্রাতা যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, পশ্চাতে তাঁহার ভ্রাতা দণ্ডায়মান; সংসারের অবলম্বন—ভ্রাতা। ভ্রাতার পশ্চাতে ভ্রাতা অলক্ষ্য থাকিয়া, স্নেহময়ী ভগ্নির প্রতিমা ভ্রাতার পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার সংসারপথ সুগম করিয়া দিবেন, ভ্রাতা ভগ্নির ইহাই সম্বন্ধ।

ব্রতকথা।

ব্রত রমণীরই ব্রত। পঞ্চমবর্ষিয়া বালিকা—অস্ফুটবাচা—কোন জ্ঞান নাই, তখন হইতে সে ব্রত লইবার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু এই ব্রত কেন? রমণীর এব্রত সাধনের কারণ কি? রমণী ব্রত উদ্যাপন করিয়া ফল প্রার্থনা করিতেছেন, "আমার পুত্র দীর্ঘজীবি হউক" "স্বামী আমার অতুলধনের অধিকারী হউন—লক্ষ্মীশ্বর যেন আমার স্বামী হন—আমার পুত্রকন্যাগণ যেন চিরদিন কুশলে থাকে।" এ সকল প্রার্থনার মধ্যে নিজের মঙ্গল কামনা অতি অল্পই। রমণী নিজের জন্য তত ব্যাকুল নহেন—নিজের সুখসম্পদ নিজের মানসিক বা ইহপরকালের জন্য তাঁহার কোন প্রার্থনাই নাই. প্রার্থনা তাঁহার স্বামী পুত্রের জন্য, কামনা তাঁহার তাঁহাদিগের জন্য। ব্রতের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। প্রথম দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তি, সেই সঙ্গে সঙ্গে অতিথি সেবায় স্পৃহা বলবতী হইয়া তাঁহার মানসিক উন্নতির সুবিধান করে, অপর তাঁহার শরীরের উন্নতিও সাধিত হয়। তিথী ও নক্ষত্রানুসারে উপবাস, স্বল্পাহারে শরীর কৃশকরণ, এ সকলের প্রয়োজন। ইহার তাৎপর্য্য "সুখের সংসার" নামক গ্রন্থে দেখুন। সেই প্রয়োজন সাধনে রমণীর এই ব্রতই প্রধান ক্ষেত্র।

সম্পূর্ণ।

প্রতিভা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৫

কলিকাতা,
১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য।০ চারি আনামাত্র।

একটী কথা।

প্রতিভা বড় শান্ত মেয়ে, সবে এই নয় দশ বৎসর তার বয়স, গৃহিণী এখন হতেই তাকে সংসারশিক্ষা দিচ্চেন। পিতাও নিশ্চিন্ত নন, বালিকাটী কিসে গুণবতী হয়ে পরিণামে সে সুখে সচ্ছন্দে কাটাতে পারে, পিতামাতায় প্রাণপণে তারই চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্যস্ত আছেন। বালিকা প্রতিভা—উপযুক্ত পিতামাতার দ্বারা শিক্ষিতা হয়ে পরিণামে কেমন সুখে সংসার করে, পাঠক! একবার দেখুন। কেবল দেখেই নিশ্চিন্ত হবেন না, আপন আপন বালিকাকেও এইভাবে শিক্ষা দিয়ে এক একটী প্রতিভায় পরিণত করুন, ইহাই অনুরোধ।

আর প্রতিভা! তুমিও নিশ্চিন্ত থেক না, তোমার সম্মুখে বিস্তৃত সংসার, এখন হতে এই সংসারশিক্ষায় শিক্ষিতা হও জীবনের সুখ—মহারত্ন, সেই রত্ন লাভ সংসার শিক্ষা ভিন্ন হয় না, এটী মনে রেখে সংসার শিক্ষা কর। গুরুজনের আশীর্ব্বাদে তোমার সংসার সুখের হবে। ভাগনীপ্রতিভাগণ যাতে তোমার অনুবর্ত্তন ক'রে তোমার মত হতে পারেন সেই চেষ্টাই জীবনের ব্রত কর। প্রতিভা বালিকাপ্রতিভার অবলম্বন হউন, ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

প্রাতরোত্থান।

মা ও মেয়ে।

মা। প্রতিভা! উঠ্ না মা! রোদ উঠেছে যে! এত বেলা পর্য্যন্ত কি ঘুমাতে আছে? অসুখ হবে যে?

প্রতি।—না মা! আমি ত ঘুমাইনি, জেগেই আছি!—বড় আলিস্যি ক'চ্চে তাই শুয়ে আছি, এতে আর অসুখ হবে কেন মা?

মা।—অসুখ হবে না ত কি? ঘুমভাঙলেই বিছানা ছেড়ে উঠ্তে হয়। তা না হ'লে আরও আলিস্যি হয়—আরও ঘুম আসে। দিনে ঘুমুলেই সমস্ত দিন শরীরে অসুখ বোধ হয়। কোন কাজ কত্তে ইচ্ছা হয় না, কিছুই ভাল লাগেনা। কেবল ঘুমুতে ইচ্ছে করে, চোক লাল হয়—হাই উঠে! এ সব অসুখ নয় ত কি?

প্র। তাইত মা! আমারও যে হাই উঠ্ছে,—ঘুমুতেই ভাল লাগ্ছে, হা মা! আমারও চোক লাল হয়েছে নাকি?

মা। হয়েছে বই কি মা! তোরও চোক্ লাল হয়েছে, আর দেরী করিস্‌নে, উঠে মুখ হাত ধো—সেতখানায় যা, খাবার নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? তোর কাকা বাবু আবার সেই রাঙা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খাবার খেয়ে পড়্তে যাবি।

প্র। মা! আমি আগে বৈ নে আসি, তার পর মুখ ধোব—খাবার খাব কেমন?

মা। না না তা হবেনা. বেশকরে চোক মুখ না ধুলে চোকের ব্যাম হবে। শুনিস্ নি, সে দিন ঘোষেদের ছেলে মুখ ধুতোনা বলে—সকালে চোকের পিচুটি পরিষ্কার কর্ত্ত না বলে, তার চোকের ব্যাম হয়েছে। মুখ না ধুলেও মস্ত ব্যাম হয়। মুখে গন্ধ হয়, দাঁত পড়ে যায়, মুখ না ধুলে দাঁত পোড়ে গেলে বে হবে কেন ?

প্র। তবে মা মুখ চোকই ধুই—স্বেতখানায় আর যাবনা! দুপুরবেলা যাব, কেমন মা ?

মা। না, তাও হবে না। আমি যা যা বল্লেম, সবই কত্তে হবে। আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, বই নেবার জন্যে তুই স্বেতখানায় যেতে চাচ্চিস্ না, তা হবে না। বাহ্যে সময়ে না হলে আর হয় না, শেষে সেবারকার মত পেটের ব্যাম হবে, পেট কামড়াবে, জানিস্ ত কেমন কষ্ট পেয়েছিলি।

প্র। আবার তেমনি করে পেট কাম্‌ড়াবে মা ? সেই রকম গা বমি বমি কর্ব্বে ? তবেত বড় কষ্ট হবে! মা চল্—যাই।

মাতার কথামত হাত মুখ ধুইয়া প্রত্যাগমন—

প্র। হাঁ মা! তুই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্।

মা। দাঁড়িয়ে না থাক্‌লে কি হয় মা! দেখ্ দেখি, খাবার সব জুড়িয়ে গ্যাছে।

প্র। আমি খাব না।—

মা। না খেলে কি হয় মা—পিত্তি পড়্‌বে যে! সেই কাল সন্ধ্যার সময় খেয়েছিস্ সমস্ত রাত গ্যাছে তার পর এতখানি বেলা হয়েছে, খালি পেটে কি এতক্ষণ থাক্‌তে আছে। ১২ দণ্ডের বেশী কিছু না খেয়ে থাক্‌লে পিত্তি পোড়ে অসুখ হয়।

প্র। তবে ও খাবার আমি খাব না—কাল্‌কের রাতের এক খানা লুচী দেনা মা! সেই এক খানা খেলেই আমার পেট ভর্‌বে।—দিবি দিবি ?

মা। না না—বাশী খাবার খেলে পেটের অসুখ হবে। বাশী খাবার বাশী তরকারী ব্যামোর গোড়া। সেই জন্যেই ত রোজ সকালে খাবার তৈয়ের করি। টাট্‌কা খাবার শিগ্‌গির হজম হয়। হজম না হলেই শরীর অসুখ করে—ব্যামো হয়। আজ থাক্—কাল সকালে তোর জন্যে লুচী ভেজে দেব।

প্র। কাল দিবিত মা? তা হলে আমি আর কখন বাসী খাবার খাব না।

মা। নে মা! আর দেরি করিসুনে, খাবার খেয়ে—পড়া তৈয়ের কর্ব্বি!—পড়া না হলে আবার তোর কাকাবাবু রাগ কর্ব্বে—খেল্‌তে দেবে না।

প্র। আমি ত রোজই পড়ি! দেগা—খেয়ে যাই।

স্নান।

(প্রভা ও প্রতিভা।)

প্রভা। আয় না বোন্! নাইতে যাই?

প্রতি। না দিদি, আমি আজ নাইব না। খেলার সাথীরে সব দাঁড়িয়ে আছে, এখন খেল্‌তে যাই! কাল তোর সঙ্গে নাইতে যাব!

প্রভা। না, তা হবে না, না নাইলে—গা ভাল করে না ধুলে অসুখ হয়। আমিও ছেলে বেলায় নাইতেম না, শেষে গায় সব ময়লা জোমে জ্বর হলো। গায়ে খারাপ গন্ধ ছাড়্‌তো, বাবা বলেছিলেন, যারা না নায়-তাদের গায়ে ময়লা জোমে শেষে ফোড়া পাঁচ্‌ড়া, দাদ, চুল্‌কনা এই সব রোগ জন্মায়। দেখিস্‌নি—আমি নাইতেম না ব'লে কতদিন পাঁচ্‌ড়ায় ভুগেছি। যত দিন হ'তে রোজ নাইতে আরম্ভ করেছি—ততদিন গায়ে একটী চুল্‌কণাও হয়নি। আবার গা হাত পরিষ্কার না রাখ্‌লে শীতকালে ফাটে। সেই ফাটা দিয়ে রক্ত পড়ে—হাঁট্‌তে কষ্ট হয়। দেখিস্‌নি—তোর গয়লার পায়ে কত ফাটা—সে কেমন কষ্ট পায়।

প্রতি। ওমা—সে যে মস্ত ফাটা, যখন রক্ত পড়ে তখন কেঁদেই সারা হয়—অমনি ক'রে আমার পা ফাট্‌বে?—তবে চল দিদি নাইতে যাই, আর রাস্তা হ'তে কীরণকে ডেকে নেব—হবে?

প্রভা। সে আজ ঘাটে নাইবে না!

প্রতি। কেন? সে না নাইলে তারও যে অসুখ হবে, গয়লা দিদির মত পা ফাট্‌বে?

প্রভা। এক দিনেই গা ফাট্‌বে কেন, অসুখই বা হবে কেন? সেও নাইবে, তার সর্দ্দি হ'য়েছে—তাই ঘরে নাইবে, ঘাটে যাবে না।

প্রতি। ও মা! ঘরে আবার বুঝি নায় গা? ঘরে ত কেবল খায় আর সোয়, ঘরে কি কেউ আবার নায় নাকি? এ দিদি তোমার মিথ্যে কথা! আমি সাগি পেলে অনেক ক্ষণ জলে থাকব ব'লে তুমি মিথ্যে করে বল্‌ছো। না তা হবে না—কীরণকে সঙ্গে করে নেব—তা না হলে আমি নাইব না।

প্রভা। ঘরে নায় না তোকে কে ব'ল্লে, সর্দ্দি হ'লে একটু নূণ দিয়ে জল গরম করে ঘরের মধ্যে সেই জলে নাইতে হয়। নাওয়া মাত্রেই গা হাত বেশ ক'রে মুচে—একখানা মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাক্‌লেই এক দিনে সেরে যায়।

প্রতি। জলে আবার নূণ দেয় নাকি? কীরণ কি মাছ—তাই নূণ জল দিয়ে তাকে ধুতে হবে। দিদির সব মিথ্যে কথা!—হা—হা—হা—

প্রভা। না না মিথ্যে নয়! তুই বাবাকে জিজ্ঞাসা করিস্। তিনিই এই কথা ব'লে দিয়েছেন।—

প্রতি। সত্যি নাকি?

প্রভা। সত্যি নয় কি মিথ্যে বল্‌ছি। চল বোন্—আর দেরি করিস্‌নে। বেলা হ'লে মা রাগ কর্ব্বেন—এতক্ষণ ভাত হয়েছে—বেলায় খেলে আবার অসুখ হবে, তুই আজ সমস্ত দিন খেলিয়ে বেড়ালি, আজ কাপড়ে রংকরা শিখ্‌বিনে? মা বলেছেন, আজ তোকে অনেক রকম কাজ শেখাবেন!—

প্রতি। দিদি! হেমা যেমন রংয়ের কাপড় শশুড়বাড়ী হ'তে পেয়েছে, সেই রং শেখাবি?

প্রভা। তাও শেখাব আর তা হতেও ভাল ভাল রং শেখাব, এখন চল—আর দেরি করিস্‌নে।

পান ভোজন।

(মা ও মেয়ে।)

মা। প্রভা! আয় না তোরা, ভাত যে শুকিয়ে গেল। রোজই বোল্‌তে হবে? এত বেলা হ'য়েছে—পিত্তি পড়িয়ে শুক্‌নো ভাত না খেলেই কি নয়? ভাত বেড়ে কতক্ষণ ব'সে থাক্‌বো?

প্রতি। যাই মা। দিদি এখনও ঘুমচ্চে, সে উঠুক — তবে খাব।

মা। ডাক্ না। দিনে ঘুমুলে, যে অসুক কর্ব্বে। তোদের রোগে বোলে আর পারিনে বাছা। ডেকে তোল না।

প্রতি। কেন? থাক্ না। ঘুম পেয়েছে ঘুমুবে না? এখন ঘুমুক—বিকালে ভাত খাবে এখন। তাহলেই ত হবে।

মা। না, তা হবে না, শুকনো ভাত বাসী তরকারী এসব খেতে নাই—তুই তোল।

প্রতি। তুমিত অসুখ অসুখ করেই মাচ না। এত অসুখ হবে কি করে?

মা। আমার কথা না শুনলেই অসুখ হবে। এখন কথা রাখ তোর দিদিকে তুলে নিয়ে ভাত খাবি আয়।

প্রতি। (তথাকরণ ও ভাত খাইতে খাইতে) মা। একটা পাৎকোর জল দে না, তোর এ গঙ্গাজল খেতে পারিনে।

মা। পাৎকোর জলে পোকা থাকে, ময়লাজলে ভারি ব্যামো হয়। শুনিস্ নি, পরশীকালে খারাপ জল খেয়ে কতজন মারা যায়।

প্রতি। তা বলে আমি এ জল খেতে পারিনে।

মা। না না থাবস পাৎকোর জল কাপড়ে ছেঁকে দিচ্চি কিন্তু বেশী খাস্ নে, বেশী জল খেলে ভাত জীর্ণ হবে না।

প্রভা। মা। আমাকে একটু চচ্চড়ি দেনা।

মা। না না। আর চচ্চড়ি নেই।

প্রভা। ঐ যে র'য়েছে—দেনা মা একটু।

মা। চেয়ে খাওয়া মেয়ে মানুষের ভারি দোষ। যা দিয়েছি তাই খাও। না হয় আরও একটু দিচ্চি, কিন্তু আর কখন খাবার চেয়ে খেও না।

প্রতি। মা। তোর সবই উল্‌টো, খেতে ভাল লেগেছে — একটু চেয়েছে— তাতে অত বকাবকি কেন — একটু দিলেই ত হয়।

মা। প্রতিভা। তুই থাম। একটু দিলেই যে আমার ক'মে যাবে তা নয় — কিন্তু এই রকম চাইতে চাইতে একটা বদ অভ্যাস হয়ে যাবে, শেষে শ্বশুর বাড়ী গিয়েও চেয়ে বোসবে। বল্ দেখি, কত লজ্জার কথা!

মেয়ে মানুষের লোভ বড় দোষ, যে মেয়ে মানুষের লোভ আছে, তার নিন্দেতে দেশ ভেসে যায়। তাই এখন হ'তে তোদের শাসন করি মা। শেষে তোদের অভ্যাস দোষে নিজেই কষ্ট পাবি।

গরিবের বড়মানুষী।

ঠাকুর মা ও নাত্‌নী।

নাত্‌নী। ঠাকুরমা! তোর সেই রূপকথাটী বল্‌না?

ঠা-মা। কোন্ রূপকাথা লো? সেই বেঙ্গমা বেঙ্গমী—না রূপোরকাটী সোনার কাটী।

নাত্‌নী। সেই কুঁড়েঘরে থেকে যে রাজত্যি করেছিল!

ঠা মা। ওঃ—তুই আজও মনে করে রেখেছিস্! সেইরামচাঁদ শামচাঁদের রূপ কথা? তবে শোন্ কিন্তু দেখিস ভাই, কাল এইটে আবার আমাকে শুনাতে হবে।

প্রতি। তা শুনাব ঠাকুর মা, কিন্তু ভাল ক'রে বল্‌তে হবে।

ঠা মা। তবে শোন্। রামচাঁদ আর শামচাঁদ দুই ভাই। তারা বড় গরিব, রাজার বাড়ীতে খেটে খেত। রামচাঁদ রাজার বৈটকখানার চাকর ছিল, আর শামচাঁদ ভাণ্ডারী ছিল। শামচাঁদ প্রথমে বেশ দশটাকা রোজগার কর্ত্ত। দুই ভেয়ে সুখেও ছিল, কিন্তু বোউ দুটীতে বড় বনি বনাও ছিলনা। শামচাঁদ বেশী টাকা পেত—সে যে তার ভাইকে সেই টাকার সমান অংশে খেতে পত্তে দেয়, এটা বড় বৌয়ের মত নয়। সে রোজ শামচাঁদকে কুমন্ত্রণা দিত! পুরুষের কাণপাৎলা রোগ হলে সংসারে সুখ থাকে না—শাম চাঁদেরও হলো তাই, পরিবারের কথায় শামচাঁদ রামচাঁদকে পৃথক করে দিলে—বড়বোয়ের আহ্লাদ দেখে কে? মাটিতে আর পা পড়ে না। শামচাঁদ দুটাকা আনে তাই খরচ! তিন টাকা আনে তাই খরচ! রামচাঁদ অতিকষ্টে যা দুপয়সা আনে—তাতেই কষ্টে দিন যায়। রামচাঁদ রোজ যখন বাড়ী আসে, তখন রাজার বৈটক-খানার যে সমস্ত তামাকের নল পড়ে; সেইগুলি যত্ন করে এনে বাড়ীর

একপাশে রেখে দেয় পরে তাই বিক্রম করে আর রোজ যা রোজগার করে; তার অর্দ্ধেক একটা ভাঁড়ে ফেলে রাখে। ছোট বোউ বড় সঞ্চয়ী, ছোট বৌউ প্রতিভা কেবল্ দেখি ?

নাত্নী। তা আর বুঝি জানিনে, রামচাঁদের—বউ না ?

ঠা-মা। তবে তোর অনেক মনে আছে। "ছোট বউ বড় সঞ্চয়ী। সে ঘরের কাজ সেরে রেঁধে বেড়ে যে সময় পায়, তারই মধ্যে সে রেঙ্গ মাটীর পুতুল গড়িয়ে বাজারে বেচে আস্তো। এই রকম ক'রে কিছু দিন পরে তারা একদিন দেখ্লে যে, পঁচিশ টাকা আর দশ গণ্ডা পয়সা জমেছে। রামচাদ তখন সেই টাকা দিয়ে পাঁচটা ছাগল কিনে আন্লে, সেই ছাগলের ছানা হলে অল্পদিনে ছাগলের পাল হলো। শেষে সেই ছাগল বেচে গরু কিনে আর সেই গরুর দুগ্ধ বেচে রামচাঁদ বেশ দশ-টাকা জমালে।

শ্যামচাঁদের এখন আর দিন চলে না। সে আজ ছমাস ধোরে কাশীর ব্যামতে শয্যাগত। চাক্রীও নেই! তখন যা পেয়েছে নষ্ট করেছে, একটী পয়সাও রাখেনি, এখন চলে কি করে ? রামচাঁদ ভায়ের এই রকম বিপদ দেখে নিজের বাড়ীতে এনে বড়ভায়েব দুঃখ দূর কল্লে। শ্যামচাঁদ বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত চাক্রী ক'রে মরার সময় সে শাত হাঁড়ি টাকা রেখে যায়। শাম-চাঁদের ব্যাম ভাল্ো হলো, কিন্তু সে আর চাকুরীতে গেল না। ভেয়ের পয়সা নষ্ট কর্ত্তে লাগ্লো। বড় বউ ঘরের গৃহিণী, তিনিও শামচাদের মত। তবুও ছোট বউ তাঁকেই গৃহিণী করেছিলেন। বড় বউ নিজের স্বভাব ছাড়্তে পাল্লে না, আগে যেমন যা পেত খরচ কর্ত্ত—এখনও তাই কর্ত্তে লাগ্লো। পয়সা খরচ কল্লে আর ক দিন থাকে—বোসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরায়ে যায়—এত সামান্য টাকা। আবার শ্যামচাঁদের দুঃখ হলো। আবার—কষ্ট হলো—আবার দিন চলা ভার হলো। ছোট বউ বড় লক্ষী—সে পরের বাড়ী দাসীগিরী ক'রে যা পায়, তাই ভাশুরকে খাওয়াতে লাগ্লো। শুনেছি—ছোট বউ মরে গেলে শ্যামচাঁদ আর বড় বউ ভিক্ষে করে খেত। যারা সব কথা জান্তো, তারা ভিক্ষাও দিত না। যে এত টাকা রোজগার করেছে—খরচের দোষে তার শেষে এই কষ্ট! প্রতিভা! এখন তুই বড়বউ হবি—না—ছোট বোয়ের মত হবি।

প্রতিভা! তোমার ঠাকুরমায়ের কথার উত্তর দাও। নূতন গল্প আজ থাক কা আবার হবে—এখন এস, বিদায় হই।

বেনেবউ।

দুই বোন।

প্রতি। দিদি! একটা গল্প—বল্ না।

প্রভা। আমি কি গল্প জানি যে বল্‌বো, কেন ঠাকুরমায়ের কাছে যা না।

প্রতি। না তুই বল্, সেই বেনে বউয়ের গল্পটা বল।

প্রভা। তুই গল্প গল্প করেই পাগল করেছিস্, আমি এইটে বলে আর কিন্তু কখন বোল্‌ব না;—

প্রতি। আচ্ছা, আজ ত বল—

প্রভা। শোন! কোন গ্রামে এক বেনে ছিলো। বেনের অনেক টাকা-কিন্তু সে কথা কেউ জান্ত না।—বেনেনীও যেমন লোক, বেনেও সেই রকম, দুজনে সামান্যভাবে খেয়ে পরে দিন কাটাত। বেনে রোজ বাজারে বেনের মসলা বেচ্‌তে যেত, বেনেনীও মাঝে মাঝে কাঁথা সেলাই করে বেচ্‌তো, এই সব দেখে শুনে বেনের টাকার কথা কেউ বিশ্বাস কত্ত না। বেনের টাকা ঢের—কিন্তু ভোগ করে কে? বেনের বয়স প্রায় চল্লিশ, বেনেনীর বয়সও ত্রিশ, কি তারও দু এক বছর বেশী হবে, এ পর্য্যন্ত ছেলে পুলে কিছু হয়নি, আর যে হবে তারও আশা নাই। এই সব কারণে পাড়ার লোকে বেনেনীকে বড় যন্ত্রণা দিত। সে যে বাঁজা—তার জন্যেই বেনের ছেলে হলো না—একটা বংশ লোপ হলো—এই ভেবে পাড়ার লোকে কত জনে কত কথা বল্‌তো। বেনেনীর বড় শান্ত স্বভাব, সে কারও কথায় কোন উত্তর কত্তো না, কিন্তু বেনেনীর বড় অসহ্য হয়েছে, কথার বিষে বেনেনী অস্থির, তাই এক দিন বেনেকে বোল্লে—"তুমি বিয়ে কর।"

বেনে কৃপণই হোক আর যাই হোক বেনেনীকে কিন্তু সে বড় ভাল বাসতো, বেনে উত্তর কোল্লে "আমার বংশ থাক্ আর নাই থাক্, প্রাণ থাক্‌তে আমি আর বে কোর্ব্ব না।" বেনেনী সব কথা ভেঙে বল্লে—কিন্তু বেনে কিছুতেই সম্মত হলো না। এই রকম বেনেনী রোজই বলে, বেনেও রোজই কথা কাটিয়ে দেয়, কোন মতেই স্বীকার হয় না। কথাটা ক্রমশঃ পাড়ায় রাষ্ট হলো—বেনের স্বজাতী যারা ছিল, সকলেই জেদ কল্লে—শেষে বেনে অগত্যা বে কল্লে।

বে কল্লে বটে, কিন্তু সেই হতে বেনের মনের সুখ চিরদিনের জন্য গেল। নতুন বৌ বের আগে শুনেছে—বেনের অনেক টাকা। এখন বেনের বাড়ীতে এসে—সেই টাকার সন্ধান নিতে লাগ্‌লো। এত যত্ন করে—এত স্নেহ করে—তবুও নতুন বৌ যেন আগুণের খাপ্‌রা। বেনেকে নূতন বৌ জ্বালাতন করে তুল্লে। আজ এ দাও—কাল ও দাও—এ বিছানায় শোয়া যায় না—এঘরে থাকা যায় না,—এসব জিনিষ খাওয়া যায় না, এই রকম ফরমাসে ফরমাসে বেনে তিত বিরক্ত হয়ে গেল। করে কি—না দিলেও নয়।

এতদিনে বেনের টাকার পুটুলিতে হাত প'লো। এতদিন জ'মে আস্‌ছিল—আজ তবিল হতে খরচের সুরু হলো। বেনে বাধ্য হয়ে নূতন বৌয়ের কথামত কাজ কত্তে লাগ্‌লো। নূতন বৌকে ঝক্‌ড়ায় কেউ আঁট্‌তে পারে না। যে এক কথা বলে—নূতন বৌ তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে—ছাড়ে। এসব দেখে শুনে নূতন বৌয়ের বড় নিন্দে হলো, নূতন বৌ এক দিন বেনেকে বোল্লে, "তুমি আর মাথায় মোট নিয়ে বাজারে যেওনা আমার বড় লজ্জা করে, তোমার এত টাকা—তুমি কি না একটা মজুরের মত থাক।" বেনে কাতর হয়ে বল্লে "তবে খাব কি? এক দিন বাজারে না গেলে সব খদ্দের হাত ছাড়া হবে, তা হলে না খেতে পেয়ে মারা যাব যে।" নূতন বৌ বল্লে "মারা যাবে? তোমার এত টাকা—" বেনে আস্তে আস্তে বল্লে "টাকা কৈ?—" নূতন বৌ আর সহ্য কত্তে পাল্লে না—রাগে গর গর করে বল্লে "আমাকে তবে মিথ্যে কথা—টাকার কথা আমাকে বলা হবে না। বড় বৌ তোমার সব, আমি কেউ নই। এখনি আমি ভাগমত টাকা নেব—তবে ছাড়বো, নৈলে গলায় দড়ি দিয়ে ম'রবো।" বড় বৌ বল্লে "টাকা সবই তোমার আছে, তাতে অত রাগ কেন?" নূতনবৌ এমন কথা গ্রাহ্য কল্লে না, সেই রকম চোড়ে উঠে বল্লে "তুই থাম্! তোর এখানে কে মধ্যস্থ কত্তে বল্লে? ওর গায়ে এত গয়না—আমার কিনা ছাই, তাই মুখে বল্‌তে এসেছেন—এক খান দেবার ক্ষমতা ত নাই—মজা দেখা বইত নয়।" বড় বৌ তবুও আস্তে আস্তে বল্লে "কেন দেবার ক্ষেমতা নাই, এস আমার সব গয়না তোমায় দেব।" এই বোলে নূতন বৌয়ের হাত খানি ধোরে ঘরে নে গিয়ে আপনার সমস্ত গয়না নূতন বৌয়ের গায়ে দিয়ে দিলে, তাই সেদিনকার ঝক্‌ড়া এক রকম মিটমাট হ'য়ে গেল।

বড় বৌ এত যত্ন করে—আপন মায়ের পেটের বোনের মত যত্ন করে, কিন্তু নূতন বৌ তার খুঁৎ ধোরে ধোরে বেড়ায়। বড়বৌকে এত বলে কিন্তু বড় বৌ তাতে উত্তর করে না। বড় বৌ নিজে না খেয়ে সমস্ত দুধ-

টুকু নূতন বোকে দিলে—নূতন বৌ অমনি খুঁত ধল্লে "দুধ খাইয়ে মেরে ফেল্‌বার জন্য আমাকে সমস্ত দুধ দিয়েছে।" বড় বৌ বল্লে "না নাইলে অসুখ হবে—নাওগে যাও।" নূতন বৌ অমনি বোল্লে "বাতিক হয়ে আমি মোরে যাব বলেই বড় বৌ একথা বোল্‌ছে।" এই রকম বড় বৌ যে সব ভাল কথা বলে—নূতন বৌ তাই দোষের ভেবে দুকথা শুনিয়ে দিতে ক্রটী করে না।

কালে নূতন বৌয়ের একটী ছেলে হলো—আর তাকে পায় কে? একে মনসা—তাতে ধুনোর গন্ধ, এখন নূতন বৌয়ের আর মাটিতে পা পড়ে না। বড় বৌ প্রাণপণে তার সেবা করে—তবুও মন পায় না। বড় বৌ যদি ছেলেটী কোলে ক'রে আদর করে, তা হলে নূতন বৌ এক কাণ্ড কোরে বসে। এক দিন বড় বৌ ছেলেটী নিয়ে আদর কচ্চে, এমন সময় নূতন বৌ এসে উপস্থিত! অমনি মুখ যেন আঁধার হয়ে এলো—চিৎকার ক'রে ছেলেকে নিকটে ডাক্‌লে। বড় বৌ তখন ছেলেটীকে একটী সন্দেশ দিচ্ছিল—ছেলেমানুষ—সন্দেশ পেলে উঠবে কেন?

ছেলেটী কাছে এল না দেখে নূতন বৌ তাকে এম্নি মাল্লে—যে ছেলে যায় আর কি! এই সব দেখে শুনে বড় বৌ আর থাকৃতে পাল্লে না, বল্লে "নূতন বৌ! ছেলেটা কি আমি কোলে নিলেও দোষ—ওতে কি আমার কোন সম্বন্ধ নেই? তুমি যে ছেলের জন্যে আজ এই কাণ্ডটা কল্লে, জান, তুমি কার চেষ্টায় এখানে এসেছ? আমি যদি অতকরে না বোল্‌তেম—মত না দিতেম, তাহলে এখানে এসে আর তুমি এমন চলাচলি কত্তে পাত্তে না।" এই কথা শুনে নূতন বৌ যেন কেমন একটা হয়ে গেল। বল্লে "বটে, তুই আমায় এনেছিস, এ তোর বাড়ী—তোর ঘর দাঁড়া তোর বাসা আমি ভাঙচি" এই বলে কতকগুলো খড় জ্বেলে ঘরের চালে ধরিয়ে দিলে। বড় বৌ চিৎকার কত্তে লাগলো—চেঁচা চেঁচিতে লোক জন জমা হলো, কিন্তু তখন চালের উপর দাউ দাউ করে আগুণ জল্‌চে, তখন কি আর নিবান যায়? বেনের ঘর দোর সব পুড়ে গেল।

তখনি সব দারগা বক্সীতে বাড়ী পুড়ে প'লো, কে এমন কাজ কল্লে সুরথাল কত্তে লাগ্‌লো। বড় বৌ, বেনে—দুজনে একথা গোপন রাখ্‌তে বিস্তর চেষ্টা কল্লে—কিছুতে কিছু হলো না! সত্যি কথা কি চাপা থাকে? তখনি নূতন বৌকে বেঁধে কাছারী নিয়ে গেল! নবাবী হুকুম মতে নূতন বোয়ের মাথা মুড়ায়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে। অপমানের এক শেষ হলো! মেয়েমানুষ বেশী বাড়া—বেশী কুঁদুলে হলে যে ফল হয়, তাই এই। বল দেখি প্রতিভা, বড় বৌ ভাল—না নূতন বৌ ভাল?

পুতুলখেলা।

বোন্। দাদা! আমাকে একখানা রাঙা কাপড় দেবে? আমি ছেলের বে দেবো।

দাদা। তোর আবার ছেলের বে?

বোন্। না দাদা, সত্যি সত্যি আমার ছেলের বে। কত খাবার তৈয়ার করেছি, মানুষ নেমন্তন্ন করেছি! দাদা তোমারও নেমন্তন্ন।

দাদা। বটে, আচ্ছা আমি তোর ছেলের কাপড় দেব এখন, কার মেয়ের সঙ্গে বে?

বোন্। ক্ষীরদের মেয়ে আর আমার ছেলে! দাদা, তুমি সেই কলকাতা হ'তে যে কাঁচের ছেলে এনেছিলে, তারই বে! চল দাদা—দেখ্‌বে চল!

পিসীরপ্রবেশ।

পিসী। কিরে প্রভা? অত চেঁচাচেঁচি কেন! কি হয়েচে কি?

দাদা। পিসী মা! প্রভার আজ ছেলের বে!—মস্ত ধূম—আমাকে একখান কাপড় দিতে হবে!—

পিসী। আরও কিছু!—যা, গা হাত ধুগে যা, আর ছেলের বে দিয়ে কাজ নাই, মেয়ে—শিখ্‌ছেন—

দাদা। না পিসি মা! ওকে তাড়িওনা, এখন এই সব পুতুল খেলা শিখ্‌লে শেষে সংসারে এ সবের জন্যে কোন কষ্ট হবেনা। ছেলে মেয়ে মাটীর বটে, খাবার দাওয়ার যা তৈয়ার করে সব মাটীর, কিন্তু যা শেখে—তা বড় দরকারী। বে তে কি কি লাগে, কি কি কর্ত্তে হয়—লোকজন কি করে খাওয়াতে হয়—সংসারে যা যা দরকার—সব এই হতে শিখে রাখ্‌লে আর কোন কষ্ট থাকে না। পুতুল খেলায় অনেক শিক্ষা পেতে পারা যায়। চল্‌ প্রভা! তোর ছেলের বে দেখিগে! চল্‌!

বোন্। না দাদা! দিদি মা ভারি দুষ্টু, খেল্‌তে দেবে না, মারবে—আমি যাব না।

দাদা। না না—তোকে কেউ কিছু বোল্‌বে না, চল্‌। তোর যা যা লাগে—সব আমি দেব!

বোন। তবে এস!

(দাদার হাত ধরিয়া ভগ্নির প্রস্থান।)

সমাপ্ত।

আদর্শ কৃষক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা, গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধর চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৬

কলিকাতা,
মাণিকতলা ষ্ট্রীট—২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন।
নূতন বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীউদয়চরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য।৴০ ছয় আনা মাত্র।

আদর্শ কৃষক

কৃষক কে ?

কৃষিকার্য্যের উপর আমাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কৃষির উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি, এবং অবনতিতে অবনতি স্বতঃ সিদ্ধ, সুতরাং কি করিলে শস্যের অবস্থা ভাল হয়, চাষকার্য্য, বীজবপন, বীজসংগ্রহ, গোপালন, কি উপায়ে সামান্য অর্থদ্বারা কৃষিকার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে আমাদিগের যেমন অভিজ্ঞতা—তাহাতে বিশ্বাস, সাধারণ চাকরী অপেক্ষা ইহা অনেকটা লাভজনক। মসীজীবি বঙ্গবাসী চাকরীর জন্য—অন্নের জন্য হা অন্ন হা অন্ন করিয়া না বেড়াইয়া যদি স্বাধিনভাবে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি যে সুখ সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল এমনি দিন কাল পড়িয়াছে যে, কৃষিকার্য্যের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি বড়ই ঘৃণাময়। জগতে যত প্রকার উপার্জ্জনের পথ আছে, এটী যেন সে সকলের সর্ব্বনিম্ন—ঘৃণ্য—হেয় এবং লজ্জার বিষয়। ভদ্রলোক চাষ করিয়া চাষা হইবে, একথাটা আধুনিক ভদ্রগণের বড়ই অসহ্য, কাজেই শিক্ষিতগণ যে স্বাধিনব্যবসা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিবেন, ইহা আশা করা নিতান্তই বাতুলতা !

দেশে এত দুর্ভিক্ষ, এত হাহাকার, এত অন্নকষ্ট, খাদ্যদ্রব্য এত মহার্ঘ শিক্ষিতগণ কৈ একবারও ত তাহা দেখিতেছেন না ? ভারতের যাঁহারা ভরশা, তাঁহারা ত কৈ তার দুঃখ বুঝেন না ! বঙ্গবাসী বি এ পাশ করুন

তাঁর প্রধান লক্ষ বড় চাকুরী, বা পরপদসেবা! এ লজ্জা রাখিবার আর স্থান নাই।

বাঙ্গালী যাঁহাদের মানে মানী, যাঁহাদের অনুকরণে, অনুকৃত—গঠিত, সেই ইংরেজ কৃষিকার্য্যে কতই উন্নতি করিয়াছেন, তাহাও ত কৈ বঙ্গবাসী দেখেন না! বাঙ্গালী চাষকার্য্য করিয়া চাষা হইতে লজ্জাবোধ করেন, কিন্তু যাঁহার ঈঙ্গীতে ব্রিটিশরাজ্য পরিচালিত, যাঁহার বুদ্ধিবলে ব্রিটিশসিংহ আজ সসগরা বসুন্ধরার একাধিশ্বর, যাঁহার বিদ্যা বলে ইংরাজিসাহিত্য গর্ব্বিত, সেই মহামন্ত্রি গ্ল্যাডষ্টোন সহস্তে কৃষিকার্য্য করেন, স্বয়ং ক্ষেত্র পরিদর্শন করেন!—তবে বঙ্গবাসী, আর কি তুমি বলিতে চাও?

কৃষিকার্য্য যে এখন বঙ্গবাসীর প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত, তাহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। এখন প্রকৃত কৃষক কে, কি কি করিলে প্রকৃত কৃষক হইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে সমর্থ হওয়া যায়, তাহাই লিখিতেছি।

১। নীরোগী, বলবান, উৎসাহী, আলস্যহীন ব্যক্তিই প্রকৃত কৃষক।

২। কৃষককে প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া ক্ষেত্র পরিদর্শন করা আবশ্যক। কেন না কোন্ ক্ষেত্র চাষের উপযোগী, কোন ক্ষেত্রে শস্য বপন হইবে, কোথায় অন্য কার্য্য করিতে হইবে, এসকল কৃষক সর্ব্বাগ্রে তত্ত্বাবধান করিয়া সহকারীগণকে (কৃষক, চাকর বা মহেন্দার) তথায় সেই সেই কার্য্যে প্রেরণ করিবেন।

৩। কোন্ জমীতে কোন্ শস্য হইতে পারে, কোন্ সময়ে কোন্ শস্য রোপণ, সেচন, এবং ছেদনাদি করিতে হয় সে বিষয়ে কৃষকের বিশেষ জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য।

৪। দ্বাদশ মাসের ফল জানা প্রয়োজন। তাহা হইলে কোন্ মাসের কোন্ সময়ে বৃষ্টি হইবে, কোন্ সময়ে রৌদ্র, কোন্ সময়ে ঝড় হইবে, এ সকল জানা যাইবে। পৌষ মাসের ৩০ দিনে বার মাসের ভোগ হইয়া থাকে। পৌষ মাসের ৩০ দিন ১২ ভাগ করিয়া ২॥০ দিন হিসাবে এক মাসের ভোগ হইবে। এই ২॥০ দিনকে ৩০ ভাগ করিয়া এক এক দিন হইবে। পৌষ মাসের প্রতিদিন সময়ের গতি, কোন্ সময়ে

বৃষ্টি হয়, কোন্ সময়ে ঝড় হয়, কোন্ সময়ে গ্রীষ্ম হয়, এ সকল লিখিয়া রাখিলে সেই সময় যে সময়, যে দিন হিসাবে হয়, মাসের সেই দিন ঝড় বা বৃষ্টি হইবে, অনায়াসে বলা যাইবে। ১লা হইতে ২॥০ দিন পৌষ মাস, তার পরের ২॥০ দিন মাঘ এইরূপ ১২ মাস ধরিতে হইবে। কৃষক এসকল বিষয় জানিতে পারিলে তাঁহার আবশ্যক মত বীজ বপণ, কর্ষণ প্রভৃতি করিয়া প্রভূত উপার্জ্জন করিতে পারেন।

৫। কোন্ শস্যের অবস্থা কোন্ সময় কি হইবে, কোন্ শস্য অধিক বিক্রয় হইবে, এসকল জানা কৃষকের আবশ্যক। কৃষক রাত্রি এক ঘণ্টা থাকিতে গোশালা পরিষ্কার করাইবেন, এবং তাহাদিগকে উত্তম রূপ খাইতে দিবেন, নতুবা তাহারা ক্ষেত্রকর্ষণে কখনই সমর্থ হইবে না। দুর্ব্বল গোসকল দ্বারা কখনই কৃষিকার্য্য চলিবে না।

৭। গোময়—গোশালার আবর্জ্জনা অযত্নে ফেলিয়া না রাখিয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করিবেন। পরিণামে সেই সারদ্বারা ক্ষেত্রের উৎ-পাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া কৃষককে লাভবান করিবে।

৮। রক্ষিত বীজ সমূহ সর্ব্বদা যত্নে রাখিবেন এবং তাহা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

৯। কৃষি কার্য্যের যন্ত্রাদির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

১০। ভূমীকার্ষণের সময় কৃষক স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভূমীর অব-স্থানুসারে চায দেওয়াইবেন। যে ভূমীর মাটী শক্ত এবং বালুকাশূন্য তাহা গভীর করিয়া কর্ষণ করিবেন। নিম্নে বালুক থাকিলে এমনভাবে কর্ষণ করিতে হইবে যে, ফালে বালী না লাগে।

১১। ভূমীর পরিমাণ বুঝিয়া লোক নিযুক্ত করিতে হইবে। নতুবা হয় অধিক সময় নষ্ট হইয়া যো ফুরাইয়া যাইবে, অথবা অধিক লোক থাকিলে কতকগুলী লোক বসিয়া কাটাইবে।

১২। কোন্ ভূমীতে কিরূপে শষ্য বপন করিতে হয়, তাহা জ্ঞাত থাকা আবশ্যক।

চাষ কি ?

কর্ষণ, বপন, ছেদন ও বীজ সংগ্রহ, এই চারিটী কৃষির প্রধান অঙ্গ। ইহা ভিন্ন আরও ইহার অনুসঙ্গী কয়েকটী কার্য্য আছে। যাথা নিড়ান, মৈ, বিদা প্রভৃতি।

একখানি হালে চারিটী গরু, দুইজন কৃষক ও একপ্রস্থ কৃষীযন্ত্র থাকিলে ১২ বিঘা জমী চাষ হইতে পারে।

কঠিন মৃত্তিকাতে ছয়খানি হালে ছয় ঘণ্টায় এক বিঘা ভূমী প্রথমে চাষ হইতে পারে। এক বিঘার ঢেলা ভাঙ্গিতে দুইজন লোকের শ্রম লাগে। ৮জন মজুরে ১০ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে এক বিঘার শষ্য কর্ত্তন করিতে পারে। একখানি বিদা ৪ঘণ্টায় এক বিঘা জমীতে বিদা দেওয়া হয়। ৮টী গরু ও দুইজন মজুরের ৮ঘণ্টা পরিশ্রমে এক বিঘা জমীর শষ্য নাড়া ঝাড়া ও উড়ান হইতে পারে। এক বিঘা জমীর নিড়ানা করিতে ১০জন এবং বিদা দেওয়া না হইলে ৮জন লোকের ১০ঘণ্টা পরিশ্রমে সমাধা হইতে পারে।

ধান্য।

ধান্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন, ধান্যই আমাদের জীবন, সুতরাং সকলের প্রথমে ধান্যের চাষই লিখিতেছি।

ধান্য প্রধানতঃ দুই প্রকার। আশু ও আমন। আশু ধান্য শীঘ্র হয়, এই জন্য ইহার নাম আশু হইয়াছে। যে জমীতে জল দাঁড়ায় অথচ ইচ্ছা করিলেই জল নিকাশ করা যায়, সেই জমীই আশুধান্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবে। দুইবার লাঙ্গল দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিবে এবং পরিশেষে এক বার মই দিয়া রাখিবে। দুই বার বৃষ্টি হইলে আবার এক বার চাষ দিবে। শেষে চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে যখন সুবিধা ও যো বুঝিবে, সেই সময় মই দিয়া বীজ বপন ও শেষে একবার মই দিয়া

রাখিবে। এই ধান্য অঙ্কুরোদ্গম হইতে আধ হাত বৃদ্ধি হওয়া পর্য্যন্ত রৌদ্র পাওয়া ভাল,তার পর সামান্য জল পাইলে ধান্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই সময় বৃষ্টিতে ঘাস বাধিলে বিদা দিবে। বিদার ১৫ দিন পরে একবার নিড়াইবে, তার পর এক হাত বৃদ্ধি হইলে আর একবার নিড়াইবে। যদি অধিক ঘাস হয়, তবে আরও একবার নিড়ান ভাল, তার পর আর কোন কার্য্য নাই—কেবল পরিদর্শন। কোন উপদ্রব হইল কি না, গরুতে নষ্ট করিল কি না, ধান পাকিল কি না, এইক্ষণে ইহাই দেখিতে হইবে। ধান্য পাকিয়া উঠিলেই কাটিতে হয়। ধান্য সুপক্ব অবস্থায় কাটাই ভাল, কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, যেন ধান্য পাকিয়া পড়িয়া না যায়।

ধান্য কাটিয়া অধিক দিন রাখিলে ধান্য নষ্ট হইয়া যায়। সে ধান্যের চাউল পরিষ্কার হয় না এবং দুর্গন্ধ হয়। এজন্য যত শীঘ্রই ধান্য মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত গোলায় তুলিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।

গোধুম।

গোধুম (গম) একটী প্রধান খাদ্য। পশ্চিমদেশীয়গণের ত ইহাই জীবনধারণের উপায়। আজকাল গোধুমের সর্ব্বস্থানেই আদর, এজন্য ইহার দরও বেশী। ইহার চাষে সুন্দর লাভের প্রত্যাশা আছে। রীতিমত চাষ করিলে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

নীরস জমিতে ইহা হয় না। তাই বলিয়া অধিক রসাল ভূমিতেও ইহার চাষ হয় না। যে জমী দোয়াঁষ ও (যে জমী আটাল ও বালীতে সমানাংশ মিশ্রিত) রস যুক্ত, সেই জমী সার দিয়া পাঁচখানি চাষ দিয়া রাখিবে। পরে কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে দুই খানি চাষ দিয়া বীজ বপন করিয়া একবার মই দিয়া জমিটী সমান করিয়া দিবে, অঙ্কুর বাহির হইয়া চারা যখন আধ হাত হইবে, তখন এক বার বিদে ও এক হাত হইলে একবার নিড়াইয়া দিবে। নিড়ানের ১০।১৫ দিন পরে একবার দলিয়া দিলে

ভাল হয়। ৪ হাত লম্বা একটী কলার গাছের দুই দিকে রজ্জু বাঁধিয়া সমস্ত জমীতে একবার ঘুরাইয়া দিবে। এই কার্য্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে করিবে। চৈত্র মাসেই ইহা পাকিয়া উঠে। উত্তম সুপক্ক হইলে কাটিয়া আনিয়া রাখিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক না হইলে ইহা মার্দ্দন করা যায় না। এজন্য গম কর্ত্তন করিয়া ১৫ দিন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিবে, উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে শেষে মাড়িয়া লইবে। এক বিঘাতে ৮।১০ মণ গম জন্মাইয়া থাকে।

একমণ গমে কুড়িসের সুজি, পঁচিশসের ময়দা, ও ত্রিশসের ছাতু হয়। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, বলকর, কোষ্ঠপরিষ্কারক, ও গুরু।

ভুরা।

ইহার আবাদ নিতান্ত সহজ। নিতান্ত বালুকা ব্যতীত প্রায় সকল প্রকার জমীতেই ইহা উৎপন্ন হইতে পারে। অধিক জলে বা রৌদ্রে ইহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। প্রথমতঃ মাঘ বা পৌষমাসে জমীতে একখানি চাষ দিয়া রাখিতে হইবে। পরে ফাল্গুণ মাসে সেই জমীতে আর একবার চাষ দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া বীজবপন করিবে। বীজবপন করিয়া একবার মৈ দিবে। ইহার কোন পাট নাই।—কেবল গোরু প্রভৃতিতে যাহাতে নষ্ট করিয়া না ফেলে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইল।

শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে ভুরা সুপক্ক হয়, সেই সময় ইহা কাটিয়া মাড়িয়া লইলেই হইল। এক বিঘা জমীতে ১০ বা ১৫ মন ভুরা জন্মাইয়া থাকে।

ইহাতে আতপ ও উষ্‌না উভয়বিধ চাউলই হইতে পারে। পায়সেই ইহার ব্যবহার অধিক, ইহার পায়স অতিব সুখাদ্য। অপরাপর লোকে ইহার অন্নও ভোজন করিয়া থাকে। গুণ,—স্বাদু, রোচক ও স্বল্প বলকারী।

অরহর।

ইহার দাইল সর্ব্বদেশেই প্রচলিত, সুতরাং ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য।

উচ্চভূমীই অরহরের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবে। নিম্নভূমীতে অরহর জন্মাইতে পারে কিন্তু ইহার গোড়ায় জল জমিলে গাছ মরিয়া যায় বলিয়া নিম্নভূমে কেহ ইহার চাষ করে না।

ইহার চাষ দোয়াঁশ ঢালু মাটীতে বেশ হয়। সচরাচর প্রণালীতে চাষ দিয়া বিঘা প্রতি দুইসের বীজ বপন করিলেই উত্তম শষ্য হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে জল হইলেই ইহার বপন করিতে হয়। বপনের পর একবার মই দিতে হয়। নিড়ান বা বিদার দরকার করে না, তবে অধিক আগাছা হইলে কাটিয়া দিতে হয় মাত্র।

ফাল্গুণ ও চৈত্রমাসে ইহা সুপক্ক হইলে আগাগুলী কাটিয়া শুকাইতে দিবে। উত্তম রূপ শুষ্ক হইলে ঝাড়িয়া লইলেই হইল।

ফল কর্ত্তনের পর গাছগুলী কাটিয়া শুকাইয়া রাখিলে ইহা জ্বালানীর পক্ষে বড় ভাল হয়। গুণ ;—কষায়, মধুর, গুরু।

মাষকলাই।

পলী জমীতেই ইহার আবাদ ভাল হয়। বর্ষায় নদীর জল যে জমীর উপর উঠে, সেই জল নামিয়া গেলেই তাহাতে প্রতি বিঘা ছয় সের হিসাবে বীজ ছিটাইয়া রাখিলে আর তাহার কোন পাইট করিতে হয় না। শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে জমীতে একবার চাষ দিয়া রাখিবে, শেষে কার্ত্তিক বা আশ্বিন মাসে আর দুখানি চাষ দিয়া বীজ বপন ও মৈ দিলেই হইল।পৌষ বা মাঘমাসে ইহা সুপক্ক হইলে মূল সহিত কাটিয়া আনিতে হয়, পরে যথারীতি মলিয়া লইলেই হইল।

এক বিঘাতে পাঁচ ছয় মন শষ্য উৎপন্ন হয়। ইহা অধিক দিন স্থায়ী। এক মনে ত্রিশ সের দাইল হইতে পারে। ভাজা দাইল অপেক্ষা কাঁচাতেই ইহা অধিক উপকারী। গুণ—স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকর, বলকারী, ও মলকারী।

মসূর।

সাধারণ চাসে সরসজমীতে কার্ত্তিক মাসে ইহা বপন করিতে হয়। শুষ্ক মৃত্তিকায় গাছ হয় না, হইলেও অচিরে মরিয়া যায়। এক বিঘা ভূমীতে পাঁচ সের বীজ লাগে। ফাল্গুণ বা চৈত্র মাসে শষ্য পক্ক হইলে তুলিয়া আনিতে হয়। ইহাও কলাইয়ের মত মুল সহিত তুলিতে হয়। গরু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া লইবার নিয়ম।

প্রতি বিঘা ৭। ৮ মন শষ্য উৎপন্ন হয়। ইহার দাইল কিছু উষ্ণ, বলকারী। ঘৃতসংযোগে ব্যবহারে শরীর পুষ্ট হয়। যত প্রকার দাইল আছে, মসূর তন্মধ্যে অধিক বলকারী। গুণ ;—মধুর, বলকারী, শ্লেষ্মা ও কফপিত্তনাশক :

মুগ।

সাধারণ চাষে সরসজমীতে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। পলীজমীতে জল সরিয়া গেলে কেবল ছিটাইয়া বপন করিলেও হয়, ইহাতে চাষের প্রয়োজন করে না। প্রতি বিঘায় চারিসের বীজ লাগে। উৎপন্ন বিঘাপ্রতি পাঁচ মণ। মর্দ্দন প্রণালী পূর্ব্ববৎ, ইহা অতি লঘু, রোগীর পথ্য।

ছোলা।

চনক বা ছোলা পশ্চিমদেশীয়গণের প্রধান খাদ্য।

জল শূন্য জমিতে সার ও উত্তমরূপ চাষ দিয়া আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকের প্রথমে বপন করিতে হয়, মই দেওয়ার নিয়ম বীজ বপণের পূর্ব্বে একবার ও পরে একবার। প্রতি বিঘায় ৮সের হিসাবে বীজ লাগে। অঙ্কুর অর্দ্ধ হাত হইলে জমীর ছোট ছোট গাছ যদি থাকে তুলিয়া দিবে। গাছ অধিক লতা হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ফাল্গুণ ও চৈত্রে ইহা সুপক্ক হইয়া উঠিলে কাটীয়া মাড়িয়া লইতে হয়। প্রতি বিঘায় ইহা ৭। ৮ মণ উৎপন্ন হয়, এক মনে ত্রিশসের দাইল হয়।

গুণ—বলকৃদ্ধ, বর্ণ, বল ও রুচী কর, পিত্তনাশক। ভিজা;—শীতল ও বলকারী। ছাতু।—উষ্ণ, বলকারী ও দুস্পাচ্য।

তিসি (মসিনা।)

তৈলজ শস্য যত প্রকার আছে, তিসি সে সকলের প্রধান। ইহার চাষে সরস জমীতে ৫।৬ খানি চাষ দিবার নিয়ম। চাষটী ভাল রকম হইলে ইহার উত্তম শষ্য জন্মে। উত্তমরূপ চাষ ও ঢেলা ভাঙ্গিয়া কার্ত্তিক মাসে বীজ বপণ করিতে হয়। প্রতি বিঘায় দুই সের মাত্র বীজই যথেষ্ট। নিড়ানের আবশ্যক হয় না, তবে অধিক ঘাস হইলে নিড়াইয়া দিলে ভাল হয়। ফাল্গুণ চৈত্র মাসে শস্য পাকিয়া উঠিলে কটিয়া আনিয়া মাড়িয়া লইতে হয়। শস্য পক্ক হইবার সময় কৃষক বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন, কেন না অধিক পক্ক হইয়া গাছ শুকাইয়া গেলে ফল ফাটিয়া সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া যায়, অতএব ইহা এমন ভাবে কাটিতে হইবে, যেন শস্য পক্ক হয়, অথচ গাছ শুষ্ক হইয়া না যায়।

প্রতি বিঘায় আটমন শস্য উৎপন্ন হয়। প্রতিমনে ১৩সের তৈল উৎপন্ন হয়। এ তৈল আহারার্থ তাদৃশ উপযোগী নয়।

পিপুল।

ইহা একটী অত্যুৎকৃষ্ট লাভজনক দ্রব্য। ইহার চাষে অতি সামান্য দিনে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে। সামান্য সরস মৃত্তিকাতে উত্তমরূপ চাষ দিয়া ঢেলা গুলী ধুলার মত করিয়া চারিহাত অন্তর একএকটী লতা পুতিবে। যত দিন চারা সতেজ না হয়, তত দিন মধ্যে, মধ্যে এক একটু জল সেচন করা বিধেয়। লতা বড় হইলে হয় মাচা অথবা ধনিচা গাছ রোপণ করিয়া দিবে। কেন না লতার অবলম্বন ও ছায়ার প্রয়োজন। ইহার আর কোন পাইট নাই, কেবল কোন স্থানে ছায়াতে ঘাস জন্মায় কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইল।

একবার লতা পুতিলে দশ বৎসরের মধ্যে আর কিছু করিতে হয় না, কেবল ঘাস মারিয়া দেওয়া নূতন লতা রাখিয়া পুরাতন গুলী কাটিয়া ফেলা ইত্যাদি। প্রতিবিঘায় ইহা ১৫ মন পর্য্যন্ত জন্মায়। ফল পাকিলে লতা হইতে এক একটী করিয়া তুলিয়া তাহা শুষ্ক করিতে দিবে। অল্প পরিমাণে শুষ্ক হইলে চটের উপর রাখিয়া সাবধানে দলিয়া দিতে হইবে, ইহাতে পিপুলের দানা গোল হইবে। যাহার যেমন দানা যে পিপুল যেমন গোল সেইরূপ দরে ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ লাভ করিবার আর একটী উপায় আছে, পিপুল বাগান হইতে শেষে প্রকৃত একটী আম্র কাঁটালের বাগান হইতে পারে। পরিষ্কার পিপুল বাগানের মধ্যে আম্রের বা কাঁটালের চারা রোপন করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই গাছ সতেজ ও বৃদ্ধি হইয়া উঠে। বৃক্ষ বলবান হইলেই পিপুলের চাষ বন্দ করিয়া দিলেই হইল, তাহাতে একটী বাগান হইল। এ বাগান প্রস্তুতে কোন খরচ নাই, বাগানটীই এক প্রকার লাভ।

হরিদ্রা।

হরিদ্রাও একটী বিশেষ লাভজনক কৃষি। ইহা প্রতি বৎসরেই বেশ মূল্যে বিক্রয় হয়। কতজন কেবল হরিদ্রার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন।

ইহা দোয়াঁশ জমীতে উত্তম জন্মে। উত্তমরূপ চাস দিয়া এক বার মৈ দিবে। তারপর আধ হাত অন্তর লম্বাভাবে কোদালী দ্বারা নালা কাটিবে।

হরিদ্রার বীজ রোপন করিবার ১০।১২ দিন পূর্ব্বে একটী গর্ত্তে রাখিয়া তাহাতে গোবর জল ঢালিয়া রাখিবে। যখন দেখিবে তাহাতে দুই তিন অঙ্গুলী চারা বাহির হইয়াছে তখন ঐ বীজ এক বিঘত (আধ-হাত) অন্তর পুতিয়া জল দিয়া, ঢাকিয়া ফেলিবে এবং মাটী সমান করিয়া দিবে। যখন হরিদ্রার চারা এক হাতের কিছু কম হইবে, তখন একবার নিড়াইয়া দিবে। হরিদ্রা উত্তমরূপে ঘিরিয়া দিতে হয়। ইহার মধ্যে একবার গরু প্রবেশ করিলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, কৃষক এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে যখন সমস্ত গাছ শুকাইয়া যাইবে তখন গাছগুলী তুলিয়া জমী পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া হরিদ্রা কোদালী দ্বারা এমন ভাবে তুলিতে হইবে, যেন হরিদ্রা কোদালীতে কাটিয়া না যায়। হলুদ তুলিয়া জমা করিবে।

পরে একটী চৌকা উনান যেমন গুড় জাল দিবার জন্য প্রস্তুত করে সেইরূপ করিবে। ৭টী বা ৯টী হাঁড়ী একবারে বসিবার স্থান করিবে। শেষে গোবর জলের সহিত এক এক হাঁড়ী হরিদ্রা পূর্ণ করিয়া সিদ্ধ করিবে, যখন ফুটিয়া উঠিবে, তৎক্ষণাৎ নামাইয়া হরিদ্রা ঝুড়িতে ঢালিয়া দিবে যেন তখনি জল ঝরিয়া নিম্নে পড়ে। হরিদ্রা অধিক সিদ্ধ হইলে নষ্ট হয় মূল্য অধিক হয় না—সুতরাং ফুটিয়া উঠিবা মাত্র নামাইয়া ফেলিবে। হরিদ্রা সিদ্ধ হইলে তাহা মাঠে ঘাসের উপর শুষ্ক করিতে দিবে। মধ্যে মধ্যে দলিতে হইবে, কেন না গোল দানা হইলেই সেই হরিদ্রা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইবে। এজন্য হরিদ্রা যাহাতে গোল হয়, তাহা করাই

কর্ত্তব্য। হরিদ্রা শুষ্ক হইলে এমন কোন স্থানে রাখিবে যে, কোন মতে হরিদ্রা রসাক্ত না হয়, অর্থাৎ মাটীতে রাখিলে যেমন সেঁৎসেঁতে না হয়, মাচা বা গোলায় রাখাই বিধেয়।

প্রতি বিঘায় তিন হইতে চারি মন বীজ লাগে। উৎপন্ন—প্রায় পঁচিশ হইতে পঁয়ত্রিশ মন পর্য্যন্ত। হরিদ্রার ব্যবসাও বিশেষ লাভ জনক। যত প্রকার লাভ জনক কৃষী আছে, হরিদ্রা তাহার অন্যতম।

লঙ্কা (মরিচ।)

উত্তম নরম জমীতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোন স্থানে উত্তমরূপ চাষ দিয়া মৃত্তিকা ধুলীবৎ করিয়া তাহাতে বীজ রোপন ও জলসেচন করিয়া কদলী পত্র দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিবে। এ দিকে এই অবসরে ক্ষেত্রের আবাদ উত্তমরূপ নির্ব্বাহ করিয়া রাখিবে। পাতোতে অর্থাৎ যেখানে বীজ প্রথমে বপন করা হইয়াছে সেই খানে যখন চারা দীর্ঘে এক অঙ্গুলী হইয়াছে তখন সেই পাতো হইতে সযত্নে সাবধানে চারা গুলী তুলিয়া লইয়া যে স্থানের জমী আবাদ করিয়া ইতি পূর্ব্বে রাখা হইয়াছে, সেই স্থানে একটী কাঠি দ্বারা এক অঙ্গুলী পরিমাণে গর্ত্ত করিয়া এক একটী চারা এক হাত বা তাহার কিছু কম দূরে রোপন করিবে। বৃষ্টির পর দিনই যদি যো হয়, তবেই দ্ব রোপন করিবে, বৃষ্টি না হইলে জমী নরম না থাকিলে লঙ্কার চারা পুঁতিবেনা। তাহাতে চারা শুকাইয়া যাইবে। জমীতে যেন ঘাস না থাকে, ইহা কৃষক সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। ইহার অন্য কোন পাইট নাই।

লঙ্কা পাকিলে তাহা গাছ হইতে তুলিয়া শুষ্ক করিবে। ঘাসের জমীতেই ইহা শুষ্ক করিবার নিয়ম। অৰ্দ্ধ শুষ্ক হইলে পা দিয়া চাপিয়া চেপ্‌টা করিতে হইবে। লঙ্কা শুষ্ক করিবার সময় যদি বৃষ্টি হয়, তবে লঙ্কা গুলী এমন ভাবে ঢাকিবে যেন বিন্দু পরিমানে জল লঙ্কায় না লাগে, তাহা হইলে লঙ্কার রং (বর্ণ) খারাপ হইয়া যায়। লঙ্কা রংয়ের জন্যই

বিক্রয় হয়। অতএব যাহাতে লঙ্কার বর্ণ লাল হয়, তাহার চেষ্টা করিবে। প্রতি বিঘায় ২০ হইতে ২৫ মন পর্য্যন্ত লঙ্কা উৎপন্ন হয়। গুণ,—ঈষৎ কটু, মধুরত্বও রক্তপিত্ত হারক—এবং জারক।

।

ইক্ষু একটী প্রধান লাভ জনক কৃষি। ইহার আবাদে যদিও একটু পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তথাপি ইহার চাষে লাভও বিস্তর, উপযুক্ত রূপে চাষ করিতে পারিলে ইহাতে যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা।

চাষের বিবরণ। অগ্রে—দোয়াঁস জমিতে কতকটী বালী মাটী ও গোবর সার দিয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে চাষ দিতে আরম্ভ করিবে। প্রতি মাসেই কিছু কিছু সার ও দুখানি করিয়া চাস দিয়া রাখিবে।

পূর্ব্বে ইক্ষু মর্দ্দন কালে যে তাহার এক হস্ত পরিমাণ অগ্রভাগ বীজের জন্য রাখা হইয়াছে, সেই বীজ দুই চোক যুক্ত এক এক খণ্ড হাপরে অর্থাৎ একটী গর্ত্তে সেই ইক্ষু খণ্ডগুলী রাখিয়া গোবরজলে শিক্ত করত উপরে ঢাকা দিয়া রাখিবে। যখন দেখিবে সেই চোক হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়াছে, তখন বুঝিবে ইহা রোপনের উপযুক্ত হইয়াছে। পর্ব্বে যে জমীতে চাষ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা এক হাত অন্তর এক একটী খাত করিয়া চারিদিকে এক হাত অন্তর এক একটী বা দুই দুইটী খাত কারিবে। পুতিবার সময় গোবর মিশ্রিত জল দিবে। চারা যখন এক হাত হইবে তখন নিম্নের পাতা লইয়া গাছের গায়ে জড়াইয়া দিবে।

পরে আর আধহাত বাড়িলে পূর্ব্বে যে গোড়ায় আলী বাঁধিয়া মাটী ধরাণ হইয়াছে, সেই দুই শারীর দুইটী ঝাড়ের সহিত পরস্পর বাঁধিয়া দিবে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ইক্ষু পত্র দিয়া ইক্ষুঝাড় জড়াইতে থাকিবে।

ফাল্গুন মাসে ইক্ষু পাকিলে তখন মাড়িতে হইবে। ইহার মাড়ন প্রণালী সকলেই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং সে কথা নিষ্প্রয়োজন। যে ভাবে

সচরাচর চাষ হইয়া থাকে, তাহা সুবিধাজনক নহে, কৃষক এতন্নিখিত নিয়মানুসারে চাষ করিলে সমধিক ফললাভে সমর্থ হইবেন।

তামাকু।

তামাকুর চাষও অল্প লাভজনক কৃষী নহে। ইহার চাষ ভাল হইলে এবং তামাক ভাল হইলে কৃষক প্রচুর লাভবান হইতে পারেন।

বালুকাময় জমীই প্রশস্থ, তবে ইহা প্রায় সকল প্রকার জমীতেই জন্মাইতে পারে। ভাদ্র মাস হইতে প্রতিমাসে দুই বার করিয়া চাষ দিয়া রাখিবে। কার্ত্তিক মাসে তামাকু রোপনের সময়।

প্রথমে এক স্থানে চাষ দিয়া উত্তমরূপ মাটী ধুলা করিয়া তাহাতে তামাকুর বীজ ছিটাইয়া অল্প পরিমাণে জলসেচন করিয়া কলাপাত বা মানপাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। সাবধান! যেন বীজ পিপিলীকায় নষ্ট না করে। চারা যখন এক অঙ্গুলী পরিমাণ হইবে, সেই সময় কার্ত্তিক মাসে যে দিন বৃষ্টি হইবে, সেই বৃষ্টির সময় অতি সাবধানে চারা তুলিয়া কিছুকম একহাত অন্তরে রোপন করিবে।

যদি কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হয়, তবে জল দিয়া রোপন করিবে এবং চারা তুলিবার সময়ও জল ছিটাইয়া দিবে। চারা পুতিয়া ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

যখন চারা এক হাত হইবে তখন প্রত্যেক পত্রের উপরে যে ছোটছোট পাতা বাহির হয় তাহা ভাঙ্গিয়া দিবে। এইরূপে প্রধান পাতা কয়েকটী রাখিয়া ছোট পাতা সব ভাঙ্গিয়া দিবে। যখন তামাক পাকিয়া উঠিবে তখন মূল মাথাটীও ভাঙ্গিয়া দিবে।

তামাক সুপক্ক হইলে গাছ কাটিয়া আগে অল্প পরিমাণে সুকাইবে তার পর একটু গাছের সহিত এক একটী পাতা বাঁকা করিয়া কাটিয়া হালী গাঁথিবে, অর্থাৎ কুড়ী ত্রিশটী পাতা একত্র করিয়া এক একটি সূত্রে বাঁধিবে। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে চাপ দিয়া শেষে বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিবে।

পাট।

আজ কাল পাটের আদর বড় বেশী! বিলাতী কাপড় হইয়া পাটের দুমূ‍র্ল্যতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে সুতরাং এসময় পাটের চাষ যে বিশেষ লাভজনক, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সরস দোয়াঁশ জমীই পাটের উপযুক্ত। আষাড় মাস হইতে প্রতি-মাসে নিয়মিত দুইবার চাষ ও কিছু কিছু সার দিয়া রাখিবে, পরে মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুণ মাসের প্রথমে ৪ বার উত্তমরূপ চষিয়া এবং মই দিয়া ভূমী সমতল করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিবে। বীজ বপন করিয়া পুনরায় এক বার এমন ভাবে মই দিবে যেন বীজ অধিক মাটির নিচে না পড়ে।

অঙ্কুর বাহির হইলে যখন দেখিবে এক অঙ্গুলী চারা বাহির হইয়াছে তখন একবার মৈ দিতে হইবে, আধহাত বা তাহার একটু বেশী হইলে বিদা দিবে, এক হাতের কিছু বেশী হইলে এক বার নিড়াইয়া দিবে। প্রত্যেক কাযের সময় যদি বৃষ্টি হয়, তবে সেই সেই কার্য্য অগত্যা বন্দ রাখিবে।

একটী বিষয়ে কৃষক সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন, যেন কোন মতে পাটক্ষেত্রে গরু প্রভৃতি প্রবেশ করিতে না পারে, ইহা ভিন্ন পাটের অন্য কোন পাইট নাই।

পাট পরিপক্ক হইলে গেড়া কাটিয়া এক একটী আটি বাঁধিবে। পাটের অগ্রভাগ যতদূর শাখা প্রশাখা আছে, ততদূর বাদ দিয়া ফেলিবে। শেষে এই আটী ২০ বা ২৫টী একত্রে বাঁধিয়া বদ্ধজলে ডুবাইয়া রাখিবে। পাটের উপরে বাশ দিয়া চাপ দিয়া তাহার উপর মাটি ও আগাছা দিয়া রাখিবে। পাটের উপর চারি অঙ্গুলীর অধিক জল না থাকে।

জলে "জাগ" দিলে ৮হইতে ১০ দিনের মধ্যে পাট পচিয়া উঠিবে। অধিক পচিলে পাট শক্ত হয় না এবং অল্প পচিলে পাটের আঁশ উঠে না, সুতরাং প্রকৃত পচাইতে হইলে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

পাট পচিলে এক একটী আটির গোড়ার দিকের এক হস্ত দূরে ভাঙ্গিয়া

জলে আঘাৎ করিলেই সমস্ত গাছ বাহির হইবে। তৎপরে উচ্চ করিয়া বাঁশের আড় দিয়া তাহাতে শুকাইতে দিবে। যদি সে সময় বৃষ্টি হয়, তবে গৃহের মধ্যে বিছাইয়া দিবে, পাট ভালরূপ না শুকাইলে এবং ভাল-রূপ কাচা না হইলে তাহার দর হয় না। পাট শুষ্ক হইলেই বস্তাবন্দী করিয়া নির্জ্জন স্থানে রাখিতে হইবে, ইহাতে অনেক বিপদ ঘটে, যে স্থানে অগ্নির সংশ্রব নাই, সেই স্থানই পাট রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য।

তরকারী।

ব্যঞ্জন আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয়, যেমন অন্ন, ব্যঞ্জন ও তদ্রূপ। অন্নের একমাত্র অবলম্বন ব্যঞ্জন, কৃষক যদি বাটীর এক দিকে সামান্য দুই একটী গাছ রোপন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়, আর যদি অধিক পরিমাণে রোপন করেন তাহা হইলে তাঁহার বিক্রয় দ্বারা পয়সাও হয়, অথচ নিজের খরচও চলে। আর এ সকল অতি সহজে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, সামান্য চেষ্টাতেই যথেষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষকগণ একবার দেখুন, কোন্ তরকারী রোপনে কতটুকু শ্রম ও কত ব্যয় আবশ্যক।

পটোল।

সসার দোয়াঁশ মাটিতে ইহা ভাল হয়। কার্ত্তিক মাসে জমীতে ৪ খানি চাস দিয়া দুইবার মই দিবে, জমী সমান হইলেই একহাত অন্তর ইহার মূল পুতিতে হইবে। মূলের উপরের গ্রন্থি যেন একটু বাহিরে থাকে, যতদিন চারা বাহির হইয়া সতেজ না হয়, তত দিন বৈকালে জলসেচন করিবে। চারা বড় হইলে আর জল দিবার আবশ্যক নাই তবে নিতান্ত মাটি শুকাইয়া গেলে একবার জলসেচন করা ভাল।

ফাল্গুণ হইতে ফল আরম্ভ হইয়া ৬। ৭ মাস উত্তম ফল থাকে, পরে দুইএকটী হইয়া থাকে, তিন বৎসর এক গাছে প্রচুর পটোল হয়, তৎপরে অন্যজমীতে আবার চারা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে ইহার মুল তুলিয়া পূর্ব্ববৎ লাগাইয়া দিলেই হইল।

অলাবু।

লাউ একটী প্রয়োজনীয় তরকারী। বৈশাখ বা চৈত্রমাসের শেষে এক হাত ব্যাস বিশিষ্ট একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে সার দিবে। প্রত্যহ প্রচুর জল দিবে। ৪ দিন জল দিয়া আর জল দিবে না। আবার ৪ দিন গত হইলে অস্ত্র বা হস্ত দ্বারা মাটীগুলী গুড়া করিয়া তাহার আধ হাত অন্তর এক একটী বীজ বপন করিবে। তখনও অল্প পরিমাণে জল দিবে, এবং আধ হাত অন্তর এক একটী এক হাত দীর্ঘ কাঠী পুঁতিয়া দিবে, যত দিন এক হাত দেড়হাত চারা না হয় তত দিনও এক একটু জল দিবে। লতা আশ্রয় পাইয়া ঘরের চালে বা মাচায় উঠিলে তখন আর কিছু করিতে হইবে না। কেবল লতাটী কিছুতে নষ্ট না করে, এইটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেই হইল।

লাউ যে কেবল তরকারীতেই ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে। লাউ সুপক্ক করিয়া তাহার বোটার দিক কাটিয়া গোময়পূর্ণ করত কিছু দিন রাখিয়া দিলে মধ্যের সমস্ত পচিয়া যায়,পরিশেষে ধৌত করিলেই লাউয়ের মধ্যে পরিষ্কার হইল। ইহা দরিদ্রগণের জলপাত্র এবং সেতার তানপুরাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হয়।

কুষ্মাণ্ডের রোপন প্রণালী উক্তরূপ সুতরাং তাহার বিষয় বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

ঝিঙ্গা ও সিম।

চৈত্র বা বৈশাখ মাসে জল হইলে জমীর মাটী গুঁড়া করিয়া আধ হাত অন্তর এক একটী বীজ রোপন করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে এবং এক একটী কাঠী পুতিয়া দিবে। যত দিন অঙ্কুর ও চারা অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ না হয়, তত দিন অল্প অল্প জলসেচন করিবে। পরে একটু বড় হইলে লম্বা মাচায় তুলিয়া দিলেই হইল।

শালগম্।

দোয়াঁশ জমীতে লবণ মিসাইয়া চাস দিবে। উত্তমরূপ ঢেলা ভাঙ্গিয়া সমান জমীতে কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিবে। চৌকা করিয়া তাহাতে বীজ বপন ও জলসেচন করা কর্ত্তব্য। পরে জল- সেচন দ্বারা চারা এক এক অঙ্গুলী হইলে পূর্ব্বোক্ত লবণ মিশ্রিত জমিতে শারী শারী আধহাত অন্তর রোপন করিবে, এক হাত অন্তর পুতিলে এবং জমী রসাল হইলে ফলের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

গাজর।

গাজর হিন্দুশাস্ত্রের অব্যবহার্য্য কিন্তু আজকাল যখন সকলই চলিতেছে, তখন এটাই বা বাকী আছে কৈ? দোয়াঁশ জমিতে উত্তম রূপ গভীর চাস দিয়া জমী সমান করিয়া রাখিবে।

আশ্বিন মাসে চৌকায় রোপন করিয়া চারা তুলিয়া দিলেও চলে, অথবা একবারে জমিতে বপন করিলেও ক্ষতি হয় না। প্রতি কাঠায় এক ছটাক বীজ প্রয়োজন, বৈশাখ মাসে ইহা খাইবার যোগ্য হয়।

বেগুণ।

দোঁয়াশ মাটিতে ৩।৪ খানি চাস দিয়া রাখ। প্রথমতঃ চৌকায় বেগুণের বীজ পুঁতিয়া জলসেচন দ্বারা চারা বাহির করিয়া শেষে জমিতে তুলিয়া এক হাত অন্তর লাগাইলেই হইল। যদি ইহার ফল অত্যাশ্চর্য্যরূপ বৃহৎ করিতে হয়, বা বীজ রাখিতে হয়, তবে একটী সতেজ গাছের একটী মাত্র ফল রাখিয়া বাকী গুলী নষ্ট করিবে। তাহা হইলে সেই ফলটি বৃহৎ ও বীজের উপযুক্ত হইবে।

একটী বাগান।

বাগানের আবশ্যক সকলেরই। যাঁদের ক্ষমতা আছে, জমী আছে, তাঁদের বাগান করা বেশী কথা নয়। কিনিয়া ফল খাওয়া আর বাগানের ফল খাওয়া অনেক তফাৎ। লক্ষপতি কিনিয়া ফল আনিবেন তাহা পরিমিত, আর দরিদ্র একটী বাগান যার পুঁজী, সেও অপরিমিত ফলের অধিকারী। পরকে ছুটি দিতে তার কষ্ট হয় না। বাগান যে শুধু আমোদের ও নিজের ব্যবহারের জন্য, তাও নয়—ইহা একটী প্রধান সম্পত্তি। একটী বাগানের আয়ে একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ অনায়াসে প্রতিপালিত হইতে পারে। বাগান সামান্য ব্যায়ে হইতে পারে—কিন্তু তাতে একটু অধ্যবসায় চাই—একটু বুদ্ধি চাই। যে উপায়ে সহজে সামান্য ব্যয়ে একটি উৎকৃষ্ট বাগান প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহাই লিখিত হইতেছে।

আট কি দশ বিঘা জমী বাগানের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবে। প্রথমে জমীর চারি দিকে তিন হাত গভীর করিয়া খানা কাটাও। খানার মাটি উচ্চ পাড় করিয়া দাও, এবং সেই পাড়ের উপর শারি শারি বাব্‌লার গাছ রোপন কর। এই বাব্‌লা গাছ আপাততঃ বেড়া হইবে, পরিণামে তাহা মূল্যে বিক্রয় হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারিবে।

প্রথমতঃ বাগানের মধ্যে একটি পুষ্করিণী অভাবে চারি কোণে চারিটি কূপ খনন করিবে। জমী এক বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে চাষ দিয়া শ্রাবণ মাসে ৮ হাত অন্তর এক একটি কলার ছোট গাছ পুঁতিবে। সে বৎসর আর কোন কার্য্য করিবে না, কেবল মধ্যে মধ্যে চাষ দিবে। এ দিকে একটী চৌকা ভাল রকম চাষ ও সার দিয়া আম্র, কাঁটাল পেয়ারা প্রভৃতির বীজ পুঁতিবে। এক বৎসর চারা তুলিবেনা, মধ্যে মধ্যে নিড়ানী করিয়া ঘাস মারিয়া দিবে। এক বৎসর পরে বৈশাখ মাসে চারার এক দিক খুঁড়িলা নিড়ানীর অগ্রভাগ দিয়া চারার মূলটী কাটিয়া দিবে এবং পুনরায় মাটি দিয়া চারার গোড়া শক্ত করিয়া দিবে। পরে আষাঢ় মাসে বাগানের কার্য্য আরম্ভ হইবে। বাগানের চারি দিকে নিম্ন নিয়মানুসারে চারা বসাইবে। দুই ঝাড় কলার ব্যবধানে এক একটী চারা বসাইবার নিয়ম।

চারা পুঁতিবার অগ্রে তিন মাস থাকিতে যে স্থানে চারা বসিবে, সেই সেই স্থানে দুই হাত গভীর এবং এক হাত গোলাকার এক একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার নিম্নে সার ও উপরে পলীমাটি দিয়া পূর্ণ রাখিবে। চারা পুঁতিবার ৬ দিন পূর্ব্বে আবার সেই মাটি খুড়িয়া সমান করিয়া পরে চারা পুঁতিবে।

আম্র, কাঁটাল, জাম, গুপারী, নারিকেল, পেয়ারা, বেল, প্রভৃতির বীজ একবারে পাতো দিতে হয়। শেষে বর্ষাকালে একবারেই সমস্ত চারা বাগানে পুতিলে অতি শীঘ্র বাগান হয়।

পূর্ব্বে যে কলা পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতেই জমী দিব্য সরস থাকে, অথচ প্রচুর লাভও হয়। কথিত আছে, ৩৬৫ ঝাড় কলা থাকিলে প্রতিদিন একটাকা আয় হয়। কালার পাতকাটা ফলের পক্ষে অনিষ্ট জনক, এজন্য কলা হইতে লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে পাত কাটা বন্ধ করিতে হয়। কলার আর কোন পাইট নাই, কেবল যে গাছটীর কলা ও থোড় কাটা হইল, সেই গাছের মূল তুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে প্রত্যেক বারেই অধিক এবং পরিপুষ্ট কলা জন্মিবে।

কিরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া চারা পুঁতিতে হয়, তাহার চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মধ্যস্থলে পুষ্করিণী না হইলে বাগানের চারি কোনে চারিটী কূপ খনন করিবে, এবং মধ্যস্থলে বসিবার ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি রাখিবার জন্য একখানি ঘর প্রস্তুত করিবে।
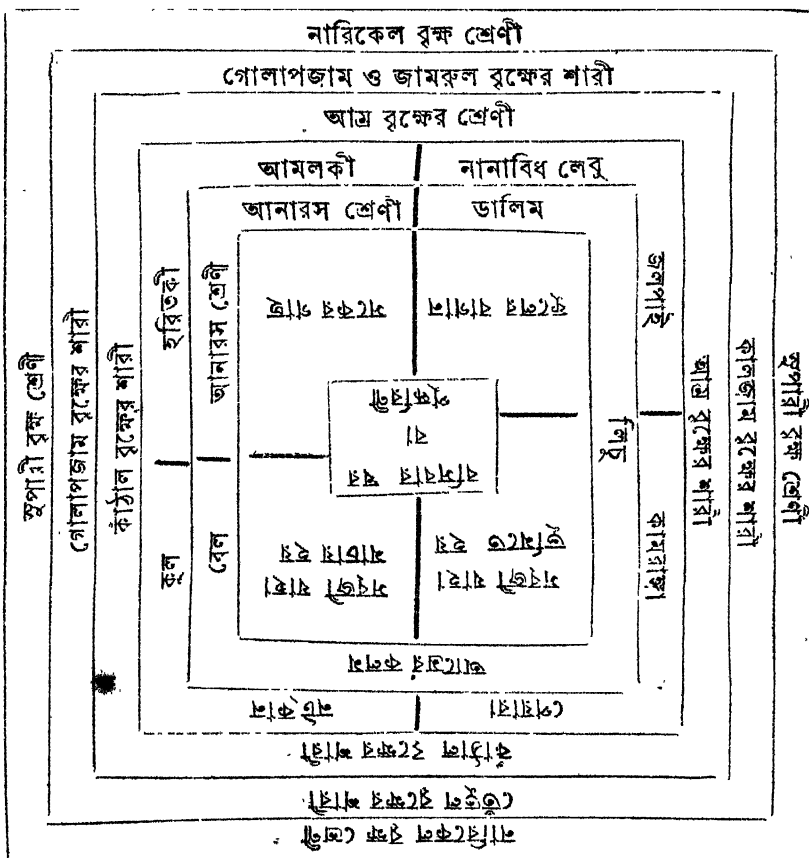
যে খানে "সকের গাছ" আছে, সে খানে যাহা রোপন করিতে হইবে, তাহা উক্ত শীর্ষক প্রবন্ধ দৃষ্টীকর।

এইরূপ প্রণালীতে বাগান করিলে খরচ অল্প হইবে। ইহাতে যে ফসল ও সাক্ সব্জী জন্মাইবে, তাহাতেই খরচের অনেক সুসার হইবে।

সকের গাছ।

বাগানের মধ্যে একটি আধটী দেখার জিনিষ থাকা চাই। এতে দর্শকেরও তৃপ্তি হয়, এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও সফলতা দেখিয়া বাগানের অধিকারীর মনে আনন্দ উপস্থিত হয়! বাগান দেখিতে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। সকের গাছ কি কি, তাহা কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা লিখিত হইতেছে।

লতাকলা।

একটি কলা গাছ একস্থানে পুঁতিবে। তাহার গোড়া হইতে যে চারা বাহির হয়, তাহা মারিয়া ফেলিবে, এবং কলা গাছটির গোড়ার দিকে একহাত বাদ দিয়া কাটিয়া দিবে। প্রত্যহ এক কলসী জল কলাগাছের গোড়ায় ঢালিয়া দিবে, তাহা হইলে কর্ত্তিত স্থান হইতে পুনরায় কলাগাছ বাহির হইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ কাটিতে কাটিতে যখন "মোচা" বাহির হইবে, তখন আর না কাটিয়া গোড়ার যত দূর গাছ আছে, তাহা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে, তাহা হইলে ঐ মোচা ও থোড় অবলম্বন না পাইয়া মাটিতে লতাইয়া বেড়াইবে।

বিরাট লাউ।

একটি টবে একসের আটাল মাটি, আধসের খইল, আধসের পচাখড় ও দুইসের পলিমাটি একত্রে মিশ্রিত করিয়া টবের চার আঙ্গুল নিম্ন

পর্য্যন্ত পূর্ণ কর। প্রত্যহ সকালে টবপূর্ণ করিয়া জল দাও। এক সপ্তাহ পরে একটী সতেজ লঙ্কার চারা সেই টবে পুঁতিয়া ছায়ায় রাখ। চারাটী সতেজ হইলে ক্রমে রৌদ্রের উত্তাপে রাখ, এখন আর প্রত্যহ জল দিবার প্রয়োজন নাই। যদি টবের মাটি শুকাইয়া যায়, তবে অতি সাবধানে মাটি খুঁড়িয়া দিয়া অল্প পরিমাণে জল দিলেও ক্ষতি নাই। ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে প্রথম দুইটী ফুল রাখিয়া অবশিষ্ট ফুলগুলি এমন ভাবে কাটিয়া ফেলিবে যে, কোনরূপে গাছে আঘাত না লাগে। ফুল ধরিতে আরম্ভ হইলে আবার জল সেচন আরম্ভ করিবে। এইরূপ করিলে ঐ লঙ্কা দুইটী এতদূর বড় হইবে যে, যিনি দেখিবেন, তিনিই আশ্চর্য্যজ্ঞান করিবেন।

আম-কাঁঠাল।

একটী সুপক্ক কাঁঠালের ভুঁমুড়ি (ভুসনা বা ভোঁতা) টানিয়া বাহির করিবে, এবং সেই ছিদ্রের মধ্যে একটী সুপক্ক আম্র বীজ পুরিয়া কাঁটালটী সরস সারপূর্ণ গর্ত্তে পুঁতিবে, কিছুদিন পরে দেখিবে মধ্যে একটী আমের চারা ও চারিদিকে অশংখ্য কাঁঠাল চারা বাহির হইয়াছে। আমের চারার চারিদিকে অতি নিকটে যে চার বা পাঁচটী কাঁঠালের চারা আছে, সেই আমের চারাটী মধ্যে রাখিয়া কাঁঠালের চারা চারিটী দ্বারা আবৃত করিয়া পাট দ্বারা উত্তম রূপে বদ্ধ করিবে, এবং চারিদিকে যতগুলি কাঁঠালের চারা থাকুক, সবগুলি কাটিয়া ফেলিবে, গাছ বড় হইলে এবং ফল ধরিলে এক গাছে আম ও কাঁঠাল উভয় বিধ ফলই ফলিতে থাকিবে।

চৌমোচা।

চার জাতীয় চারিটী কলার চারা আনিয়া উপরের গাছ চারিটী কাটিয়া ফেলিয়া প্রত্যেক এঁঠে (কাণ্ড) এমন ভাবে চারি ভাগে বিভক্ত করিবে যে, চারি জাতীয় কলায় প্রত্যেকের সিকি (¼) অংশ একত্র করিলে একটী পূর্ণ এঁঠে হয়, এইরূপে চারি অংশ একত্র করিয়া পাঠ দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া তাহার উপরে গোময় লেপিয়া দিবে, এক হস্ত পরিমিত একটী গর্ত্তের অর্দ্ধাংশ পচা খড়ে পূর্ণ করিয়া তাহার উপরে সেই এঁঠেটী বসাইয়া মাটির দ্বারা ঢাকিয়া দিবে, কিছু দিন পরে চারা বাহির হইবে, যত দিন পর্য্যন্ত মোচা বাহির হইবার সময় না হয়, তত দিন আর কিছু করিতে হইবে না। কেবল গাছটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যখন দেখিবে মোচা হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন গাছের অগ্রভাগ শক্ত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে গাছের গাত্র ভেদ করিয়া চারিটী মোচা বাহির হইবে, এবং সময়ে সেই চারি জাতীয় কলা বাহির হইয়া দর্শকগণকে আশ্চর্য্যান্বিত করিবে, বিশেষ বক্তব্য—এই গাছটীকে ঝড় হইতে বিশেষ যত্নের সহিত রক্ষা করিবে, নতুবা সামান্য বাতাসে গাছটী পড়িয়া গিয়া কৃষকের সকল পরিশ্রম নষ্ট করিবে।

একগাছে দুই রকম কুল।

একটী সতেজ এবং সরল দেশী কুলের চারা টবে উঠাইয়া রাখিবে, কিছু দিন পরে যে দিন বৃষ্টি হইবে, সেই দিন একখানি ধারাল ছুরি দ্বারা এক হাত উপরে দেশী কুলের গাছটীর অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিবে, কর্ত্তিত স্থানের নিম্নে চারি অঙ্গুলী পরিমাণ চারাটীর ছাল এমন ভাবে চাঁচিয়া ফেলিবে, যেন কাঠে কোন রূপ আঘাত না লাগে। তৎপরে দেশী কুলের চারার উপর সতেজ ও সরল একটী বিলাতী কুলের ডাল কাটিয়া কর্ত্তিত স্থানের উপরের আট অঙ্গুলী পরিমাণ কাঠ এমন ভাবে বাহির করিয়া ফেলিবে, যে ত্বকের কোন স্থানে আঘাত না লাগে, পরে বিলাতীকুলের

ডালের চার অঙ্গুলী পরিমাণ ছালের মধ্যে দেশী কুলের চারি অঙ্গুলী কাঠ (যাহা চাঁচিয়া রাখা হইয়াছে) প্রবেশ করাইয়া পাট ও খইল দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করিয়া দিবে, এই আবদ্ধ স্থানে সর্ব্বদা জল দিবার জন্য একটী কলসী ছিদ্র করিয়া তাহা জলপূর্ণ করত তাহার উপর ঝুলাইয়া দিবে, বলাবাহুল্য যে, লিখিত রূপ কার্য্য করিলে অল্প দিনেই জোড় লাগিয়া যাইবে। যখন কুল ধরিবে, তখন এক গাছে দেশী ও বিলাতী কুল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন, সন্দেহ নাই।

কলাফুল।

একটি ছোট কলার (মর্ত্তমান, চাঁপা বা চাটিম এইতিন প্রকার কদলীর যে কোন প্রকারের) চারা একটী তলশূন্য টবে এমন ভাবে পুঁতিবে, যেন তাহার মূলের উপর কেবল মাত্র ৮ বা দশ অঙ্গুলী মাটি থাকে। এইরূপ কদলী চারাটী পুঁতিয়া যতদিন বেশ সতেজ না হয়, ততদিন অল্প পরিমাণে জলসেচন করিবে, যখন দেখিবে দিব্য সতেজ হইয়াছে, তখন জল দেওয়া বন্দ করিয়া একটি একহাত উচ্চ বাঁশের মাচার উপর টবটী তুলিয়া রাখিবে, এবং সমস্ত পাতের গোড়ার দিকের ডাঁটা সহিত কাটিয়া ফেলিবে, যেমন পাত হইবে, অমনি কাটিয়া দিবে। এইরূপে কাটিতে কাটিতে দেখিবে যে স্বছিদ্র টবের নিম্নস্থ ছোট ছোট ছিদ্র পথে কদলীর মূল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তখন সেই মূল গুলিতে জলের ছিটা দিবে। ইহার পর যখন মোচার পূর্ব্বসূত্র স্বরূপ পাতমোচা পড়িবে, তখন সেই পত্র খানির অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে যে মোচা বাহির হইবে, তাহা কলাগাছের মাথার উপর দিব্য ফুলের মত গোলাকার এবং দেখিতে অতিসুদৃশ্য হইবে।

বোতলে ফুলের গাছ।

একটি বোতলের মুখে একটি কর্ক এমন ভাবে লাগাইবে যে, তাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। কর্কের মধ্যভাগে একটি ছিদ্র করিয়া একটি লালপাতার সরল ডাল উত্তমরূপে প্রবেশ করিয়া দিবে। যেন কর্ক হইতে চারি অঙ্গুলী নিচে বাহির হইয়া থাকে, পরিশেষে বোতলটী জলপূর্ণ করিয়া ডাল সহিত কর্কটী আঁটিয়া দিবে। তাহা হইলে সেই ডাল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মুল বাহির হইয়া জলের মধ্যে বিচরণ করিবে, বৃক্ষটী জলে থাকিয়া দর্শকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। সাদা বোতলের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মুলগুলী দেখিতে বড়ই সুন্দর হইবে।

সকের বাগানে নিয়মিত গাছ।

নিম্ন লিখিত কয়েকটি গাছ সকের বাগানে রাখিতে পার। এসকল গাছ কিনিতে পাওয়া যায়, হয় কিনিয়া আনিবে অথবা অন্য কাহারও বাগান হইতে আনিয়া লাগাইয়া দিবে।

কাঁটাফুল।

একটি টবে একটী বা দুইটী কাঁটাফুল লাগাইবে। ইহার পাতা নাই, কণ্টকময় ছোট ছোট গাছ, উর্দ্ধে এক হাতের অধিক নয়, দেখিতে অনেকাংশে বাবলার ছোট চারার মত। ইহার কাঁটা পাকিয়া উঠিলে ফাটিয়া লাল বর্ণের ছোট ছোট সুন্দর ফুল হয়।

লজ্জাবতী।

ইহা সচরাচর পল্লিগ্রামের মাটে জন্মে, আট দশটী গাছ একটী টবে রোপন করিবে। সহজে গাছ মনুষ্যের সংস্পর্শেই আপনা হইতে ম্রিয়মান হইয়া লজ্জায় পাতাগুলী আপনা হইতে গুটাইয়া যায়।

বনচণ্ডাল।

ইহা দেখিতে অনেকাংশে কালকসিন্দার মত। পাতা ডাটা সবই সেইরূপ। এই গাছের নিকটে তুড়ি দিলে ছোট ছোট পাতাগুলী আপনা হইতে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইতে থাকিবে।

খৈগাছ।

দেখিতে বাব্‌লা গাছের মত, উচ্চ ঊর্দ্ধে দশ হাত হয়, বাব্‌লার মত লম্বা লম্বা ফল, সেই ফল ফুটিলে তাহার মধ্যে প্রত্যেক বীজ ফাটিয়া খৈ বাহির হয়, এই খৈ খাইতে অতি সুমিষ্ট।

চট্‌চটা।

দেখিতে হলুদ বা আদা গাছের ন্যায়। ফুল ও ফল হয় না। মুল আনিয়া রোপন করিলে তাহা হইতেই গাছ হয়। এই গাছের গুটিদুই ডাল ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে পট্‌কার মত ৭।৮ বা ততোধিক বার শব্দ হয়, কোন নূতন দর্শককে না বলিয়া এই গাছ ধরিয়া

গোপনে আকর্ষণ করিলে এবং ঐরূপ শব্দ হইলে তিনি চমৎকিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

সিমূল আলু।

ইহা দেখিতে সিমূল বৃক্ষের ন্যায়, গাছ প্রায় ২০।২৫বা ততোধিক উচ্চ হয়। ফল বা ফুল হয় না, ডাল আনিয়া পুঁতিলেই গাছ হয়, ইহার মূলই আলু। এই আলু ব্যঞ্জনে সুন্দর রূপ ব্যবহার হইতে পারে।

বৃক্ষ পরিপালন।

বাগানের স্বত্বাধিকারীকে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১। প্রত্যেক বৃক্ষ প্রত্যহ পরিদর্শন আবশ্যক।

২। দুর্ব্বল বৃক্ষাদির চিকিৎসা অনতিবিলম্বে করা উচিত।

৩। যে বৃক্ষের যেমন ফল, তাহা উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

৪। অধিক ফল ক্ষুদ্রবৃক্ষ বহন করিতে পারে না, যে পরিমাণে ফল বহন করা তাহার ক্ষমতায়ত্ত্ব সেইরূপ রাখিয়া বাকী ফল তুলিয়া ফেলিবে।

৫। কৃষিযন্ত্রাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

৬। অস্বাভাবিক উপায়ে ফল লাভ অতি গর্হিত।

৭। বৃক্ষ যাহাতে সবল থাকে, তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে।

চিকিৎসা।

১। বৃক্ষে পোকা লাগিলে তামাকু ভিজার জল সেচন করিবে।

২। পোকায় কাণ্ডাদি নষ্ট করিতে থাকিলে গুড় দিবে। তাহা হইলে পিপীলিকায় পোকা নষ্ট করিবে।

৩। পতঙ্গ কর্তৃক বৃক্ষ নষ্ট হইবার উপক্রম করিলে বাসা সহিত বড় পিপীলিকা আনিয়া গাছে ছাড়িয়া দিবে।

৪। মূলে পোকা লাগিলে জল সিঞ্চন করিবে।

৫। গাত্রে পোকা লাগিলে গোময় জল সিঞ্চন করিবে।

৭। কাণ্ডে বা মূলে পোকা লাগিলে অবশিষ্ঠ কর্ত্তিতমূল তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে কার্য্য করিলে চারা ও বৃক্ষ সতেজ ও নিরু-পদ্রবে বর্দ্ধিত ও উদ্যানস্বামীর যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া দিবে।

☞ স্থানাভাবে সকল কথা বলা হইল না। তবে যাহা বলা হইল, ভরশা আছে, ইহাও বিফলে যাইবে না।

সম্পূর্ণ।

কুসুমকোরক

(কবিতা)

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা
১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট,—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র

প্রার্থনা।

"জয় জগদীশ হরে!"

প্রেমময় তুমি, প্রেমের নিদান
প্রেমর প্রবাহে ভাসিছে ধরা!
প্রেমকরি দান, রাখ চরাচরে
প্রণমি চরণে লুটায়ে ধরা।

কুসুমকোরক

অনুরাগ।

১

তুমিলো আমার প্রাণের পরাণ
জীবন জুড়ান হৃদয়হার,
ও চারুমরমে আঘাত লাগিলে
বাজিয়ে উঠে এ হৃদয়তার।

২

তোমার পরশে, জীবন আকাশে
ফুটায় জোছনা পাঁতি,
মোহমুকুরের ঘোর আলেপনা
ঘুচে, উদে প্রেমজ্যোতি।

৩

জীবনমরুতে শান্তির সরসী
উথলে প্রেমের জোয়ার জল,
বিষাদনিদাঘ হৃদয়গগনে
ফুটায় আশার তারকাদল।

৪

ও চারুচন্দ্রিমা দরশন তরে
পিয়াসে পিপাস হৃদয়চকোর,
অমিয়া ঝরিয়া হৃদয় ভরিয়া
দাও প্রাণে প্রাণ হ'ক রে ভোর।

৫

কিবা ঘুমঘোরে দেখেছিনু তোরে
ভুলিতে চাহিলে নারি,
সেরূপমোহন নয়ন আমার
না যায় কভু পাসরী।

৬

সংসারের সার, তুমিলো আমার
জীবন জুড়ান হৃদয়ধন,
জীবনের শান্তি অনন্তভ্রান্তির
তুমি কর দেবি নিরসণ।

৭

ঊর্ম্মিমালাময় সংসারসাগর
সেঁচিয়ে তোমায় পেয়েছি প্রিয়ে!
রাখি সদা সেই জলধিরতন
মানসমোহিনী চিরিয়ে হিয়ে।

৮

বৈশাখের ঝড়ে শান্তিনিকেতন
বরিষায় তুমি তারা,
উত্তপ্তগ্রীষ্মের সংসারমরুতে
তুমি শান্তিজলধারা।

৯

শারদগগনে নীলিমার রাশী
যুথিকাকলির প্রেমের গান,
বিরহীজনের মরমনিশ্বাস
চাঁদের কীরণ ভ্রমরতান।

১০

কিবা দিয়ে বিধি গঠিল ও রূপ
অপরূপ রূপভাতিঃ,
দেহের বরণে উদাসপরাণ
শারদচন্দ্রিমাজ্যোতিঃ।
দেহ করি পাত কুরঙ্গশাবক
নয়নে নয়ন মেলি,
শোভিয়ে আননে অপার আনন্দ!
নয়নে ভ্রমরকেলী।
কামধনু ধরি ছিলাটী কাটিয়ে
গঠিল ভ্রুযুগ অতি অনুপম,
তড়িৎজড়িত হীরকখচিত
শারদচন্দ্রিমা জিনিয়া বয়ান।
শান্তিদয়া মাখা ও বরচাহুনী
ক্ষরে শান্তিপুতঃ ধারা,
সে চাহুনি হেরি সম্বরি হৃদয়
যাতনা নিরাশে শারা।

১১

আঁধার আঁধার এ বিশ্বসংসার
আঁধারেতে হই মাতোয়ারা,

উদাসহৃদয়ে চাহি বার বার
আঁধারেতে হায় দেখি না তারা।

১২

চারি দিকে চাই দেখা নাহি পাই
নয়নে না দেখি নয়নতারা,
জ্ঞানহারা হোয়ে নেহারি হৃদয়ে
হৃদয়রতনে দেখিরে ত্বরা।

১৩

কত যে আনন্দ হৃদয়সাগরে
না পারে সহিতে সে ঊর্ম্মিভর,
তীর অতিক্রমি আনন্দলহরী
ঝরে দুনয়নে করি ঝর্ ঝর্।

১৪

পিরিতের এই দুঃখমাখা সুখ
ভুঞ্জিয়া অনন্ত অনন্তসুখ,
না চাহি জগতে অন্য কোন সুখ
এ সুখ বিহনে সকলি দুখ।

১৫

প্রাণের প্রতিমা তুমি লো আমার
হৃদয় ভরিয়া রেখেছ মোর,
হৃদয়আসনে হৃদীরাজরাণী
তোমার প্রেমেতে হয়েছি ভোর।

১৬

নিকটে বা দূরে ভূধরে কান্তারে
যেথায় সেথায় যখন রই,

ওই মুখশশি জাগিয়া মরমে
　হরিষঅন্তর সদাই হই।

১৭

জীবনের বল, সংসারসম্বল
　তুমি লো আমার জীবনধন,
তোমার বিহনে জীবন মরুভূ
　তোমার বিহনে আঁধার ভুবন।
হা অন্ন! হা অন্ন! করি সদা খাটি
　অশান্তিনিদ্রায় উঠে লো হাই,
ও চারুবয়ান নেহারি তখনি
　বিষাদযাতনা ভুলিয়া যাই।
সংসারবিষের প্রবল যাতনা
　প্রাণ নিয়ে যবে মরণ চাই,
আবার তখনি স্মরিয়া তোমায়
　মরণবাসনা ভুলিয়া যাই।

১৮

কত যে ভাবনা নিরাশহৃদয়ে
　আপনা আপনি উঠে লো জাগি,
কর সব ক্ষয় প্রীতির প্রতিমা
　হোয়ে নিরাশার অংশভাগী।
ইচ্ছা করে প্রিয়ে কোন অবসরে
　অনন্তজীবন যদি লো পাই,
হৃদয়ের ধনে লইয়ে এ বুকে
　প্রীতির সাগরে ডুবিয়ে যাই।

(অ—আ)

মরণে কি কাজ ? চাই পরমায়ু
চিরজীবি যদি হইতে পারি,
প্রেমেরপ্রতিমা লইয়ে হৃদয়ে
প্রেমের সাগরে দিইগে পাড়ি

১৯

জগতের তুমি অধিষ্ঠাতৃদেবী
তোমাতে প্রতিষ্ঠা বিশ্বচরাচর,
তোমার চরণে স্মরণে আগত
জীব জন্তু চর অমরনর।
কখন জননী কখন বালিকা
কখন প্রেমের স্রোতস্বতী,
জগতের তরে নানারূপা তুমি
তুমিই লো দেবী প্রকৃতিসতি।
আর কোথা পাব এমন বিভব
বিমল আনন্দ অনন্তসুখ,
তুমি বিধাতার মানসবালিকা
তোমাতে বুঝি বা নাহিক দুখ।

২০

হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি লো তোমায়
তুমি লো জীবের জীবনদায়িনী,
হাসি হাসি আসি হৃদয়গগনে
চির হাস্যময় কর সুহাসিনী।

উদাস।

সর্ব্বদাই জ্বলিছে হৃদয়
হেরি বিশ্ব শূন্য শূন্যময় !
চৌদিকে শ্মশানবহ্নি ধিকি ধিকি করি
গ্রাসিতে আসিছে যেন ভীমবেশ ধরি।

২

জীবন হয়েছে প্রাণ হীন
খুজি প্রাণে সারা নিশি দিন,
কিছুতে না পাই দেখা হৃদয় হয়েছে ফাঁকা
নিরাশজীবন জীবহীন।

৩

জ্বলন্ত অনল হৃদে ধরি
হায় হায় দিবসশর্ব্বরী,
হৃদয় হইল ছাই তবু তার দেখা নাই
সে ধন বিহনে প্রাণে মরি।

৪

স্মৃতিমাত্র হ'য়েছে সম্বল
স্মৃতি মোর বড়ই চঞ্চল,
কখন স্বর্গের দ্বারে কখন নরকাগারে
ভোগায় বিরহ দাবানল।

৫

পড়ে মনে সদা প্রাণধনে
আজো সব পড়ে পোড়া মনে,

পূর্ব্বকার যত সাধ মনে উঠে সাধে বাদ
পরমাদ ঘটায় পরাণে।

৬

সেই বিশ্ব সেই পশু পাখী
সেইরূপ বৃক্ষ আছে থাকি,
কুহু কুহু ধরি তান মাতায় ভাবুক প্রাণ
শূন্যপ্রাণে আমি পোড়ে থাকি।

৭

শুনি যবে কোকিলের স্বর
আকুল হয় যে এ অন্তর,
সেই স্বর পড়ে মনে ধারা বহে দুনয়নে
ফাঁক হয় উদাস অন্তর।

৮

মেঘে ঢাকা সে চারুচন্দ্রিমা
দেখে মনে পড়ে সে ভঙ্গিমা,
বিষাদজড়িত হাসি সেই হাসি ভালবাসি
ফিঁকে হাসি তুচ্ছ সে রঙ্গীমা।

৯

উষার শিশিরশিক্ত ফুল
হেরে প্রাণ হয়রে আকুল,
যে দিকে চাহিয়া থাকি বিষাদের রেখাপাঁতি
দেখি, কাঁদি হইয়ে আকুল।

১০

উন্মত্ত যুথিকাদাম যবে
হেলে দুলে সমীরণ বেগে,

নবীনারমণী প্রায় এ উহার পড়ে গায়
যৌবনের পূর্ণগর্ব্ব করে প্রদর্শন
সে সকল বিষদরশন!

১১

কিসলয় দোলে সমীরণে
হায় হায় করে সদা মনে,
সেইভাব মিসে প্রাণে প্রাণে প্রাণে সংগোপনে
বিষাদলহরী তোলে হৃদয়সাগরে
তবু বড় ভালবাসী তারে।

১২

জলদেতে ডাকিলে গগন
আশা—আশাময় দরশন!
বসি সেই বাতায়নে চাহিয়া গগন পানে
অন্ধকারে প্রেমচিত্র করি আলেপন।

১৩

আঁধারে মিশায়ে ভূমণ্ডল
একাকার হয় স্থলজল,
আঁধারে আঁধারময় কিছু নাহি দৃষ্টি হয়
বিঘোর আঁধারে ঢাকা সব চরাচর।
সে আঁধার বিলোকনে
শান্তিপাই পোড়াপ্রাণে
তাই হেরি সেই একাকার।

১৪

একাকারে বড় তুষ্ট প্রাণ
একহ'তে চাহে সদা প্রাণ,

কোন্ সুভক্ষণ দিনে মিলিত হব দুজনে
আঁধারে আঁধারে হবে অপূর্ব্ব মিলন,
হায়! কবে হবে সম্মিলন!

১৫

বিষাদেরে বুকে করি
আর না থাকিতে পারি
বিষাদে বিষাদময় হয়েছি এখন,
বিষাদেই ভাল থাকি
বিষাদেই ভাল দেখি
বিষাদে বেঁধেছি প্রাণ বিষাদ বিষাদ!
হারায়েছি জনমের যত ছিল সাধ!

১৬

বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি হোয়ে
বিষাদের চরণ সেবিয়ে
প্রেমব্রত উদ্যাপন কিরূপে হয় সাধন
শিখাব জগতজনে শিখুক মানব
প্রেমের পবিত্রমূর্ত্তি বিষাদে উদ্ভব!

আবাহন।

১

এস এস প্রাণসখা বহুদিন পরে দেখা
তোমায় আমায় প্রাণধন,
হৃদে রাখি তবরূপ ভুলেছিল তবরূপ
নেহারিতে পোড়া দুনয়ন।

হৃদয়মন্দিরে সখা এতদিন ছিলে আঁকা
বাহ্যদৃষ্টি লুপ্ত ছিল ভাবে,
সেই ভাবে ছিনু ভোর বাঁধা দিয়ে প্রেমডোর
ছিলে সখা হৃদয়েতে যবে।
না ছিল দুঃখের ভোগ নাহি ছিল অনুযোগ
সংযোগ হৃদয়ে দুই জনে,
হৃদয়ে হৃদয়ে রেখে ছিনু নাথ বড়সুখে
বাহ্যদেখা দেখিনি নয়নে।
যে দিনেতে অদর্শন হল সখা সঙ্ঘটন
সেই দিন পড়ে পোড়া মনে,
সেইদিন হতে সখা হৃদয় হয়েছে ফাঁকা
হৃদে এঁকে রেখেছি যতনে।
হৃদয়েতে দেখি সদা হৃদয়েতে পূজী সদা
প্রেমপুষ্প নৈরাশ্যচন্দনে,
নিশ্বাসের সমীরণ সদত করে ব্যজন
বসায়ে এ হৃদি সিংহাসনে।
আকাঙ্খা আশাদি সখি সবে মেলি জেগে থাকি
পদসেবা করি সদা মোরা,
তবপদ বুকে ধরে ভাসি সংসারসাগরে
তব ভাব ভেবে মাতোয়ারা।

২

এস এস কাছে এস দেখি চারুচন্দ্রানন
বহুদিন দেখিনি বয়ান,

ভেবেছিনু চিরদিন   বিরহে দহিয়ে তনু
প্রাণ বুঝি হবে অবসান।
বহুদিন পরে বিধি   সদয় হইল যদি
আর কেন ? এস প্রাণধন,
তব পদ বুকে ধরি   বিচ্ছেদ দুখ পাসরি
ঘুচাইব হৃদয় বেদন।
করজোড়ে নিবেদন   ও চরণে প্রাণধন
আর দুখ দিওনা অধিনে,
যতদিন থাকি মেনে   মিলিত থাকি দুজনে
আর যেন না দহে দহনে।

সম্ভোগ।

১

এস নাথ হৃদয়েশ   এস এস কাছে এস
মরমে মরম ব্যথা কই,
এতদিন অদর্শনে   ভালত ছিলে হে প্রাণে
মোর তরে সব কষ্ট সই।
বসন্তের সমাগমে   পূর্ণমূর্ত্তি ধরাধামে
দেখে নাথ হত কিহে মনে,
এক অভাগিনী নারী   কাঁদে দিবস শর্ব্বরী
তব তরে পড়ি ধরাসনে ?
রবীর কীরণ ধরি শীরে   উষা যবে আসে ধীরেধীরে
দেখে সেই বিষণ্ণতা   দেখে সেই নৈরাশ্যতা
পড়িত কি "বসন্ত" স্মরণে ?

না না—তাও কি হয়, স্বপ্ন—এ যে স্বপ্ন ময় !
স্বপ্নেও ত না হয় প্রত্যয় !
এতদিন ছিলে ভুলে কার প্রেমে মজেছিলে,
মনে হল—তাই দেখা দিলে রসময় ?
নাহি মোর কেহ এ জগতে তুমি মোর সার এ মহিতে
কিন্তু তব আছে কত মোর মত অবিরত
ভাসিতেছে নয়নসলিলে !
শুন ওহে মধুকর, বহুদিন ত অন্তর
এতদিন ছিলে ত কুশলে
বোসেছিলে কাহার কমলে ?

২

ধন্য সেই কমলিনী ধন্য—তারে ধন্যমানি
দাসি হ'তে সাধ যায় তার !
যবে ওহে প্রাণধন বিরলে বসি দুজন
প্রেম আলিঙ্গনে তার তুষিতে অন্তর !
হেরিতাম হাসিমুখ রহিয়া অন্তর।
ছিছি নাথ একি লাজ এই কি হে তব কাজ
হৃদে বাজ বিঁধিয়া আপনি,
পায়ে ঠেলি এই জনে মজেছিলে অন্য জনে
এই কি হে "প্রেম" গুণমণী ?
কার কাছে শিখেছিলে কেবা প্রেম শিখাইলে
দেখা হলে বলি করে ধরে,
সেও ত রমণী বটে বুদ্ধি তার নাহি ঘটে
অকপটে-বধে রমণীরে !

(অ—ই)

যাও যাও রসময় বৃথা বাক্যে কাজ নয়
যথা ইচ্ছা করহে গমন!
যোগিনী সাজিয়ে সুখে ও শ্রীপদ ধরি বুকে
কাটাইব জাবত জীবন—
নাহি চাহি প্রেমআলাপন।

একি প্রিয়ে! একি কও কথা?
দিওনা দিওনা প্রাণে ব্যথা
তুমি লতা আমি তরু তোমাবিনে বিশ্বমরু
তুমি মূর্ত্তিমতী সরলতা,
তবু কেন প্রাণে দাও ব্যথা?
তবরূপ ধ্যান করি যাপি দিবসশর্ব্বরী
তুমি ভিন্ন শূন্য চরাচর!
দূরান্তরে যদি থাকি হৃদয়ে ও মুখ দেখি
জুড়াতেম তাপিত অন্তর।
ভারভূত এ জীবন তুমি শান্তিনিকেতন
স্নেহের প্রতিমা তুমি সতি,
দয়ার নির্ঝর তুমি প্রেমের আগার প্রিয়ে
ধরায় করুণা স্রোতস্বতী।

৪

জীবন আকাশে ধ্রুবতারা!
তোমাকেই লক্ষ করি চালাই জীবনতরী
তবপ্রেমে সদা আত্মহারা।

তুমিই আমার দেহ তুমিই আমার মোহ
তুমিই আমার প্রিয়ে সুখ হর্ষ কামনা,
তুমিই আমার শান্তি তুমিই আমার যন্ত্রি
হৃদয়তারেতে উঠে প্রতিঘাতে বাজনা।
তুমিই আমার ধন তুমিই আমার মন
তুমিই আমার দেবী দয়া ক্ষমা ভাবনা,
তুমিই আমার অর্থ তুমিই আমার তীর্থ
তুমিই আমার সার তোমারই কামনা।
তোমাকেই লক্ষ করি চালাই জীবন তরী
উতরিতে পারি তাই দেবি,
হৃদয়ে দিয়েছ বল তাইকরি যত বল
হৃদে আছে ও মোহন ছবি।

৫

কেনপ্রিয়ে কর অনুযোগ হয় কিহে সেই শুভযোগ
হৃদীসিংহাসনে প্রিয়ে বিরাজিতা সদা রোয়ে
কেন দাও য়াতনার ভোগ!
এক আকাশে উঠে যুগ্মশশি মধুময় করিতেছে নিশি
এও কি সম্ভব হয়? মিথ্যা—কভু সত্য নয়
হৃদাকাশে তুমি মোর শশি,
উজলিয়া আছ দশদিশি।
তবচিন্তা করি নিরন্তর অন্য চিন্তা—নাহি অবসর
তবভাবে মম মন থাকে সদা নিমগন
তবরূপে পাগল অন্তর!

৬

থাক্—থাক্ আর নাহি কাজ যথেষ্ট হয়েছে—নাহি লাজ ?
প্রমাণে প্রমাণ নয় কাজে সব দৃষ্ট হয়
এতদিন কেন নাথ ছিলে অদর্শন ?
জানি নাথ—তোমার যে মন !
যারতরে ভাবি নিশিদিনে সেজন করেনা কভু মনে
এইরীতি জানি মনে তবু কেন পোড়ামনে,
মনেপড়ে সদা ঐ ওরূপ মোহন !
শোনেনা এ পোড়ামন মানেনা—প্রবোধ মন
তাই নাথ করিহে কামনা !
কেন তবে—করহে বঞ্চনা ?
যাতে তুমি পাও সুখ তাতেই আমার সুখ
অন্যসুখ চাহেন এজন
সুখে থাক—যাই প্রাণধন !

৭

একি প্রিয়ে একি তব রীত
এই কিহে তোমার উচিত ?
এসপ্রিয়ে কাছে এস বস বস কাছে বস
শুনি দুটী মধুর বচন !
তৃষিত প্রাণ আমার, কর প্রিয়ে সৎকার,
অবিচারে ঠেলনা চরণে,
করকৃপা—অনুগতজনে।
বহুদিন করে আছি আশা করনা করনা লো নিরাশা
রাখিয়ে তোমায় বুকে, শুনিব ও সুধা মুখে,

অমিয়বচন ভুটী করনা নৈরাশ
এস প্রিয়ে পুরাও লো আশ!

৮

কথায়—কথায় কাল ব্যাজ কথাতে কথাতে বাড়ে লাজ
কে কোথায় কথায় হারায় পুরুষেরে,
কিন্তু নাথ—জান ত অন্তরে!
যাহা তব ইচ্ছা হয় কর যেবা মনে লয়
অনুগতা চরণে তোমার!
দেখ নাথ—আর যেন হওনা অন্তর!

বিরহ।

সুখ মধুমাসে মধুকর ঘোষে
মধুর মলয় বহিছে বায়,
গুঞ্জরি ভ্রমর গুণ গুণ স্বরে
প্রেমের বারতা কহিতে ধায়।
কুসুমিত বন রম্য উপবন
কুসুমিত হেরি জগতময়,
কুঞ্জে কুঞ্জে অলি করিছে কাকলি
ময়ুর ময়ুরী নাচিছে হায়।
নবপল্লবিত পল্লব মাঝারে
কালিয় বরণ ঢাকিয়া পিক্,
পঞ্চম তানেতে জগত মাতাতে
কুহু কুহু রব ছাড়িছে হিক্।

মধুর সমীর করি ঝিরি ঝির
লাগিয়ে বিলাসি জনের গায়,
মধুর প্রকৃতি মধুর বসন্তে
মধুরে মধুর করিছে হায়!
ফুল্লফুল কুল আবেশে আকুল
ঢলিয়া পড়িছে এ ওর গায়,
নবিন যৌবনে আবেশ পরাণে
আলিঙ্গনে তোষে বঁধুয়ায়।
পূর্ণ চন্দ্রিমায় চকোরের সাধ
মধু পান—তার পুরিল আশ,
বিরহীজনের কৈ তবে আর
পুরিল প্রাণের প্রেমের পিয়াস।
সকলের সাধ পূরাইল বিধি
আমার অদৃষ্টে কেবল দুখ,
চির বিরহিণী অবলা রমণী
করমেতে মোর নাহিক সুখ।
অবলা সরলা কত সবে বালা
বিরহের জ্বালা যাতনা কেমন,
জ্বলিছে জ্বলন, হৃদয় দহন
জ্বলনে জ্বলিয়ে হনু জ্বালাতন।
কোথা প্রাণধন অভাগী জীবন
যায় বুঝি এই বিরহ দাপে,
হায় কি নিষ্ঠুর পুরুষপরাণ
আর কত দিন দহিব তাপে।

এ জ্বলন্ত জ্বালা, কত সবে বালা,
অবলার প্রাণে কতই সয়,
বিরহেতে প্রাণ করে আন্ চান্
ধৈরজ ধরিতে নারিনু হায়।
কোথা প্রাণসখা নাহি দিলে দেখা
অভাগিণী যায় জনম তরে,
একবার দেখা—এই শেষ দেখা
দেখা দাও নাথ এ অবলারে!
আর নাহি পারি সহিতে এ তাপ
দরশন তরে হয়েছি ব্যাকুল,
নাহি অন্য সাধ একবার দেখা,
দেখা দাও নাথ হয়েছি আকুল।
অকুলে কাণ্ডারি তুমি হে আমার
তুমিই আমার কর্ণধার,
দেখা দিয়ে নাথ রাখ অবলায়
প্রেমের সাগরে করহে পার।
নতুবা অভাগি জন্মশোধ যায়
বাসনা সকল হইল গত,
এই তার শেষ—মিনতি চরণে
পুন যেন পাই তোমার মত।

প্রেম প্রতিমা।

প্রেমের প্রতিমা নারী তুমি
বিরহীর জুড়াবার স্থল,
তুমি না থাকিলে শান্তিরূপে
ভূমণ্ডল হত রসাতল।
পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত জনগণে
তুমি দেবি শান্তি নিকেতন,
তৃষ্ণাতুর সংসারমরুতে
তুমি দেবি শীতল জীবন।
ঊর্ম্মিময় বিশ্ব জলধিতে
তুমি নারী প্রেমের তরণী,
নৈরাশ্যমরিচি মাঝারেতে
তুমি দেবি আশা কল্লোলিনী।
দয়ার সাগর তুমি নারী
মূর্ত্তিমতী মায়া অবনীতে,
স্নেহের নির্ঝররূপা তুমি
মর্ম্মাহত জীবে বাঁচাইতে।
আঁধার আঁধার হৃদাকাশে
তুমি নারী সমুজ্জ্বল শশি,
অমাবশ্যা অমা করি দূর
উজলিয়া থাক দশদিশি।
দুঃখ নাই সুখের নিলয়
তুমি দেবী বিশ্বের মাঝারে,

তাপিত জনের তাপ নাশ
ঝরে দয়া অবিরাম ধারে।
সুবিশাল এই যে ব্রহ্মাণ্ড
বাঁধা সদা তোমার চরণে,
তোমাতেই বিশ্বের উদ্ভব
বিশ্ব সৃষ্টি তোমারি কারণে,
মোহছটা করিয়া বিস্তার
ফেল জীবে ঘোর রসাতলে,
স্নেহময়ী রূপে দিয়ে দেখা
তুলে লও পুনঃ তারে কোলে।
স্বর্গের সুষমা অলৌকিক
বিরাজিত নেহারি তোমাতে,
স্বর্গীয় পবিত্র চিত্র যত
অবিরত দেখি ও রূপেতে।
কেমন সে স্বর্গ ধাম হায়
দেখে নাই মর্ত্তচর যত,
তোমাকে দেখিয়ে দেবি মোরা
স্বর্গচিত্র ধারণায় রত।
স্বর্গীয় সুষমা সমন্বিতা
পবিত্র চরিত্র অবনিতে,
কর দয়া দয়াময়ী তুমি
নমি কোটী কোটী চরণেতে।

(অ—ঈ)

মিলন।

মধুময় মধুর সময় প্রকৃতির সুরম্য নিলয়
উজলিয়া উপবন উজলিয়া সে কানন
মধুর চন্দ্রিমা ধারা বহিছে হরষে,
মধুর তারকা ভাতি ছড়ায়ে মধুর জ্যোতি
চন্দ্রিকার মধুরতা বাড়ায় সরসে।
মলয় সুমন্দ বয় বৃক্ষ পরে পিক গায়
দূরাগত বংশীরব পশিছে শ্রবণে,
ঝিল্লিগণ ঝি ঝি রবে দিগাঙ্গণে প্রেম ভাবে
আলিঙ্গন করিতেছে প্রেমানন্দ মনে ;
প্রকৃতির ভালবাসা বালিকার সনে।
বাসন্তি চন্দ্রিমা ধারা মিলি জ্যোতিঃ ক্ষুদ্রতারা
দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িছে হাসিয়া,
হাস্যময় সীমাহারা স্বর্গে মর্ত্তে এক ধারা
আকাশে জগতে গেছে একত্রে মিলিয়া ;
মধুময় ধরাসতী আকুল হাসিয়া।
ফুল কুল হাসিছে সঘনে, সমীরণ করিতেছে খেলা,
সমীরণে প্রেম পাশে বাঁধি খেলিছে যুতিকা ফুলবালা
হাসি হাসি প্রিয়তম গায় পড়িতেছে কুসুম নিচয়
অলি বঁধু প্রেমাবেশে মাতি প্রেম রসোল্লাসে
প্রিয়তমা ফুলকুলে করে সম্ভাষণ,
বিঘোর প্রণয় ভরে পুলকিত মন।
মধুময় এ হেন সময় কে ঐ রমণী বসি হায়

একাকিনী শীলাতলে বসি বামা ওকি বলে
বিরহনিশ্বাসে তপ্ত মেদুর পবন,
ঝর ঝর অশ্রু পড়ি ভিজিছে বসন।
ওকিও ওকিও হাসি প্রেমজ্যোতি পরকাশি
পুনঃ কেন বিষাদেতে ঢাকিল আনন ?
আসার আশায় বুঝি নৈরাশ্য ঘটন।
আবার হাসিল বালা নয়নে প্রেমের জ্বালা
নয়নে প্রেমাশ্রু বরিষণ দূরে গেল বিরহ রোদন
তরুণ নিকটে এসে কাছে বোসে প্রেমভাষে
সলাজ তরুণীগণ্ড করিল চুম্বন,
দূরে গেল তরুণীর বিরহ দহন।
বসি সেই শীলাতলে প্রেমের প্রতিমা কোলে
কুতুহলে প্রেমিকের প্রেম সম্ভাষণ,
জগতের——অমূল্য রতন।
মধুময় মধুর সময় সুশীতল সমীরণ বয়
সুবাস বহিয়া ধীরে দম্পতির কাছে ফিরে
পরিচর্য্যা করে সমীরণ,
উথলিল প্রমিকের—আনন্দ মিলন।

মোহ।

জনম অবধি আমি ওরূপ নেহারিনু
তবু হিয়া তিরপিত নয়।
ওই মধুর বাণি, প্রাণ ভরি শুননু
তবু মন শুনিবারে চায়॥
ও বর বরণ হেরি সুধাকর বিমলিন
সুরভিত কুসুমের বায়।
যতদূর যায় শ্বাস, হয় মরম উদাস
চিত ফিন সেই শ্বাস চায়॥
জোছনা ঢালিয়া বিধি, গঠিল ও রূপ বুঝি
কুসুমকোরক সম তনু।
ফুলধনু মাঝে মৃগ লুকায়েছে নিজ দেহ
হেরি আঁখি পরাণ হারানু॥
প্রাণের কামনা এক দরশন পরশন
নাহি চাহি পুনরায় আর।
একবার মাত্র দেখা হয় হোক শেষ দেখা
একবার মাত্র নহে আর॥
ভুলিল সকলি হায় ভুলিল সে সমুদয়,
তবু তারে ভোলা বড় দায়।
অক্ষয় প্রণয় ধনে কোন প্রাণে ভুলি মনে
সদা পোড়া চিত যারে চায়॥

২

রূপে ভোর পরাণ আমার
নাহি চায় অন্য কিছু আর

একবার দরশন সেই সাধ সন্দর্শন
জীবনের বাসনা আমার।
মহামোহে ঘেরেছে পরাণে
নাহি চাহে অন্য কিছু পানে
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই মান সেই প্রাণ
সেই সার অভাগা জীবনে।
যদি দেখা পাই একবার
এ কামনা সদত আমার
সেই হেতু অনিবার খোজে আঁখি চারিধার
আশা সুধু আশাময় হয় না পুরণ।
জ্বলন্ত মোহের ভরা করিরে বহন॥
অবসাদে অবসন্ন প্রাণ
আশা তবু নহে অবসান
থাকি সদা এ অন্তরে অধিকার সুবিস্তারে
নিযুক্ত রয়েছে অবিরাম
লোকালয়ে থাকা হল দায়
সংসারের জ্বালা নাহি সয়
যাই যাই যাই একা শূন্য প্রাণে কেন থাকা
তবু হায় চিত তারে চায়।
মনে করি আর ভাবিব না
ত্যজি তার দর্শন কামনা
তবুও পারি না কেন একি মোহ কেন হেন
জড়ায়েছে কেন সে ছাড়েনা ?

আমিত এসেছি একা
আমিও ত যাব একা
একা যেবা কেবা তার সাথি আছে আর।
বিষম এ প্রহেলীকা ছার এসংসার ॥
এ সুধু স্বার্থের রাজ্য
নহে হেতা প্রেম রাজ্য
সাম্রাজ্য প্রেমের যদি থাকে কোন স্থান।
দেখি সেথা হয় যদি মোহ অবসান ॥

অন্তিমে।

আরনা আরনা এ সংসারে,
থাকিব না আশা বুকে করে,
আর কিছু চাহিব না, নাহিক কিছু কামনা,
বুঝিলাম কামনার স্বভাব কেমন।
আশা সুধু আশাময় হয় না পূরণ ॥
সংসারের প্রখর তাড়নে,
ভেবেছিনু আগে মনে মনে,
সংসারবিষ দংশন, করিবরে সম্বরণ,
বসি প্রিয়ে প্রেমতরুমূলে।
সে সকল এবে গেছি ভুলে ॥
আশা সুধু মাতাইয়ে প্রাণ,
করিছে মানবে লবেজান,
তবু তার শান্তি নাই, প্রলোভন সর্ব্বদাই,

অসার আশার ক্ষুধা মেটেনা কখন।
আশায় গঠিত প্রাণে করে জ্বালাতন ॥
আর থাকিব না ছার ভবে,
সুখী হেতা কে কোথায় কবে,
সংসারেতে সুখ নাই, নৈরাশ্য দহে সদাই,
সেই হেতু চিরতরে যাই সেই স্থান।
যথায় এ চিরদুখ হবে অবসান ॥
যথায় বিরহ নাই সদা সম্মিলন,
যথায় বিচ্ছেদতাপে দহে না জীবন,
প্রেমে যথা পাপ নাই, সম্মিলন সর্ব্বদাই,
ভালবাসা সংগোপনে নাহি প্রয়োজন।
যাই সেই বিধাতার মানসকানন ॥
বিষাদের অমাবশ্যা নাই,
সুখের যোজনা সর্ব্বদাই,
নাহি মান অভিমান, সর্ব্বদাই পূর্ণ প্রাণ,
অপূর্ণতা নাহি কেহ জানে যেথাকার।
হর্ষভাবে জীবকূল থাকে সেথাকার ॥
আর পোড়া সহে না পরাণে,
যন্ত্রণা অপরিসীম ক্রমে,
হৃদয় হয়েছে ছাই, তবু কেন তারে চাই,
সে ছলনী আর কেন চাহে হত মন।
সত্যপ্রেম অবশ্যই মিলিব দুজন ॥
বিচ্ছেদেতে নাহি খেদ,
হৃদি করি ব্যবচ্ছেদ,

দেখাতেম যারে সদা সে এবে কোথায়।
এখন সে সব হায় দেখি স্বপ্নময়।
এ জীবনে হল না পূরণ,
নাহি আর হল সম্মিলন,
সেই দেখা বাল্যকালে, সেই হতে আছ ভুলে,
এত ভোলা ভোলামন তবু ভোলা দায়।
চারুচিত্র বুকে করে, ওই রূপ লক্ষ করে,
চির তরে এ অভাগা যায় যায় যায়!
বহুদিন বহুদিন গত,
চিন্তা সুধু করি অবিরত,
চিন্তার বিরাম নাই, যদি বা বিরাম পাই,
সেই হেতু জন্মতরে লইনু বিদায়।
ধরণি! অভাগা তব চিরতরে যায়॥
আর তারে পিড়িব না,
আর ত ফিরে চাব না,
তব পরে পদ চিহ্ন করিয়া চিত্রন।
বাল্যকালে খেলেছিল হৃদয় রতন।
পবিত্র সলিলা গঙ্গে, যাওয়া তরঙ্গ রঙ্গে,
পতিপাশে শুনাইতে প্রেমের বারতা।
মনে পড়ে সেই দিন, বাসন্তি পূর্ণিমা দিন,
তব তীরে রেখে গেছি হৃদয়ের লতা।
বহুদিন বহুদিন নয়,
বর্ষত্রয় মাত্র গত হয়,
এর মধ্যে ভুলে গেছ, এ ভোলা কোথা শিখেছ,

ভোলানাথ শীরে থেকে ভুলেছ সকল।
কেঁদে কেঁদে চক্ষু জ্যোতিহীন
আর মা কাঁদিব কত দিন,
কে তোরে মা বলে গঙ্গে করুণার রাণী।
যাই যথা আছে মোর জীবনরূপিনী॥
খোল দ্বার খোল খোল্ ত্বরা,
কোথা মোর নয়নের তারা,
কৈ ? কৈ সে সরমলতা, কৈ সেই পতিরতা,
কৈ মোর জীবনরূপিণী কৈ কোথা ?
এতদিন ছিলে ভুলে,
এলে দেখা দিতে এলে,
নীলিম আকাশপটে কেন তবে আর,
এস প্রিয়ে ! এস, হর মানসান্ধকার।
ওকি হাসি ? কেন এত হাসিছ সঘনে,
এত হাসি এত দিন দেখেনি আননে,
ওকি হাসি সুবিকট, এসনা মোর নিকট,
ওই ওই—কই কই লুকালে কোথায়।
অভাগার সঙ্গের সাথি যায়, যায়, যায় !

যুগলমূর্ত্তি।

মনের বাজারে কি সুন্দর আজ, লেগেছে প্রেমেব রসের হাট !
পীরিতি সোহাগ প্রেম অনুরাগ, কত ভাবে সবে করিছে নাট ;
হাসির লহরী ছুটিছে সবেগে, প্রেমের নির্ঝরে ছুটেছে জল,

(অ—উ)

প্রীতির কমল সোহাগপবনে, দুলিছে সঘনে করে টল্ টল্।
প্রেমের সম্ভোগ প্রেম অনুযোগ, কতই মধুর ভাবের ভাব,
আদরে আদরে করে কর ধোরে, করিছে দম্পতি প্রেমের যাগ।
স্বর্গের সুষমা, স্বর্গের তুলনা, স্বর্গীয় সৌভাগ্য প্রকাশে ধরা,
স্বর্গের রাজত্বে রাজা রাজরাণী, এরাই ভুঞ্জিছে স্বরগ ধারা।
প্রেম পরিণাম একেইত বলে, এইত প্রকৃত প্রেমের ভাব,
এরেই তরে জীব সদা ঘুরে মরে, বিষময় প্রাণ এর অসদ্ভাব।
এই প্রেম যার ছার স্বর্গ ভোগ, এর সহ নাহি তুলনা হয়,
এই স্বর্গ ভোগ, প্রেমের সম্ভোগ, এই প্রেমে বাঁধা বিশ্বময়।

স্নেহ।

এতদিন কোথা ছিলি মাগো
অভাগার তুই যে সম্বল,
শান্তিশূন্য অসার সংসারে
তুই যে মা জুড়াবার স্থল!
কোন্ পূণ্যে—তপস্যার বলে
এলি তুই দরিদ্র কুটিরে,
স্নেহমায়া শূন্য যেগো আমি
স্নেহ দয়া আছে বহু—দূরে।
স্নেহমায়া দেখেনি কখন
স্নেহদয়া পাইনি কখন,

তবে বল্ কোন্ প্রাণে বাছা
পাবি হেতা স্নেহনিকেতন ?
আমি যে মা বড়ই নিঠুর
প্রাণ মোর পাষাণ সমান,
স্নেহতরু নাহি আছে তথা
মায়াস্রোত না করে পয়ান।
থাকি দূরে—বহু দূরে বাছা
সংসারের প্রখরশাসনে,
হাসিমাখা অমিয়বচন
করুণচাহনী পড়ে মনে।
কিন্তু হায়—সংসারশাসনে
না দেখিতে পাই সে বয়ান,
আঁধারকুটিরে আলো তুই
দুঃখনিশা করেছে পয়ান।
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী
কেন মাগো দরিদ্রকুটিরে,
অপার আনন্দে মোরা ভাসি
তুই যে মা সুখের বাহিরে!
অসুখে অশান্ত এ জীবন
প্রতিদান পাবে কোথা বাছা,
প্রাণশূন্য জীবন আমার
ভেঙেছে যে অন্তরের খাচা!
ওবর বরণ হবে কালি
ভূমিতলে কঠিনশয়নে,

ভিক্ষাজীবি দরিদ্র যে আমি
কি দিব মা ও চাঁদ বদনে ?
কুসুমকোমল তনু তোর
ব্যথা পাবে দারিদ্র্যদংশনে,
ও মধুর হাসি যাবে দূরে
আঁধারে ঘেরিবে চন্দ্রাননে।
অনাহারে শীর্ণ কলেবর
বস্ত্রাভাবে বাকল ধারণ,
কুটির ত রাজহর্ম্ম গণি
বৃক্ষতলে হবে যে শয়ন ;
হতভাগ্য আমার সমান
নাই বাছা এ মহিমণ্ডলে,
নতুবা স্নেহের বাছা তুই
লইনা মা তোরে কোলে তুলে।
কাজ নাই বৃথা এ সংসারে
হয় না এ আশার পূরণ,
রাজহর্ম্ম তোর নিকেতন
অযোগ্য যে কুটীরদর্শন।
তাই বলি কেন বাছা হেতা
কে রাখিবে যতনে তোমায় ?
যতনের ধন যে মা তুই
যতন ত নাজানি—কোথায় !
বিধাতার মহালীলা খেলা
তাই মাগো পেয়েছিরে তোরে,

অযতনে দুঃখ কষ্ট পেয়ে
কেন মাগো ছাড়িস্ না মোরে।
করুণার প্রতিমা যে তুই
আলোময় করেছ অবনী,
আয় মাগো আয় বাছা কোলে
আয় হেতা আয় দেবরাণী!

বৈরাগ্য।

নিবিড় নীলিমা ধরি শীরে, তারাহার পরিয়ে গলায়,
নিশির শিশির শিক্ত হয়ে, মহাকালে কাল ভেসে যায়

সুষুপ্তিতে নিথর ধরণী, বিশ্ববাসী ঘুমে অচেতন,
ধীরে ধীরে শান্তির আধার, করিতেছে সুধা বরিষণ।
থেকে থেকে নিশাচরগণ, স্তব্ধতায় হিল্লোল তুলিছে,
ক্ষীণশব্দ দিশাহারা হয়ে, স্তব্ধতায় মিলায়ে যেতেছে।
অনন্তেরে লক্ষ করি কাল, চলিতেছে আপনার মনে,
জীবকুল কালের নিয়মে, অগ্রসর মৃত্যুর কারণে।
কে ওই রমণী একাকিনী, কুসুমশয়ন ফেলি দূরে,
নিরবে বহিছে অশ্রুধারা, ফিরিছে এ ভীষণ কান্তারে।
নাহি কথা নাহি হাসি মুখে, শুকায়েছে বদন নলিনী
হাসির নিশানা নাই মুখে, বিষাদের স্থিরসৌদামিনী।
ধীরে ধীরে নিরবে দাঁড়ায়ে, আনমনে নেহারে গগন,
কি ভাবেতে ভাবে এবে রমা, কি ভাবেতে ভুলেছেরে মন।
অঙ্গুলী হেলায়ে দেখে তারা, পুন করে হৃদি দরশন,
হৃদয়গগন তারাহারা, তাই বড় পেয়েছে বেদন।
বহু দূরে রয়েছে যে তারা, কোথা তারা কোথা সে গগন,
তাই বুঝি ভেবে বামা একা, ভুলেছেরে সংসারবন্ধন।
সুকুমার কুমার বামার, আনন্দের পূর্ণ নিকেতন,
কুসুমের হাসি হাসিমুখে, সংসারের শান্তির সদন।
ভুলে বামা কুমারের স্নেহ, ছাড়িয়া এসেছে নিজ গেহ,
ঘেরেছে কঠোর মায়ারাশী, এখনও যায় নাই মোহ।
ভাবিতেছে দুঃখিনী রমণী, পতি তার কোথায় কোথায়,
জীবনের সারধনে হারা, পতিহারা ধুলায় লুটায়।
বীজন কান্তার মাঝে হায়, কোথা যাবে কোথায় আশ্রয়,
বিধাতা হইয়ে বাদি তার, ভেঙ্গেছে যে সুখের নিলয়।

সংসার শ্মশানময় হায়, শূন্য তার আঁধার ভুবণ,
কি সুখেতে রবে বামা আর, কি সুখেতে রাখিবে জীবন।
এই বুঝি সমাধি সময়, প্রকৃতির যোগ শিক্ষা কাল,
সমাধি সাধনে বামা রত, ডাকিছে ঈঙ্গিতে মহাকাল।
নিরবে দাঁড়ায়ে বামা রয়, নিরবে বিরহগীতি গায়,
উষার বাতাস লাগি গায়, বিরহের সঙ্গীত শুনায়।
উষার সমীরে মিশি স্বর, ছড়াইল দিগ্‌দিগন্তর,
মহা ঘোর শব্দ করি দূরে, ভাঙ্গিলরে প্রেমিকা অন্তর।
পঞ্চভূত মিলাইল ভুতে, রমণীর ফুরাল সমাধি,
রমণীর এই ব্রত সার, ঘুসিবে জগত যে অবধি।

সম্পূর্ণ।

যন্ত্র-শিক্ষা।

মিউসিক্‌ মাষ্টার
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

৮

কলিকাতা,
১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্‌—রামায়ণ যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল

মূল্য ॥০ আটআনামাত্র।

যন্ত্র-শিক্ষা।

তান্‌পুরা।

সকলেই অবগত আছেন যে তান্‌পুরা কিরূপ যন্ত্র। এদেশে উহা সচরাচর সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত; কিন্তু উহার আকৃতি, বন্ধন ও সাধনপ্রণালী লেখাই এ অধ্যায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহারা আদৌ ইহার ব্যবহার শিক্ষা করেন নাই, তাঁহাদিগকে স্পষ্ট ও বিশদরূপে ইহার ব্যবহার, সাধন ও বন্ধন ইত্যাদি বুঝাইয়া না দিলে, তাঁহারা কিরূপে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইবেন? এই যন্ত্র গীতশিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার আশ্রয় ব্যতীত কণ্ঠসঙ্গীতে কৃতকার্য্য হওয়া অতিব দুরূহ। এমন কি ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে স্বরসাধন অভ্যাস করিতে গেলে গায়কের স্বর কর্কশ ও সুরহীন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন যে, গায়কমাত্রেই ইহার সহায়তা ভিন্ন কণ্ঠসঙ্গীতে কৃতকার্য্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না; অতএব কণ্ঠসঙ্গীত সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণের অতি সাবধানের সহিত তান্‌পুরা যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা উচিত। এক্ষণে ইহার আকৃতি, বন্ধন ও ব্যবহার প্রণালী অবগত করিয়া পাঠকগণের তৃপ্তি সাধনে যত্নবান হই।
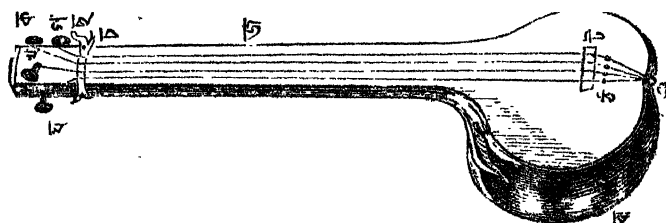
তানপুরার সহিত সুর সাধিতে হইলে, শিক্ষার্থী প্রথমে তানপুরাটী লইয়া উহার কান যে দিকে আছে সেই ভাগ নিজের বামহস্তের দিকে (ঝ চিহ্নিত দিকটী অর্থাৎ লাবুর দিকটী নিজের দক্ষিণদিকে) রাখিবেন। তৎপরে বাম হস্তে ক চিহ্নিত কানটী মোচড়াইয়া এমত পরিমানে উহার শব্দ নির্গত করিবেন যে, যেন তারটী না ছিঁড়িয়া যায়। এই ক চিহ্নিত কানে যে ইস্পাতের তারটী থাকে তাহাকে সুর কহা যায়। এই সুর অবলম্বন করিয়া তানপুরার অপরাপর তারগুলি বাঁধিতে হয়। তৎপরে খ চিহ্নিত কানে (ঠিক ক চিহ্নিতের অনুরূপ) আর একটী ইস্পাতের পাকা তার থাকে; ইহাও ক চিহ্নিত তারের শব্দের সহিত ঐক্য করিয়া বাঁধিতে হয়। এই খ চিহ্নিত তারকে জুড়ি কহে। তৎপরে গ চিহ্নিত পিতলের তারটীকে (ইহাকে কাঁচা তার কহে) ক চিহ্নিত সুরের নিম্নে চতুর্থসুরে অর্থাৎ নিম্নের পঞ্চমে বাঁধিতে হয়। অনন্তর ঘ চিহ্নিত পিতলের কাঁচা তারটীকে ক চিহ্নিতের খাদের সমসুর করিয়া বাঁধিতে হয়। তানপুরায় সর্ব্বসুদ্ধ পঞ্চম, সুর, জুড়ি ও খরজ, এই চারিটী তার থাকে। ট চিহ্নিত কাষ্ঠফলককে (যাহার উপরদিয়া চারিটী তার গিয়াছে) সোয়ারি কহে। এইসোয়ারির উপর প্রত্যেক তারের নিম্নে কতকগুলি সুতার গুচ্ছ থাকে, এই সুতার গুচ্ছ সরাইলে যখন প্রবল শব্দ বাহির হয়, তখন উহাকে জোয়ারি মিল কহিয়া থাকে। চ এবং চারিটী ছিদ্রযুক্ত ছ কাষ্ঠফলক বা অস্থিখণ্ডকে সংরক্ষণী বা আড়ি কহে। চ এর উপর দিয়া এবং ছ ছিদ্রের ভিতর দিয়া ঐ তার চারিটী গিয়াছে। জ কাষ্ঠফলককে তান্তি কহে। ঞ চিহ্নিত কাষ্ঠখণ্ডে চারিটী ছিদ্র আছে, ঐ প্রত্যেক ছিদ্রে এক একটী করিয়া তার পরাইতে হয়। ঠ চিহ্নিত চারিটী কাচের সছিদ্র বর্ত্তুল আছে, ইহাদিগকে ম্যানকা কহে। সুর একটু উচ্চ নীচ করিতে হইলে এই ম্যানকা দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদিত হয়। প্রথমে ম্যানকা দ্বারা সুর মিলাইয়া পরে জোয়ারি মিলান কর্ত্তব্য। তানপুরার সুর ও জুড়ি মিল করা সহজ, কিন্তু খরজ ও পঞ্চম বাঁধা এবং জোয়ারি মিল করা অত্যন্ত কঠিন। তানপুরা বাঁধা হইলে উহা কোলে লইয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা পঞ্চম এবং তর্জ্জনী দ্বারা সুর, জুড়ি ও খরজ সমসময়ে ছাড়িতে অভ্যাস করা

কর্ত্তব্য। সুরবন্ধন ও তানপুরা ছাড়িতে অভ্যাস হইলে পরে সারিগম্ সাধন করা কর্ত্তব্য।

তানপুরার সুর ছাড়িয়া গলায় "আ"—বলিয়া আওয়াজ দিয়া ঐ সুরের সহিত কণ্ঠের সুর ঐক্য করিলে সেই শব্দটীকে "সা" কহিয়া থাকে। তৎপরে ক্রমশঃ গলা চড়াইলে পঞ্চমের সহিত ও তদূর্দ্ধে চড়াইলে পুনরায় "সা" শব্দ উৎপন্ন হইয়া সুরের তারের সহিত ঐক্য হইবে। যেমন একটী স্ত্রীলোকে ও একটী পুরুষে একত্রে সমস্বরে "সা" শব্দটী উচ্চারণ করিলে কণ্ঠের ধ্বনি হয়, সেইরূপ গায়কের ও সুরের তারের ধ্বনি প্রতীত হইবে। সর্ব্ব সমেত সুর সাতটী। প্রথম সুর হইতে ক্রমশঃ গলা চড়াইয়া সপ্তমপর্দ্দার উপর চড়াইলে পুনরায় ঐ তারের সুরের সহিত গলার ঐক্য হইবে। তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সুর সর্ব্ব সমেত সাতটী।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, এইরূপে ক্রমান্বয়ে উঠিলে অনুলোম গতি কহে। এই অনুলোম ক্রিয়া অভ্যাস হইলে বিলোম অর্থাৎ সুর উল্টা করিয়া অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যথা;—নি, ধ, প, ম, গ, ঋ, সা।

যখন তানপুরার সহিত সারিগম্ অনুলোম ও বিলোমক্রমে উত্তমরূপে অবলীলাক্রমে অভ্যাস হইবে, তখন স্বরগ্রাম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যথা—

১। সা, গ, ঋ, ম, গ, প, ম, ধ, প, নি, ধ, সাঁ, (উপরে শূন্য যুক্ত সুরকে তারার সুর কহে)।

২। সাঁ, ধ, নি, প, ধ, ম, প, গ, ম, ঋ, গ, সা।

৩। সা, ম, ঋ, প, গ, ধ, ম, নি, প, সাঁ।

৪। সাঁ, প, নি, ম, ধ, গ, প, ঋ, ম, সা।

৫। সা প, ঋ, ধ, গ, নি, ম, সাঁ।

৬। সাঁ, ম; নি, গ, ধ, ঋ, প, সা।

৭। সা, ম, গ, প, ঋ, নি, গ, নি, প, সাঁ।

৮। সাঁ; প, নি, গ, নি, ঋ, প, গ, ম, সা।

তৎপরে সাতটী সুরের প্রত্যেক সুরটী মাত্রার সহিত অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। এক হইতে দুই উচ্চারণ করিতে যে সময়, তাহাকে একমাত্রা কহে, ইহার চিহ্ন এক দাঁড়ি; দুই মাত্রার চিহ্ন দুই দাঁড়ি ইত্যাদি। একটী ক্লক্ ঘড়ি

নিকটে রাখিয়া মাত্রা অভ্যাস করিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, কারণ ঘড়ির পেণ্ডুলাম যে বলে গতায়াত করে, তাহার প্রত্যেক গতি এক একটী মাত্রা জ্ঞান করিয়া স্বরগ্রাম সাধন করিলে সহজেই মাত্রাবোধ হইতে পারে। ঘড়ির পেণ্ডুলাম দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বামপার্শ্বে গমন করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে একমাত্রা কহে। এইরূপে এক দুই তিন চারি মাত্রা গণনা করিয় তৎস্থায়ীকাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে এক একটী স্বর উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। যথা—

| | | | | | | | | | | | | |
১। সা ঋ গ ম প ধ নি। নি ধ প ম গ ঋ সা।

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
২। সা ঋ গ ম প ধ নি। নি ধ প ম গ ঋ সা।

||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
৩। সা ঋ গ ম প ধ, নি। নি ধ প ম গ ঋ সা।

একমাত্রাকাল সময়ের মধ্যে দুইটী স্বর উচ্চারণ করিলে প্রত্যেক স্বরটী অর্দ্ধ মাত্রায় বিভক্ত হইবে। অর্দ্ধ মাত্রার চিহ্ন ৮ এইরূপ। যথা;—

| সা ঋ | | গ ম | ; বা, সা ঋ গ ম।

একমাত্রাকাল সময়ের মধ্যে চারিটী স্বর উচ্চারণ করিলে প্রত্যেক স্বরটী সিকি বা অনুমাত্রায় বিভক্ত হইবে। অনুমাত্রার চিহ্ন × এইরূপ। যথা—

| সা ঋ গ ম, | বা সা ঋ গ ম। এইরূপে স্বরগ্রাম অভ্যাস হইলে, কড়ি ও কোমল সুরগুলী শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। দুই সুরের মধ্যস্থরকে কড়ি বা কোমল সুর কহে। যেমন "ম" হইতে "প" সুর না দিয়া উহাদের ঠিক মধ্যের সুর দিলে কড়ির মধ্যম হইবে। কড়ি চিহ্ন ৭ এইরূপ ও কোমলের চিহ্ন △ এইরূপ। এইরূপ সকল সুরের মধ্যে সুর দিলে কোমল বা কড়ি পর্দ্দা হইয়া থাকে। "সা" ও "প" সুরের কোমল নাই। সর্ব্ব সমেত তের খানি পর্দ্দা গলা হইতে সহজে বাহির করিতে পারিলে সারিগম্ সাধন হয়।

তের খানি পর্দ্দা এই—সা, ঋ△, ঋ, গ△, গ, ম, ম৭, প, ধ△, ধ, নি△, নি, সা°।

যাহা হউক তানপুরা শিক্ষার মধ্যে কণ্ঠস্বর সাধন নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া, এ সম্বন্ধে আর অধিক লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা হইল না। পাঠক-

গণ ইহা পাঠে আনন্দিত হইয়া উৎসাহ প্রদান করিলে, কণ্ঠসঙ্গীত সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইবে।

বাহুলীন যন্ত্র।

বাহুলীন যন্ত্রের অর্থ "বেহালা।" এই বাহুলীন যন্ত্র আজ কাল অনেকেই শিক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু শিক্ষাগুরুর মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াও সকলে তদ্বিষয়ে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সেই অভাব দূরীকরণার্থ এই বাহুলীন যন্ত্রের আকৃতি, বন্ধন, ধারণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিত হইল।

বাহুলীন যন্ত্র দীর্ঘে প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ন্যূন সংখ্যা আট ইঞ্চি।
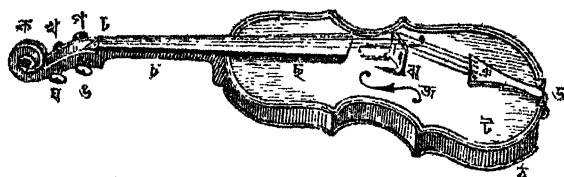
এক্ষণে বাহুলীন যন্ত্রের আকৃতি ও কোন্ কোন্ স্থানে কি কি আছে, তদ্বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

ক কীলক স্থান, খ সুরের কাণ, এই কাণ টিপিয়া সুর বাঁধিতে হয়; গ পঞ্চমের কাণ, এই কাণ টিপিয়া পঞ্চম অর্থাৎ সুর হইতে পাঁচ সুর উচ্চ করিয়া বাঁধিতে হয়; ঘ মধ্যমের কান, এই কাণে সুর হইতে পাঁচ সুর নীচে বাঁধিতে হয়; ঙ খাদের কাণ, এই কাণ মধ্যম কাণ হইতে পাঁচ সুর নীচে বাঁধিতে হয়। চ গ্রীবা বা ঘাড়ী, এই স্থানের নিম্নে বাম হস্ত চিৎকরিয়া রাখিতে হয়। ছ ফিংগারবোর্ড বা স্বরস্থান, এই কাষ্ঠের উপরেই স্বরগ্রাম সাধন হয়। জ ধ্বনি ছিদ্র, এই স্থান হইতে বেহালার শব্দ নির্গত হয়। ঝ তন্ত্রাসন বা সোয়ারি, ইহার উপর দিয়া বেহালার চারিটী তাঁত গিয়াছে। ঞ পন্থী বা টেল্‌পিস্, ইহাতে চারিটী ছিদ্র আছে, তন্মধ্য দিয়া চারিটী তাঁত ক্রমান্বয়ে

এক একটীতে আবদ্ধ আছে; এবং ইহার পশ্চাৎভাগ একটী মোটা তারে আবদ্ধ হইয়া ড চিহ্নিত খুঁটিতে সংলগ্ন আছে; ট ধ্বনিপত্র অর্থাৎ ইহাকে বেহালার বক্ষঃস্থল কহে; ঠ ধ্বনিকোষ অর্থাৎ ইহাই বেহালার শব্দের আধার স্থান। এই ত্রয়োদশ ভাগে বাহুলীন যন্ত্র বিভক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে বেহালার ছড়ির বিষয় বলা হইতেছে। বেহালার ছড়ির চ চিহ্নিত দিকটী মস্তক, ঙ কাষ্ঠের ছড়ি, খ ধারণ স্থান, এই স্থানে জরি মিশ্রিত কতকগুলি সুতা বাঁধা আছে, এই স্থান দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা ধারণ করিতে হয়; ক স্ক্রু, ইহা ঘুরাইয়া ছড়ির চুল ইচ্ছামত শক্ত ও নরম করিতে পারা যায়; গ কীলক, ইহা দ্বারাই চুল শক্ত ও নরম হয়, অর্থাৎ স্ক্রু ঘুরাইলে ইহা সম্মুখে ও পশ্চাতে সরিয়া বেড়ায়; ঘ অশ্বপুচ্ছ অর্থাৎ বালামচি, ইহা তাঁতের উপর টানিয়া দিলে বাহুলীন হইতে শব্দ নির্গত হয়, এবং ইহা দ্বারা বাহুলীন বাদন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, কিন্তু ঐ চুলে রজন নামক একরূপ আঠা না লাগাইলে কোনরূপে ঐ যন্ত্রের শব্দ নির্গত হয় না। রজন শক্ত না হইয়া কিঞ্চিৎ কোমল হওয়া কর্ত্তব্য।

ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম; পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, অর্থাৎ সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটী সুর। এই সাতটী সুরে এক গ্রাম। বাহুলীন যন্ত্রে তিন গ্রামে সর্ব্ব সমেত একুশ খানি স্বাভাবিক পর্দ্দা ও পনেরখানি কোমল পর্দ্দা পাওয়া যায়। কুড়িখানি স্বাভাবিক ও চৌদ্দখানি কোমল, সর্ব্বসমেত চৌত্রিশ খানি পর্দ্দা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক এক গ্রামে সাতখানি স্বাভাবিক ও পাঁচখানি কোমল পর্দ্দা থাকে। তারা অর্থাৎ উচ্চসপ্তক, মুদারা অর্থাৎ মধ্যসপ্তক ও উদারা অর্থাৎ নিম্নসপ্তক এই তিনটী গ্রামই শ্রেষ্ঠ। ইহা ব্যতিত অতিউদার ও অতিতার আছে। ইহা প্রায়ই ব্যবহার হয় না বলিয়া এখানে উহার উল্লেখ করিলাম না। কেবল অতি উদারের নিষাদ অর্থাৎ "নি", বাহুলীন যন্ত্রে আছে ও ব্যবহার হয়, তজ্জন্য উহারই কথা বলিলাম। নিম্ন লিখিত চিহ্নের দ্বারাই তারা, মুদারা, উদারা এবং অতিউদার ভিন্ন হইয়া থাকে। যথা—

অতি উদারের নিখাদ 'নি়' নিম্নে দুইটী বিন্দু থাকে; উদারার নিখাদ "নি়" নিম্নে একটী বিন্দু; মুদারার নিখাদ "নি"; তারার নিখাদ নিঁ উপরে একটী বিন্দু। এইরূপে নিম্নে ও উপরে বিন্দু চিহ্ন দ্বারা প্রত্যেক গ্রাম পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। স্বরগ্রাম লিপিবদ্ধ করিতে গেল { তা ম উ } —এই চিহ্ন দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা গৎ বাজাইবার সময় দেখিতে অসুবিধা হয় বলিয়া শূন্য চিহ্নই ব্যবহার করিলাম।

এক্ষণে বাহুলীন যন্ত্রে স্বরগ্রাম ব্যবহারের বিষয় বলা হইতেছে।

নি়	সা় ঋ় গ় ম় প় ধ় নি়	সা ঋ গ ম প ধ নি	সাঁ ঋঁ গঁ মঁ প
অতি উদার	উদারা	মুদারা	তারা

এই কয়খানি স্বাভাবিক পর্দা বাহুলীন যন্ত্রের কোন্ কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হয় তাহা ক্রমে বলা যাইতেছে।

প্রথমে বাহুলীন যন্ত্র খানি লইয়া বামহস্তে গ্রীবাধারণ পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা তাঁতে আঘাত করিয়া দক্ষিণ হস্তে খ কানটী ধরিয়া পাকদিয়া সুর অর্থাৎ "সা" বন্ধন করিবে। ইহাই মুদারার সুর বলিয়া অভিহিত হয়। ঐরূপে গ কাণটী দ্বারা পঞ্চম অর্থাৎ এই সুর হইতে পাঁচ পর্দা উচ্চ করিয়া সুর বাঁধিবে, ইহাকেও মুদারার পঞ্চম কহিয়া থাকে। পরে দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ধারণ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা তাঁতে আঘাত করিয়া ঘ কান মোচড়াইয়া সুরের পাঁচ সুর নিম্নে বন্ধন করিবে, ইহাকে উদারার মধ্যম কহে। এই উদারার মধ্যমের পঞ্চমসুর নিম্নে ঐরূপে ঙ কাণ টীপিয়া রৌপ্যবৎ তারসংযুক্ত খাদের তাঁত বন্ধন করিবে, ইহাকে অতি উদারের কোমল নিখাদ কহিয়া থাকে; উহার চিহ্ন "নি়" এই রূপ।

বেহালা ধারণের নিয়ম।—বাহুলীন যন্ত্রের সুর বন্ধন ক্রিয়া সমাপন হইলে পর, ঐ যন্ত্র বামহস্তে লইয়া বাম স্কন্ধের উপর রাখিয়া টেলপিসের বামভাগে অতি মৃদুভাবে দাড়ি দ্বারা চাপিয়া ধরা উচিত। বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্ব, এই দুয়ের মধ্যে চ চিহ্নিত স্থানটী অর্থাৎ

গলদেশ এমন আল্‌গোছে ধরিতে হইবে যে, ইচ্ছা করিলে বামহস্ত উঠাইতে ও নামাইতে পারা যায়। তৎপরে বামহস্তের অঙ্গুলী এমন ভাবে কুঞ্চিত করিতে হইবে যে, অতি সহজে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ছ র উপর অর্থাৎ সুর স্থানে সংলগ্ন তন্তুর উপরে পড়ে। বাম হস্তের চাটু গ্রীবার নিকটে ক দিকে মস্তকের এরূপ আল্‌গোছে থাকিবে, যে গলার সহিত কোনরূপে সংস্রব না থাকে, এবং বাজাইবার সময় অনায়াসে উপরে ও নিম্নে সরান যায়।

ছড়ি ধারণ।—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ ও অপর চারিটী অঙ্গুলীর মধ্যভাগের দ্বারা ইহা ধরিতে হইবে। বৃদ্ধাঙ্গুলীর অগ্রভাগ খ স্থানে মধ্যমাঙ্গুলীর ঠিক বিপরীত দিকে রাখিতে হইবে। ছড়ি তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর দ্বারা ধরিয়া, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অতি আলগোছে উহার উপরে রাখিবে। এইরূপে ধরিয়া হস্ত এমন বক্র করিতে হইবে যে, অঙ্গুলীর গ্রন্থীগুলী দেখা না যায়, এবং হস্তও আড়ষ্ঠ না হয়।

বাদকের অবস্থা।—বসিয়া বা দাঁড়াইয়া, যে রূপে ইচ্ছা বেহালা বাজান যাইতে পারে। কেবল শরীর ও মস্তক ঠিক্ সোজারাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ মুদ্রাদোষ ঘটে। বাম হস্তের দিকে সঙ্গীত গ্রন্থ বা সরলিপি রাখা কর্ত্তব্য।

ছড়িচালন।—উপরের লিখিত নিয়মগুলীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বাদক ঝ চিহ্নিত সোয়ারির এক ইঞ্চি দূরে ছ ও ঝ র মধ্যে ঝ গ ম রেখা (Parallel) করিয়া ঠিক্ সোজা ভাবে নিজের দক্ষিণ দিকে ছড়ির গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত অর্থাৎ গ হইতে চ পর্য্যন্ত টানিলে যে জোর শব্দ নির্গত হইবে, তাহা "ডা" শব্দে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এবং চ হইতে গ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিপরীত ভাবে দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে টানিলে "রা" শব্দ উৎপন্ন হইবে; এই শব্দ "ডা" শব্দাপেক্ষা কিঞ্চিৎ মৃদু এই নিয়মে যখন বেহালাতে ছড়ি চালনা করা হইবে, তখন হস্তের কব্জি যাহাতে উত্তমরূপ চলাচল হয়, তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

বাহুলীনযন্ত্র বন্ধনের নিয়ম যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য শিক্ষার্থীদিগকে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। একটী হারমোনিয়ম বা একটী সেতার লইয়া এইরূপ সুরবন্ধন ক্রিয়া অভ্যাস করিলে সহজেই সুরবন্ধনে সক্ষম হইতে পারিবেন। একটী ফ্লুট হার-মোনিয়ম লইয়া উহার যে স্থানে কাষ্ঠের নির্ম্মিত দুইখানি কাল পর্দ্দা আছে তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সাদা হাড়ের পর্দ্দা আছে, তাহাকে (C) "সি" সুর কহে। এই "সি" সুরকে "সা" করিয়া, এই সুরে খ কীলকস্থ তাঁত সমসুরে বন্ধন করিবে। তৎপরে এই সাদা পর্দ্দা হইতে গণিয়া পঞ্চম পর্দ্দা, অর্থাৎ যেখানে তিনখানি কাল পর্দ্দা আছে, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয়ের মধ্যে যে সাদা পর্দ্দা আছে সেই পর্দ্দা টিপিয়া গ কীলকস্থ তাঁত সমসুর করিয়া বন্ধন করিবে। তদন্তর "সা" অর্থাৎ "সি" সুর হইতে বামদিকে গণিয়া যেখানি পঞ্চম পর্দ্দা অর্থাৎ "সি"র বামদিকে তিনখানি কাল পর্দ্দার ঠিক পূর্ব্বে যে সাদা পর্দ্দা আছে, তাহার সমসুর করিয়া ঘ কীলকস্থ তাঁত বন্ধন করিবে। তৎপরে উহার ঠিক পূর্ব্বে তৃতীয় কাল পর্দ্দার সমসুর করিয়া ঙ কীলকস্থ তাঁত বন্ধন করিবে। যদি হারমোনিয়মের অসুবিধা হয় তাহা হইলে একটী সেতার লইয়াও বাঁধা যাইতে পারে। প্রথমে একটী সেতার লইয়া উহার প্রথম কাঁচা তারটী যে কোন সুরে বন্ধন কর; পরে উহার চতুর্থ পর্দ্দায় ঐ তার টিপিয়া প্রথমে যে ইস্পাতের পাকা তার আছে তাহা উহার সমসুর করিয়া বন্ধন কর। তদনন্তর উহার ষষ্ঠ পর্দ্দায় ঐ পাকা তার টিপিয়া বেহালার খ তাঁত বন্ধন কর; তৎপরে একা-দশ পর্দ্দায় ঐ পাকা তার টিপিয়া গ তাঁত বন্ধনকর; তৎপরে কেবল মাত্র ঐপাকা তার ছাড়িয়া ঘ তাঁত বন্ধন কর, তৎপরে ঐতারে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্দ্দার মধ্যস্থলস্থ সুরে ঙ তাঁত বন্ধন কর। এইরূপ অভ্যাস করিলেই বাহুলীন যন্ত্রের সুরবন্ধন শিক্ষা হইবে।

খ সুরের তাঁত, গ পঞ্চমের তাঁত, ঘ মধ্যমের তাঁত, ও ঙ কে খাদের তাঁত কহিয়া থাকে।

এইরূপে সুরবন্ধন ক্রিয়া সমাপন হইলে, উপরি উক্ত নিয়মে বেহালা ও ছড়ি ধারণ করিয়া ঙ তাঁতে শব্দ করিলে অতিউদারার কোমল নিখাদ, ঘ

তাঁতে ঐরূপ শব্দ করিলে উদরার মধ্যম, খ তাঁতে মুদারার স্থর অর্থাৎ ষড়জ এবং গ তাঁতে মুদারার পঞ্চম স্বর নির্গত হইবে। চ চিহ্নিত স্থান হইতে ১½ ইঞ্চি দূরে প্রত্যেক তাঁতে তর্জ্জনী অঙ্গুলী চাপিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে ছড়ি টানিলে উদারার স্থর, উদার পঞ্চম, মুদারার ঋষভ, এবং মুদারার ধৈবৎ স্বর নির্গত হইবে। চ স্থান হইতে ২½ ইঞ্চি দূরে ঐরূপ মধ্যম অঙ্গুলী চাপিয়া ছড়ি টানিলে উদারার ঋষভ, উদারার ধৈবৎ, মুদারার গান্ধার, ও মুদারার নিষাদ স্বর নির্গত হইবে। ঐরূপ ৩½ ইঞ্চি দূরে অণামিকা অঙ্গুলী চাপিয়া আঘাত করিলে উদারার কোমলগান্ধার, উদারার কোমলনিষাদ, মুদারার মধ্যম, এবং তারার স্থর নির্গত হইবে। ৪ ইঞ্চি দূরে কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া শব্দ করিলে উদারার গান্ধার, উদারার নিষাদ, মুদারার কড়িমধ্যম, ও তারার কোমলঋষভ নির্গত হইবে। ঐরূপ চ গ্রন্থী হইতে গ অর্থাৎ পঞ্চমের তাঁতে ৪½, ৪¾, ৫½, ৬½ ইঞ্চ দূরে কনিষ্ঠা দ্বারা চাপিয় ক্রমান্বয়ে আঘাত করিলে তারার ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চম স্থর নির্গত হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, বাহুলীন যন্ত্রের সারিগম অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে, তাঁহারা যেন সরু কাগজ কাটিয়া উল্লিখিত ইঞ্চি পরিমাণ করিয়া আঠাদ্বারা ঐ তৎতৎ স্থানে কাগজ বসাইয়া অভ্যাস করিলে অতি সহজ হয়। এই উপায় অবলম্বন করিলে অঙ্গুলী সকল প্রকৃত স্বরে সন্নিবিষ্ট হয়, অর্থাৎ বেস্থরা হয় না। এই রূপে কাগজ বসাইয়া ক্রমান্বয়ে খাদের তাঁত হইতে আরম্ভ করিয়া খোলাশব্দ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী চাপিয়া আঘাত করিলে নিম্ন লিখিত স্বর গুলি মিলাইয়া দেখিতে পাইবেন। যথা—

০	১	২	৩	৪	০	১	২	৩	৪	০	১	২	৩	৪
নি	সা	ঋ	গ	গ	ম	প	ধ	নি	নি	সা	ঋ	গ	ম	ম
ঙ তাঁত					ঘ তাঁত					খ তাঁত				

০	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
প	ধ	নি	সা	ঋ	ঋ	গ	ম	প
গ তাঁত								

০=খোলা শব্দ, অর্থাৎ কেবল ছড়ি দ্বারা আঘাত করিতে হইবে।

১=তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা চাপিয়া ছড়ি দ্বারা আঘাত করিতে হইবে। এইরূপ ২=মধ্যম অঙ্গুলী, ৩=অনামিকা, ৪=কনিষ্ঠাঙ্গুলী জানিতে হইবে। মস্তকে △ চিহ্নিত স্বর কোমল ব্যঞ্জক ও পতাকা ৭ চিহ্নিত স্বরকে কড়ি স্বর কহে। ষড়্‌জ ও পঞ্চমের কড়ি বা কোমল স্বর নাই। কেবল মধ্যমের কড়ি স্বর আছে কিন্তু কোমল নাই, ইহা স্বতঃই কোমল। আর অন্যান্য স্বরের অর্থাৎ ঋষভ, গান্ধার, ধৈবৎ ও নিষাদের কোমল স্বর আছে; ইহা দিগের কড়িস্বর নাই, এবং ব্যবহারও হয় না। একস্বর হইতে অপর স্বরের যতদূর অন্তর, তাহার ঠিক অর্দ্ধ পরিমিত স্বরকে কোমল স্বর কহে।

শ্রুতি হইতে সপ্ত স্বরের জন্ম হইয়াছে। স্বরোৎপাদক শ্রুতি দ্বাবিংশতিটী। ষড়্‌জে চারিটী, ঋষভে তিনটী, গান্ধারে দুইটি, মধ্যমে চারিটী, পঞ্চমে চারিটী, ধৈবতে তিনটী এবং নিষাদে দুইটী শ্রুতি আছে। শ্রুতি সমানাংশে নাই বলিয়া সপ্তস্বরও সমভাবে নাই। এখানে আর অধিক জানিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া শ্রুতির বিষয় লইয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। যেখানে প্রয়োজন হইবে, সেই খানেই লিখিত হইবে।

সপ্তস্বরের ঊর্দ্ধগতির নাম অনুলোম। যথা—সা, ঋ, গ, ম, ইত্যাদি এবং অধোগতির নাম বিলোম। যথা—ম, গ, ঋ, সা, ইত্যাদি। এইরূপ অনুলোম বিলোম ক্রিয়া দ্বারা উপরের লিখিত স্বরগুলী বিশুদ্ধরূপে সাধনা হইলে নিম্ন লিখিত নিয়মগুলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বাহুলীন যন্ত্র সাধনে শিক্ষার্থী অগ্রসর হইবেন।

মাত্রা—মাত্রাবোধ না হইলে বেতালা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ মাত্রাদ্বারা সময় ও তালের ব্যবচ্ছেদ প্রকাশ হইয়া থাকে। তালের সহিত বাজাইবার মাত্রাই প্রধান উপায়। স্বরবর্ণগুলী স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে মাত্রা কহে। "অ" হইতে "আ" উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক হয়; তাহাই একমাত্রা রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাও সম সময়ে উচ্চারণ করা দুরূহ হইয়া উঠে। হয় ত "অ" হইতে "আ" যে সময়ের মধ্যে উচ্চারণ করা গেল, "আ" হইতে "ই" সময় তাহাপেক্ষা ন্যূনাধিক হইতে পারে। অতএব ক্লক ঘড়িই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। ঘড়ি

কখন বিশৃঙ্খলরূপে চলে না; এবং ইহার পেণ্ডুলামও ঠিক্ সমসময়ে আঘাত করিয়া থাকে। পেণ্ডুলামের শব্দ একমাত্রা ও হ্রস্ব শব্দ অর্দ্ধ মাত্রা, অর্থাৎ উহার যে দিকে তুলিয়া জোরে শব্দ হয়, সেই দিকে পুনরায় আগমন করিলে একমাত্রা হইবে। এই শব্দ বিশেষ মনযোগের সহিত শ্রবণ করিলে সহজেই উহা উপলব্ধি হইতে পারিবে।

এক্ষণে পঞ্চ প্রকার মাত্রার বিবরণ বলা যাইতেছে। যথা,—

হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, অর্দ্ধ ও অণু; এই পাঁচপ্রকার মাত্রাই সচরাচর চলিত। একটী লঘুবর্ণ উচ্চারণের কালকে একমাত্রা বা হ্রস্ব মাত্রা কহে; যথা.— অ, ই, উ ইত্যাদি, ইহার চিহ্ন । একদণ্ড, এই দণ্ডচিহ্ন স্বরের মস্তকে

| | | |

থাকে, যথা—সা, ঋ, গ, ম, ইত্যাদি। দুইটী বর্ণ উচ্চারণ কালকে দীর্ঘ মাত্রা কহে; যথা—অ আ ই ঈ ইত্যাদি। ইহার চিহ্ন ॥ দুই দণ্ড, ইহাও ঐরূপ স্বরের মস্তকে থাকে। এইরূপ তিন বা চারিটী দণ্ড বিশিষ্টকে প্লুত মাত্রা কহে। একটী মাত্রা উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাহার অর্দ্ধ সময়কে বা একটী ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করিবার যে কাল, তাহাকে অর্দ্ধ-মাত্রা কহে; অতএব দুইটী অর্দ্ধ মাত্রায় একটী পূর্ণ মাত্রা হয়। অর্দ্ধমাত্রার

৺ ৺

এইরূপ ৺ অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন; যথা—সা, ঋ, ইত্যাদি। একটী অর্দ্ধমাত্রাকে দ্বিখণ্ড করিলে প্রত্যেকটী অণু বা সিকি মাত্রা হইবে। অতএব দুইটী অণু-মাত্রায় একটী অর্দ্ধমাত্রা, এবং চারিটী অণুমাত্রায় একটী পূর্ণ মাত্রা হইবে।

× × × ×

অণুমাত্রার এইরূপ × ডমরু চিহ্ন; যথা—সা, ঋ, গ, ম ইত্যাদি।

পদ্ম চিহ্নকে গৎ শেষ হওয়ার চিহ্ন কহা যায়। তাহা এইরূপ ::।

এক্ষণে অনুলোম বিলোমক্রমে স্বরগ্রাম সাধন প্রণালী কথিত হইতেছে।

১। এক মাত্রা অনুসারে;—

| | | | | | | |

অনুলোম—সা ঋ গ ম প ধ নি র্সা।

| | | | | | | |

বিলোম—র্সা নি ধ প ম গ ঋ সা।

২। দ্বিমাত্রা অনুসারে ;—

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
অনুলোম—সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
বিলোম—সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা

৩। ত্রিমাত্রানুসারে ;—

||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
অনুলোম—সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ।

||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
বিলোম. সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা।

৪। অর্দ্ধমাত্রানুসারে ;—

৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ | | | |
অনুলোম—০সা নি ধ প ম গ ঋ সাঁ। কিম্বা সাঋ গম পধ নিসা।

৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ | | | |
বিলোম—০সা নি ধ প ম গ ঋ সা। কিম্বা সানি ধপ মগ ঋসা।

৫। অণুমাত্রানুসারে ;—

× × × × × × × × | |
অনুলোম—সা ঋ গ ম প ধ নি সা। কিম্বা সাঋগম পধনিসা।

× × × × × × × × | |
বিলোম—সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা। কিম্বা সানিধপ মগঋসা।

৬। মিশ্রমাত্রানুসারে ;—

‖ | ৺ ৺ | ৺ ৺ |
অনুলোম—সা ঋ গ ম প ধ নি সাঁ।

| × × ৺ | ৺ ৺ |||
বিলোম—সাঁ নি ধ প ম গ ঋ সা।

৭। ভগ্ন মাত্রার চিহ্ন ০ এইরূপ। অর্থাৎ গত বাজাইতে বাজাইতে যেখানে ঐরূপ শূন্যের উপর মাত্রা চিহ্ন দেখিবে, তথায় কোন আঘাত না দিয়া ঐ মাত্রা ফাঁক দিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু গতের মাত্রা ঠিক সমান রাখা আবশ্যক। যথা ;—

| | | | ৺ ৺ | ৺ ৺ | ৺ ৺
অনুলোম—সা ঋ ০ গ ০ ম প ধ ০ নি ০ সাঁ।

। ৺৺ । ৺৺ । ৺৺৺৺ । । ॥
বিলোম —০ সাঁ নি ধ ০ ০ প ০ ম গ ০ ঋ ০ সা।

৮। আড়ি মাত্রার চিহ্ন + এইরূপ। গত বাজাইবার সময়ে যে স্থানে ঐরূপ ঢেরা চিহ্নের উপর মাত্রা চিহ্ন থাকিবে, তথায় পূর্ব্বস্বর সেই মাত্রাকাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উহার পরের সুরের সহিত সম্মিলিত হইয়া যাইবে। যথা ;—

| ৺ | ৺ ¦ ¦ ৺ | | ৺৺ |
অনুলোম—সা + ঋ + গ ম + প ধ + নি সাঁ।

| ৺ ৺ ৺৺৺ | ৺ ৺ |
বিলোম—০সাঁ + নি ধ + ম গ ঋ + সা।

৯। মিশ্র মাত্রানুসারে অনুলোম ও বিলোম ক্রিয়া এক সঙ্গে সাধন ;—

৺ ৺ ৺ ৺৺ × ×
• | ৺৺৺ ৭ | ৭৺ | ৺ | ০ ০ ৺৺৺৺৺৺ ৭ × ৭ ×
সা নি ধ প + ম গ ম প ধ নি ০ সা সা নি নি ধ ধ প প ম প ম প

৺ | ৺ ৺ × ×
৺ ৭ ৺৺৺৺ ০ ৺৺৺ ৭ | ৺ ৭ ৺৺ ॥ ০ ০ ××××××
গ ম প ধ + নি সা, সা ঋ গ ম প গ ম প ধ নি সা সা নি নি ধ ধ প প

× × × ×
৭ ৭ ×× | ×× ৺×××× ৭ ৺ ৭ × ৺ ×××××× ৺
ম ম গ ঋ সা ; সা ঋ গ ঋ গ ম গ ম প ম প ধ প ধ + ম গ ঋ সা

এইরূপে মুদারা গ্রামে সারিগম্ উত্তমরূপ সাধন হইলে পর, উদারা গ্রামে সারিগম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে হস্তের জড়তা দূর হইয়া তিনগ্রামের সুরে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায়।

উপরিলিখিত সাধনা গুলিন সাধন না করিয়া গত বাজাইতে অগ্রসর হইলে, কোন ক্রমেই সঙ্গীতে পারদর্শী হওয়া যায় না। যেমন কোন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমে গৃহের ভিত্তিটী দৃঢ় করা আবশ্যক, নচেৎ সেই গৃহ অপরিপক্ক হয় ; সেই রূপ স্বরগ্রাম সাধন না করিয়া গৎ শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইলে অনুরূপ ফল লাভ হয় না।

তাল—এক, দ্বি, ত্রি ইত্যাদি মাত্রার সমষ্টিকে ছন্দোগত করিয়া বিভাগ করার নাম তাল। কালের অবিচ্ছেদ গতিকে লয় কহে। লয় চারি প্রকার—দ্রুত, বিলম্বিত, মধ্য এবং আড়ি। তালে সচরাচর আঘাত ও বিরাম এই দুই-

টিই আবশ্যক হইয়া থাকে। উভয় করতলাঘাতে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার নাম আঘাত, এবং উহার বিপরীত ভাবকে বিরাম কহে। সচরাচর সম, শেষ, ফাঁক, প্রথম এই চারিটী পদে তাল বিভক্ত হইয়াছে। সমের চিহ্ন ×, শেষ ৩, ফাঁক ০, প্রথম ১ এইরূপ। ইহা মাত্রার উপরে লিখিত হইয়া থাকে। গীতাদির সমকালে যে তাল গ্রহণ করা যায়, তাহাকে সম কহে। গীত আরম্ভ করিয়া পরে তাল গ্রহণ করিলে অতীত কহে। অগ্রে তাল গ্রহণ করিয়া পরে গীত আরম্ভ করিলে অনাগত কহে, এবং অতীত ও অনাগত এতদুভয়ের মধ্যে তাল গ্রহণ করিলে বিষম কহে।

দ্রুত ত্রিতালী অর্থাৎ কাওয়ালী, শ্লথত্রিতালী অর্থাৎ ঢিমে তেতালা, মধ্যমান ও এক তালা এই চারিটী তালই প্রায় যন্ত্র সংগীতে আবশ্যক হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য তালও আবশ্যক হয়। তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত তবলা শিক্ষা গ্রন্থে দৃষ্টি করিলে বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিবেন।

রাগাদির বিবরণ—ষড়জাদি স্বর বিশিষ্ট মূর্চ্ছনা, শ্রুতি গমকাদি বিভূষিত লোকচিত্তহারী যে ধ্বনি, তাহার নাম রাগ। শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, মেঘ, ভৈরব, এবং নটনারায়ন এই ছয়টী রাগ ও তাহাদের প্রত্যেকের ছয়টী করিয়া স্ত্রী অর্থাৎ ছত্রিশটী রাগিণী প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাগ রাগিণী সমুদয় তিন জাতিতে বিভক্ত; যথা—শুদ্ধ, শালঙ্ক ও সংকীর্ণ। যে রাগের বা রাগিণীর সহিত অন্যরাগ বা রাগিণীর সংস্রব নাই তাহার নাম শুদ্ধ। দুই রাগ বা রাগিণীর পরস্পর মিশ্রণে যাহার জন্ম, তাহাকে শালঙ্ক; এবং তিন বা বহুর মিশ্রণে যাহার জন্ম, তাহাকে সংকীর্ণ কহে।

এই তিন জাতি রাগ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—ওড়ব, খাড়ব, ও সম্পূর্ণ। যে রাগে পাঁচটী স্বর লাগে তাহাকে ওড়ব কহে; যেমন সারঙ্গ,—ইহাতে গান্ধার ও ধৈবত বর্জ্জিত, অর্থাৎ এই দুইটি স্বর ইহাতে ব্যবহার হয় না। যে রাগে ছয়টী স্বর লাগে তাহাকে খাড়ব কহে; যেমন বসন্ত,—ইহাতে পঞ্চম বর্জ্জিত। যে রাগে সাতটী স্বর লাগে তাহাকে সম্পূর্ণ কহে। রাগাদিতে যে স্বর বহুল প্রয়োগ হয় তাহাকে বাদী, অংশ বাজান কহে। যে স্বর বাদী অপেক্ষা অল্প ব্যবহার হয়, তাহাকে সম্বাদী ও

তদপেক্ষা যে স্বর অল্প ব্যবহার হয় তাহাকে অনুবাদী কহে। যে রাগে যে স্বর বর্জ্জিত, তাহাকে বিবাদী কহে।

মূর্চ্ছনা—ইতিপূর্ব্বে যে তিনটী গ্রামের বিবরণ বলা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের সাতটী করিয়া তিন গ্রামে সর্ব্বসুদ্ধ একুশটী মূর্চ্ছনা আছে। মূর্চ্ছনা শব্দে দুইটী স্বরের মধ্যগত অন্তর বুঝায়, অর্থাৎ কোন একটী সুর হইতে অবিচ্ছেদে অন্য সুর প্রকাশ করার নাম মূর্চ্ছনা। স্বর গ্রামের এক একটী স্বর পৃথক পৃথক উচ্চারণ করাকে মূর্চ্ছনা কহা যায় না। মূর্চ্ছনাদ্বারা স্বর সকল পরস্পর সংলগ্ন থাকে। হিন্দী ভাষায় মূর্চ্ছনাকে মীড় কহে। এক দুই তিন কিম্বা অধিক স্বর ঘর্ষণেও মূর্চ্ছনার কার্য্য সম্পাদিত হয়। মূর্চ্ছনার চিহ্ন (〰〰〰〰) এইরূপ। এই চিহ্নটী যে যে স্বরে মূর্চ্ছনা হইবে, সেই সেই স্বরের নিম্নে থাকিবে।

আশ—এক আঘাতে বা এক ছড়িতে দুইটী বা ততোধিক স্বর ধ্বনিত করাকে আশ কহা যায়।

গমক—তাঁতকে বাম হস্তের কোন অঙ্গুলী দ্বারা টিপিয়া নির্গত করণান্তর ঐ তাঁত মৃদুমন্দ সঞ্চালন করিলে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ফিঙ্গার ছড়ি দ্বারা শব্দ বোর্ডে ঠেকাইলে যে অস্থির ধ্বনি নির্গত হয় তাহাকে গমক অর্থাৎ স্বরকম্পন কহে। গমকের চিহ্ন ৭ এইরূপ। যে স্বর কম্পিত করিতে হইবে, তাহার মস্তকে এই চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে তিনটী কম্পনের ন্যূন গমক কার্য্য সম্পন্ন হয় না, কিন্তু সেতারাদি যন্ত্রে এক, দুই, তিন, বা ততোধিক কম্পন ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপ—কোন সুরে আঘাত পূর্ব্বক এক, দুই, তিন, কিম্বা ততোধিক স্বর ব্যবধানে তৎক্ষণাৎ অনুলোম গতিতে যাওয়ার নাম বিক্ষেপ, ইহার চিহ্ন 7 এইরূপ। ঐ নিয়মে বিলোম গতিতে যাওয়ার নাম প্রক্ষেপ। ইহার চিহ্ন ∠ এইরূপ। এই দুই চিহ্ন শেষ স্বরে অর্থাৎ যথায় বিক্ষেপ বা প্রক্ষেপ হইবে, সেই স্বরের মস্তকে থাকিবে। এই চিহ্ন গুলি বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইলে নিম্ন লিখিত গত গুলি শিক্ষা করিবে।

গতারম্ভ ।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী ।

আস্থাই ।

তাল ০ ১ +
মাত্রা | ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺
অঙ্গুলী ০ ০ ০ ২ ১ ২ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ২ ০ ০ ০
স্বর সা সা সা গ ঋ গ ম ম ম গ ঋ গ প প প
ছড়ি ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

৩
৺ ৺ | | ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺
৩ ২ ৩ ২ ১ ১ ০ ১ ০ ৪
ম গ ম গ ঋ প সা ঋ সা নি ॥
রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা

আভোক ।

০ ১ +
| ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ | ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺
০ ০ ০ ১ ১ ১ ২ ০ ৩ ৩ ২ ১ ২ ০ ০ ০
প প প ধ ধ ধ নি প ম ম গ ঋ গ প প প
ডা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

৩
৺ ৺ ৺ ৺ | ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺
৩ ২ ৩ ৩ ২ ১ ১ ০ ১ ০ ৪
ম গ ম ম গ ঋ ঋ সা ঋ সা নি ॥
রা ডা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা

অন্তরা ।

০ ১ +
| ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺ ৺ ৺ | | ৺ ৺
০ ০ ০ ২ ১ ২ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ২ ৩ ৪ ৪
প প প নি ধ নি সা সা সা নি ধ নি সা ঋ ঋ
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা

৩
৺ ৺ | | ৺ ৺ ৺ ৺ |
৪ ৪ ৩ ২ ২ ২ ৩ ২ ৩
ঋ ঋ সা নি নি নি সা নি সা ॥
রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

সঞ্চারী

০ ১ +

। ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ । ৺ ৺ ৺ ৺ । । ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺

০ ০ ০ ১ ১ ১ ২ ০ ৩ ৩ ২ ১ ২ ০ ০ ০ ৩ ২ ৩ ৩

প প প ধ ধ ধ নি প ম ম গ ঋ গ প প প ম গ ম ম

ডা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা

৩

। ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺

২ ১ ১ ০ ১ ০ ৪

গ ঋ ঋ সা ঋ সা নি ॥

ডা রা ডা রা ডা রা রা

রাগিণী লুম্—তাল কাওয়ালী।

আস্থাই।

তাল ০ ১ + ৩

মাত্রা । ৺ ৺ × × ৺ । । ৺ ৺ । ৺ ৺

অঙ্গুলী ০ ২ ২ ১ ২ ১ ০ ৪ ১ ১ ২ ০ ১

স্বর ম গ গ ঋ গ ঋ সা নি ঋ ঋ গ সা ঋ

ছড়ি ডা রা ডা রা এ এ ডা রা ডা রা ডা রা রা

আভোক।

১ ৩ ৩ ০ ০ ১ ১ ০ ৩ ৩ ২ ০ ২

ঋ ম ম প প ধ ধ প ম ম গ সা ঋ ॥

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা রা

অন্তরা।

০ ১ + ৩

। ৺ ৺ । ৺ ৺ । ৺ ৺ ৺ ৺ ।

১ ৩ ৩ ০ ৩ ৩ ২ ১ ০ ৩ ২ ১

ঋ ম ম প সা সা নি ধ প ম গ ঋ ॥

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

সঞ্চারী।

০ ১ + ৩

। ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ । ৺ ৺ ৺ ৺

১ ০ ১ ০ ৩ ২ ১ ১ ০ ৩ ২ ১ ০ ১

ঋ প ধ প ম গ ঋ ঋ প ম গ ঋ সা ঋ ॥

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

রাগিণী ছায়ানট—তাল শ্লথত্রিতালী

আস্থাই।

০ ১ ৩ ০ ১
৭ ৭ + ৭ ৭ ৭ ৭ ৭
। ৺ ৺ । ৺ × × ৺ ৺ । । ৺ × × । । । ।
১ ৩ ০ ০ ০ ১ ০ ৩ ০ ৩ ২ ২ ৩ ২ ১ ২ ৩ ০
ঋ প ম প প ধ প ম প ম গ গ ম গ ঋ গ ম প
ডা রাএ ডা রাএ এ ডাএ রা ডা রা এ এ ডা রা ডা রা

+ ৩
৺ × × ৺ × × । ।
২ ৩ ২ ১ ২ ১ ০ ০
গ ম গ ঋ গ ঋ সা সা ॥
ডা এ এ রা এ এ ডা রা

আভোক

১ ৩
০ ৭ ৭ ৭ ৭
। ৺ ৺ । । ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ × । ।
০ ১ ০ ১ ১ ০ ১ ২ ৩ ১ ২ ১ ১ ২ ৩ ০
প ধ প ধ ধ প ধ নি সা ধ নি ধ প ঋ গ ম প
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা এ রা ডা রা ডা রা

+ ৩
৺ × × ৺ × × । ।
২ ৩ ২ ১ ২ ১ ০ ০
গ ম গ ঋ গ ঋ গা গা
ডা এ এ রা এ এ ডা রা

অন্তরা

১
০ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ১ ৭ +
। । । । । । । । । । । । । ।
০ ১ ১ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ১ ১ ২ ১ ৩
প ধ ধ সা সা সা সা সা সা ঋ ঋ গ ঋ সা
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

৩
৺ × × ।
১ ২ ১ ০
ধ নি ধ প ॥
ডা এ এ রা

সঙ্কারী

```
  ০      ১       +   ·    ৩            ০    ১
  |  ৺  ৺  |  |  ৺  ৺  ৺  ৺  ৺  ×  ×  |  |  |  |  |
  ০  ১  ০  ১  ১  ০  ১  ২  ৩  ১  ২  ১  ০  ১  ২  ৩  ০
  প  ধ  প  ধ  ধ  প  ধ  নি সা ধ  নি ধ  প  ঋ  গ  ম  প
  ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা এ  রা ডা রা ডা রা

  +               ৩
  ৺  ×  ×  ৺  ×  ×  |    |
  ২  ২  ২  ১  ২  ১  ০    ০
  গ  ম  গ  ঋ  গ  ঋ  সা   সা ॥ ঃঃ
  ডা এ  এ  রা এ  এ  ডা   রা
```

সেতার শিক্ষা।

সেতারে লাউয়ের উপরিস্থ ট কাষ্ঠ ফলককে তবলী, এবং তবলীর উপরে হস্তীদন্ত নির্ম্মিত জ চৌকীকে সোয়ারী; ইহার যে ভাগের উপর পর্দ্দা নামক ধাতুময় শলাকা শ্রেণী আছে, তাহাকে ডাণ্ডি; ডাণ্ডির উপরে যে অস্থিখণ্ড আড় ভাবে আছে, তাহাকে আড়ি, ইহার উপরিভাগে যে সকল ক, খ, গ, ঘ, ঙ, কীলকে তার আবদ্ধ আছে, তাহাকে কান, চ কাচবর্ত্তুলকে ম্যানকা; ছ তারের অঙ্গুলীত্রকে মেজরাব কহে।

সেতারে সচরাচর পাঁচটী করিয়া তার থাকে। উহার প্রথমটী পাকা অর্থাৎ ইস্পাতের তার, ইহা ক কীলকে আবদ্ধ থাকে; ইহাকে নায়কী তার কহে। খ,গ, কীলকদ্বয়ে আবদ্ধ দুইটী পিতলের তারকে খরজের জুড়ি কহে। ঘ কীলকস্থ পাকাতারকে পঞ্চম; এবং ঙ কীলকস্থ কাঁচা তারকে খাদের ষড়জ কহে।
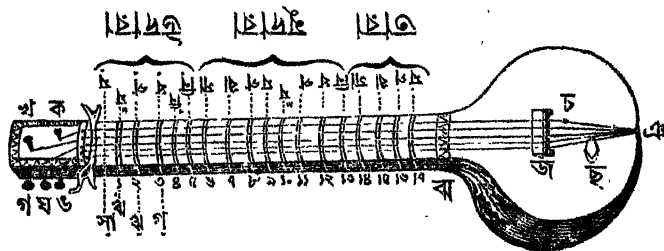
প্রথমে খ.গ, খবজের ছুইটী জুড়িকে সমসুর করিয়া বাঁধিয়া উহার একটী তার চতুর্থ পর্দ্দায় টিপিয়া ক, নায়কী তারটী উহার সম সুর করিয়া বাঁধিলে মধ্যম হইবে। ধ তারটী কোন নির্দ্দিষ্ট সুরে বাঁধার রিতি নাই, যে রাগিণীর যে সুর প্রধান, সেই সুরে উহা বাঁধা প্রায়ই চলিত; কিন্তু উহা প্রায়ই দ্বিতীয় পর্দ্দায় নায়কী তার টীপিয়া সমসুরে অর্থাৎ পঞ্চমে বাঁধাই প্রচলিত। ও তারটী জুড়ির নিম্নস্থ ষড়জে বাঁধা কর্ত্তব্য। বড় বড় সেতারে চিকারী নামক তারযুক্ত তিন চারিটী অতিরিক্ত কীলক পার্শ্বে আবদ্ধ থাকে। ইহা বাদকের ইচ্ছাধীন বাঁধা হইয়া থাকে। সেতারাতে ১৭ বা ১৬ থানি পর্দ্দা আবদ্ধ থাকে। এই পর্দ্দাগুলী বিলাইতসূত্র অর্থাৎ তাঁতে আবদ্ধ আছে, এই কারণ ইহাদিগকে সচল পর্দ্দা কহা যায়; সেই কারণ আবশ্যক মতে উহাদিগকে সরাইয়া সহজেই উপরে বা নিচে নামান যায় অর্থাৎ কোমল ও কড়ি করিতে পারা যায়। সেতারে খ তার ছাড়িলে উদারার "সা", ১ম পর্দ্দার ঋ. ২য় পর্দ্দার "ঋ" ৩য় পর্দ্দায় "গ.", ৪র্থ পর্দ্দায় "ম.", ক নায়কীতার কেবল ছাড়িলে ঐ মধ্যম হইবে, অতএব ৪র্থ পর্দ্দায় "ম" না দিয়া নায়কীতারে দেওয়াই বিধি। সেই হেতু নায়কী তার ছাড়িয়া "ম", নায়কী তার ১ম পর্দ্দায় "ম", ২য় পর্দ্দায় 'প', তৃতীয়ে 'ধ', চতুর্থে "নি" ৫ মে "নি", ৬ষ্ঠে মুদারার "সা", ৭ মে "ঋ", ৮ মে "গ", ৯ মে "ম', ১০ মে "ম", ১১ শে "প", ১২ শে "ধ", ১৩ শে "নি", ১৪ শে তারার "সা", ১৫ শে "ঋ", ১৬ শে "গ", ১৭ শে "ম"। এই স্বর গুলী সচরাচর পাওয়া যায়। ইহাদিগের কোমল করিতে হইলে দুই পর্দ্দার ঠিক মধ্যস্থলে যে পর্দ্দা কোমল করিতে হইবে, সেই পর্দ্দা উপরে সরাইয়া দিতে হয়।

সেতারাটী দক্ষিণ হস্তের কব্জি দ্বারা চাপিয়া বাম হস্তে আলগোছে ঠেশ দিয়া বাজাইতে হয়। দক্ষীণহস্তের তর্জ্জনীতে একটী মেজরাব্ দিয়া তারে আঘাত করিতে হয়। সেতারের কানের দিক হইতে তুম্বের দিকে আসিবার সময় বাম হস্তের মধ্যম অঙ্গুলী ব্যবহার করিতে হয়। ইহাকে অনুলোমিক গতি কহে; এবং তুম্বের দিক হইতে কানের দিকে আসিবার সময় ঐ হস্তের তর্জ্জনী ব্যবহার করিতে হয়, ইহাকে বিলোমিক গতি কহে।

প্রথম শিক্ষার সময় মুদারা গ্রামে সারিগম্ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, তৎপরে

তারাগ্রাম ; এই দুই গ্রামে সারিগম্ অভ্যাস্ হইলে তৎপরে উদারা গ্রামের সাধন বিধি। প্রথম সাধন সময়ে ১ম, ৪র্থ, ও ১০ ম পর্দ্দায় এক কালে হাত লাগিবে না ; কারণ উহা বিকৃতস্বর।

সেতারা বাজাইবার জন্য কতক গুলিন্ কাল্পনিক বোল নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—ডা, ডে, ডি, ডারা, ডিরি, ডায়ে, রায়ে, ডায়ে রে, ডার্। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীস্থ মিজ্‌রাব দ্বারা তারকে কোলের দিকে আঘাত করিলে "ডা" ডে, ডি উৎপন্ন হয় ; এবং উহার বিপরীত দিকে আঘাত দ্বারা রা, রে, রি শব্দ উৎপন্ন হয়। ডারার দুন্ অর্থাৎ জলদ "ডিরি"। সারিগম্ সাধনের সময় একবার "ডা" ও একবার "রা" পড়িবে। কখন দুইটী "ডা" বা দুইটী "রা" একত্রে পড়িবে না। "রা" বাজাইবার সময় খরজের জুড়ির তারের সহিত নায়কী-তারে আঘাত করা কর্ত্তব্য।*

১। রাগিণী দেশমল্লার—তাল কাওয়ালী।

আস্থাই।

০ ১ + ৩
\| ৺ ৺ \| \| \| ৺ ৺ \| \| \| ৺ ৺ \| \| \| \| \| \|
ঋ গ গ ম প ধ প প ধ ধ প নি নি ম প ম ঋগ ঋগ ঋ
ডাএ ডিরি ডা রা ডাএ ডি রি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডাএ ডাএ ডা

০ ১ + ৩
\| ৺ ৺ \| \| \| ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ \|৺ \|৺ \| \|৺ \|৺ \|
ম গ গ গ গ সা! ম ম গ গ ম ম গ ঋ সা গ ঋ সা ॥
রা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডার্ ডার্ ডা ডার্ ডার্ ডা

অন্তরা।

০ ১ + ৩
\| \| \| \| \| \| \| \| \| ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ ৺ \| \| \| \|
ম প প নি নি ধ ধ ধ প প প গ গ ম ম গ ঋ সা সা,
ডা ডা রা ডা রা ডাএ ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা,

০ ১ + ৩
\| \| \| \| \| ৺ ৺ \| \| \| ৺ ৺ \| \| \| \| \| \|
সা ঋ গ ম প ম ম গ ম ধ প প ম প প গ ঋ সা ॥ ::
ডা ডা ডা রা ডাএ ডিরি ডারা ডা' ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা

---

* মাত্রা, তাল ইত্যাদির বিষয় 'বাহুলীন শিক্ষায়' দেখ।

২। রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কওয়ালী।

ধ সা সা সা ঋ গ গ গ গ ম গ গ ম ঋ গ ঋ ঋ গ সা
ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

সা ঋ গ ম গ ঋ সা ঋ গ ঋ ঋ ঋ সা সা সা সা সা ধ ধ প প ॥
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডি রি ডি রি ডি রি ডি রি ডা রে ডা রে ডা

৩। রাগিণী ইমন্—তাল কাওয়ালী।

গ গ ঋ গ গ গ প প ম প প ধ ধ নি নি ধ প প ম ম
ডা ডা রা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি ডা রা ডা য়ে রে

প নি ॥ সা ধ ধ প প প প ম ম ম ম গ গ গ ঋ ঋ গ গ
ডা য়ে ডা রা ডা য়ে রে ডা ডা ডি রি ডা রা ডা ডি রি ডি রি ডি রি

ঋ সা সা নি নি সা ॥
ডা রা ডা য়ে রে ডা

তবলাশিক্ষা।

তবলা বলিলেই বামা ও ডাইনা, দুইটী যন্ত্র একত্রে বুঝায়। বাম হস্তদ্বারা যাহা বাজান যায় তাহাকে বামা কহে;—এবং দক্ষীণ হস্তদ্বারা যাহা বাজান যায়, তাহাকে ডাইনা কহে। এই যন্ত্র প্রায় অনেকেই দেখিয়াছেন এবং ইহা সকলেরই ঘরে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ধ্বনি অতি সুমিষ্ট, একারণ সকলেই ইহার আদর করেন।

বাদ্যের ফাঁক সম ও অবশিষ্ট তাল জানা আবশ্যক। গীত কিম্বা যন্ত্রাদির সহিত বোল সংযোগে তাল দেওয়ার নাম সঙ্গত কহে। বাদ্যের দুই অঙ্গ—লয় ও মান। বাদ্যের প্রকৃত বোল নিয়ত একরূপ বাজাইলে লয়, এবং উহা রূপান্তর ও অলঙ্কার যুক্তকরিয়া বাজাইলে মান

অথবা পরণ কহে। চৌতাল, ধর্ম্ম বা ধামার: তীব্র বা তেওরা, ঝম্প বা ঝাঁপতাল, রূপক বা মাত্রই, স্বরফাক বা সুরফাক্তা, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ব্রহ্মযোগ. লক্ষ্মীতাল বা লচ্মীতাল, গণেশতাল, নবগ্রহতাল, বিষ্ণু, নারায়ণ, সূর্য্য, দোবাহার, সাত্তি, থাম্সা, বীরপঞ্চ, মোহন. ঢিমে তেতালা বা শ্লথ ত্রিতালী, পঠ প্রভৃতি ধ্রুপদের তাল বলিয়া ব্যবহৃত আছে। মধ্যমান, কাওয়ালী, একতালা, আড়া, তেওট, সওয়ারি, ফারদস্ত, আড়াচৌতাল প্রভৃতি তালকে খেয়ালের তাল কহে। যৎ, পোস্ত, আদ্ধা, ছেপ্‌কা, ঠুংরি, খেমটা, আড়াখেম্‌টা প্রভৃতি, টপ্পার অনুযায়িক তাল বলিয়া প্রসিদ্ধ রূপক ও তেওরা ব্যতীত ধ্রুপদের সম প্রথম তালে। রূপকের ও তেওরার সম তৃতীয় তালে। কাওয়ালীর দ্বিতীয় তালে। মধ্যমানের অৰ্দ্ধেক কাওয়ালী, কাওয়ালীর অৰ্দ্ধেক ঠুংরী, রূপকের দ্বিগুণ তেওট, একতালার দ্বিগুণ চৌতাল। রূপক ও তেওরা এক। কারণ উভয়েরই ১৪ শ মাত্রা। গীত কিম্বা বাদ্য একটী তাল হইতে ধরিয়া সমে ছাড়িতে হয়। সমের চিহ্ন (+), অতীত (৩). অনাঘাত (০) ও বিষম (১) এইরূপ এই চিহ্ন গুলি মাত্রার উপরে থাকে।

গতে যেমন কতক গুলিন বোল আছে, সেই রূপ তালেও কতকগুলিন বোল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—ধে, ক, তে, রে, কেড়‍্‌ন, গে, ঘা, নে, ধুন, না, ঘা, ধী, ম, ধু, কি, টে, ত্রে, ড়ি, কে, ঘি, গি, দ্রিং, দা, থি, দিৎ, কা, থু।
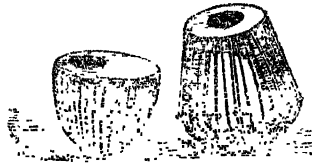
প্রথমে তবলার ডাহিনাটীর আটটী গাট আছে, তাহা চড়াইয়া উপরিস্থ চর্ম্মটি সমস্বর করিয়া বাঁধা কৰ্ত্তব্য। পরে ডাহিনাটী দক্ষীণ দিকে ও বাঁয়াটী বামদিকের সম্মুখে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের কণিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা, ও তর্জ্জনী একত্র করিয়া ডাহিনার কিরণের মধ্যস্থলে চাপা আঘাত দিলে "দিৎ" হয়। দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া ডাহিনার পার্শ্বে তর্জ্জনীর আঘাত করিলে "ত্রা ও তা" হয়। মধ্যমা ও অনামিকা এই দুইটী অঙ্গুলী একত্র করিয়া যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা শব্দ করিলে "টে, টি, তে, ম, কি," উৎপন্ন হয়, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জণীর অগ্রভাগ দ্বারা কিরণের পার্শ্বে আঘাত করিলে "নে, না, ঘা, ও ন্" হয়। মধ্যমা, অনামিকা ও কণিষ্ঠা দ্বারা কিরণের পার্শ্বে ঈষৎ আঘাত করিলে 'নে" হয়। বামহস্ত দ্বারা বাঁয়াতে ফুলা আঘাত ও

দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চক্র পার্শ্বে তর্জ্জণীর আঘাত এক সময়ে করিলে "ধা" হয়। দক্ষিণ হস্তে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র পার্শ্বে ঈষৎ স্পর্শাঘাত দ্বারা "আন্" এবং আঘাত দ্বারা "না" হয়। এই দুইবোল একত্রে বাজাইলে "নান্" হয়। যন্ত্রপার্শ্বে দক্ষিণ হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা আঘাতে "কে", এবং তর্জ্জণীর অগ্রভাগ দ্বারা আঘাতে "ড়া" হয়। বামহস্ত দ্বারা চাপা আঘাতেও 'কে" উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জণীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে চাপা আঘাত করিলে "রে, ড়ি, টে" হয়। দক্ষিণ হস্ত খুলিয়া মধ্যমা ও অনামিকা সংযোগে যন্ত্রের মধ্যে চাপা আঘাত করিলে "তে" হয়। দুইতিন বোলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে, ন + তান = নান্; কে + ড়া + আন্ = কেড়ান্, তে + রে = তেরে; "তেরে" র দ্রুত — ত্রে, দিন্ + তা = দিন্তা, তিন + তা = তিন্তা; গ + দ্দী = গদ্দী, ঘি + না = ঘিন্না, থু + না = থুন্না, ক + তে — কত্তে; তে + টে = তেটে, ঘে + নে = ঘেনে; না + গ = নাগ্ ধা + গে = ধাগে, বাম হস্তে "ধি" দক্ষিণে ন্ = ধিন্; ইত্যাদি বোল হইতে পারে।

বাম হস্তের তর্জ্জণী, মধ্যমা, অনামিকা, ও কণিষ্ঠা, একত্রকরিয়া বামদিকে চাপা আঘাত করিলে, থি, থে, ক, কা, কে, থু হয়। আর বামহস্ত খুলিয়া ঐ সকল অঙ্গুলী দ্বারা যন্ত্রের মধ্যস্থলে ফুলা আঘাত করিলে গ, গি, ঘি, ঘে, গে, ধি, ধু, ধে, হয়।

এই বোল গুলি পৃথক পৃথক ডাইনা ও বাঁয়াতে অভ্যাস করিয়া নিম্ন লিখিত বোল গুলি অভ্যাস কর। যখন উভয় হস্তের জড়তা দূর হইবে, তখন ঠেকা মাত্রা ও বোল সংযোগে সাধনা করিবে।

১
| | | | | |
তেরে কেটে তাক্ দেৎ তেরে কেটে।

\+ ৩ ০
| | | | | | | | |
৪। তাক্ তেরে কেটে তাক্, তাক্ দী কেটে তাক্; তেরে

১
| | | | | | |
তেরে কেটে তাক্, তাক্ দী কেটে তাক্।

এই উদাহরণে দুই আও রাৎ, অর্থাৎ দুই ফেরা আছে।

ঠেকারম্ভ।

\+ ৩ ০
| | | | | | | | | | | |
১। মধ্যমান্—ধা গে ধিন্ ধিন্, ধা গে ধিন্ ধিন্, তা কে তিন্ তিন্

১
| | | |
ধা গে ধিন্ ধিন।

\+ ৩
| | | | | | | | |
২। শ্লথ ত্রিতালী—ধেন্ দা ধেন্ ধা, দিন্ তা ধেন ধা, দিইন

১
| | | | | | |
তাদি ইন্ তা, দিন্ তা ধেন্ ধা।

\+ ৩ ০ ১
| | | | | | | |
৩। দ্রুত ত্রিতালী—ধাধি ধিদ্ধা, ধাধি ধিদ্ধা, তাতি তিত্তা, নাধি ধিদ্ধা।

\+ ৩ ০ ১
| | | | | | | | | |
৪। আড়াঠেকা—তা ধিন্, তা ধিন্ ধিন্ তা কৎ, তা ধিন্ ধিন্।

\+ ৩ ০
| | | | | |
৫। কাওয়ালী—ধা ধিন্ ধিন্, ধা, ধাধিন্ ধিন্ধা, ধাতিন্ তিন্তা,

| |
নাধিন্ ধিন্ধা।

+ ৩

৬। পঠতাল—ধা ধিন্না।

\+ ০ ১ ০ ১ ২

৭। চৌতাল —ধা ধা, দিন্তা কৎ তেটে, তেটে তা, তেটে কতা, গেদি ঘিনা।

\+ ১ ৩

৮। ছোটচৌতাল—ধাগে ধাধা দিন্তা কৎ তাগ্ তেটেকতা

১

তাগেতেটে গেদিঘেনা।

\+ ৩ ০ ১

৯। ঝাঁপতাল—ধা গে ধা গে কৎ তা গে ধা ঘে ঘে।

\+ ১ ২

১০। ধামার—ক ধে টে ধে টে ধা, গে দি নে দি নে তা।

\+ ১ ২

১১। সুরফাক্তা—ধা ঘেনে নাক্ দি ঘেনে নাক্ গ দ্ধি ঘেনে নাক্।

১ ২ + ০ ১

১২। পঞ্চমসোয়ারী—ধি না ধি না তা দ্ধি ন্না ত্রেকেট্, তা ত্রেকেট্,

০ ১ ০

তাতা তাতা তেতা ধিধি নাধি ধিনা।

\+ ১ ৩

১৩। তেওরা—ধাগিতেটে, ধাগিতেটে, ধাগিতেটে, তেটে।

\+ ৩ ১

১৪। একতালা—ধিন্ ধিন্ তা না তিন্ তা তা তিন্ ধাগি ত্রেকেট্ ধিন্ তা

১ ২ +

১৫। রূপক—ধিন্ ধাগ্, ধিন্ ধাগ্, তিন্ তিন্ তাক্।

১৬। তেওট—ধিন্ ধা তেরেকেটে, ধিন্ ধিন্ ধা তেরেকেটে, তিন্ তা তেরেকেটে, ধিন্ ধিন্ ধা তেরেকেটে ;

১৭। আড়্খেম্‌টা—ধা তেরেকেটে ধিন্, ধাগে নাকে তিন্, তা তেরেকেটে ধিন্, ধাগে নাকে ধিন্।

১৮। খেম্‌টা—ধা টে ধে, না তে নে, তা টে ধে, না ধে নে

১৯। কাশ্মীরিখেম্‌টা—ধিক্ ধা ধা তিনা।

২০। দাদ্‌রা—ধা কেড়ে নাক্ ধা কেড়ে নাক্।

২১। কাহার্ব্বা—ধাগেন্ তিন্ তাকে ধিন্।

২২। যৎ—ধা ধিন্, ধাগে তিন্, না তিন্, ধাগে ধিন্।

২৩। পোস্তা—ধিন্ ধাগে তিন্‌তা।

২৪। ঠুংরী—ধেধা কিটি নেধা কিটি।
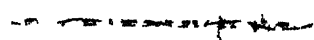
সম্পূর্ণ।

প্রেমসঙ্গীত।

৺নিধুবাবুর

(টপ্পা, সঙ্গীত ও সমালোচন একত্রে)

কলিকাতা, গরাণহাটা হইতে

সরকার এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

৭

কলিকাতা।

[illegible] ষ্ট্রীট—[illegible] সংখ্যক [illegible] ভবনে।

নূতন বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীঈশানচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৫ সাল।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

প্রেমসঙ্গীত

বাগেশ্বরী।

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি, সদাশিবে শুভঙ্করি,
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী।
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা, অজ্ঞান বোধ * সাকারা,
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিনী॥
প্রণতে প্রসন্নাভব, ভীমতর ভবার্ণব,
ভয়ে ভীত ভাবামি ভবানী।
কৃপাবলোকন করি, তরিবারে ভববারি,
পদতরি দেহি গো তারিণী॥

নিধুবাবু।

নিধু বাবু অপরিচিত লোক নহেন, বঙ্গের অনেকেই তাঁহাকে চিনেন, বঙ্গবাসী তাঁহার প্রেমসঙ্গীতে মুগ্ধ। তবে আবার এ জীবনচরিত কেন? কারণ আছে। নিধু বাবুর আকার বা চেহারাকে কেহই প্রায় চিনেন না, তিনি ধনি কি নির্ধন, কাল কি সুন্দর, পিতা মাতাই বা কে? এ সকল প্রায় কেহ জানেন না, তাঁহার গীত শুনিয়া—ভাব দেখিয়া নিধুবাবুকে চিনিয়া লন। লোকে নিধুবাবুর চেহারা চিনেন না, হৃদয় চিনেন—তাই আজ তাঁহার চেহারা খানি বঙ্গবাসীর সম্মুখে ধরিতেছি, একবার দেখিয়া লউন।

---

* অজ্ঞানের বোধ—তুমি সাকারা, কিন্তু জ্ঞানীজনে নিরাকারা বিবেচনা করে। কবি যে নিরাকারবাদী—এই তার পরিচয়।

নিধু বাবুর সম্পূর্ণ নাম রামনিধি গুপ্ত। নিধু বাবু ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকট (জেলা হুগলী) চাঁপ্‌তা নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্গীরা যখন কলিকাতার ঘোর দুর্দ্দশা করে, তখন ইহঁার পিতা ৺ হরিনারায়ণ কবিরাজ কলিকাতা কুমারটুলীর পৈত্রিক বাটী পরিত্যাগ করিয়া চাঁপ্‌তায় মাতুলালয়ে বাস করেন। প্রথমে নিধু বাবুর ৫।৬ বৎসর বয়ক্রমকালে চাঁপ্‌তার গ্রাম্যপাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষার সূত্রপাত হয়। অল্প বয়সেই নিধু বাবুর অসীম প্রতিভা দর্শণে তাঁহার পিতা ইংরাজী শিখাইবার জন্য পুত্র সহ পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিলেন। নিধু বাবু পাঠশালার শিক্ষা এক প্রকার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন ইংরাজী শিখিবার জন্য একজন পাদ্‌রীর হস্তে সমর্পিত হইলেন। পাদ্‌রী সাহেব নিধুর অসামান্য মেধা ও অতুলনীয় রূপ দেখিয়া মোহিত ও পুত্রের ন্যায় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে নিধুবাবুর পিতা পীড়িত হইলেন, সেই পিড়ায় তাঁহার জীবনদ্বিপ নিবিল, নিধুর শিক্ষাপথও অকালে রুদ্ধ হইল, তিনি অগত্যা চাকরী করিতে বাধ্য হইলেন। প্রতিবেশী রামতনু লাহিড়ীর যত্নে নিধু বাবু ছাপরার কলেক্টরীতে একটী চাকরী (কেরাণীগিরী) পাইলেন। ছাপরায় যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে স্থকচরে ১১৬৮ সালে ২০ বৎসর বয়সে নিধুবাবু বিবাহ করেন।

নিধু বাবু ব্রাহ্মণকে বড় ভক্তি করিতেন। রামতনু লাহিড়ীর মৃত্যুর পর নিধু বাবুই তাঁহার পদ (দেওয়ানী) পাইবার অধিকারী হন। সেই সময় জনাই নিবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় ঐ পদের আশা করিয়া নিধু বাবুকে মনের কথা ব্যক্ত করেন, আরও বলেন "আমি এই পদ না পাইলে, যিনি এই পদ লইবেন, তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতক গ্রস্থ হইতে হইবে।" নিধু বাবু বিনা বাক্যব্যয়ে পদ পরিত্যাগ করিলেন। বিনা আপত্তিতে এমন স্বার্থ ত্যাগ—ভক্তির জলন্ত উদাহরণ।

ছাপরায় অবস্থান কালে নিধু বাবু কালোয়াতি গীত ও তাহার আলাপাদি শিক্ষা করেন।

নিধু বাবুর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ১১৭৫ সালে একটী পুত্র জন্মে। দৈববশে সেই সন্তানটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। অভাগিনী

মাতা পুত্রশোকে অল্প দিনেই প্রাণত্যাগ করেন। প্রিয়তমা স্ত্রী ও প্রাণাধিক পুত্রের শোক নিধু বাবু কি ভাবে হৃদয়ের অবান্তর ভেদ করিয়া দেখাইতেছেন, দেখুন ;—

খট্ ভৈরবী—আড়াঠেকা।

না হ'তে পতন তনু দাহন হইল আগে,
আমার এ অনুতাপ তাহারে ত নাহি লাগে।
চিতে চিতা সাজাইয়ে, তাহে দুখতৃণ দিয়ে,
আপনি হইব দগ্ধ, আপনারি অনুতাপে।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এমন যে হবে প্রেম যাবে, এ কভু মনে ছিল না,
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না।
ভেবে ছিলাম নিরন্তর, হ'য়ে রব একান্তর,
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তায় হবে না।

নিধু বাবু আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায়—১১৭৫ সালে যোড়াসাঁকোতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন, কিন্তু তাও বিধাতার সহিল না—তাঁহার দ্বিতীয়বারের পরিবারও অকালে গতাসু হইলেন। বিধাতা বুঝি নিধু বাবুর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—তাঁর মর্ম্মভেদী বিরহসঙ্গীত শুনিবার জন্যই এই অকালনিধন সাধন করিলেন। এই শোকেই বুঝি নিধু বাবুর সঙ্গীতে স্ফূর্ত্তি জন্মিল!

আবার বিবাহ! আর বিবাহে ইচ্ছা নাই, আর সহ্য হয় না—মর্ম্মে মর্ম্মে যুদ্ধ—অন্তর্দাহ—এ সকল আর সহ্য হয় না—নিধু বাবু স্পষ্টই এ কথা প্রকাশ করিলেন—কিন্তু আত্মীয়স্বজন শুনিলেন না,সুরূপ নিধু বাবুকে জামাতা করিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। কোন বাধা কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইল না, নিধুবাবুকে বাধ্য হইয়া হাওড়া বরিজ-হাটীতে আবার বিবাহ করিতে হইল। এই স্ত্রীর গর্ভে নিধু বাবুর চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়।

নিধু বাবু স্ত্রীর সহিত কেমন ভাবে জীবন যাপন করিতেন, পাঠক, তাও দেখুন। নিধু বাবু কোন কর্ম্মোপলক্ষে তিন দিন গৃহে আইসেন নাই, পত্নী অভিমান করিয়া বসিয়া আছেন। প্রেমিক চূড়ামণি নিধুর সে অভিমান বুঝিতে বাকী রহিল না, মানভঞ্জন আরম্ভ হইল। পত্নী প্রণয়কোপে কহিলেন "আমি কুৎসিতা, তাই কি এমন ঘৃণা করিতে হয়?" নিধু বাবু তখনি উত্তর দিলেন;—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণশশি, সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে।
সৌরভে গৌরবে—কে তব তুলনা হবে,
অপনি আপন সম্ভবে—যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।

নিধু বাবু প্রেমকে—কিভাবে, কি চক্ষে দেখিতেন তাও দেখুন,—

সিন্ধু—মধ্যমান।

যুড়াইব বোলে যারে হেরিতে হয় বাসনা,
হেরিলে হয় মানের উদয় দ্বিগুণ বাজে যাতনা।
অদর্শনে ভাবি যাকে, মনে করি বকৃব তাকে,
দৃষ্টি হোলে চ'খে চ'খে, তখন সে ভাব থাকে না।

নিধু বাবু বড় পরিহাসরসীক ছিলেন। দুইটী যুবতী প্রাতঃকালে স্নান করিতে আসিয়াছেন, নিধুবাবুও প্রাতঃসমীর সেবনে গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছেন। দৈববশত, যুবতীদ্বয়ের প্রতি নিধুবাবুর দৃষ্টি পড়িল, যুবতীদ্বয়ও চাহিলেন। মনের—বন্ধন ছিঁড়িল, যুবতীদ্বয় আপনাআপনি আপনাকে বুঝাইলেন, বলিলেন, "চোকই যত অনর্থের মূল—নয় ভাই?" কথাটা নিধুবাবুর কানে গেল, তিনি তখনি উত্তর দিলেন;—

মুলতান—আড়াঠেকা।

নয়নেরে দোষ কেন?
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন।

আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন মিলন।
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
সেই যাকে মনে করে, যে তার মনরঞ্জন॥

পাঠক! সব তত্ত্বই এতে আছে। নয়ন ও মনের সম্বন্ধ দুকথায় কেমন বুঝান হইয়াছে। প্রকৃত উত্তর এই বটে।

শ্রীমতী মুরশীদাবাদের মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুরের রক্ষিতা! রাজা রাজড়ার রক্ষিতা সুতরাং শ্রীমতী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং যৌবন-সাগরের—নূতন পানসী, শ্রীমতী প্রেম উদ্যানের—ফুল্ল মল্লিকা, গন্ধে ভরপুর—সুবাসে প্রাণ মাতোয়ারা। নিধুবাবু রায় বাহাদুরের বড় প্রিয় পাত্র—কেবল সঙ্গীতে। একদিন খোস্ বাগানে নিধু বাবুর সঙ্গীত শুনিবার মজলিস্ হইল, মজলিসে লোকের মধ্যে—নিধুবাবু, রায় বাহাদুর আর শ্রীমতী। সেই মজলিসে শ্রীমতীর সর্ব্বনাশ হইল!—সেই মনোমোহন রূপরাশী—সেই কোকিলকণ্ঠ—সেই মধুর প্রেমসঙ্গীত—শ্রীমতী আপনা-হারা—তন্ময়চিত্তে প্রাণটী গায়ককে বক্শীস্ করিল। তখন প্রেমে ভোর—সঙ্গীতে উন্মত্তা অজ্ঞান হইয়া প্রাণটী দিয়াছে, এখন দেখে সর্ব্বনাশ! অনুপায়—শ্রীমতী সহায় সঙ্গতি, ধন—ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিধুর পদে বিনা মূল্যে বিক্রিতা হইল।

একদিন, শ্রীমতী, নিধু বাবুর দুইদিনের আদর্শণের পর দর্শন পাইয়া বলিলেন "অবলারে এত প্রবঞ্চনা কেন? একি তোমাদের পুরুষত্ব?" নিধুবাবু হাসিয়া গাইলেন;—

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে বলে অবলা তোমায় মহাবল ধর প্রিয়ে,
ধরাধর ধর হৃদে, ঢেকেছ বসন দিয়ে।
স্মরহর শর সম, কটাক্ষ তব বিষম,
নিরুপমা নির্গুণ, নর বধ নারী হোয়ে॥

কেমন উল্টা চাপ;—শ্রীমতী হৃদয়ে বুঝিল, আনন্দে একটীবার বিলোল কটাক্ষ করিল, কথা কহিল না। কবি আবার ধরিলেন,—

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

এমন নয়ন বাণ কে তোমায় কোরেছে দান,
দর্পণে হেরিলে আঁখি আপনি হবে সন্ধান।
নয়ন অক্ষয়তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ।

আর এক দিন বহুদিনের অদর্শনের পর শ্রীমতী আপন প্রিয়তমকে পাইয়া কাঁদিয়া কহিল " এত দিনে কি মনে হলো, তাই বুঝি দেখা দিতে এলে ?" নিধুবাবু শ্রীমতীর হৃদয় বুঝিয়া গাইলেন ;—

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ভালবাসিবে বোলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
শ্রীমুখে*মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসী,
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে।

শ্রীমতী এক গানে জ্বালা যন্ত্রনা ভুলিল।—পাঠক! এখন শ্রীমতী ঘটিত এই নিধুবাবুচরিত্রে কি দোষ দিতে চাও ?

শ্রীমতীর মনের মান ভাঙ্গিল কিন্তু মুখের মান ভাঙ্গিল না। প্রেমিকা এমনি কথাই শুনিতে চায়, প্রেমিকা এমনই কথার প্রার্থনা করে, তাই চুপ করিয়া রহিল, নিধু বাবু আবার গাইলেন ;—

ঝিঁঝিট—আড়া ঠেকা।

অনুগত দোষী হলে, তার দোষ নাহি লয়,
মহতেরি এই রীতি আপন করিয়ে লয়।
দেখনা মলয় গিরি, বেষ্টিত ভুজঙ্গে,

* "সুধামুখে" (এই পাঠান্তর।)

গরল সরল হয় মহতেরি সঙ্গে
আপন কলঙ্ক ছাড়ি শশী কি উদয় হয়?

এবার শ্রীমতী কথা কহিল, তবুও মান গেল না, মিঠা কড়ায় কহিল "তা এখন ত দেখা পাইবই না, যখন বয়স ছিল, তখন নিত্যই পাইতাম এখন।—" নিধু বাবুর উত্তর দিতে কসুর নাই, অমনি গান চলিল ;—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

না হলে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানে না,
যেমন ভুজঙ্গশিশু মন্ত্রৌষধি মানে না।
নবীনেরি অহঙ্কার, প্রবীণেরি প্রেমাধার,
এ রস রসিকে বিনা অরসিকে সম্ভবে না।

আর কি মান থাকে, আর কি কপট অভিমানে প্রতারণা চলে? শ্রীমতী নিধুবাবুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রসংশাকারীর সংকার করিলেন। এবার আদর! মানের পর আদরটা বড় বাড়াবাড়ি হয়, তাই নিধু বাবুর আদরটা একটু জম্‌কাল গোছ হইল, নিধু বাবু শ্রীমতীকে আদর করিলেন ;—

গারাভৈরবী—কওয়ালি।

কে বলে শারদশশী প্রেয়সী শশীসমান,
সে চঁাদে কলঙ্ক আছে এ যে নিষ্কলঙ্ক সম।
শম্ভুশিরে বলি স্থান, যদি শশীর বাড়াও মান,
কুচশম্ভু সমাধান, পূর্ণ চন্দ্রে জ্যোতিমান।
পক্ষান্তে উদয় শশী, ঐ ভয়ে দিবা নিশি,
আমি যে চকোর পিপাসী, ক'র্ব্ব অধর সুধাপান।

এই রূপ প্রায়ই চলিত। নিধু বাবু দোটানায় পড়িলেন। একদিকে শ্রীমতী, অন্যদিকে গৃহের গৃহলক্ষ্মী, দুটানায় প্রাণ যায়—একদিক সাম্‌লাইতে আর এক দিক খসিয়া যায়। নিধু বাবু শ্রীমতীর বাটীতে তিন দিন আতিথ্য স্বীকার করিয়া বাটী ফিরিলেন! এ দিকেও মান! নিধুর প্রাণ নিয়ে টানাটানি! নিধুবাবু বড় হাসি ভালবাসেন, সাদা

প্রাণে খোলা হাসিই তিনি চান, বিবাদ তাঁর বিষ বিষ লাগে। তাই আবার মান ভাঙ্গিতে বসিলেন, ধীরে ধীরে গাইলেন ;—

গৌড়ী-ভৈরবী—কাওয়ালী।

কেন লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী,
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি।
হরি হরি মরি মরি, মানভরে ভর করি,
নয়ন সহিত বারি, আছ হেরিয়ে ধরণী।
এলায়ে পড়েছে কেশ, বিষাদিনী হীনবেশ,
কিলাগি কিসের তরে, এত অভিমানী।
মলিন বদন শশী, তাহে নাহি হেরি হাসি,
কাতর চকোর আসি, সাধিছে ভামিনী।

গৃহলক্ষ্মী কি বলিতেছিলেন, নিধু বাবু বলিলেন "আর কষ্ট কেন? উত্তর টা না হয় আমিই দি!" নিধুর গান গাইয়া অবসাদ নাই, উত্তরও ধরিলেন,—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ যাতনা সই সে জানিবে কেমনে,
জানিলে কি সদা আমি থাকিহে রোদনে। *
নানাস্থানী স্নেহই জন, তার কি কখন মন,
মজে কোন খানে ;—
তারে যেবা দেয় মন সুখী কি কখনে।

মহামানের শান্তি হইল।

একদা নিধুবাবু বসিয়া আছেন, একজন বন্ধু আসিয়া নানা প্রকার কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, বন্ধুটী একটু শ্লেষভাবে জিজ্ঞাসা কল্লেন "হাঁহে! বলি তোমার শ্রীমতী এতইকি রূপসী যে, তার জন্য তুমি এত কাতর?" নিধু বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া গাইলেন ;—

* জানিলে কি সদা দহি বিরহ দহনে। (পাঠান্তর)

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

আমার নয়ন লয়ে কেউ যদি হেরে তারে;
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে।
সবে বলে নহে ভাল, সেই সে আমার ভাল,
সে মুখ হেরিলে মম দুঃখ যায় দূরে।

গানটী শেষ করিয়া বলিলেন "ভাই! বুঝেছ কি?" বন্ধু বেশ বুঝিলেন।

নিধু বাবু একবার নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কাঁচড়াপাড়ায় গমন করেন, নিধু বাবুর উপস্থিত কবিতা রচনার পরীক্ষা লওয়ার জন্য সকলে মনস্থ করিলেন, তাহাই সকলে যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটী প্রশ্ন করিবেন। এই প্রকার স্থির করিয়া একজন বলিলেন, "নিধু বাবু! আপনি ত একজন প্রেমিক, বলিতে পারেন কি, লোকে প্রেম প্রেম করিয়া পাগল হয় কেন? মন ত আপনারই, মনটাকে কি বশ করা যায় না?" নিধু বাবু বুঝিলেন, তাঁহার সম্মুখে বিষম পরীক্ষা উপস্থিত! হাসিয়া বলিলেন "উত্তর কি মুখেই দিতে হবে!" প্রশ্ন কর্ত্তা বলিলেন, "কবির মুখে কবিতাতেই শুনিতে ইচ্ছা যায়!" তখনি বাদ্যভাণ্ডাদি আনিত হইল, নিধু বাবু গাইতে লাগিলেন;—

কাফি-সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মন অভিলাষ যদি মনেতে নিবারিত,
অন্য পরের উপাসনা বল তবে কে করিত?
করিতে পরের ধ্যান, ওষ্ঠাগত হল প্রাণ,
ঘরে পরে অপমান, সে সব যন্ত্রণা যেত!

গান শেষ হইলে ক্রুরমনা প্রশ্ন কর্ত্তা বলিলেন "তোমার গীতের ত অর্থ পাইলাম না।" নিধুবাবু আবার গাইলেন;—

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

তবে তায় কে করে যতন,
বশীভূত হত যদি আপনারি মন!

প্রথম মিলনকালে, হাতে শশী এনে দিলে,
প্রেম ফাঁসি দিয়ে গলে, পলায় যে জন।

সকলে সন্তুষ্ট হইলেন, আর কেহ প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না।

একজন প্রতিবেশিনী ঠাকুরমা, তাঁহার নাত্নীর পতীর নিকট পত্র লেখাইতে আসিয়াছিলেন। নাত্ জামাই অনেক দিন আসেন নাই, তাই বৃদ্ধা পত্র লেখাইতে আসিয়াছেন। রসীক চূড়ামণী পত্রের পরিবর্ত্তে এই গীত কয়েকটী লিখিয়া দিয়াছিলেন, বলাবাহুল্য যে, পত্র অপেক্ষা এ গীতে অধিক ফল হইয়া ছিল।

কাফি-সিন্ধু——আড়াঠেকা।

ভালবাসি বলে কিহে আসিতে ভালবাসনা,
আপন করম দোষে না পূরিল বাসনা। +
হেরে তব মুখশশী, সুখের সাগরে ভাসি,
তাই বুঝি রেখেছ দাসী, ভাবিতে তব ভাবনা।

সিন্ধু—খাম্বাজ——মধ্যমান।

যে যাতনা যতনে, মনই জানে,*
পাছে শত্রু হাসে শুনে লাজে প্রকাশ করিনে।
প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধী,
নিরবধি সাধি প্রাণপণে,
তবু ত সে নাহি তোষে, আরও দোষে অকারণে।

ভৈরবী——মধ্যমান।

ঘটিল কি দায়, মরি হায় প্রেমসাধনে,
ফুটিল প্রণয়ফুল কণ্টকেরি কাননে।
ভুজঙ্গ মস্তকমণি, নিরখিয়া নয়নে,
জ্ঞান হয় ধরি ধরি, ভয় কেবল দংশনে।

+ সুখে থাক হৃদিনিধি এই মম কামনা। (পাঠান্তর।)
* মনে মনে মন জানে। (ইতি পাঠান্তর।)

সুরট-মোল্লার—কাওয়ালী।

নয়ন রূপেতে ভুলে, মন ভুলে গুণে,
ইহার অধিক কেহ শুনেছ শ্রবণে!
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ, রতন কাঞ্চনে।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল,
তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল। (১)
সাধিয়ে আপন কায, এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল যে লাজ, বিষাদ রহিল।

ঝিঝিট—মধ্যমান।

প্রণয়ে সখি এই সে হইল,
লাজ ভয় কুল শীল সকলি মজিল।
না জানিলে গুণাগুণ, বোধ নহে কদাচন,
স্মরিয়ে মরি এখন, দেখ তার ফল;

(১) "তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল" এই একটী ছত্রে কতটা ভাব অভিব্যক্ত করিতেছে পাঠক একবার দেখুন। জ্ঞানদাস, চণ্ডিদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি সাধক ভাবুক কবিগণ, যে ধুয়ায় জীবন কাটাইয়াছেন—রাশী রাশী স্বভাবের চিত্র আঁকিয়াছেন, এক কথায় সেই কথার সার দেখুন পাঠাক। সেই "ভাল করি পেখন না ভেল" সেই "জনম অবধি হম রূপ নিহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল" সেই "সোই মধুর বোলী শ্রবণমে পশিল শ্রুতিপথে পরশ না গেল" জনম জীবন তব পাঁও ধিয়াইনু" এই সকল সকলই এই চরণে সন্নিবেশিত। Byron's "Love is heaven." সেক্ষপিরের The ever new delight. পোপের "Love and world" Carlyle এর "The love not Pleasure—Love God." এ সকলও সেই এক ছত্রে। পাঠক! তবে আর তুমি চাও কি?

পিরীতি রতন যদি, যতনে মিলাল বিধি,
পাইয়ে এমন নিধি দুখ নাই গেল।

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

আসিবে, রবে এরবে প্রাণ কি রবে। ('সই')
বাসনা আমার, নিকটে তাহার, প্রাণ যায় তবে।
প্রাণ যায় নাহি রয়, প্রাণাধিক করে তায়, (২)
এমন হইবে, সে জন আসিবে, দেখা কি হবে?

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

প্রেমে কি সুখ হ'তো!
মন যারে ভালবাসে সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে,
ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।
প্রেম সিন্ধুর সলিল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত।

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

বিরহী বধিতে আইল প্রবল বসন্ত,
প্রাণ দহে স্থির নহে বিনা প্রাণকান্ত।
ফুল বিকসিত, কোকিল কূজিত, মলয় দুরন্ত,
তাহাতে মদন আবার নিদয় নিতান্ত।
দহে অনিবার, জীবন আমার, নাহি শান্ত,
উপায় ইহার দেখি, কান্ত কি কৃতান্ত। (৩)

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

আইল বসন্ত সকলে উন্মত্ত দুখী বিরহিণী।
বন আর উপবন, দেখ কুসুম কানন,

(২) প্রাণাধিক তরে হায়। (পাঠান্তর।)
(৩) উপায় না দেখি হায়, বসন্ত কৃতান্ত। (পাঠান্তর।)

ফলে ফুলে প্রফুল্লিত বিনা কমলিনী।
মদনের পঞ্চশর, কোকিলপঞ্চমস্বর,
শরে স্বরে শরজাল বুঝ অনুমানি।
সংযোগী কাতর নহে, পতিতরমণী দহে,
কান্ত কান্ত এই স্বর তার মুখে শুনি।

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

বিরহ-যাতনা অতি বিষম হইল আইল বসন্ত,
কুসুমের সৌরভ, কোকিলের রব, সহে না ওরব নিতান্ত।
সুধাকর দিবাকর সম মম মনে,
জ্বালায় জীবন মন্দ মলয়পবনে,
উপায় ইহাতে, না পাই দেখিতে, উপায় সেই প্রাণকান্ত।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

এত ভালবাসা রে প্রাণ ভুলেছ কি একেবারে।
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল,
পেতেছিলে মায়াজাল, অবলা বধিবার তরে।

পাথুরীয়াঘাটার আখ্‌ড়াই দলের সঙ্গীতরচয়িতা গোকুল চন্দ্র সেন একটী গীতের মহড়া রচনা করেন ;—

"ওইরে অরুণ এলো কামিনী দহিতে।"

এই পর্য্যন্ত রচনা করিয়া শেষার্দ্ধ রচনার ভার নিধুবাবুর প্রতি অর্পিত হয়, তাহাতে নিধুবাবু রচনা করিলেন।—

রামকেলী—কাওয়ালী।

"ওইরে অরুণ এলো কামিনী দহিতে,"
নিবারি শশীর শোভা কুমুদী সহিতে।
না হতে সুখের লেশ, রজনী হইল শেষ,
চকোরী চাঁদের আশা ত্যাজিল দুখেতে।

নিধুবাবু জনাই নিবাসী জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত অনেক

দিন পরে সাক্ষাৎ করেন!—জগন্মোহন নিধুবাবুকে চিনিতেন, তিনি বলিলেন "তোমার গুটীকত সঙ্গীত আমাকে দান কর।—" নিধুবাবু তৎক্ষণাৎ এই কয়েকটী গীত রচনা করিয়া উপহার দিলেন ;—

খাম্বাজ—মধ্যমান। *

কি জানি কি ছলে ছিলো ব'সে,
আমারে ত্যজিবার আশে ;
আমি ত জানিতাম ভাল আমায় সে যে ভালবাসে।
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মনোমত ধন লয়ে রয়েছে উল্লাসে। (৪)
আমার মর্ম্মবেদনা, সে কি তা জেনেও জানে না,
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা, তা(ই) ভেবে মরি হুতাসে।

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি করে পরেরি কথায়,
কি করে পরেরি কথায়।
সেই মম প্রাণধন মন যারে চায়।
উপজিলে প্রেমনিধি, নিষেধ না মানে বিধি,
মন প্রাণ নিরবধি তারি গুণ গায়।

---

* অনেক লোকের বিশ্বাস এ গীতটী নিধুর নহে।

(৪) মনমত ধন কি? পাঠক! বুঝেছ কি? নায়িকার বিজাতিয় মর্ম্মোচ্ছ্বাস বুঝেছ কি?

প্রভাত বাতাহতিকম্পিতাকৃতিঃ
কুমুদ্বতীরেণু পিসঙ্গবিগ্রহম্।
নিরাশ ভৃঙ্গং কুপিতেব পদ্মিনী
নমানিনী সং সহতেন্য সঙ্গম্।
ইহাও তাই।

মিশ্রভৈরবী—কাওয়ালী।

কতবা মিনতি করি আমারে ভুলালে,
এবে অপরূপ দেখ, দেখা না দেয় সাধিলে।
এমন হইবে আগে কেমনে জানিব,
জানিলে আপন মন কেন রে সঁপিব,
না জেনে সে এই হ'ল ভাসি দুখ সলিলে।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

যাও তারে ব'ল সখি আমারে কি ভুলিলে,
বিরহে প্রাণ সংশয়, ভাসি নয়ন-সলিলে।
আসার আশয়ে, পথ নিরখিয়ে আছে প্রাণ,
তোমার মনে কি জানি আছে,
প্রাণ গেলে কি হবে আইলে।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের বাসনা সই সেই সে জানে,
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে।
নয়ন আপন হ'য়ে প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি বাড়ায় রোদনে।
অনল শীতল হয়, তার দরশনে,
সেই নয়নের নীরে (৫) সময়ের গুণে।

ভৈরব—কাওয়ালী।

দেখনা সই প্রভাতে অরুণ সহ উদয় শশী,
গেল বিভাবরী, কাতর চকোরী,
এখন শশীরে পেয়ে রহিল উপবাসী।
নীরে প্রফুল্ল কমল, হৃদি কমল,

---

(৫) "ভাসি নয়নের নীরে" (পাঠান্তর।)

সময়ের গুণ, কি কব আমার,
অধিক দুঃখ হইল রূপসী।

কালেংড়া—আদ্ধা।

কেমনে রাখিব প্রাণ, শুন গুণমণি।
বিনয়ের বশ যদি হইত যামিনী,
প্রভাতে প্রমাদ তবে সহে কি কামিনী।
পরশে প্রাতঃসমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,

ভৈরবী। মধ্যমান।

কেন পিরীত করিলাম মজিলাম হায়,
পিরীতি করিয়ে সখি! একি হ'ল দায়।
কহিতে সে সব দুখ প্রাণ বাহিরায়,
মনে করি ভুলিবনা তাহার কথায়;
দেখিলে তাহার মুখ দুখে হাসি পায়। (৬)

নিধুবাবু আপন স্ত্রীর পরিতোষের জন্য প্রশ্ন ও উত্তরচ্ছলে এই কয়েকটী গীত রচনা করেন!

প্রশ্ন।—

বাহার—আড়াঠেকা।

কেতকী এত কি প্রিয় তব ওহে মধুকর,
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর।
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কায,
এই কি তোমার? অপরে আপন জ্ঞান, আপন অন্তর।

(৬) বড় দুঃখেও হাসি পায়। সে হাসি বড় মর্ম্মান্তিক। অধিক দুঃখের পর অধিক আনন্দে "হাসি পায়। সে হাসি (mirth) বড় মধুর!

উত্তর—

পূরবী—আড়ঠেকা।

তাই কি মনে করে মানভরে (৭) আছ,
জ্বালায়ে বিরহানল, দহন হতেছ।
প্রণয়ে যতেক হয়, সব যদি মনে রয়,
তাহ'লে কি বিচ্ছেদ হয়, কার মুখে শুনেছ!

খাম্বাজ-বাহার—মধ্যমান।

কপটে আমারে এত দুখ দেওয়া ভাল নয়,
আগে দুখ দিলে পরে, শেষে দুখ পেতে হয়। *
কথায় কথায় প্রবঞ্চনা, ভালবাসা গেছে জানা,
যে যাহারে ভালবাসে, ব্যাভারে তা জানা যায়।
মুখেতে মধুর হাসি, অন্তরে গরলরাশি,
সদা বল ভালবাসি, ওকথা না প্রাণে সয়।

তার পরেই মনের চিত্র!—বিরাগও এই খানে। এ বিরাগ—প্রেমে।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে কারে(ও) ভালবাসিব না।
ভালবেসে এই হল, ভালবাসা কি লাঞ্ছনা!
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভালবাসে না।

ললিত—আড়াঠেকা।

প্রাণ যায় যাবে তবু তারে না হেরিব।
জাহ্নবী-জীবনে সই বরং জীবন জুড়াইব।

(৭) "তাইকি মনে করি মান ভরে অভিমানে আছে।"
* "প্রাণে দুঃখ দিলে পরে মনে দুখ পেতে হয়।"
অভিসম্পাত নয়—শ্লেষ।

সে জীবনে এ জীবনে, মিশাইব এক স্থানে;
তবু ফিরে তার পানে, কখন না নিরখিব।

ঝিঁঝিট—আড়াখেমটা।

প্রাণ তুমি প্রেমসিন্ধু হয়ে বিন্দুদানে কৃপণ হলে,
প্রেমপিপাসিত জনে উপায় কি দেহ বলে।
মহতেরি এই গুণ, আশ্রিতে নয় নিদারুণ,
আমিহে আশ্রিত জন, আমারে কেন বঞ্চিলে।

তার পর প্রবোধ! এ প্রবোধ—মনে মনে মনকে প্রবোধ দেও য়া।—চিত্রটা একবার দেখুন।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের যে আশা তাহা যদি না পূরিত,
তবে কি পরাণ কেহ রাখিতে পারিত।
দেখনা চাতকী ঘন, দিবা নিশি করে ধ্যান,
বারিদানে তোষে তারে না রাখে তৃষিত।

নিধুবাবু ১২৩০ সালে "নিধুনিকুঞ্জ" নামে কতকগুলী সঙ্গীত রচনা করেন। বুড়া বয়সেও একবার রসীকতা দেখুন, ভাবে ডুবু ডুবু ভাব!

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তারে হেরিলে নয়ন জুড়ায়,
এত যে যাতনা তবু দিতেছে আমায়।
যদি সেই নবঘন, নাহি করে বরিষণ,
তথাপি চাতকীপ্রাণ, সেই দিকে ধায়।

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

সেবিনে যাতনা যত জানাইব কারে,
আপান অধিক ভাল, সে বাসিত অন্তরে। (৮)
সে মোর আঁখির অঞ্জন, আমি তার মনোরঞ্জন,
করে গেছে বিসর্জ্জন, অঞ্জন দিয়ে অন্তরে।

(৮) যে "বাসিতে অন্তরে" (পাঠান্তর।)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ভেবনা ভেবনা ধনী প্রাণনাথ আসিবে,
বিচ্ছেদ যাতনা যাঁবে মনসাধ পূরিবে।
তোমার বঁধু তোমার হবে, মন দুখ নাহি রবে,
আবার তুমি মান করিলে, পায়ে ধরি সাধিবে।

বাহারবাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

রোপণ করিয়েছিলাম আশালতা প্রেমবনে,
ফলে ফুলে লাভ হবে, বড় আশা ছিল মনে।
অতি সুযতন করি, সিঞ্চন করিলাম বারি, (১)
বিচ্ছেদ তায় হয়ে অরি, অজারূপে নাশে প্রাণে।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যায় যাবে প্রাণ তার শঙ্কা করিনে,
মরে বা চাতকী পাছে নব ঘন বিহনে।
কুমুদী মুদিত হবে শশী অদর্শনে,
লতা কি বাঁচে কখন, মহীরুহ পতনে।

খাম্বাজ—ধিমা ত্রিতালী।

বিধুমুখি একি একি অপরূপ হেরি লো,
অধোমুখে কেন আছ মৌনব্রত ধরি লো!
কিসে আছ চঞ্চল, নিরখিছ ধরাতল,
বিধুবদন তোল তোল, নইলে প্রাণে মরি লো।
অধর সুধাপান বিনে, পিপাসায় মরি প্রাণে,
বাঁচাও এ অধীন জনে, সুধাদান করি লো।

ভৈরবী—মধ্যমান।

সুন্দর হইলে কি হয়, বলি প্রাণ তোমায়,
রসবোধ না থাকিলে, রসবতী কেবা কয়।

---

(১) "সিঞ্চিলাম আশা বারি" (পাঠান্তর)।

চম্পক পুষ্পেরি গন্ধে,সবে মত্ত প্রেমানন্দে,
তবে কেন সে ফুলেতে, ভ্রমর সঞ্চার নয়।
দেখ দেখ প্রাণসখি, কোকিল কুৎসিত পাখী,
তবে কেন তার রবে সকলে মোহিত হয়।

এত বিরহ—এতজ্বালা, তার পরই কেমন অল্পে অল্পে মিলনের আশা আপনা হইতে হৃদয় ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইতেছে। স্বয়ম্ভু সমীরণে যূথিকা কুসুম যেমন ফোটে ফোটে ফোটেনা, বিরহিণী হৃদয়ের তেমনি আশাকুসুম ফুটে ফোটে ফোটেনা ভবে হৃদয়ক্ষেত্রে আপনা হইতে সঞ্চারিত হইতেছে।

পিলুবারোঁয়া—ঠুংরি।

বহুদিন পরে আঁখি আমার সে ধন হেরিল,
পিপাসী চাতক যেন বারি পান করিল।
প্রেয়সী বদন-শশী, তাহে পূর্ণ সুধারাশি,
বিচ্ছেদ তিমিররাশি, হেরি লাজে লুকাইল।

মিলন হইল! সেও কথায় কথায়!

তারপরেই অনুযোগ! বিরহিণী হাসিকান্না মাখা মুখে বৃষ্টিরৌদ্র মাখা ভাবে প্রণয়ীকে বলিতেছেন,—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখ ভুলনা এ দাসীরে,
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিন তরে।
তোমা বিনা অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি ওবদন, ক্ষণ না হেরিলে পরে।
কুলমান লাজ ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনম মত, এ'জীবন তব করে।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

অনেক যতনে হয় ক্ষণেক মিলন,
তবে কি মনের সাধ পূরয়ে কখন।

অতএব বলি আমি, হৃদয়-নিবাসী তুমি,
নয়নে নয়নে থাক একান্ত মনন।

কাওয়ালী।

এ সুখে অসুখে কেন চাহরে করিতে,
মিলন হয়েছে দেখ কত যতনেতে।
বুঝিতে না পারি ভাব, মনে হয় কত ভাব,
সে ভাবে হল অভাব, ভাবিতে ভাবিতে।

ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

মনে নাহি ছিল নাথ পাইব তোমারে,
সদয় হইবে শশী, কাতরা চকোরে।
পুন অনুকূল নাথ হইবে অধীনে,
হেরিব ও বিধুমুখ তৃষিত নয়নে;
পূরিবে মনের আশা, দুখ যাবে দূরে।

সিন্ধু—মধ্যমান।

তুমি যদি ভালবাস প্রাণ আমায় মনেতে।
তবে কি বিচ্ছেদ হয় এ জীবন থাকিতে।
প্রতিবাদী হলে পরে, কি করিতে পারে পরে,
ভানু থাকে লক্ষান্তরে, কমলিনী জলেতে।

কাফিসিন্ধু—আড়াঠেকা।

ভাল ভালবেসেছিলে করেছিলে প্রাণে প্রাণ,
প্রাণ ত্যজি প্রাণাধিকে শেষে বধিলে প্রাণ। (১০)
এমন করিবে বিধি, স্বপনে জানিতাম যদি,
তাহলে কি নিরবধি, হৃদে পূজি ওবয়ান।

(১০) আমার "প্রাণ"কে "ত্যজি, প্রাণাধিকে!" শেষে বধিলে প্রাণ?" (ইত্যর্থ।)

প্রেমিক কি আর স্থির থাকিতে পারে? এ অনুযোগের প্রতিযোগীতা না হলে কি প্রাণ বুঝে? নিধু বাবু প্রেমিকের মুখ দিয়া—নিজের মন প্রেমিকের মন দ্বারা চাপা দিয়া গাওয়াইলেন!—

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

বদনসরোজ কেন ঢাকিয়ে বসনে,
কি কারণে ম্রিয়মাণ, আছ অধোবদনে।
সশৈবাল নলিনীর যেবা শোভা জীবনে,
তেমতি সুন্দরী আমি হেরিতেছি নয়নে।

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

পূজিব পীরিতি প্রেমপ্রতিমা করে নির্ম্মাণ,
অলঙ্কার দিব তাহে, যত আছে অপমান।
যৌবনে সাজায়ে ডালি, কলঙ্ক পুরি অঞ্জলি,
বিচ্ছেদ তায় দিব বলি, দক্ষিণা করিব প্রাণ।

বিবিধ।

তার পরেই বিরহ, মিলন, প্রেম প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত লিখিয়াছেন;—সে সকলও এখানে যতদূর সম্ভব সন্নিবেশিত হইল।

পিলু-বারোয়া—পোস্তা।

বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা,
প্রেম গেল কেন প্রাণ গেল না।
হইয়ে বহিয়ে গেছে, প্রেম ফুরায়েছে,
রহিল কেবল প্রেমেরি নিশানা।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

অরুণে কলঙ্ক হবে হইল ঘটন,
চাঁদেতে কলঙ্ক আছে বিধির সৃজন।

প্রেমরূপ দিনকরে, বিচ্ছেদকলঙ্ক ধরে,
হৃদি কমলের মলিন বদন।
ভানু হল কলঙ্কিত, দিনে কমল মুদিত,
হুখে কুমুদিনী হাসে, এই সে কারণ।

ঝিঝিট—পোস্ত।

পর সঙ্গে প্রেম করে দিবানিশি মরি ঝুরে। (সই)
আমি করি আপন আপন, তার তেমন নহে যে মন,
পর কি জানে পরের বেদন, বল্ দেখি শুধাই তোরে।
তাহার পিরীতে ভুলে, কালি দিলায় কুলে শীলে,
সে তা কই বুঝিল প্রেম ভাঙ্গিল একেবারে। (সই)
পুরুষ কঠিন-মর্ম্ম, না জানে পিরীতধর্ম্ম,
তাই দিবানিশি ভাবি অন্তরে। (সই)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নয়নে মনে না হেরিলে, ভালবাসা নাহি হয়।
সেই প্রেম থাকে যারে হেরিয়ে অন্তর রয়।
আগে আঁখি পরে মন, প্রেমের এই নিরূপণ,
যার এরূপ ঘটন, সেই প্রণয় অক্ষয়
মন ভঙ্গ হলে পরে, প্রেম তখন অন্তর দয়।
যত দিন থাকে মন, না হয় প্রেম খণ্ডন,
অন্যথা হইলে যেন, প্রণয় সুস্থির নয়।

ঝিঝিটখাম্বাজ—মধ্যমান।

চন্দ্রাননে কি শোভা কমল নয়ান।
ভুরু-ভৃঙ্গ ভঙ্গি করি করে মধুপান।
কেশ বেশ কি তাহার, কিবা নীরদ আকার,
মন শিখী তাহা দেখি, হরিষে অজ্ঞান।
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, চমকে অতি চঞ্চল,
কিরণ আলোক তায়, দামিনী সমান।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তোমারে আমায় এত সাধিতে হইল। (প্রাণ
সাধিলে করিব মান, মোর মনে ছিল।
বাসনার বিপরীত আমারে ঘটিল;
তবু কি তোমার সখা সাধ না পূরিল।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

পিরীতি পরমরতন।
বিরহী পারে কি কভু হেরিতে সে ধন।
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমা নিশান্তরে, শশীর শোভন।

খাম্বাজ—জৎ।

হেরিলে হরষ-চিত না হেরিলে মরি,
কেমনে এমন জনে রহিব পাসরি।
মন তার মনে মিলে, প্রাণ লয়ে সমর্পিলে,
নয়ন তৃষিত সদা দিবা বিভাবরী।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বদন শারদশশী পাষাণহৃদয়,
অমিয় সমান ভাষী মৃদু হাসি তায়।
লইয়ে কুন্তল ফাঁশি, আঁখি চোর আছে বসি,
মনের গলেতে দিয়া প্রাণ হরে লয়।

পিলু—পোস্ত।

মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না,
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না।
চাতকীর ধারা জল, যাহাতে হয় শীতল,
সেই বারি বিনা আর, অন্য বারি চায় না।

ঝিঁঝিট—আড়ঠেকা।

মনে মনে মান করিছে প্রাণ না প্রকাশ বদনে।
হুতাশন আচ্ছাদনী হয় কি বসনে।
যে যার অন্তরে থাকে, অন্তর অন্তর দেখে,
মান কি তখন প্রাণ, থাকয়ে গোপনে।

কাফিসিন্ধু—মধ্যমান।

মিলনের সাধ বুঝি নাহিক তাহার,
থাকিলে যাতনা কেন হইবে আমার।
তার প্রতি যত আশা আছয়ে আমার,
জানিয়ে সে অনুচিত করয়ে ব্যভার।
বিচ্ছেদে প্রাণ মোর দহে অনিবার,
তার বোধ হবে কেন—অনেক যাহার।

কাফিসিন্ধু—মধ্যমান।

মান মনে উপজিলে ভয়ে তা নিবারি,
মম বিরসে বিরস পাছে তাহারে নেহারি।
যেরূপ যতন তারে বুঝাতে না পারি,
মণির কারণে যেন হরি হরি হরি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিরহেতে মরি বিধি অনুকূল হও,
পঞ্চভূত পঞ্চস্থানে নিযুক্ত করাও।
যে আকাশে ভাগ তার, সে আকাশে ভাগ আমার,
এবে এই সে বাসনা, তাহাতে মিলাও।
পবন তার ব্যজনে, তেজ মিশুক দর্পণে,
জল সেই জলে রাখ, তার ব্যভারিও ;—
পদ বিহরণ যথা, পৃথ্বী অংশ রাখ তথা,
ইহার অধিক আর না—মিনতি রাখিও।

লুমবেহাগ—জৎ।

অন্তরে জাগিছে সতত, সে আমার,
আমি কেমন করে ওতার ভালবাসা পাসরিব।
আমি তার সে আমার, কেমনে ভুলিব।
সেই সুধামাখা কথা, অন্তরে রয়েছে গাঁথা,
সে কথা না মনে হলে, কেমনে প্রাণ ধরিব।

ঝিঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরমে মরম যাতনা ভালবাসার অযতনে,
কুক্ষণে একাজে মজে,(এখন) বাজের অধিক বাজে প্রাণে
যে জন পিরীতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ যাহারে চায়, সে যদি না বাঁচায় প্রাণে।

ঝিঝিটখাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন ভাল বেসেছিলাম তারে,
হেরিতে বাসনা হলে, ভাসি অকূল পাথারে।
যৌবন তরি আমার, ভেঙ্গেছে মাঝার তার,
কেমনে হইব পার, পড়েছি বিষম ফেরে।
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি স্থিরভাবে থাকি,
তখনি তাহারে দেখি, উদয় হৃদি মাঝারে।

সিন্ধু-খাম্বাজ —আড়াঠেকা।

এত ভালবাসা রে প্রাণ ভুলেছ কি একেবারে।
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল,
পেতেছিলে মায়াজাল অবলা বধিবার তরে।

সুরট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কত দুখ সব প্রাণ তোমার লাগিয়ে,
কত লোকে কত বলে, হাসিয়ে হাসিয়ে।
ও কথা শুনিনে আর, তোমারে করেছি সার,
পরিব কলঙ্ক-হার, যতনে গাঁথিয়ে।

১২১৫ সালে ২১শে চৈত্র ৯৬বৎসর বয়সে নিধুবাবু ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার নামের পূর্ব্বে আমরা আর ৺ শব্দ লিখিলাম না। এই খানেই শেষ করিলাম।

অতিরিক্ত।

শ্যাম—জলদ তেতালা।

মুকুরে আপন মুখ সদত দেখনা ধনি।
আপনার রূপ, দেখি অপরূপ, অধীনে ভুল কি জানি।
দেখ আপনার ধন, সতত দেখে যে জন,
করিতে যে ব্যয়, তার হয় দায়, সকলের মুখে শুনি।

মাল কোষ—জলদ্ তেতালা।

এ দুখ না যায় আর সহনে।
এবার জনম, লইব এমন, বধিব জীবন, ঋতুর রাজনে।
বসন্তের সেনাগণ, তার প্রধান মদন,—
হর আরাধিব, মদনে মথিব, রতিরে রাখিব,বিরহবনে।
শশির উদয় দায়, বিষম হ'ল আমায়,
রাহুযে হইব, বিধু গরাসিব, চকোর দেখিব বাঁচে কেমনে।
অলিকুল ঝঙ্কারে, সদা অচেতন করে,
কুসুম কানন, করিব ছেদন, অলি দহে যেন মধু বিহনে।
বিষ রবেতে কোকিল, হৃদয়ে হানয়ে শেল,
হইব যে ব্যাধ, করিব যে বধ,
তবে মোর সাধ, পূরিবে মনে।

মালকোষ—হরি।

মনে করি ভুলে তোরে থাকিব সুখেতে,
না দেখিলে দহে প্রাণ, মরিহে দুখেতে।
কি জানি কেমন আঁখি, না দেখিলে সদা দুখী,
প্রাণ কহে বল দেখি, করি কি ইহাতে।

নিদয় হইয়ে কেন, চাতুরী করহ প্রাণ,
আপন হইলে তারে, হয় কি তেজিতে।

ঝিঁঝিট—আদ্ধা।

প্রেমে ঘটিল কি দায়।
ভালবাসি বলে কিরে মজাবে আমায়।
নব প্রেমে হয়ে সুখী, অধিনী যেন চাতকী, (১১)
একি বজ্রাঘাত দেখি, নাথ চায় বিদায়।

ঝিঁঝিটখাম্বাজ—পোস্ত।

আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল,
ফুকারি কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।
একবার ভাবি সখী, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি সদা করে ছল ছল।

সুরট—কাওয়ালী।

সাধে কি বারণ করি সদত আসিতে,
কি করি স্ববশ নহি ননদী ভয়েতে।
যত সুখ উপজয়ে গোপন পিরীতে,
জনরবে ততোধিক অসুখ মনেতে।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমারে কি তার আছে মনে,
মনেতে করিত যদি, তবে কি মরিহে কাঁদি,
নিরখিয়ে থাকি পথ পানে।
তাহারে না দেখে প্রাণ কেমন,
আমি যে কাতরা সে কি তা জানে।

"কেন বল দুখ সখী" ইহাই সঙ্গত পাঠ

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

না হেরে তোমারে প্রিয়ে বুঝি যায় প্রাণ,
ব্যথিত করেছে হৃদি তব অদর্শন বাণ।
তৃষিত চাতকী আমি, তুমিহে বারিদ স্বামী,
ত্বরিতে জীবনদানে, জীবন করহ দান।

কানাড়া—মধ্যমান।

নিবিড় নীরদ সহ উদয় শারদ শশী,
দেখ সৌদামিনী,তাহাতে বাথানি, তার মৃদু মৃদু হাসি।
যুগল খঞ্জন তায়, বোধ হয় অভি প্রায়,
কিবা কমলদল, শোভিয়াছে ভাল, মৃগ আঁখি ভালবাসি।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

পিরীতি এমন সই, কেমনে আগে জানিব,
জানিলে এ প্রেমে মজে, কেন বা প্রাণ সঁপিব।
যতনে যাহারে সঁপিলাম মন,
সদাই চাতুরী করে সেই জন ;—
কেমনে রবে এ জীবন, কাহারে দুখ কহিব।
মনে করি ধৈর্য্য ধরি, আঁখি যে বরষে বারি,
অঙ্গ আপনার বশ হলো তার, কাহার আমি হইব।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

তাহার কারণে কেন দহে মোর মন,
যেরূপ তাহারে আমি করিহে যতন।
সতত চাতুরী সখি করে সেই জন,
সে বরং ছিল ভাল, না ছিল মিলন,
মিলনে এই সে হ'ল সদা জ্বালাতন।

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর আমারে কেন সাধিছ এখন ;
ত্যজিয়ে আমারে, সঁপিলে যাহারে,

আপন মন, তথা করহ গমন।
আমি হে তোমার মত, নহিলেম কদাচিত
করিয়ে অনেক সাধন।
এবে কি মনে বুঝিয়ে, নিদয়ে সদয় হয়ে,
আইলে এখানে বুঝি দেখিতে রোদন।

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কে শিখালে তোমায় এ প্রেম ছলনা।
যে তোমারে শিখায়েছে, সে ত প্রেম জানে না। (১২)
পরের মন নিতে পার, আপনার মন দিতে নার,
এমন করে কত জনে, বধেছ প্রাণ বল না।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

বলনা কেমনে রহিব, সই, নাথ বিহনে,
রাত্রি দিন মোর, অন্তর কাতর, তার কারণে।
সুখ প্রেম করি, এখন বিরহে মরি,
আগে নাহি জানি, দহিব দুখ দাহনে।
মনে করি যদি ত্যজিব তারে, বিরহে দ্বিগুণ দাহন করে,
অবলা সরলে, কত মত জলে, ভুলালে সুধা বচনে।

(১২) "যে তোমারে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানেনা।"

সম্পূর্ণ।

ব্যায়াম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১০

কলিকাতা,
১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য।০ চারিআনামাত্র।

ব্যায়াম।

—০৩০৫০০
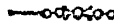
দুই একটী কথা।

পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে ব্যায়াম শিক্ষার বিশেষ চেষ্টা ছিল। সকলেই ব্যায়াম শিক্ষা কর্ত্তব্যকার্য্যের মধ্যে গণ্য করিতেন। তাহার ফলও তাঁহারা ভোগ করিয়াগিয়াছেন। পূর্ব্বকার বঙ্গবাসীগণের বীরত্ব, অদ্ভুতকীর্ত্তি এখন অমূলক গল্পমাত্র হইয়াছে। এইরূপ গল্পই আমাদের অবনতির পরিচায়ক। নির্জ্জীব দুর্ব্বলব্যক্তি দ্বারা কোন কার্য্যই সাধন হয় না। আজ কাল অনেকে "ব্যায়াম ভদ্রলোকের পক্ষে শোভা পায় না "এইরূপ মত প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, শরীর দুর্ব্বল হইলে, শিক্ষা—উপার্জ্জন কিছুই হয় না। রুগ্নশরীর সংসারের অনিষ্টই সম্পাদন করে, তদ্বারা উপকারের কোন প্রত্যাশা নাই।

ব্যায়াম যে অবশ্য কর্ত্তব্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে যে ব্যায়ামশিক্ষা কর্ত্তব্য, মানসিক শিক্ষার সহিত শারিরীক শিক্ষা যে আবশ্যক, তাহা অনেকেই এখন বুঝিতেছেন সুতরাং ব্যায়ামের আবশ্যকতা আর কি বলিব।

ব্যায়ামকারীগণের কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, সে কয়েকটী নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

১। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেন।

২। সকালেই কিছু জলযোগ করিবেন।

৩। পান ভোজন যাহা বলকারক ও পাচক, তাহাই ব্যবহার করিবেন।

৪। ব্যায়ামকালে গজ্জিফ্রকের পেনটুলন, কোট ও ট্রাওজার অথবা কাপড় এমন ভাবে মালকোঁচা করিয়া পরিবেন, যেন কোন দিক ঝুলিয়া না থাকে। পশ্চিমের মত ল্যাঙ্গটীও ব্যবহার করিতে পারেন। যাঁহারা কাপড় পরিবেন,

তাঁহারা কাপড় পরিয়া এক খানি চাদর বা কোমরবন্দ দ্বারা কটীদেশ বদ্ধ করিবেন।

৫। ব্যায়াম স্থানে শীতল জল ও পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ড উপস্থিত রাখিতে হইবে।

৬। ব্যায়াম স্থানের মৃত্তিকা উচ্চ নীচ বা কঠিন না হয়। সেই স্থান এক হাত গভীর বালুকা দ্বারা সমতল করিতে হইবে।

৭। অধিক পরিশ্রম হইলে ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে।

৮। ব্যায়াম শেষ হইলে এক ঘণ্টা কাল বায়ু সেবন করিবেন।

এই কয়েকটী নিয়ম স্মরণ রাখিয়া ব্যায়াম করিলে সত্বরই শরীরের উৎকর্ষতা বুঝিতে পারা যাইবে।

ব্যায়ামের আবশ্যকতা।

মানসিক বৃত্তি সকল পরিচালনা করিলে যেমন ঐ বৃত্তিগুলি উত্তেজিত হইয়া চিত্তের সম্যক্‌রূপে উৎকর্ষ সাধন করে, তদ্রূপ শারিরীক শ্রমের দ্বারা শরীর ও মন উভয়েরই উৎকর্ষ সাধিত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালন-জনিত শ্রম দ্বারা যে শারিরীক বলবৃদ্ধি ও শরীরের স্ফূর্ত্তি বিধান হয়, ব্যায়ামকারিগণ তাহার উপমা-স্থল। বিদ্যানুশীলন প্রভৃতি মানসিক উৎকর্ষ সাধনও শারীরিক বল ও স্ফূর্ত্তির অপেক্ষা করে। মন অসুস্থ থাকিলে যেমন কোন মানসিক বৃত্তিই উত্তেজিত হইতে পারে না, তদ্রূপ দুর্ব্বল শরীরেও কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। আমার বিবেচনায় বালকদিগকে প্রথমেই বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি পরিচালনা করিতে না দিয়া অগ্রে তাহাদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা প্রদান দ্বারা শরীরের বল বিধান করিয়া, পরিশেষে মানসিক বৃত্তির পরিচালনে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মানসিক পরিশ্রমে দৈহিক শক্তির হ্রাস হয়, শাস্ত্রে কথিত আছে,

"চিতাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতং॥"

মানসিক পরিশ্রম মাত্রেই চিন্তা-মূলক, তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব বালকদিগের তরুণশরীর অগ্রেই মানসিক পরিশ্রম দ্বারা ক্লিষ্ট ও শারীরিক-শক্তিবিহিন হইলে কখনই তাহারা সর্ব্বদা সুস্থশরীরে থাকিতে পারে না এবং শরীরের অসুস্থতা হইলে কোন ক্রমেই আর অধিকাল মানসিক বৃত্তির পরিচালনা করিতে সক্ষম হয় না। ব্যায়ামানুশীলনের বিশেষ গুণ এই যে, তদ্দ্বারা শরীর সবল, সুস্থ, ও দৃঢ় হয়। যে হেতু, ব্যায়ামানুশীলনে শরীরের রক্ত পরিস্কৃত হইয়া থাকে এবং দেহাভ্যন্তরস্থ ক্লেদাদি স্বেদজলরূপে বহিষ্কৃত হইয়া শরীরকে বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট ও সুস্থ করে। ভূমণ্ডলে মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া অধিককাল জীবিত থাকিতে যত্ন করা সকলেরই নিতান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম। দুর্ব্বল ব্যক্তির অপেক্ষা বলিষ্ঠ ব্যক্তি যে সাধারণত দীর্ঘজীবী, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। শরীরকে বলিষ্ঠ করার প্রধান উপায় ব্যায়ামানুশীলন।

মানব মাত্রেরই দুই প্রকার বৃত্তি আছে, শারিরীক ও মানসিক। ইহার একের অভ্যাস অন্যের অপকর্ষ ও সাধারণের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির পাত্র হইতে হয়। কেবল মানসিক বৃত্তির পরিচালনায় নিযুক্ত থাকিলে, দিন দিন শরীর বলহীন, রুগ্ন ও শুষ্ক হইয়া এক প্রকার অদ্ভুত জীবরূপে পরিণত হইয়া অন্যের বিদ্রূপভাজন হইতে হয়। শুদ্ধ শারীরিক বৃত্তির উত্তেজনা করিলে মনের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইয়া নিতান্ত পরুষ-প্রকৃতি ও অন্যের শ্লেষের পাত্র হইতে হয়। এই উভয়বিধ বৃত্তির পরিচালনায় উভয়কে বৃদ্ধিশীল করিতে পারিলে মনুষ্য নামের যথার্থ কার্য্য করা হয়। অনেক সভ্যদেশবাসীদিগের এই প্রকার মত যে, রোগ-শূন্য সবল শরীরই সতেজ বুদ্ধিবৃত্তির আবাসস্থল। অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত বালকগণের বিদ্যানুশীলন করিয়া চিত্তের উৎকর্ষ-সাধনের পক্ষে ব্যায়ামানুশীলন দ্বারা শরীর বলশালী করা যে নিতান্ত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তাহা স্বীকার করেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে বিদ্যালয়ে বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামচর্চ্চা দ্বারা শরীর সবল করার প্রথম প্রথা প্রচলিত থাকাতেই তদ্দেশবাসী জনগণ এতাদৃশ সুস্থকায় ও সমধিক বুদ্ধিজীবী। এক্ষণে আমাদিগের দেশে এই

প্রকার নিয়মই প্রচলিত হইয়াছে যে, সন্তানগণ বিদ্যানুশীল করিয়া কোন রূপে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিবার পোষণ করিতে পারিলেই, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল ; কিন্তু কি উপায়দ্বারা যে সন্তানগণ দীর্ঘজীবী ও আত্মরক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, তৎপক্ষে দূরদৃষ্টি নাই। এপ্রকার বিবেচনাও ঐরূপ ব্যায়ামানুশীলনে বিরত থাকার ফল। বাস্তবিক কেবল শারীরিক বলবিধানের চেষ্টায় রত থাকিয়া সংসারিক কার্য্যসমূহে পরাঙ্মুখ থাকাও আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

সাংসারীক বিষয় নির্ব্বাহে রত থাকিলে সংসারিক কার্য্যকলাপ আরও সুচারু ও সুশৃঙ্খলরূপে সমাধা হইতে পারে। এরূপ অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, যঁহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মানসিক পরিশ্রমে বিরত থাকিয়া কেবল মাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও বলবিধান করিয়া আসিয়াছেন এবং যাঁহাদিগের মানসিকবৃত্তি মাত্রেই নিস্তেজ হইয়াছে. তাঁহারা তৎপরে বিদ্যানুশীলনে রত হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদিগের মেধা পুনর্জীবিত ও অসামান্য তেজবিশিষ্ট হইয়াছে, এবং অবশেষে অচিরাৎ বিলক্ষণ বিদ্যাবিৎ বলিয়া জনসমাজে আদরণী হইয়াছে।

শ্রম যাহাদিগের অভ্যাসসিদ্ধ হয়, তাহারা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে, যাহার যতগুণ নৈপুণ্য থাকুক না কেন, শ্রমাভ্যাস না থাকিলে তৎসমুদায়ই বন্ধ-প্রায় থাকে, শ্রম-বিমুখ ব্যক্তির কোন কার্য্যেই সফল হয় না, পরিশ্রমই সকল সুখের নিদান। শ্রমশীল ব্যক্তি, সকল কার্য্যেই দক্ষতা লাভ করিতে পারেন, অতএব। মানবমাত্রেরই ব্যায়ামানুশীলনে রত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

ব্যায়াম কি কি ?

মল্লক্রীড়া বা কুস্তী করিতে হইলে প্রথমত একটী সমতল প্রশস্ত ভূমি উত্তম মৃত্তিকা বা বালুকা দ্বারা আবৃত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু উক্ত মৃত্তিকা বা বালুকা চালনী দ্বারা অগ্রে এরূপ ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে যে, তাহাতে কঙ্করাদি কোন প্রকার অঙ্গ-ক্ষতকর কঠিন দ্রব্য না থাকে।

মুদগর, সান্তোলা, সামলা এবং নেজাম, এই কয়েকটী মল্লক্রীড়ার প্রধান উপকরণ। ইংলণ্ডীয় ব্যায়াম (Gymnastic) করিতে হইলে একটী স্বতন্ত্র অনাবৃত স্থান আবশ্যক। উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত স্থানটী অনাবৃত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহার প্রধান উপকরণ হোরাইজণ্ট্যাল বার (Horizontal-bar) প্যারাল্যালবার, (Parallel-bar) ল্যাডার, (Ladder) ট্র্যাপিজিয়াম, (Trapezium) রিং (Ring) উডেন হর্স, (Wooden horse) ইত্যাদি। প্রশস্ত নির্জ্জন স্থান আয়ুধক্রীড়ার সম্যক্ উপযোগী, এবং তীর, ধনু, বন্দুক, পিস্তল ইত্যাদি উপকরণের প্রয়োজন। আপন মস্তকাপেক্ষা এক হস্ত দীর্ঘ যষ্টি, যষ্টিক্রীড়ার উপযোগী। সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইলে অগভীর প্রশস্ত পুষ্করিণীর প্রয়োজন এবং একজন প্রকৃত সন্তরণবেত্তার উপদেশ ও নিকটে অবস্থিতি আবশ্যক।

পূর্ব্বোল্লিখিত উপকরণগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, কোন উপকরণ জীর্ণ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, নতুবা তদ্দ্বারা অনিষ্ট ঘটনার নিতান্ত সম্ভাবনা।

পরিচ্ছদ।

ব্যায়ামকারীদিগের সামান্য পরিচ্ছদ ধারণ করাই কর্ত্তব্য। দেশকাল ও পাত্র ভেদে পরিচ্ছদের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধানদেশে ব্যায়ামকালে পেণ্টুলন কোর্ট প্রভৃতি পরিচ্ছদ ব্যবহার হইয়া থাকে; হিন্দুস্থান নিবাসী জনগণ লেঙ্গটী অথবা জাঙ্গিয়া মাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশেও জাঙ্গিয়া বা লেঙ্গটী পরিধান করিয়া ব্যায়ামাভ্যাস করা উচিত। কেহ কেহ ব্যায়ামকালে মস্তককে ধূলি হইতে রক্ষা করণ মানসে টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অত্যন্ত হানিজনক, ইহাতে মস্তিষ্কের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। আমাদিগের মতে ব্যায়ামকালে মস্তক অনাবৃত রাখাই কর্ত্তব্য।

খাদ্য।

"অন্নমূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম্।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষেৎ বলঞ্চ কুশলোভিষক্॥"

দেশ কাল বিশেষতঃ জলবায়ুর বিভিন্নতা প্রযুক্ত খাদ্য দ্রব্যের প্রভেদ লক্ষিত হয়। শীতপ্রধানদেশে মাংস অধিক পরিমাণে আহার করিলেও পীড়াজনক হয় না বরং তাহাতে শরীরের বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন ও বলবিধান হয়। উষ্ণপ্রধানদেশে মাংসাহার করা অবিধেয়, যেহেতু তদ্দ্বারা অজীর্ণাদি রোগ

সঞ্চার হইয়া শরীরকে বলহীন এবং অচিরাৎ অকালে কালের করাল গ্রাসে পাতিত করে। বঙ্গদেশে মাংস অধিক পরিমাণে আহার না করিয়া অল্প পরিমাণে আহার করিলে বিশেষ হানিজনক হয় না। এই দেশবাসী জনগণ যে অধিকাংশই অনিয়মিত ও অপরিমিত ভোজনে রোগগ্রস্থ হয়েন, তাহা বল্লা বাহুল্য মাত্র। এতদ্দেশে সাধারণতঃ তণ্ডুল, গম, ছোলা, ময়দা, দুগ্ধ এবং তরকারির মধ্যে আলু, কাঁচকলা, কাঁঠালের বিচি, মানকচু, ডুম্বুর, পটল, মোচা প্রভৃতি পুষ্টিকারক দ্রব্য ভক্ষণ করিলেই শরীরের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, শাকাদির বিশেষ কোন গুণ নাই, অতএব তাহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ব্যায়ামকারীদিগের পক্ষে গম, আতপতণ্ডুল, ছোলা বিশেষ উপকারী ঘৃতপক্ক বা তৈলময় দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিলে শরীরের পক্ষে হানি হয়। আহারকালে বিষম সংযোগ না হওয়ার পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য, যথা মাংসের সহিত দুগ্ধ ও লবণ মিশ্রিত দুগ্ধ ইত্যাদি। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে আহার করা উচিত নহে, ক্ষুধার সময়ে পরিমিতরূপে আহার করা উচিত, অর্থাৎ এরূপ আহার করিবে, যাহাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় অথচ শরীরে কোন প্রকার গ্লানি-ভাব লক্ষিত না হয়, নতুবা শরীরে বিঘ্ন জন্মে। আহার করিবার অগ্রে এবং পরে অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। আহারের পর বিশ্রাম করিয়া কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করা উচিত; যথা কথিত আছে,

> "ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবন্ন বিকৃতিং গতঃ।
> ততঃ শতপদং গত্বা বামপার্শ্বে তু সংবিশেৎ॥"

পশ্চাৎ লম্ফন।

দুই দিকে দুটী কাট পুতিয়া তাহার দুইদিকে একগাছি রজ্জু বাঁধিবে। এই লম্ফন শিক্ষাকালে কাষ্ঠদ্বয় সংলগ্ন রজ্জুর দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াও, পদদ্বয় যোড় করিয়া লম্ফত্যাগ পূর্ব্বক রজ্জু ডিঙ্গাইয়া অপর দিকে যাও। এইরূপ লম্ফন কালে, পদদ্বয় রজ্জু সংলগ্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, অতএব এই সময়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

ধাবন এবং লম্ফন শিক্ষা করিবার পর, উপবেশন পূর্ব্বক এক পদের উপর ভর রাখিয়া উত্থিত হইতে অভ্যাস করা উচিত, এইরূপে ক্রমান্বয়ে কঠিন ব্যায়াম শিক্ষা করিতে হইবে।

একপদে উত্থান।

পদদ্বয় সংযত করিয়া সরলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তৎপরে একপায়ে দাঁড়াইয়া ক্রমান্বয়ে উপবেশন কর। পুনরায় ঐরূপ প্রকারে একপায়ে উপ-

বেশন করিয়া দ্বিতীয় পা প্রসারিত কর ও এক পায়ে উঠিয়া দাড়াইতে চেষ্টা কর। এইরূপ ক্রমান্বয়ে করিলে পদদ্বয় বলযুক্ত হয়।

প্রথমে সোজা হইয়া দাড়াইয়া মস্তক ক্রমে ক্রমে পাশ্চাৎদিকে নিচু করিয়া হস্ত দ্বারা ভূমি স্পর্শ কর।

উক্ত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমে একটী প্রোথিত কাষ্ঠ বা প্রাচীরকে পশ্চাতে রাখিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক, কারণ প্রথম শিক্ষার্থিগণের তাহা অবলম্বন করিয়া শিক্ষা করিলে, কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

অগ্রে পা জোড় করিয়া সরলভাবে দাঁড়াও. পরে মস্তক ক্রমে পাশ্চৎদিকে নিচু কর। এইরূপে ক্রমান্বয়ে মস্তক, গ্রীবাদেশ, তৎপরে কটিদেশ পর্য্যন্ত নিচু করিয়া উভয় হস্ত ভূমিতে রাখিয়া মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করত পুনর্ব্বার মস্তক ভূমি হইতে উঠাইয়া ক্রমে ধীরে ধীরে পূর্ব্বমত সরলভাবে দাঁড়াও। অভ্যাসের উন্নতির সহিত ক্রমে বিনা অবলম্বনে এই ব্যায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। ক্রমান্বয়ে এই ব্যায়ামে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিতে হইবে যে, যদ্যপি পশ্চাৎদিকে কোন বস্তু রাখা যায় তাহা হইলে বিনা কষ্টে মস্তক ঐরূপ নত করত দন্তদ্বারা উঠাইয়া লইয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ সরলভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইতে পারিবে।

এইরূপ শিক্ষায় শরীরের বিশেষ উপকার হইবে, ইহার দ্বারা কটিদেশ ক্ষীণ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এবং গ্রীবাদেশ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত বলশালী হয়।

পদ জোড় করিয়া সম্মুখ ভাবে (উল্টাইয়া) অবস্থিতি কর। পা উল্টাইবার কালে দুই হাতের উপর ভর দিয়া ভূমি হইতে উৰ্দ্ধদিকে বলে নিক্ষেপ কর ও উল্টাইয়া সহজভাবে অবস্থিতি কর।

ঊর্দ্ধপদে হস্ত দ্বারা ভ্রমণ।

পদদ্বয় একত্র করিয়া সরলভাবে দাড়াও। হস্তদ্বয় ভূমে স্থাপন পূর্ব্বক সমুদয় শরীর ঊর্দ্ধে রাখিতে যত্ন কর, এইরূপে হস্তের উপর ভর দিয়া শরীরকে শূন্যে রাখিতে সমর্থ হইলে ঐরূপ ভাবে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া উভয়পদ পাশ্চাৎদিকে কিঞ্চিৎ বক্রভাবে হেলাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে ধীরে ধীরে বামহস্তের উপর সমুদয় শরীরের ভর রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে বাড়াইয়া দাও, পুনর্ব্বার দক্ষিণ হস্তের উপর শরীরের ভর রাখিয়া, বাম হস্ত সম্মুখে বাড়াইয়া দাও; এইরূপে ক্রমান্বয়ে হস্তদ্বয় অগ্রসর করিতে পারিলেই হস্ত দ্বারা ভ্রমণ করিতে পারিবে, সম্মুখ ভাগে গমন শিক্ষা হইলে ঐরূপে পশ্চাতে গমন করিতে শিক্ষা করিবে।

নিম্নপদের উপর ঊর্দ্ধপদ হওন।

শূন্যে অন্তব্যক্তির হাতের উপর ঊর্দ্ধপদে অবস্থান। প্রথমে এক ব্যক্তি সরল হইয়া দাঁড়াও, পরে অপর এক ব্যক্তি সম্মুখে দাঁড়াইলে প্রথম ব্যক্তি এক্ষণে সম্মুখস্থিত দ্বিতীয়ব্যক্তির বাহুদ্বয় (কফোণি বা কনুইয়ের উপরি-ভাগ,—অপভ্রংশ ভাষায় যাহাকে হস্তের গুল বা গুলি কহে) দৃঢ়রূপে ধারণ কর; দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তির হস্তের উক্ত অংশ দৃঢ়রূপে ধারণ কর। তৎপরে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রথম ব্যক্তি সজোর উত্তোলন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠাও. এই সময় দ্বিতীয় ব্যক্তিও ঊর্দ্ধদিকে সরল করিয়া দাও ও নিম্নস্থ চিত্রের ন্যায় অবস্থিতি কর। এই ব্যায়ামে উভয়ব্যক্তিরই হস্তের বল-বৃদ্ধি হয় ও দ্বিতীয় ব্যক্তির শরীর লঘু হয়।
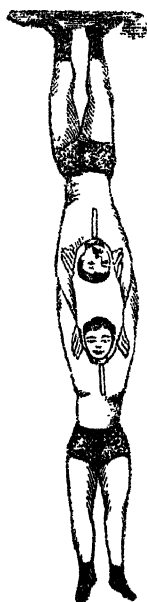
হারাইজন্দাল।

আপন পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পরিমাণ লইয়া, তাহা হইতে দুই হস্ত উচ্চ হয়, এরূপ চতুর্দ্দিকে আট ইঞ্চ্ বা দশ ইঞ্চ্ পরিমাণ চতুষ্কোণ দুই খণ্ড কাষ্ঠকে গোল করিয়া কুঁদিয়া তাহার উপরিভাগে একটী করিয়া উভয় কাষ্ঠে দুইটী গোলাকার ছিদ্র কর। (ছিদ্র দুইটী এরূপ বৃহৎ হইবে যে, তাহার মধ্যে দিয়া চারিদিকে তিন বা চারি ইঞ্চ পরিমাণে একটী গোলাকার দণ্ড, অনায়াসে প্রবেশ করান যাইতে পারে।) পরে চারি হস্ত লম্বে একটী গোলাকার লৌহদণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যেস্থলে, উক্ত লৌহদণ্ড পরিমাণ স্থান ব্যবধান রাখিয়া দুই দিকে দুইটী খুঁটি দণ্ডায়মান করাইয়া রাখ, পরে পূর্ব্বোক্ত লৌহদণ্ডটীর উভয় পার্শ্বে, উভয় কাষ্ঠের (খুঁটির) ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। (লৌহদণ্ডের এক পার্শ্ব, প্রথমে একটী খুঁটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, দণ্ডের উভয় পার্শ্বে এরূপভাবে খিল আঁটিয়া দাও, যাহাতে দণ্ডটী খুঁটি হইতে খুলিয়া না যায়।) এক্ষণে চতুর্দ্দিকে কৌশলপূর্ব্বক রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে টানা দিয়া বাঁধিয়া সমরৈখিক দণ্ডটীকে দাঁড় করাইয়া রাখ। টানার রজ্জু স্থূল ও শক্ত হওয়া উচিত এবং উক্ত টানাটীও এত দৃঢ় হওয়া উচিত যে, দুই তিন জন বলবান ব্যক্তিও খুঁটিদ্বয়কে বলপূর্ব্বক ঠেলিয়া কাঁপাইতে পারে।

দণ্ডধারণ।

সমরৈখিক দণ্ড প্রস্তুত ও প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইলে, দণ্ডটী ধারণ কর, দৃষ্টি সম্মুখে এবং পদদ্বয় সরলভাবে ঝুলাইয়া রাখ। নিম্নে চিত্র দৃষ্টি কর।
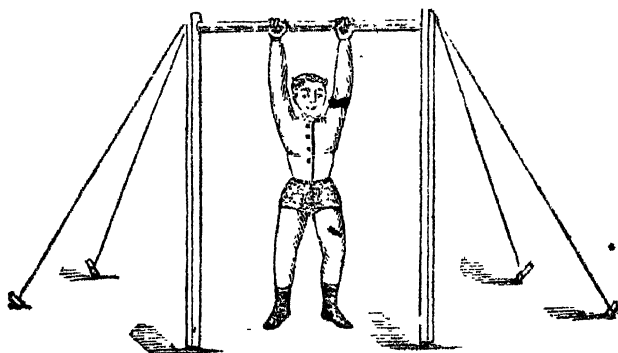
হস্ত আকুঞ্চন ও প্রসারণ।

উপরোক্ত চিত্রানুযায়ী অবস্থিতি করিয়া উভয়হস্ত দ্বারা দণ্ডটীকে আকর্ষণ করত, আপন শরীরকে উৰ্দ্ধে উঠাও। উভয় হস্ত দ্বারা দণ্ডটী টানিয়া শরীরকে উৰ্দ্ধে উঠাইবার কালে হস্তদ্বয় আকুঞ্চিত হইবে। পরে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া শরীরকে পূর্ব্বানুরূপ রাখ, বার বার এইরূপ করিলে ক্রমে হস্তদ্বয়ের বল বৃদ্ধি হইবে। এইরূপে দণ্ডের ক্রিড়া সমাপ্ত হইলে তখন অন্যান্য নানাবিধ কঠিন প্রক্রিয়া সাধনে আপনা হইতেই ক্ষমতা জন্মিবে।

প্যারেলিল বার।

প্রায় ৫ হস্ত দীর্ঘ, ৪ ইঞ্চি বেধ, ৩ ইঞ্চি পরিসর, এবং উপরিভাগ বৃত্তাকার, এ রূপ দুইটী কাষ্ঠ খণ্ড, ৪ ফিট উৰ্দ্ধে ৪টী খুঁটির উপর পরস্পর ১৮।২০ ইঞ্চি ব্যবধানে সমান্তর ভাবে রাখিবে। ইহাকে প্যারেলিল বার কহে। ইহারা পরস্পরও নীচের ভুমির সহিত যেন সমান্তরাল থাকে। চারিটী খুঁটি, দুই হাত পরিমাণ মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখিবে। ইহা ইচ্ছামত উচ্চ বা নিম্ন করিয়া প্রস্তুত করা যায়। পাঁচ বৎসর বয়সের ছোট বালক-দিগের জন্য ২ ফিট উচ্চ, মধ্য-বয়স্ক বালকদিগের জন্য ৩ ফিট উচ্চ, ও যুবকদিগের জন্য ৪ ফিট উচ্চ করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা বাঁশের দ্বারাও প্রস্তুত করা যায়। বাঁশের প্যারেলিল বার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, মধ্যে মধ্যে শিথিল হইলে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ইহা কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইলে, সচরাচর শাল অথবা সেগুন কাষ্ঠেরই ভাল হয়। কাষ্ঠ সারযুক্ত দেখিয়া লইতে হইবে।

যদি প্যারেলিল বার এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইবার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়, তবে কাষ্ঠের উপর প্রস্তুত করা, এবং যোড়ের স্থানে পেঁচযুক্ত কাঁটার দ্বারা বদ্ধ রাখা আবশ্যক। তাহা হইলে ইচ্ছামত খুলিয়া অনায়াসে বাঁধিয়া লওয়া যায়।

আমি প্রথমে অল্প ব্যয়ে বাঁশেরই প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দিই। কেন না ইহাতেই সহজে সকল প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করিতে পারিবে তবে সমর্থ হইলে কাষ্ঠের করাই ভাল।

প্যারলিল বারে আরোহণ।

দুই হস্ত দ্বারা পার্শ্বের দুইটী বার চাপিয়া ধরিয়া দুই বারের মধ্যে দাঁড়াও, লম্ফ দিয়া উঠিয়া ও দুই বারের উপর দুই হস্তের ভর দিয়া, সরল ও লম্ব-ভাবে শূন্যে অবস্থিতি কর। পুনরায় ভূমিতে অবরোহণ কর। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস কর।
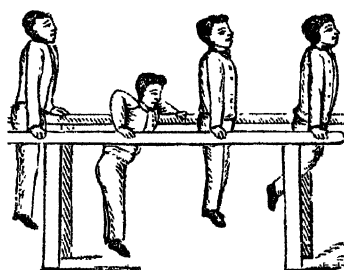
প্যারেলিল বারে দোলণ।

দুই দণ্ডের উপর দুই হস্তের ভর দিয়া শূন্যেতে লম্বভাবে থাক। দুই পা সরলভাবে একত্র কর। এই অবস্থাতে পশ্চাতে ও সম্মুখে পদ দ্বারা দুলিতে আরম্ভ কর। দোলন ক্রমে এমত বৃদ্ধি কর যে, সম্মুখে দুলিতে দুলিতে পদদ্বয় যেন প্রায় মস্তক অপেক্ষা ঊর্দ্ধে উঠে।

দুই হাতে বার ধরিয়া, হাতের উপর ভর দিয়া ও দুই পা শূন্যে লম্বভাবে রাখিয়া দাঁড়াও।

এই অবস্থাতে বক্ষস্থল ক্রমে ক্রমে অবনত কর। দুই কনুই যেন বক্র হইয়া কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ দিকে যায়, এবং দুই বারের সহিত সমান ভাবে উচ্চ থাকে।

এই অবস্থাতে কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া পুনরায় উঠিয়া পূর্ব্ববৎ হও। ইহাতে বক্ষঃস্থল প্রসারিত ও মাংসল হয়।

মুদ্গার।

সম্মুখে এক হাত পরিমাণ অন্তরে মুদ্গর রাখ। দুই পা পরস্পর এক হাত পরিমাণ অন্তরে পার্শ্বেরদিকে প্রসারিত করিয়া সরল ভাবে দাঁড়াও, বক্ষঃস্থল যেন ঠিক সরল ভাবে থাকে। সম্মুখে কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া

মুদ্গরের গোড়া পশ্চাৎ দিকে ধর, এবং দুইহস্তে মুদ্গর লইয়া পূর্ব্বৎ দাঁড়াও। ঈষৎ দোলাইয়া দক্ষিণ হস্তের মুদ্গর বলপূর্ব্বক উর্দ্ধ দিকে উত্তোলন কর। তৎকালে হস্তের মুষ্টি যেন দক্ষিণস্তন স্পর্শ করে। পরে মুদ্গর পশ্চাৎ দিক দিয়া পৃষ্ঠদেশের সমান্তর ভাবে ঘুরাইয়া মুদ্গরের সহিত মুষ্টি পুনরায় দক্ষিণ স্তনের নিকট পূর্ব্ববৎ রাখ। (চিত্র দেখ।) দক্ষিণ হস্তে
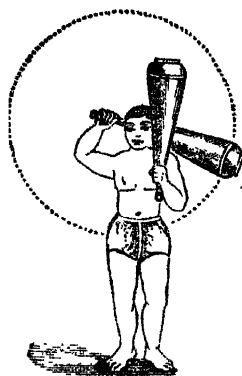
মুদ্গর পরিচালন ভালরূপ অভ্যাস হইলে বাম হস্তে অভ্যাস করিবে, এবং বাম হস্তে অভ্যাস হইলে এক সময়ে দুই হস্তে অগ্র পশ্চাৎ করিয়া অভ্যাস করিবে। এক সময়ে দুই হস্তে অভ্যাস করিতে হইলে দুই হস্তে দুই মুদ্গর উত্তোলন করিয়া দুই মুষ্টির প্রথমতঃ দুই স্তনের নিকট রাখিবে। পরে অগ্র পশ্চাৎ করিয়া দুই হস্তের মুদ্গর পরিচালন করিবে। দুই মুদ্গর একেবারে পরিচালন করা যায় না। এক মুদ্গর পশ্চাৎ দিক দিয়া ঘুরিয়া স্তনের নিকট আসিলে অপর মুদ্গর পরিচালন আরম্ভ করিতে হইবে।

প্রথমতঃ বার বার ঘুরাইয়া বাহু ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বাহুর শক্তি যেমন ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইবে। পরিচালন করাও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে অধিক করিয়া অভ্যাস করিবে।

দুই হস্তে দুই মুদ্গর ধরিয়া পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান হও। দুই বাহু ও হস্ত দুই পার্শ্বে প্রসারিত কর। এসময় দুই মুদ্গরের অগ্রভাগ যেন উর্দ্ধে থাকে। বাম হস্তের মুদ্গর হস্তের বাহির পার্শ্ব দিয়া ঘুরাইয়া সম্মুখে স্কন্ধের নিকট দিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব স্থানে আনয়ন কর। এযাবৎকাল বাহু ও হস্ত যেন প্রসারিত থাকে।

পরে দক্ষিণ হস্তের মুদ্গর বাম হস্তের মুদ্গরের ন্যায় ঘুরাইয়া পূর্ব্বস্থানে আন। পরে দুই হস্তের মুগুর এক সময়ে ঘুরাইয়া উন্নত কর। আবার এক হস্তের মুদ্গর সম্মুখ দিয়া পূর্ব্ববৎ ঘুরাও এবং পশ্চাতে ঘুরাইয়া পূর্ব্ববৎ রাখ।

দুই পদ উর্দ্ধে রাখিয়া স্কন্ধ ও কটিদেশ ঠিক করিয়া আস্তে আস্তে পর্য্যায়-ক্রমে হস্ত তুলিয়া অগ্রসর হও, দুই পদ যেন এক ভাবে উর্দ্ধেই থাকে। অগ্র-সর হওয়া অভ্যাস হইলে ঐ ভাবে পশ্চাৎদিকে চলন অভ্যাস কর। অগ্র পশ্চাতে চলন অভ্যাস হইলে দক্ষিণে বামে ও অন্যান্য দিকে ইচ্ছামত হস্ত-দ্বারা চলন অভ্যাস করিও।

ময়ূর হওয়া।

দুই হাত ভূমিতে রাখিয়া পদদ্বয় উর্দ্ধে নিক্ষেপ কর, এবং ক্রমে ক্রমে দুই পদ পশ্চাৎদিকে আস্তে আস্তে অবনত কর, যেন দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মস্তক স্পর্শ করে। এই অবস্থাতে চারিদিকে চল। চলন যখন ভালরূপ অভ্যাস হইবে, তখন দক্ষিণহস্ত দ্বারা পরে বামহস্ত দ্বারা মুখ স্পর্শ কর। ইহাকে "ময়ূরের খুঁটে খাওয়া বলে"। এটী ভালরূপ অভ্যাস হইলে দুই হাত একবারে উঠাইয়া অগ্রে চল। দুই পদ দ্বারা যে প্রকার লম্ফন কর, দুই হস্ত দ্বারা সে প্রকার অভ্যাস করা অতি কঠিন। বিশেষ চেষ্টা ও বিশেষ শক্তি পরিচালন করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। যাহাদিগের এটী অভ্যাস করিতে অতিশয় কষ্ট বোধ হইবে, তাহাদিগের ইহা অভ্যাস করিবার কোন আবশ্যক নাই।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অতি কষ্ট স্বীকার করিয়া কঠিন ব্যায়াম অভ্যাস করিবার আবশ্যক নাই। যাহার নিকট যে যে ব্যায়াম সহজ বোধ হয়, তাহা অভ্যাস করিলেই স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে। মনের বিশেষ স্ফূর্ত্তির জন্য কঠিন ব্যায়াম সাধ্য হইলে অভ্যাসে সিঁড়িতে উঠিবে।

সিঁড়ি।

এক খানি পরিষ্কার কাঠের সিঁড়ি আনিয়া এই খেলা শিক্ষা করিবে। সিঁড়িতে উঠিবার সময়
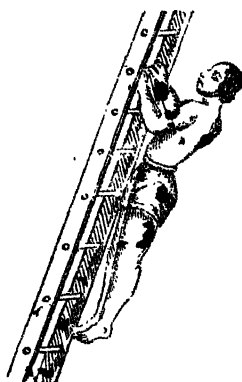
দুইপদ যেন শূন্যে ঝুলিয়া থাকে। সিঁড়ির উপরের পাখি প্রাপ্ত হইলে পরে ক্রমে ক্রমে এক এক পাখি ধরিয়া নিম্নে নামিবে।

সমাপ্ত।

সরল চিকিৎসা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা, গরাণহাটা হইতে

অধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১১

কলিকাতা.

মাণিকতলা ষ্ট্রীট ২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

নূতন বাল্মীকিযন্ত্রে

শ্রীউদয়চরণ পাল দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯৪ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র

সরল চিকিৎসা।

আজকাল চিকিৎসাগ্রন্থের অভাব নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সকল গ্রন্থের দ্বারা বঙ্গবাসী অতি অল্পই উপকৃত হন। পুস্তকে অনেক বড় বড় কঠিন রোগের ঔষধ লিখিত থাকে সত্য, কিন্তু অতি সামান্য ব্যাধিরও তদ্দৃষ্টে চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে আজ কাল চিকিৎসা পুস্তকের প্রতি অনেকেই বীতশ্রদ্ধ। আমরা সেই সমস্ত কারণে কয়েকটী সামান্য সামান্য পীড়ার ঔষধ মাত্র ইহাতে লিখিলাম, কিন্তু ইহাতে যে কয়েকটী ঔষধ লিখিত হইল, পাঠকগণ দেখিবেন

উপদংশ।

একটী লৌহপাত্রে থুথু (ছেপ) দিয়া একটী জাঙ্গী হরিতকী ঘসিবে; পরে কিয়ৎ পরিমাণে খদির দিয়া তাহাতে ঘর্ষণ করিবে। যখন ঘন হইবে তখন তিনটী কাঁটা নটীয়ার শিকড় ঘর্ষণ করিলে যে মলম হইবে, সেই মলম উপদংশের ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিলে অল্পদিনেই নিঃশংসায়িত রূপে নিবারিত হইবে।

পারদ নিবারণ।

পারদে শরীর পরিপূর্ণ হইলেও একটী সামান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরস্থ সমস্ত পারদ নির্গত করা যাইতে পারে। নাটা নামক এক প্রকার বৃক্ষ প্রায়ই পল্লিগ্রামের ক্ষুদ্র জঙ্গলে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার গোলাকার বর্তুল এবং ফলের শস্যও অনেকে, অনেক রোগে ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেই নাটার কচিডগা (অগ্রভাগ) যাহার গাত্রে এখন পর্য্যন্ত কণ্টকাদি জন্মে নাই এবং পত্রাদিও তাদৃশ সতেজ হয় নাই, সেই ডগার অর্দ্ধছটাক পরিমাণ রস বিনাজলে বাহির করিয়া প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে এক সপ্তাহের মধ্যে শরীরস্থ পারদ নির্গত হয়।

প্রয়োগ।—শরীরে যদি পারদব্যবহারজনিত ক্ষত পরিদৃষ্ট হয়, ক্ষত হইতে শোণিত ও পুয নির্গত হইতে থাকে, স্থানে স্থানে ফুলা ও তাহার মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন ও নিম্ন-

লিখিত ঔষধ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা হইলে অতি সামান্য দিনের মধ্যে যেমন শরীরস্থ পারদ নির্গত হইতে থাকিবে, সেই সঙ্গে ক্ষতও শুষ্ক হইয়া যাইবে।

কুকুসীমা নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ পল্লিস্থ পতিত জমিতে প্রায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কুকুসীমার রস নির্গত করিয়া একটা প্রস্তরের বাটিতে রাখিতে হইবে, এবং তাহা হস্তদ্বারা বারম্বার নাড়িয়া যখন তাহা একটু লোহিত বর্ণ ধারণ করিবে, তখন সেই রস ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে, এইরূপ প্রত্যহ প্রাতে নূতন রস নির্গত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। সপ্তাহকাল ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

অম্লরোগ।

উৎকৃষ্ট নূতন হরিতকী আনিয়া তাহা অতি অল্প পরিমাণে পেষণ (থেঁৎলাইয়া) করিয়া তাহা নূতন পাত্রস্থ সদ্য দধিতে নিক্ষেপ করিবে। ত্রিশটি হরিতকী ও সেই হরিতকীগুলি ডুবিতে পারে, এই পরিমাণে দধি লইবে। দধির মধ্যে হরিতকীগুলি নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে দিবে। পরদিন প্রাতে পাত্রস্থ দধি নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় নূতন দধি দ্বারা পাত্র পূর্ণ করত রৌদ্রে দিবে। এইরূপ প্রত্যহ দধি পরিবর্ত্তন করিয়া এক সপ্তাহ পরে প্রতিদিন প্রাতে একটী করিয়া হরিতকী সেবন করিবে। হরিতকী সেবন আরম্ভ হইলে তখন আর প্রত্যহ দধি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না। ২।৩ দিন অন্তর দধি পরিবর্ত্তন করিবে।

প্রকারান্তর।

যাঁহাদের অম্লশূলে বুক অত্যন্ত কন্ কন্ করে, যন্ত্রণা কিছুতেই নিবারণ হয় না, তাঁহারা এই সামান্য ঔষধ দ্বারা নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন, ইহা বিশেষরূপে পরীক্ষিত।

ঔষধ। প্রতি দিন গুঁড়া সোডা ১০।১২ বার ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে উপসম হইলে ক্রমে ক্রমে কমাইবে। সকলেই জানেন, সোডা খাইলে সামান্য রোগ হইলে কিছু উপকার হয়, কিন্তু বেশী পরিমাণে সেবন করিলে অম্লশূল পর্য্যন্ত আরোগ্য হইবে ও আশু যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

মেহ।

প্রতিদিন প্রাতে ১০ ফোটা পরিমাণে চন্দনতৈল এক ছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে স্বল্পদিনজাত মেহ আরোগ্য হয়।

অন্য প্রকার।— স্নান কালে সাত খণ্ড আদা ও এক খণ্ড আম্সাওড়ার

(যাহা সকলে দন্তধাবনার্থ ব্যবহার করেন) মূল একত্রে মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ডুবদিয়া চর্ব্বণ করত ভক্ষণ করিবে। পরিশেষে দধি, কদলী ও পথ্যী অন্ন ভোজন করিবে। তাহা হইলে মেহরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ঔষধ। কৃষ্ণ তুলসীর পাতার রস বিনা জলে বাহির করিতে হইবে। সেই তুলসীরস এক তোলা, টাট্‌কা ফুলের মধু এক তোলা, নির্জ্জল দুগ্ধ এক তোলা, এইতিন দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া প্রতি দিন প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে যেমন কঠিন মেহ হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। এই মহৌষধ সপ্তাহ কাল এবং অধিক দিনের হইলে এক পক্ষ কাল সেবন বিধি।

প্রদর।

শ্বেত প্রদর হইলে শ্বেত ভাইটের শিকড় অল্প পরিমাণে লইয়া আড়াইটি মরিচের সহিত পেষণ করিয়া সপ্তাহকাল প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেবন করিলে শ্বেতপ্রদর আরোগ্য হয়। আর রক্তপ্রদর হইলে লাল ভাইটের মূল্য অল্প পরিমাণে লইয়া আড়াইটি মরিচের সহিত পেষণ করত পূর্ব্ববৎ এক সপ্তাহ কাল নিয়মিত সেবন করিলে রক্তপ্রদর নিরাকৃত হইয়া থাকে। খাঁটি শরিষার তৈলে কার্পাস তুলা ভিজাইয়া যোণীদেশে সর্ব্বদা রাখিলে সর্ব্ব প্রকার প্রদর প্রসমিত হয়।

অন্য প্রকার।—ওলোট্ কম্বলের মূল এক তোলা পরিমাণে লইয়া সওয়া একুশ গণ্ডা গোলমরিচের সহিত জল দ্বারা বাঁটিয়া প্রথম দিন সেবন করিবেন, পরদিন মূলের পরিমাণ একই কেবল একটি মরিচ কম হইবে, তৃতীয় দিনে আর একটি মরিচ কম হইবে, এই ঔষধের যে পরিমাণ লিখিত হইল, তাহা পূর্ণ বয়স্কগণের জন্য। অল্পবয়স্ক হইলে ঔষধের পরিমাণ হ্রাস হইবে।

পালাজ্বরের মহৌষধ।

হাতিশুড়োর পাতার রসে একখানি ছিন্ন বস্ত্র শিক্ত করিবে এবংছিবড়াগুলি সেই ছিন্ন বস্ত্র খণ্ডের মধ্যে রাখিয়া দিয়া একটী পুঁটলী করিতে হইবে। পরিশেষে সেই পুঁটলীটির ঘ্রান লইয়া শুষ্ক হইলে পর তাহা ফেলিয়া দিবেন। এইরূপ পালার দুই বা তিনদিন এই ঔষধের ঘ্রাণ লইলে পালাজ্বর নিশ্চয়ই নিবারিত হইয়া থাকে।

শিরঃ রোগ।

একটি পাতিলেবু গোবরের (গোময়) ঠুলিতে পুরিয়া তাহা দগ্ধ করিতে

হইবে। লেবুর উপরিস্থিত গোময় আবরণ পুড়িয়া গেলে লেবুটি একরাত্রি শিশিরে রাখিতে হইবে। পরদিন সেই লেবুর রস একটি প্রস্তর বাটিতে রাখিতে হইবে। পরিশেষে এক তোলা সোরা ও অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ গব্যঘৃত তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই প্রলেপ মস্তকে ও কপালে লেপন করিলে যেমন কেন শিরোরোগ হউক, নিশ্চয়ই আরোগ্য।

সহজে হিক্কা নিবারণ।

একটি পাতি বা কাগজী লেবুর এক দিক কাটিয়া তাহা সূচী দ্বারা বারম্বার বিদ্ধ করিবে, এবং তাহাতে মিশ্রির গুঁড়া দিতে হইবে। সূচী এরূপ ভাবে বিদ্ধ করিবে যে, সেই সূচীবিদ্ধকালে সেই ছিদ্র পথে মিশ্রি প্রবেশ করে, এইরূপে লেবুটি প্রস্তুত করিয়া রোগীকে তাহা চুষিতে দিবে। রোগী হিক্কাকালে সেই লেবুটির কর্ত্তিত মুখে মুখ দিয়া অল্পে অল্পে চুষিতে থাকিবেন। এইরূপ করিলেই হিক্কা নিবারিত হইবে।

দাদ (দক্রু)।

সোঁধাল নামে একপ্রকার বৃক্ষ পল্লিগ্রামে প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। এই সোঁধালের পাতা ও কালকাসিন্দার বীজ হুকার কটুজলে পেষণ করিয়া দাদে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে উত্তমরূপে দাদের উপরের শুষ্ক চর্ম্ম তুলিয়া এবং উহা জল দ্বারা ধৌত করিতে হইবে।

প্রকারান্তর।—ধূনা, গন্ধক ও গর্জ্জনতৈল সমভাগে পেষণ করিয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়।

প্রকারান্তর।—কালকাসিন্দার মূল দধির সহিত পেষণ করিয়া দাদে লাগাইলেও দক্রুরোগ আরোগ্য হয়।

খোস (পেঁচড়া)।

যদি একবারে শরীর হইতে এই বিষ নির্গত করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে প্রতিদিন প্রাতে এক তোলা ইক্ষুগুড় ও এক তোলা কাঁচা হরিদ্রা সেবন করিলেই খোস আরোগ্য হইবে। এমন কি জীবনে আর কখন এই রোগে কষ্ট পাইতে হয় না।

প্রকারান্তর। খাঁটি শরিষার তৈল ১ পোয়া পরিমাণে লইয়া অগ্নিতে জ্বাল দিবে। তৈল উত্তমরূপ ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে অর্দ্ধ তোলা মনঃশিলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরিশেষে এক ছটাক কুকুসীমার রস দ্বারা ঐ তৈলে মূর্চ্ছনা দিবে। আবার কিয়ৎকাপরে পুনরায় এক ছটাক পরিমাণে কুকুসীমার রস মূর্চ্ছনা দিবে। এইরূপে তৈল উত্তম-

রূপ পাক হইলে একটী পাথরের বাটিতে জল রাখিয়া তাহাতে তৈল নিক্ষেপ করিবে। পরিশেষে তৈল শীতল হইলে উঠাইয়া পৃথক পাত্রে রাখিয়া দিবে। খোস উত্তমরূপ ধৌত করিয়া এই তৈল প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

পোড়ার ঔষধ।

দগ্ধ হইবামাত্র পুনরায় দগ্ধ স্থান অগ্নিতে অনেকক্ষণ সেঁক দিলে যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত, এবং ফোস্কা হয় না।

প্রকারন্তর।-দগ্ধ স্থানে গোল আলু বাঁটিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার অবসান হয়। আলু জলদ্বারা বাঁটিলে কোন ফল হইবে না।

প্রকারন্তর।-দগ্ধস্থানে তৎক্ষণাৎ চুন দিলে তখনই আরোগ্য হয়।

স্নিগ্ধ জোলাপ।

অনেকস্থানে উগ্রজোলাপ ব্যবহার করিয়া অনেকে বিষম পীড়িত হন। সময় বিশেষ স্নিগ্ধজোলাপ প্রযুক্ত না হইলে, পরিশেষে অধিক পরিমাণে মল নির্গত হইয়া উদরের নাড়ী পর্য্যন্ত মলের সহিত নির্গত হয়, কোথায়ও বা অতিসার, বিসূচিকা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে। তজ্জন্য যে জোলাপ স্নিগ্ধ ও মৃদুবিরেচক, তাহাই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। দুইটী স্নিগ্ধবিরেচক নিম্নে লিখিত হইতেছে। ইহার যে কোনটী ব্যবহার করিলেই ফল দর্শিবে।

ঔষধ।—সোণামুখী ১ তোলা, পুরাতন তেঁতুল ১ তোলা, মিশ্রি ১ তোলা, কাবাবচিনি ১ তোলা ও জল ১৫ তোলা। এই কয়েকটী দ্রব্য ১২ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে উত্তমরূপে কাৎ বাহির করিয়া পান করিবে।

প্রকারান্তর।—মিছরি, কিসমিস্ ও সোণামুখীর গুঁড়া সমভাগে লইয়া বিনা জলে বণ্টন করত বর্ত্তুলপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। শয়ন কালে ইহার একটী বটিকা সেবন করিলে ইচ্ছামত অর্থাৎ আবশ্যক মত বাহ্য হইবে। কপিত মল যতটুকু মল যন্ত্রে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ইহাদ্বারা বিনির্গত হইবে, এই জন্য ইহার নাম "ইচ্ছাভেদী বটিকা" হইয়াছে।

গেঁটে বাত।

তিল তৈল এক সের, কবুতরের মাংশের (অর্দ্ধসের মাংস আড়াই সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের থাকিতে নামাও) কাত অর্দ্ধসের, ধুস্তুরার পাতার রস আড়াই সের, অহিফেন আড়াই তোলা, জায়ফল চুর্ণ দুই আনা, হিজলিপাতার রস অর্দ্ধ পোয়া এবং সুরাসার (স্পীট) এক তোলা। এই কয়েক দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ ব।

প্রথমে এক খানি খোলায় তিল তৈল দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে। তৈল যথারীতি উষ্ণ ও ফেনাশূন্য হইলে তাহাতে ধুতুরার পত্ররস ও কবুতরের কাত নিক্ষেপ করিবে। যখন বুঝিবে, তৈলটী উপযুক্ত পরিমাণে পক্ক ও রস শূন্য হইয়াছে, তখন সুরাসার ব্যতিত অবশিষ্ট সমস্ত দ্রব্য গুলি নিক্ষেপ করিবে এবং অল্পকাল জ্বাল দিয়া সমস্ত দ্রব্য গুলি তৈলের সহিত উত্তম রূপ মিশ্রিত হইলে সুরাসার দিয়া নামাইবে। তাহা হইলেই তৈল প্রস্তুত হইল।

প্রয়োগ।—যে যে স্থানে বেদনা অনুভূত হইবে, সেই সেই স্থানে তৈল মর্দ্দন করিলে অতি সামান্যদিনের মধ্যেই বেদনা প্রশমিত হইবে।

অজীর্ণ ও অম্ল।

পিপ্‌ল দুই পল, পিপ্পলমূল দুই পল, ধনিয়া দুই পল, কৃষ্ণজিরা দুই পল, সৈন্ধব লবণ দুই পল, বিট্ লবণ দুই পল, তেজপাত্র দুই পল, তালিস পত্র দুই পল. নাগেশ্বর দুই পল, সচল লবণ দুই পল, মরিচ এক পল, শুঁঠ দুই পল. গুড়ত্বক চারি পল, এলাইচ চারি পল, কর্‌কচ্ লবণ চারি পল. দালিম খোলা চার পল, ও অম্লবেতস দুই পল, এই কয় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া প্রতি এক তোলা পরিমাণে পুরিয়া বাঁধিয়া সেবন করিলে অজীর্ণ ও অম্লরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

এই ঔষধ এক প্রকার সিদ্ধমুষ্টিযোগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার অত্যাশ্চর্য্য শক্তি বারম্বার পরিক্ষিত।

হাঁপানিকাশির যন্ত্রণা নিবারণ।

এক তোলা পরিমাণে সোহাগা জলে ভিজাইয়া সেই জলে এক-খানি ব্লটিং কাগজ উপর্য্যুপরি সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিবে। হাঁপানির সময় সেই ব্লটিং কাগজ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ধূম নাসিকারন্ধ্রে আকর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ হাঁপানি বন্ধ হইবে, তৎপক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রকারান্তর।— ধূতুরার বিচি ভাজিয়া (তামাকের মত) ধূম পান করিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

সম্পূর্ণ।

জ্যোতিষ

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১২

কলিকাতা,
১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ।।০ আট আনা।

নিবেদন

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সর্ব্ব-কার্য্যেই জ্যোতিষের সাহায্য লওয়া হইত। কোন কার্য্যে কাহাকে নিযুক্ত করিতে হইলে, বিবাহে, গমনে, অধিক কি প্রত্যেক কার্য্যে জ্যোতিষের ফলাফল গ্রাহ্য হইত, সেই জন্য মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ স্ব স্ব সংহিতায় জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অধুনা এই মহোপ-কারী শাস্ত্রের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার একমাত্র কারণ—বোধ হয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা। এই সুমহান্ শাস্ত্র যাহা বহুদিন অধ্যয়নেও আয়ত্ব করা কঠিন হইত, এখন তাহা বর্ণজ্ঞান-শূন্য আচার্য্যগণের অবলম্বন হইয়াছে। তাহারা দুই একটী সামান্য বিষয় শুনিয়াই গণনা করিতে প্রবৃত্ত হয়—সুতরাং ফলও হয় না, লোকেও বিশ্বাস করে না। এ অবিশ্বাস লোকের দোষে নহে—শিক্ষা ও আচরণের দোষ। সেই জন্য—এই শাস্ত্রের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য কতিপয় সহজ বিষয় ইহাতে লিখিত হইল, আশা আছে এই সহজ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া পাঠক ইহার মূলতত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে অধুনা যে সকল গ্রন্থ সাহিত্যসংসারে বর্ত্তমান আছে, তাহার অধিকাংশ ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস—সেই হেতু এই গ্রন্থ সে সকল পুস্তক হইতে সংগৃহীত হয় নাই। প্রাচীন তামীলভাষায় লিখিত সুব্রহ্মণ্য সংগৃহীত "জ্যোতিষ" গ্রন্থ হইতে ইহা অনুবাদিত হইল। এই গ্রন্থের সমস্ত অংশই পরীক্ষিত, সেই হেতু ইহা জগতের সতেরটী ভাষায় অনুবাদিত

হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এগ্রন্থের কেহই তত্ত্ব জানিতেন না। এই অমূল্য গ্রন্থ সুদূর মান্দ্রাজ প্রদেশের জনৈক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের নিকট ছিল, তাঁহার নিকট হইতেই ইহা বহুযত্নে বহুচেষ্টায় আনাইয়া অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা দৃষ্টে কররেখাগণনা, (Palmistry) পদচিহ্ন ও শরীরলক্ষণ, (Physiognomy) ললাটরেখা,(Metophoscopy) তিলাদিচিহ্নজ্ঞান, (Moles) গ্রহজ্ঞান, (Astrology) স্বপ্নজ্ঞান (Physiognomy of Dreams) প্রভৃতি সমস্তই গণনা করিতে পারিবেন। এক্ষণে পাঠকগণ এতৎপাঠে সমধিক ফললাভে সমর্থ হইলেই শ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব ইতি।

অনুবাদকস্য।

জ্যোতিষ

করকোষ্ঠি।

যে শাস্ত্রবলে হস্তের রেখা দেখিয়া জন্ম, আয়ু, বিবাহ, সন্তান, বিপদ ও সম্পদাদি অনায়াসে প্রত্যক্ষ বলিতে পারা যায়, তাহারই নাম করকোষ্ঠি। নিম্নে যে হস্তের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল, তাহার সম্যক বিবরণ লিখিত হই-তেছে, পাঠকগণ এই আদর্শ হস্তের সহিত নিজ হস্ত মিলাইলেই সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন।

হস্তের যে চিহ্নে যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সেই চিহ্নের ফলাফল যথা-ক্রমে লিখিত হইতেছে, যাঁহার হাতে যে সংখ্যার চিহ্ন থাকিবে, তিনি এতদ্দ্বারা তাহার ফলাফল জানিতে পারিবেন।

প্রত্যেক মানবের হস্তে গ্রহ সমূহ বর্ত্তমান আছে। হস্তের যে যে স্থানে যে যে গ্রহের অবস্থান এবং তাহার চিহ্ন ও বিবরণ লিখিত হইতেছে।

চিহ্ন।			নাম।
শু	...	...	শুক্র।
বৃ	...	...	বৃহস্পতি।
শ	...	...	শনি।
র	...	...	রবি।
বু	...	...	বুধ।
চ	...	...	চন্দ্র। (সোম)
ম	...	...	মঙ্গল।

এই শাতটী গ্রহ মানবের হস্তে বর্ত্তমান।

মানবের অদৃষ্টে রাশী, কাল, ও লক্ষণাদির পরিবর্ত্তনে এক একটী গ্রহের ভোগ হয়। কোন্ গ্রহ ভোগে মানবের কি প্রকার অবস্থান্তর ঘটে, তাহা লিখিত হইল।

গ্রহ।			ভোগ।
রবি	...	...	ধন।
সোম	...	...	মানসীকপীড়া।
মঙ্গল	...	...	যুদ্ধ।
বুধ	...	...	শিল্পবিজ্ঞান।
বৃহস্পতি	...	...	সম্মান।
শুক্র	...	...	প্রেম।
শনি	...	...	দুবাদৃষ্ট।

কোন্ গ্রহ কোন্ ধাতুতে পরিতুষ্ট এবং কোন্ গ্রহের সঙ্খাবে কোন্ পীড়ায় মানবকে প্রপীড়িত করে, তাহাও বিবৃত হইল।

গ্রহ।		ধাতু।		পীড়া।
সোম	...	রৌপ্য	...	মস্তিষ্কের।
বুধ	...	পারদ	...	ফুস্‌ফুসের।
বৃহস্পতি	...	রাঙ্গ	...	যকৃতের।
শুক্র	...	তাম্র	...	মূত্রযন্ত্রের।
শনি	...	শিষক	...	প্লিহার।
রবি	...	স্বর্ণ	...	হৃদয়ের।

কোন্ গ্রহ শান্তি করিতে কোন্ বৃক্ষের আবশ্যক, এবং কোন্ গ্রহ পূজায় কোন্ কোন্ রোগ নিরাময় হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

গ্রহ।		বৃক্ষ।		পীড়া।
রবি	...	বিল্ব	...	চক্ষুরোগ।
সোম	...	ক্ষীরাই	...	বায়ু, কফ, উন্মাদ।
মঙ্গল	...	গোজিহ্বা (১)	...	রক্ত, পিত্ত।
বুধ	...	বৃদ্ধদারু (২)	...	পিত্ত।
বৃহস্পতি	...	ব্রহ্মযষ্ঠি (৩)	...	কফ, বায়ু।
শুক্র	...	সিংহপুচ্ছি (৪)	...	কফ।
শনি	...	ব্যট্যালক (৫)	...	বায়ু।
রাহু	...	শ্বেতচন্দন	...	মিশ্ররোগ।
কেতু	...	অশ্বগন্ধা	...	বায়ু।

(১) গোয়ালে লতা।
(২) বীজ তাড়কা গাছ।
(৩) বামনহাটী গাছ।
(৪) রাম বাসক।
(৫) বেড়ালা।

করচিত্র।
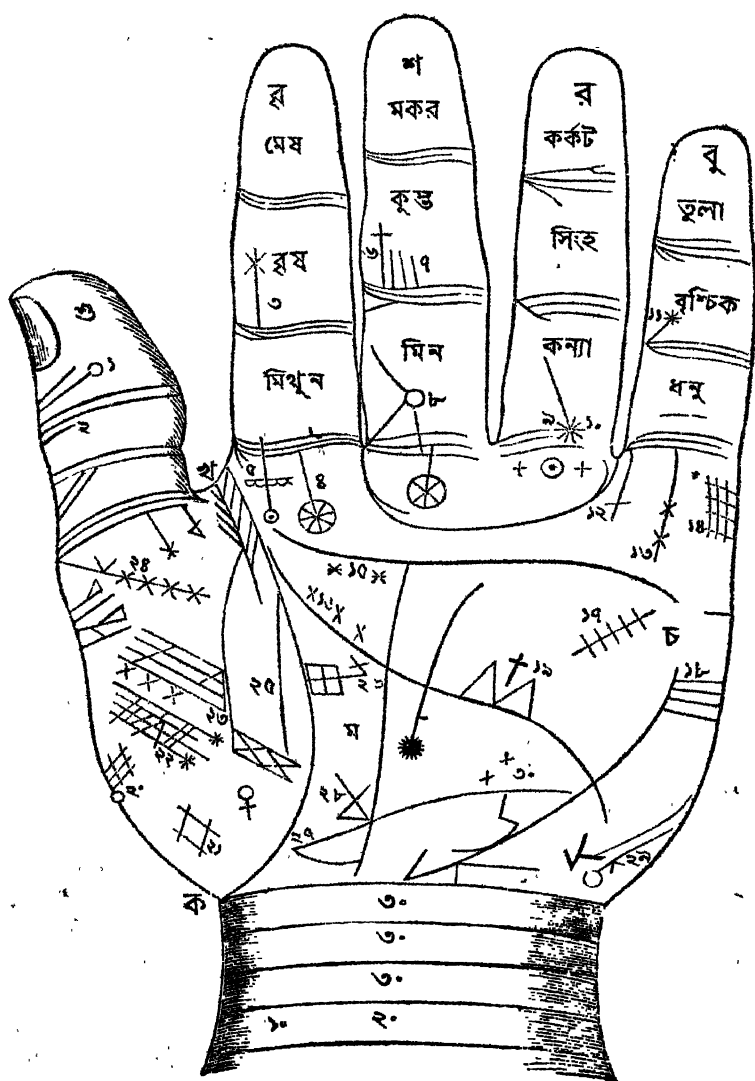
হাতের যেখানে যে সংখ্যা দেওয়া আছে, তাহার ফলাফল ক্রমে লিখিত হইতেছে। পাঠকগণ স্বীয় হস্ত করচিত্রের চিহ্নের সহিত মিলাইয়া পরিশেষে ইহা দেখিয়া সেই চিহ্নের ফলাফল নির্ণয় করুন।

চিহ্ন ফল।

১ ... এক সংখ্যক চিহ্ন যাঁহার হস্তে বর্ত্তমান, তাঁহার চরিত্র দূষিত, ইহাই বুঝিতে হইবে।

২ ... দুই সংখ্যক চিহ্ন যাহার হস্তে বর্ত্তমান, তিনি সকল কার্য্যেই শৈথিল্য প্রকাশ করেন।

৩ ... তিন সংখ্যক চিহ্ন যাঁহার হস্তে বর্ত্তমান, তিনি সর্ব্বত্রই সম্ভ্রম প্রাপ্ত হয়েন।

৪ ... চার চিহ্নিত চিহ্ন হস্তে থাকিলে তিনি সর্ব্বদাই অপমান ভোগ করেন।

৫ ... পাঁচ চিহ্নিত চিহ্ন হস্তে যাঁহার, তাঁহার মান কদাচ নষ্ট হয় না। তিনি আজীবন মানের সহিত অবস্থান করেন।

৬ ... ছয় চিহ্নিত চিত্র হস্তে থাকিলে তিনি বড় লজ্জাশীল জানিতে হইবে।

৭ ... সাত সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে বুঝিতে হইবে, তাহার মৃত্যু আসন্নপ্রায়।

৮ ... আট নম্বরের চিহ্ন যাঁহার হস্তে বর্ত্তমান, তিনি কারাগারে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন।

৯ ... নয় সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে তিনি ধনলাভে সমর্থ হয়েন, তিনি আজীবন ধন সুখে অতিবাহিত করেন।

১০ ... দশ সংখ্যার চিহ্ন হস্তে থাকিলে তিনি দারিদ্র দুঃখ ভোগ করেন। তিনি কখন ধনবান হইতে পারেন না।

১১ ... এগার সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে দুঃখকষ্টে তাঁহার প্রাণান্ত হয়।

১২ ... বার সংখ্যক চিহ্ন থাকিলে তিনি প্রভূত বিদ্যা লাভ করেন।

১৩ ... তের সংখ্যক চিত্র করচিত্রে চিত্রিত থাকিলে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন।

চিহ্ন		ফল।
১৪	...	চৌদ্দ চিহ্নিত চিহ্ন হস্ততলে অঙ্কিত থাকিলে তিনি সর্ব্বত্রই অধিকার ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়েন।
১৫	...	পনের চিহ্নিত চিহ্ন হস্তে থাকিলে তাঁহাকে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হয়।
১৬	...	ষোল চিহ্নিত চিত্র হস্তে থাকিলে তিনি সর্ব্বত্র অপমানিত হয়েন।
১৭	...	সতের সংখ্যক চিত্র হস্তে থাকিলে তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া তাঁহাকে উন্মাদ করে।
১৮	...	আঠার সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে তাঁহাকে আজীবন রোগভোগ করিতে হয়।
১৯	...	উনিশ সংখ্যক চিহ্ন হস্ততলে বর্ত্তমান থাকিলে তিনি সর্ব্বকার্য্যেই ভয় প্রাপ্ত হন।
২০	...	কুড়ি চিহ্নিত চিত্র হস্তে থাকিলে তিনি অস্বাভাবিক অভিগমনে পটুতা প্রকাশ করেন। ঘৃণিত অস্বাভাবিক কার্য্যে তাঁহার মন সর্ব্বদাই আকৃষ্ট হয়।
২১	...	একুশ সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে তিনি লম্পট হয়েন। স্ত্রীলোকের এই চিহ্ন অসতীত্ব প্রকাশ করে।
২২	...	বাইশ সংখ্যক চিত্র যাহার হস্ততলে থাকে, তিনি জারজ।
২৩	...	তেইশ চিহ্নিত চিহ্ন হস্তে থাকিলে তিনি বড় কৌতুকপ্রিয় বুঝিতে হইবে।
২৪	...	চোব্বিশ চিহ্নিত চিত্র হস্ততলে বর্ত্তমান থাকিলে তিনি বড় প্রেমিক, প্রেমই তাঁহার প্রাণের স্বভাব বুঝিবে।
২৫	...	পঁচিশ সংখ্যক চিহ্নে হস্ততল চিহ্নিত থাকিলে তিনি বহুভার্য্যার পতি হয়েন। বহুস্ত্রীর তিনি কামনীয় হয়েন।
২৬	...	ছাব্বিশ সংখ্যক চিহ্ন হস্ততলে থাকিলে তিনি ক্রূর, নিষ্ঠুর ও হত্যাকারী জানিবে।
২৭	...	সাতাশ চিহ্নিত চিত্র হস্তে থাকিলে তিনি সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বত্র সম্মান প্রাপ্ত হয়েন।

২৮ ... আটাশ সংখ্যক চিহ্ন হস্তে থাকিলে তিনি প্রণয়ী, সকলের সহিত তিনি সদ্ভাবে জীবন যাপন করেন।

২৯ ... উনত্রিশ সংখ্যক চিহ্ন হস্ততলে বর্ত্তমান থাকিলে তিনি পুত্রহীন হয়েন। তাঁহার কখন পুত্র জন্মে না।

৩০ ... ত্রিশ সংখ্যক চিহ্ন হস্ততলে বর্ত্তমান থাকিলে সকলেই তাঁহার শত্রু হয়। তিনি আজীবন শত্রুবেষ্টিত হইয়া কর্ত্তন করেন।

যাহার হস্ত এই সকল চিহ্নে চিহ্নিত, তিনি এই সকল ফললাভ করেন। এই সকল চিহ্ন—ও তাহার ফল বারম্বার পরীক্ষিত, জ্যোতিষের সম্পূর্ণ সাফল্যের নিদর্শন পাঠক ইহাতেই প্রাপ্ত হইবেন।

আয়ু গণনা।

এসংসার যেমনই হউক; সুখময়ই হউক আর দুঃখময়ই হউক, মরিতে কে চাহে? পরমায়ু বৃদ্ধি কাহার না প্রার্থনীয়? সেই পরমায়ুর পরিমাণ জানিবার এক অতি সহজ অভ্রান্ত উপায় লিখিত হইতেছে।

হস্তের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ মুষ্টীবদ্ধ করিয়া বক্র করিলে হস্তের মূলদেশে (চিত্রে যে স্থানে ৩০, ৩০, ৩০ ও ২০ + ১০ লিখিত আছে) যে কয়েকটী রেখা পড়িবে, সেই রেখাই পরমায়ুর পরিমাণ জানিবার একমাত্র সহজ উপায়। ঐ স্থানে কোন্ প্রকারের রেখা পড়িলে পরমায়ুর পরিমাণ কি প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তাহাই লিখিত হইবে। পাঠক নিজ হস্তের মূলে ঐ প্রকার রেখা ফেলিয়া তাহার পরিমাণ জ্ঞাত হউন।

১। হস্তমূল বক্র করিলে যদি চারিটী সমান রেখা পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার আয়ু এক শত বৎসর। যদি উহার কোন রেখা হইতে দুইটী ছোট রেখা বাহির হইয়া একটী ত্রিভুজের মত দেখায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পরধন প্রাপ্ত হন, বৃদ্ধ বয়সে সম্মান ও ধনলাভ করেন এবং আজীবন সুস্থ শরীরে অবস্থান করেন।

২। যদি তিনটী মাত্র রেখা স্থূল এবং দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে পরমায়ু ষাট

বৎসর বুঝিতে হইবে। তিনি যৌবনে ধনবান এবং যৌবনেই তাঁহার ধনক্ষয় ঘটিবে।

ক। ঐ তিনটী রেখার প্রথমটী যদি স্থূল, দ্বিতীয়টী সূক্ষ্ম এবং তৃতীয়টী ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে তাহার পরমায়ু পঞ্চাশ। তিনি বাল্যকালে সুখী যৌবনে সামান্য কষ্ট এবং বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত কষ্ট পাইবেন।

৩। যদি দুটীমাত্র রেখা হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন ঊর্দ্ধসংখ্যা ষাট বৎসর এবং তাঁহাকে সমস্ত জীবন রোগভোগ করিতে হইবে।

৪। যাঁহার একটী মাত্র রেখা তাঁহার মৃত্যু আসন্ন, আর যদি ঐ রেখা ত্রিকোণাকার হয়, তবে তাঁহার জীবন রোগভোগ করিয়াও অল্প দিন স্থায়ী হয়।

৫। যদি সেই রেখা ঋজুভাবে থাকে, তবে তাহার আয়ু ঊর্দ্ধসংখ্যা চল্লিশ বৎসর, এবং তাহার বুদ্ধিহীনতা লক্ষিত হইবে।

৬। যদি রেখাদ্বয় পরস্পর পরস্পরের উপরে উপরে থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত এবং তিনি কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করেন বুঝিবে।

৭। হস্তের রেখা ঋজু হইয়াও যদি পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম, সমালোচক এবং কঠিন বিষয়েও তিনি সহজে বুঝিতে পারেন।

৮। রেখাগুলী শৃঙ্খলের মত হইলে তিনি পরিশ্রম দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, কোন কার্য্যে তিনি বিফল মনোরথ হন না।

আয়ুরেখা বিচার।

যে রেখা ক চিহ্নিত স্থান হইতে খ পর্য্যন্ত অর্থাৎ হস্তের নিম্নদিকের মধ্য ভাগ হইতে উঠিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে, তাহার নাম আয়ু রেখা। এক্ষণে এই আয়ুরেখার ফলাফল লিখিত হইতেছে।

১। যদি এই রেখা যথাস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া নিয়মিত স্থানে (যেমন চিত্রে আছে) পতিত হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পূর্ণ আয়ু, ধন এবং সম্মান লাভ করেন। আর যদি ঐ রেখার কোন স্থানে (বৃহস্পতি, শুক্র বা মঙ্গলের)

তারকা চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি হতভাগ্য হয়। তাহাকে কেহ ভাল বাসে না, কোন কার্য্যে সে সিদ্ধকাম হইতে পারে না, তাহার জীবন ভারভূত হইয়া উঠে।

২। যদি ঐ আয়ু রেখা দুইটী হয়, তবে সে বহুদিন সৌভাগ্য ভোগ করে, রাজার অনুগ্রহ লাভে সে অধিকারী হয়। ঐ রেখা যদি কোন রাজার থাকে তবে তিনি যে যুদ্ধে গমন করেন, তাহাতে বিনা বাধাবিপত্তিতে জয় লাভ করেন।

৩। এই রেখা যদি স্ত্রীলোকের হয়, তবে তিনি চিরদিন স্বামীসোহাগে পুত্রবতী হইয়া সুখে জীবন অতিবাহন করেন।

৪। যদি ঐ রেখা অনামিকা অঙ্গুলীর নিম্নে সংযুক্ত হইয়া ত্রিভূজাকার হয়, তাহা হইলে রোগভোগ করিতে হয়।

৫। ঐ রেখা যদি মধ্যস্থলে দ্বিভাগে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার শরীর রুগ্ন এবং পরিণামে ফুস্‌ফুসের পীড়ায় তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

মস্তক পরীক্ষা। *

ইংরাজি জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে লোকের মস্তক দেখিয়া তাহার অদৃষ্টের শুভাশুভ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহাকে "ললাট-দর্পণ" বলে। এক্ষণে এই ললাটদর্পণের লক্ষণাদি লিখিত হইতেছে।

১। যাহার মস্তক দেহের পরিমাণের অনুরূপ, সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান, অধ্যায়ণনিপুণ, ভদ্র, স্মৃতি এবং শ্রুতিধর হইয়া থাকেন।

২। যাহার মস্তক অত্যন্ত বড় এবং কদাকার, সে নির্ব্বোধ, অত্যাচারী, অসত্যবাদী। উন্মাদ হইতে তাহার স্বভাব সামান্য মাত্র ভিন্ন।

৩। যাহার মস্তক দেহের পরিমাণ হইতে বৃহৎ এবং ঘাড় লম্বা এবং কঠিন, সে ব্যক্তি সহিষ্ণু, পরিশ্রমী এবং কার্য্যদক্ষ, কিন্তু ক্রূর।

* From Aristotle's "Physiocnomy."

৪। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ যাহাদের মস্তক লম্বা, চ্যাপ্টা, সে বক্তি তেজিয়ান এবং নির্লজ্জা, কিন্তু কুড়িবৎসর পরে তাহারা স্বভাবতই নিস্তেজ হয়।

৫। যাহাদের কপাল ছোট, তাহারা দুর্ভাগ্য, এবং যাহাদের কপাল প্রসস্থ এবং পুরন্ত, তাহারা প্রায়ই সৌভাগ্যশালী, বুদ্ধিমান, এবং তাহারা অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সকল বস্তু দর্শন করে।

৬। যাহাদের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ চ্যাপ্টা, চুল রুক্ষ এবং কর্কশ, ওষ্ঠ সরু, তাহারা নির্ব্বোধ, স্বর্ব্বজ্ঞানশূন্য এবং যথেচ্ছাচারী।

৭। মস্তক ছোট হইলে স্বল্পবুদ্ধি এবং সরল ও সরু হইলে বুদ্ধিমানের পরিচায়ক। *

কেশপরীক্ষা।

১। চুল ঘন এবং কোমল হইলে তাহা সম্মান এবং বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

২। অধিক চুল ক্রোধের চিহ্ন।

৩। শুকররোমের ন্যায় যাহার চুল, সেব্যক্তি ভীত, অথচ দুর্দ্ধর্ষ্য হয়।

৪। বিরল ও ক্ষুদ্র কেশ, লম্পটের চিহ্ন।

৫। কটা, অথবা অন্যবর্ণের চুল কামুকের চিহ্ন।

৬। কুঞ্চিতকেশ বুদ্ধিমান ও ধীরের চিহ্ন।

৭। ক্ষুদ্র এবং স্বল্পবর্দ্ধনশীল কেশ, সরল, সর্ব্বজ্ঞানশূন্য এবং মূর্খতার পরিচায়ক।

৮। স্ত্রীলোকের দীর্ঘ, চিক্কন এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশ সদ্‌গুণের আধার জানিবে।

* এই কয়েকটী বিষয়ের সহিত মহিধরাচার্য্য ও Mr. Sander's এর মতের ঐক্য দৃষ্ট হয়।

চক্ষুপরীক্ষা।

১। সুন্দর, কৃষ্ণতার যুক্ত বৃহৎ চক্ষু, সত্যবাদী, ধনবান এবং সরল অন্তঃকরণের চিহ্ন।

২। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট এবং বিবর্ণ হইলে লম্পট, দুর্ব্বল এবং ক্রূরতার পরিচায়ক।

৩। তিক্ষ্ণ দৃষ্টি—সর্ব্বপ্রবেশক এবং সর্ব্বদর্শক কিন্তু অত্যাচারী।

৪। কটাচক্ষু কুবুদ্ধি, স্বল্পজ্ঞানে জ্ঞানবান, বিবেচক ও অহঙ্কারী জানিবে।

৫। ক্ষুদ্র চক্ষু নিষ্ঠুর, নির্ব্বোধ, এবং অসৎ।

৬। বাঁকা চক্ষু—বুদ্ধিমান লক্ষণাক্রান্ত কিন্তু নিজের লক্ষণে অনুপযুক্ত, ক্রোধন স্বভাব।

নাসিকা পরীক্ষা।

১। উচ্চ নাসা বুদ্ধিমান, সম্মান এবং ধনবানের লক্ষণ।

২। পুরু, বৃহৎ এবং দীর্ঘনাশা, বস্তুর প্রতি স্বল্পদৃষ্টি, ভদ্র, ক্ষুদ্রচেতা এবং লোভী।

৩। খাঁদা নাসিকা ক্ষুদ্র চিত্ততা, চোর এবং ষড়্‌যন্ত্রকারী।

৪। যে নাসিকার অগ্রভাগ উচ্চ তাহা নির্ব্বোধ, মুর্খ এবং চপলতার চিহ্ন।

৫। নাসিকার মধ্যস্থল উচ্চ হইলে তাহা মুর্খতা ও জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।

৬। সরল ও সরু নাসা বুদ্ধিমানের চিহ্ন।

মুখগহ্বর পরীক্ষা।

১। যাহার মুখগহ্বর বৃহৎ, সেব্যক্তি লজ্জাহীন, মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট হয়।

২। যাহার মুখগহ্বর সমান (ঠোঁট, সরু, লাল এবং সুদৃশ্য) সে সচ্চরিত্র, ধনবান, নির্লোভ এবং ভদ্র হয়।

৩। যাহার মুখগহ্বর—দীর্ঘ (ঠোঁট, সূক্ষ্ম এবং কৃষ্ণবর্ণ) সে অত্যাচারী নির্ব্বোধ—কুকর্ম্মে সর্ব্বদাই রত, চিত্ত দুষ্কর্ম্মের চিন্তায় নিযুক্ত, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য।

৪। মুখগহ্বর ক্ষুদ্র হইলে সেব্যক্তি ভদ্র, লোভী, বুদ্ধিমান ও স্বার্থজ্ঞানী হয়।

৫। স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র মুখগহ্বরে সৌভাগ্য, সতীত্ব এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে।

কর্ণ পরীক্ষা।

১। বৃহৎকর্ণ—ক্ষুদ্রচেতা, দুষ্ক্রিয়াশক্ত, লম্পট ও বুদ্ধিহীন।

২। ক্ষুদ্রকর্ণ—বুদ্ধিমান, ভদ্র, ও সৌভাগ্যবান।

৩। যাহার কর্ণ বিপরীতদিকে উল্টান, সে মুর্খ ও কুকার্য্যকারী হয়।

৪। লম্বা কর্ণ—বুদ্ধিমান, ধনশালী এবং স্বার্থপরের চিহ্ন।

৫। যাহার কর্ণের মধ্যভাগ অত্যধিক রোম দ্বারা আবৃত, সেব্যক্তি বুদ্ধিমান—হিংস্রক, দুষ্ট, এবং পরিশ্রমী।

৬। যেব্যক্তির কর্ণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সে হীনবল ভীত, এবং নির্লর্জ্জ হয়।

*সাধারণ লক্ষণ।

ক্রোধিতের লক্ষণ

রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল, কেশ কঠিন, কর্কশ এবং সত্বর বর্দ্ধনশীল।

ধীরের লক্ষণ

মুখের স্বভাবিক ভাব, সরল ঘন এবং সামান্য হরিৎবর্ণ কেশ।

বুদ্ধিমানের লক্ষণ

শরীর সরল, এবং সর্ব্বাঙ্গ যথোপযুক্ত—ভাগে বিভক্ত নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র। শরীর মাংসল, চর্ম্ম কোমল,দেহ জ্যোতিঃ বিশিষ্ট, মস্তক সামান্য বৃহৎ, চক্ষু এবং ললাট প্রশস্ত, দন্তশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধ, অঙ্গুলী সুন্দর এবং দৃষ্টি তিক্ষ্ণ।

নির্ব্বোধের চিহ্ন

শরীর স্থুল, কেশ কর্কশ, মস্তক অত্যন্ত বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, ললাটের উপরী ভাগ ক্ষুদ্র নিম্ন গোলাকার, চিবুক মাংসল, দৃষ্টি চঞ্চল, কর্ণ গোলাকার।

দয়ালুর চিহ্ন

মুখ হাসি হাসি, দৃষ্টি গম্ভীর সরলতাময়। স্বর গম্ভীর—মধ্যম।

নির্দ্দয়ের চিহ্ন

মুখ—পাণ্ডুবর্ণ, কর্ণ লম্বা এবং ঋজু, মুখগহ্বর ক্ষুদ্র, দন্তশ্রেণী দীর্ঘ, স্বর অনুনাসিক, পদ ও দৃষ্টি-চঞ্চল সংযত।

বিশ্বাসীর চিহ্ন

ললাট ছোট। চক্ষু মধ্য প্রকার, দৃষ্টি সরল স্বভাব মৃদু।

পরিশ্রমীর চিহ্ন

মস্তক ক্ষুদ্র বা অত্যন্ত বৃহৎ নয়। মুখ—শুষ্কভাব। চক্ষুদৃষ্টি—চঞ্চল, স্বর দ্রুত ও জড়তাময়।

আল্‌সের চিহ্ন

মুখ মাংসল, দৃষ্টি ধীর, চিবুক মাংসল এবং গোল, স্বর—ছোট। চলন—ধীর।

পাঠক এই চিহ্ন দেখিয়া কোন অপরিচিত লোকের স্বভাব জ্ঞাত হইয়া তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন। অনেক স্থানে মানুষ চিনিতে না পারিয়া তাহার সহিত ব্যবহার করত বিপদে পতিত এবং পরিণামে বিষম মনস্তাপ পাইতে হয়। এই সমস্ত লক্ষণ জানা থাকিলে আর এইরূপ বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। পাঠকগণ কোন পরিচিত লোকের স্বভাব এই লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে ইহার ফলাফল সত্যাসত্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

বারজ্ঞান।

কোন্ সনের কোন্ তারিখে কি বার, তাহা জানিবার সহজ উপায় নিম্নে লিখিত হইতেছে। এতদ্বারা অতি সহজে কোন্ সনের কোন্ তারিখে কিবার বলিতে পারা যাইবে।

তালিকা।

তারিখ	বার	দণ্ড	পল	বিপল	তারিখ	বার	দণ্ড	পল	বিপল
১ ...	১।	১৫।	৩১।	৩০	৩৩ ...	৬।	৩২।	০।	৩০
২ ...	২।	৩১।	৩।	০	৩৪ ...	৭।	৪৭।	৫১।	০
৩ ...	৩।	৪৬।	৩৪।	৩০	৩৫ ...	২।	৩।	২২।	৩০
৪ ...	৫।	২।	৬।	০	৩৬ ...	৩।	১৮।	৫৪।	০
৫ ...	৬।	১৭।	৩৭।	৩০	৩৭ ...	৪।	৩৪।	২৫।	৩০
৬ ...	৭।	৩৩।	৯।	০	৩৮ ...	৫।	৪৯।	৫৭।	০
৭ ...	১।	৪৮।	৪০।	৩০	৩৯ ...	৭।	৫।	২৮।	৩০
৮ ...	৩।	৪।	১২।	০	৪০ ...	১।	২১।	০।	০
৯ ...	৪।	১৯।	৪৩।	৩০	৪১ ...	২।	৩৬।	৩১।	৩০
১০ ...	৫।	৩৫।	১৫।	০	৪২ ...	৩।	৫২।	৩।	০
১১ ...	৬।	৫০।	৪৬।	৩০	৪৩ ...	৫।	৭।	৩৪।	৩০
১২ ...	১।	৬।	১৮।	০	৪৪ ...	৬।	২৩।	৬।	০
১৩ ...	২।	২১।	৪৯।	৩০	৪৫ ...	৭।	৩৮।	৩৭।	৩০
১৪ ...	৩।	৩৭।	২১।	০	৪৬ ...	১।	৫৪।	৯।	০
১৫ ...	৪।	৫২।	৫২।	৩০	৪৭ ...	৩।	৯।	৪০।	৩০
১৬ ...	৬।	৮।	২১।	০	৪৮ ...	৪।	২৫।	১২।	০
১৭ ...	৭।	২৩।	৫৫।	৩০	৪৯ ...	৫।	৪০।	৪৩।	০
১৮ ...	১।	৩৯।	২৭।	০	৫০ ...	৬।	৫৬।	১৫।	০
১৯ ...	২।	৫৪।	৫৮।	৩০	৫১ ...	১।	১১।	৪৬।	৩০
২০ ...	৪।	১০।	৩০।	০	৫২ ...	২।	২৭।	১৮।	০
২১ ...	৫।	২৬।	১।	৩০	৫৩ ...	৩।	৪২।	৪৯।	৩০
২২ ...	৬।	৪১।	৩৩।	০	৫৪ ...	৪।	৫৮।	২১।	০
২৩ ...	৭।	৫৭।	৪।	৩০	৫৫ ...	৬।	১৩।	৫২।	৩০
২৪ ...	২।	১২।	৩৬।	০	৫৬ ...	৭।	২৯।	২৪।	০
২৫ ...	৩।	২৮।	৭।	৩০	৫৭ ...	১।	৪৪।	৫৫।	৩০
২৬ ...	৪।	৪৩।	৩৯।	০	৫৮ ...	৩।	০।	২৭।	০
২৭ ...	৫।	৪৯।	৪৯।	৩০	৫৯ ...	৪।	১৫।	৫৮।	৩০
২৮ ...	৭।	১৪।	৪২।	০	৬০ ...	৫।	৩১।	৩০।	০
২৯ ...	১।	৩০।	১৩।	৩০	৭০ ...	৪।	৬।	৪৫।	০
৩০ ...	২।	৪৫।	৪৫।	০	৮০ ...	২।	৪২।	০।	০
৩১ ...	৪।	১।	১৬।	৩০	৯০ ...	১।	১৭।	১৫।	০
৩২ ...	৫।	১৬।	৪৮।	০	১০০...	৫।	৫২।	৩০।	০

উপদেশ।

যে সনের বার জানিতে হইবে, তাহা যদি ১২৯০ সালের পূর্ব্বে হয়, তবে সেই সন, ১২৯০ হইতে বাদ দিয়া যে রাশী পাইবে সেই রাশীর খণ্ডা যাহা তালিকায় লিখিত আছে তাহা লইবে এবং সেই রাশী ৬।১৬।৪ হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার প্রথম অঙ্ক বার, দ্বিতীয় পল এবং তৃতীয় অনুপল বুঝিবে। বার—রবি ১ মঙ্গল ২ ইত্যাদি নিয়মে ধরিবে।

যদি ১২৯০ সালের পর কোন দিনের বার জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সেই সনের রাশী হইতে ১২৯০ বাদ দিয়া তাহার খণ্ডা ৬।১৬।৪ অঙ্কের সহিত যোগ করিলে যদি ৭এর অধিক হয়, তবে তাহা হইতে ৭ বাদ দিয়া যে সংখ্যা হইবে তাহাই বার জানিবে। আর যুক্তাক্ষর ও দণ্ডাদি ৪৬ সংখ্যার অধিক হইলে বারে ১ যোগ করিয়া সেই সকের ১লা বৈশাখ তারিখের বার বলিবে। যথাক্রমে সেই হইতে বার হিসাব করিলেই জানা যাইবে।

তিথি গণনা।

মাষাঙ্ক।

বৈশাখ	০	আশ্বিন	৯
জ্যৈষ্ঠ	১	কার্ত্তিক	১০
আষাড়	৩	অগ্রহায়ণ	১০
শ্রাবণ	৫	পৌষ	৯
ভাদ্র	৭	মাঘ	৯
		ফাল্গুন	১০
		চৈত্র	১০

তিথিসংখ্যা।

শুক্ল পক্ষ।

প্রতিপদ	১	অষ্টমী	৮
দ্বিতীয়া	২	নবমী	৯
তৃতীয়া	৩	দশমী	১০
চতুর্থী	৪	একাদশী	১১
পঞ্চমী	৫	দ্বাদশী	১২
ষষ্টি	৬	ত্রয়োদশী	১৩
সপ্তমী	৭	চতুর্দ্দশী	১৪
		পূর্ণিমা	১৫

কৃষ্ণ পক্ষ।			
প্রতিপদ	১৬	অষ্টমী	২৩
দ্বিতীয়া	১৭	নবমী	২৪
তৃতীয়া	১৮	দশমী	২৫
চতুর্থী	১৯	একাদশী	২৬
পঞ্চমী	২০	দ্বাদশী	২৭
ষষ্টি	২১	ত্রয়োদশী	২৮
সপ্তমী	২২	চতুর্দ্দশী	২৯
		অমাবশ্যা	৩০

এতদ্দারা কোন্ দিনে কোন্ তিথি, তাহা সহজে জানিতে পাঁরা যায়। শকাব্দার সংখ্যাকে ১৯ দ্বারা হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা ১১ দ্বারা পূরণ করিলে যে রাশী হইবে, তাহাতে মাসাঙ্ক, দিন সংখ্যা এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া ৩০ দ্বারা হরণ করিলে যে অঙ্কে যে তিথি থাকে, তাহাই তিথি জানিবে।

প্রকারান্তর।

যে মাসের যে তারিখের তিথি জানিতে ইচ্ছা হইবে, তাহার নিয়ম এই প্রকার।

দিন সংখ্যা + মাসাঙ্ক + যে বর্ষের তিথি গণনা হইবে, তাহার ১ লা বৈশাখের তিথি সংখ্যা ÷ ৩১ = তিথি।

নক্ষত্র গণনা।

এতদ্দারা কোন্ তারিখে কোন্ নক্ষত্র তাহা অনায়াসে জানিতে পারা যায়।

প্রথমে জিজ্ঞাসিত তারিখের তিথি স্থির করিবেন সেই তিথির সংখ্যার সহিত মাসাঙ্ক যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই নক্ষত্র বুঝিবে।

তিথির অঙ্ক বুঝিবার তালিকা।

সন শক	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১২৭০-১২৮৯-১৭৮৫-১৮০৪	২৫	২৬	২৮	০	২	৪	৫	৫	৪	৪	৫	৫
১২৭১-১২৯০-১৭৮৬-১৮০৫	৬	৭	৯	১১	১৩	১৫	১৬	১৬	১৫	১৫	১৬	১৬
১২৭২-১২৯১-১৭৮৭-১৮০৬	১৭	১৮	২০	২২	২৪	২৬	২৭	২৭	২৬	২৬	২৭	২৭
১২৭৩-১২৯২-১৭৮৮-১৮০৭	২৯	১	২	৪	৬	৮	৯	৯	৮	৮	৯	৯
১২৭৪-১২৯৩-১৭৮৯-১৮০৮	১০	১১	১৩	১৫	১৭	১৯	২০	২০	১৯	১৯	২০	২০
১২৭৫-১২৯৪-১৭৯০-১৮০৯	২১	২২	২৪	২৬	২৮	০	০	১	০	০	১	১
১২৭৬-১২৯৫-১৭৯১-১৮১০	২	৩	৫	৭	৯	১১	১২	১২	১১	১১	১২	১২
১২৭৭-১২৯৬-১৭৯২-১৮১১	১৩	১৪	১৬	১৮	২০	২২	২৩	২৩	২২	২২	২৩	২৩
১২৭৮-১২৯৭-১৭৯৩-১৮১২	২৪	২৫	২৭	২৯	১	৩	৪	৪	৩	৩	৪	৪
১২৭৯-১২৯৮-১৭৯৪-১৮১৩	৫	৬	৮	১০	১২	১৪	১৫	১৫	১৪	১৪	১৫	১৫
১২৮০-১২৯৯-১৭৯৫-১৮১৪	১৬	১৭	১৯	২১	২৩	২৫	২৬	২৬	২৫	২৫	২৬	২৬
১২৮১-১৩০০-১৭৯৬-১৮১৫	২৭	২৮	০	২	৪	৬	৭	৭	৬	৬	৭	৭
১২৮২-১৩০১-১৭৯৭-১৮১৬	৮	৯	১৬	১৩	১৫	১৭	১৮	১৮	১৭	১৭	১৮	১৮
১২৮৩-১৩০২-১৭৯৮-১৮১৭	১৯	২০	২২	২৪	২৬	২৮	২৯	২৯	২৮	২৮	২৯	২৯
১২৮৪-১৩০৩-১৭৯৯-১৮১৮	০	১	৩	৫	৭	৯	১০	১১	৯	৯	১০	১০
১২৮৫-১৩০৪-১৮০০-১৮১৯	১১	১২	১৪	১৬	১৮	২০	২১	২১	২০	২০	২১	২১
১২৮৬-১৩০৫-১৮০১-১৮২০	২২	২৩	২৫	২৭	২৯	১	২	২	১	১	২	২
১২৮৭-১৩০৬-১৮০২-১৮২১	৩	৪	৬	৮	১০	১২	১৩	১৩	১২	১২	১৩	১৩
১২৮৮-১৩০৭-১৮০৩-১৮২২	১৪	১৫	১৭	১৯	২১	২৩	২৬	২৬	২৩	২৩	২৬	২৬

উপরোক্ত তালিকা দ্বারা অতি সহজে কোন্ সনের বা কোন্ শকাব্দার কোন্ তারিখে কোন্ তিথি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। যে শকাব্দার বা যে সনের তিথি জানিতে হইবে, সেই মাসের তারিখ তালিকার লিখিত মাসের অঙ্কের সহিত যোগ করিলে যে সংখ্যা হইবে, তাহাই তিথির সংখ্যা বুঝিবে। দিন+মাসের অঙ্ক−৩০=তিথি। যদি ত্রিশ বাদ না যায়, তবে সেই সংখ্যাই তিথির সংখ্যা।

সামুদ্রিক। *

মস্তক পরীক্ষা। গোলাকার এবং বৃহৎ মস্তক ধনবানের পরিচায়ক। গোলাকার এবং স্বল্পক্ষুদ্র মস্তক, শ্রী এবং ধনের পরিচায়ক। লম্বা মস্তক দুরাদৃষ্টের চিহ্ন।

কেশ পরীক্ষা। কেশ ঘন এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে সুখ, ঘন এবং রক্ত বর্ণ হইলে দারিদ্র্য, হস্তীর মত বিরল কেশ রুগ্ন ও পরিণামে ধনের চিহ্ন। পরীক্ষার সুদৃশ্য কেশ দীর্ঘজীবি করে। ক্ষুদ্র এবং রক্তবর্ণ কেশ দুশ্চরিত্রতার লক্ষণ। উস্‌কা খুস্‌কা চুল কদাকার এবং আসন্নমৃত্যুজ্ঞাপক।

মুখ পরীক্ষা। ক্ষুদ্র মুখ সৌন্দর্য্যের নিদর্শন। বৃহৎ মুখ ভদ্র এবং সদ্ব্যবহারের পরিচায়ক। যাহার মুখ পুরন্ত, কৃষ্ণবর্ণ এবং লোম যুক্ত, সে ব্যক্তি পরিণামে ধনবান হয়। রক্তবর্ণ কেশযুক্ত মুখ দুঃখের নিদর্শন।

ললাট পরীক্ষা। ললাটের পরিমাণমাত্র গ্রহণ করিয়াও অদৃষ্টের ফলাফল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ললাটের পরিমাণ নিজের অঙ্গুলী দ্বারা পাশাপাশি ভাবে পরিমিত হইয়া থাকে। যাহার গণনা হইবে তিনি স্বহস্তে স্বীয় ললাটের পরিমাণ স্থির করিবেন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই গণনায় অভিষ্ট ফল লাভ ঘটিবে।

যাহার ললাট চারি অঙ্গুলী পরিমাণ প্রশস্থ সে ব্যক্তি ভদ্র, তিন অঙ্গুলী প্রসস্থ হইলে ধনবান এবং ভদ্র, দুই অঙ্গুলী প্রসস্থ হইলে স্বোপার্জ্জিত ধনে অধিকারী এবং এক অঙ্গুলী পরিসর ললাট ক্রুর, দুষ্ট ও নিচাশয় হইয়া থাকে ইহার অধিক প্রশস্থ ললাট দুঃখের পরিচায়ক।

ললাট রেখা গণনা। ললাট সঙ্কুচিত করিলে যে রেখা পাত হয়, তাহার দ্বারা মানবের পরমায়ু পরিমিত হইয়া থাকে। সংকুচিত ললাটে

* Vide the 'Samudrika Lakshana" madras printing.

Dr. L. oxcey সামুদ্রিকের এইরূপ অর্থ করেন। Sa=will. assuredly. Mud=goyr and Ra=is give. অর্থাৎ যদ্দ্বারা রেখা দর্শনে শুভাশুভ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম সামুদ্রিক।

যে কয়েকটী রেখা পড়িবে, তাহাতে যে পরিমাণে বয়স নির্ণিত হয় তাহা লিখিত হইতেছে।

পাঁচটী রেখা পতিত হইলে এক শত বৎসর পরমায়ু জানিবে। চারটী রেখা হইলে ৮০ বৎসর (Four score) পরমায়ু, তিনটী রেখা হইলে ৬০ বৎসর দুইটী রেখায় ৪০ বৎসর, একটী মাত্র রেখা হইলে ২০ বৎসর পরমায়ু জানিবে। যাহার ললাট রেখা ছিন্ন ভিন্ন, তাহার অপমৃত্যুতে মৃত্যু ঘটে। *

অক্ষি পরীক্ষা। চক্ষুর অবস্থা পরীক্ষা করিয়াও লোকের সৌভাগ্য অবধারিত হইয়া থাকে। যাহার চক্ষু নাতিদীর্ঘ এবং নাতি প্রশস্ত, চক্ষুর কোন্ রক্ত বর্ণের আভাযুক্ত, সে ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হয়। যাহার চক্ষুর পাতার নিম্নভাগ পুরন্ত সে সুখী. এক চক্ষু বৃহৎ ও এক চক্ষু ক্ষুদ্র রোগভোগের চিহ্ন। ক্ষুদ্র চক্ষু যাহার, সে দীর্ঘজীবি হয়। চক্ষু যাহার কৃষ্ণ বর্ণ—তিনি বহু স্ত্রীসম্ভোগ করেন। ঈষৎ কটা চক্ষু নির্ধন এবং ক্রূরতার নিদর্শন, শ্বেত চক্ষু যাহার—তিনি অসাবধানী, লোভী এবং ক্রূর হয়েন।

নাসা পরীক্ষা। বুদ্ধিমান জ্যোতিষীগণ লোকের নাসিকার অবস্থা দর্শন করিয়াও তাহার অদৃষ্টের ফলাফল বলিতে পারেন। এই সমস্ত স্থির করণে তাহারা যে সমস্ত সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়া থাকেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য সে সকল লিপিবদ্ধ হইল।

১। নিজের অঙ্গুলীর তিন অঙ্গুলী পরিমিত নাসিকা—দীর্ঘ জীবন এবং পরিণামে ধনবান করে। ২। মোটা নাসিকা ধনবানের চিহ্ন। ৩। নাসার অগ্রভাগ দক্ষিণ বা বাম ভাগে বক্র হইলে সে ব্যক্তি চোর, লম্পট ও অসাধু

---

* (১) মহামতি শঙ্করাচার্য্য এই জন্যই দণ্ডপানীমুনির জন্মদিনে বলিয়াছিলেন ইহাঁর অপমৃত্যু ঘটিবে। কালে তাহাই ঘটিল, দণ্ডপানী সমীৎ আহরণার্থ বৃক্ষে উঠিয়া ছিলেন, দৈববশে তথা হইতে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

চত্বরিংশচ বর্ষাণি হীনরেখায় জীবতি।
ভিন্নাভিন্নৈব রেখাভিরপমৃত্যু নরস্যহি॥

Vide Dr. Albus "Metopos copys" Page 239 chap XXI.

হয়। ৪। নাসিকার অগ্রভাগ নিম্নদিকে বাঁকা হইলে সে সরল ও মিষ্টভাষী হয়। সুখে থাকিলেও সে ধনবান হইতে পারে না। ৫। নাসিকার অগ্রভাগ উপরে উঠা হইলে সে লম্পট, বক্তা, চতুর ও নির্লজ্জ হয়। ৬। ছোট নাসিকা ধনবান, নির্ব্বোধ; একরোকা ও বুদ্ধিমানের ভাব প্রকাশ করে।

বক্ষঃস্থলের শুভাশুভ জ্ঞান। ১। যাহার বক্ষঃস্থল তাহার নিজ হস্তের ২০ ইঞ্চি প্রসস্ত, সে সহস্রবাধা অতিক্রম করিয়া ধনশালী হয়। বক্ষ ইহা অপেক্ষা অপ্রস্থ হইলে, রোগী এবং ইহা অপেক্ষা প্রসস্থ হইলে বলবান হয়। ২। নাভিদেশ হইতে একটী রেখা উর্দ্ধে প্রসারিত থাকিলে সেব্যক্তি ভগ্যবান এবং রাজসম্মান লাভ করে। ৩। বক্ষঃস্থল সরল ও কোমলকেশযুক্ত থাকিলে ভাগ্যবান ও ব্যয়শীল হয়। ৪। মেষরোম সদৃশ বহুরোম হইলে দুঃখি ও কৃপণ হয়। ৫। রোমশূন্য বক্ষঃস্থল সৌভাগের পরিচায়ক। ৬। পুরুষের বক্ষে বৃহৎ স্তন থাকিলে রোগী এবং দুঃখী হয়। ৭। পুরুষের স্তনাগ্র বৃহৎ হইলে নিষ্ঠুর, কামুক, ক্রূর এবং চোর হয়। ৮। স্ত্রীলোকের লম্বিত স্তন—ধার্ম্মিকা ও পতির প্রিয়বাদিনী হয়। ৯। দৃঢ় এবং কঠিন স্তন—কামুকী, কুলটা ও অপ্রিয়বাদিনী হয়। ১০। গোলস্তন—স্বামীঘাতিনী ও কন্যাপ্রসবিনী হয়। ১১। স্তনমূল বক্ষঃস্থলের দিকে চাপা হইলে—কুলটা, স্বামীঘাতিনী নির্লজ্জা ও মুখরা হয়। ১২। স্তনগ্রন্থি সমুন্নত হইলে পুত্রবতী এবং নিম্নগত হইলে কন্যা প্রসবিনী, পতিপ্রাণা এবং প্রেমিকা হয়।

যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয়।

কোন স্থানে গমন করিতে হইলে শুভাশুভ বিশেষপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া গমন করিলে, অভিষ্ট লাভে সমর্থ হওয়া যায়। যাত্রায় কোন্ কোন্ জীব দর্শনে শুভ, এবং কোন্ কোন্ জীব দর্শনে অশুভ হয়, তাহা লিখিত হইল। পাঠকগণ ইহা দেখিয়া যাত্রার শুভ বা অশুভ অবধারণ করিবেন।

১। মৃগ, ইন্দুর, চাতকপক্ষী, পেচক, কাঠবিড়াল, ঘুড়ী, এবং কুকুর শৃগাল, সর্প, কুম্ভ যদি বাম দিক দিয়া চলিয়া যায় তবেই শুভ জানিবে। *

* বামে শব শিবা কুম্ভ, দক্ষিণে গো মৃগদ্বীজা। ইতি মতান্তর

২। কাঁক, নীলকণ্ঠ, খেঁকশিয়ালী, তোতাপাখী, কামপাখী, ময়ূর, মহিষ, গো, ব্রাহ্মণী ও বনবিড়াল দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিলে শুভ হয়।

৩। খরগোস, এবং ব্রাহ্মণতনয়া পথিমধ্যে দৃষ্ট হইলে শুভ হয়।

৪। যাত্রাকালে পশ্চাতে ডাকা অশুভদায়ক কিন্তু মাতা ডাকিলে শুভ হয়।

৫। শূন্য কলসী দর্শন অশুভদায়ক কিন্তু জল আনয়নার্থ গমন করিলে শুভ হয়।

৬। পদে, শরীর বা বস্ত্রাদি গমনে বাধা জন্মাইলে অশুভদায়ক, কিন্তু মস্তকের বাধা শুভদায়ক হয়।

৭। হাঁচি পড়িলে যাত্রা করিবে না।

৮। টিক্‌টিকির শব্দে অশুভ হয়, কিন্তু মস্তকের উপরে শব্দ হইলে শুভ-দায়ক হয়।

হস্ততল লক্ষণ।
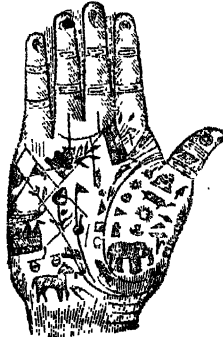
১। হস্ততলে ধ্বজশঙ্খচক্র চিহ্ন থাকিলে পরিণামে সুখ হয়।

২। মন্দির, খড়্গ পত্র, চক্র, ও চক্ররেখা থাকিলে স্ত্রীলোক কুলটা ও পুরুষ লম্পট হয়। হয়।

৩। বামরেখা বক্র হইলে ধনবান ও ঊর্দ্ধরেখা খণ্ডিত হইলে রোগভোগ করে।

৪। ধ্বজাগ্র বক্র হইলে সন্তানহীনতা প্রতিয়মান হয়।

৫। চন্দ্র অপরিস্ফূট হইলে কলঙ্ক ও স্ফূট হইলে মান বৃদ্ধি হয়।

৬। বান রেখা থাকিলে ধনবান, মৎস্যপুচ্ছ সুখজ্ঞাপক।

৭। হস্তে নিম্নতলের ব কার চিহ্ন থাকিলে ধনবান ও সেই ব কার খণ্ডিত হইলে লোক নির্দ্ধন হইয়া থাকে।

৮। চক্ররেখা ঊর্দ্ধচিহ্নে মিলিত হইলে সর্ব্বকার্য্যে সে সফলকাম হইয়া থাকে।

পাদ লক্ষণ।

Physiognomy.

পদতলে যে সমস্ত রেখা বর্ত্তমান আছে, তাহার শুভাশুভ নির্ণিত হইতেছে।

সচরাচর বামপদে আটটী চিহ্ন এবং দক্ষিণপদে এগারটী চিহ্ন এই উনিশটী চিহ্ন জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনায় ফলাফল অবধারিত হয়। এতদ্ব্যতিত অন্যান্য চিহ্নের লক্ষণ লিখিত হয় নাই। ঐ উনিশটী চিহ্নের ফলাফল লিখিত হইতেছে।

ক। বামপদে—অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, শূন্য, গোষ্পদ, পোষ্টমৎস ও শঙ্খ এই আটটী চিহ্ন এবং দক্ষিণপদে—অষ্টকোন, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, ঊর্দ্ধরেখা, ও পদ্ম, একাদশটী রেখা থাকিলে, সে ব্যক্তি পরম সৌভাগ্যশালী হয়। স্বয়ং মহালক্ষ্মী তাহার পদসেবা করেন।

খ। পদতলে পদ্ম, চক্র, তড়াগ, তোরণ, অঙ্কুশ, ও বজ্রচিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি রাজা হয়।

গ। যে নারীর পদতলে দীর্ঘরেখা মধ্যমাঙ্গুলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সে রমণী সৌভাগ্যশালিনী হয়।

ঘ। যাহার গুল্‌ফ উন্নত ও প্রসন্ন, পদতল পদ্মসদৃশ কোমল, ও ঘর্ম্মযুক্ত, মৃদু ও মৎস্য মকরাঙ্কিত, তাহার সর্ব্বদা মঙ্গল হয়।

ঙ। যে স্ত্রীর বৃদ্ধাঙ্গুলী ভিন্ন অন্য গুলিতে প্রদেশিনী রেখা মিলিত সে কুলটা হয়।

চ। গমনে পদশব্দ হইলে সেই নারী নিশ্চয়ই বিধবা হইয়া থাকে।

ছ। যে নারীর কণিষ্ঠাঙ্গুলী ভূমিতল স্পর্শ না করে, সে প্রথম স্বামীকে বিনাশ করিয়া দ্বিতীয় স্বামীতে উপরতা হয়।

জ। গমন কালে যে নারীর কনিষ্ঠা কি অনামিকা মৃত্তিকা স্পর্শ না করে অথবা তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দিয়া যায়, সে নারী কুলটা হয়।

ঝ। যাহার চরণ কুলার ন্যায় বৃহৎ, কুরূপ, বক্র ও দেখিতে কঠোর, পাদাঙ্গুলী সকল বিরল, সে দরিদ্র হয়।

স্বপ্ন।*

অনেকে নিদ্রায় নানাবিধ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। স্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক প্রকার প্রবাদ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ইহার এক একটী ফলাফল আছে, সেই ফলাফল দ্বারা স্বপ্ন দর্শনের সার্থকতা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

অনেকে স্বপ্ন, "অমূলক চিন্তামাত্র an unequel streem of mind" বলেন কিন্তু অনেক স্থানে স্বপ্নদর্শনের প্রত্যক্ষফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। (১) সেই জন্য ইহা অসারচিন্তা মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিবার নহে। ইহা জ্যোতিষের একটী প্রধান অঙ্গ। এক্ষণে কিরূপ স্বপ্ন দেখিলে তাহার ফলাফল কিরূপ হয় তাহা লিখিত হইতেছে।

স্বপ্ন প্রধানতঃ ১৭ প্রকার। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ।

এস্থলে আরও বক্তব্য, স্বপ্ন দর্শনে ফলাফল রাশী অনুসারে পরিমিত হইয়া থাকে। এক প্রকার স্বপ্নে প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্নং ফললাভ করে, সেই জন্য রাশীর নাম সর্ব্বাগ্রে লিখিত হইতেছে, যে স্বপ্নে যে রাশীর যেরূপ ফল তাহাই লিখিত হইবে। পাঠক ফলাফল নিজের রাশীর সহিত মিলাইয়া লইবেন।

রাশীর নাম।		ইংরাজী নাম।	রাশীর নাম।		ইংরাজী নাম।
মেষ	...	Aries.	তুলা	...	Libra.
বৃষ	...	Taurus.	বৃশ্চিক	...	Scorpius.
মিথুন	...	Gemin.	ধনুঃ	...	Sarittarims.
কর্কট	...	Cancer.	মকর	...	Capricovums.
সিংহ	...	Leo.	কুম্ভ	...	Agharins.
কন্যা	...	Virgo.	মীন	...	Pisces.

ফলাফল।

কোন্ রাশীর কোন্ স্বপ্ন দর্শনে কি প্রকার ফললাভ ঘটে, তাহাই এখন লিখিত হইতেছে।

* Mr. P. K. Egretfach বলেন—"The Dream is a Thingking of mind, but there is some means to the top up the mihd.

(১)Extract from the Physiognomy of Dreams "—of the Celestial sign S. By Hary and it come Pearit with the ফলিত জ্যোতিষ" and other books. K. H. B.

১। ক্রন্দনে

মেষের—বিচ্ছেদ, বৃষের বন্ধুভয়, মিথুনের—আনন্দের সম্ভাবনা, কর্কটের নিরানন্দ, সিংহের—মান, কন্যার—সুখ, তুলার—আনন্দ, বৃশ্চিকের—লোক সমাগম, অথবা প্রতিজ্ঞা, ধনুর—ভয়, মকরের—বন্ধুর মৃত্যু, কুম্ভের—ভ্রমণ, মীনের—কোন সংবাদ লাভ।

২। আনন্দে

মেষের—কষ্ট, বৃষের—বন্ধুসমাগম, মিথুনের—অর্থলাভ, কর্কটের—বন্ধুর আগমন, সিংহের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কন্যার—আনন্দ, তুলার—প্রাপ্তি, বৃশ্চিকের ভ্রাতৃ দুঃখ, ধনুর—আনন্দ, মকরের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কুম্ভের—ভ্রমণ, মীনের—মিথ্যাসপ্ন।

৩। বস্ত্রাদি দর্শনে

মেষের—০, বৃষের—আনন্দ, মিথুনের—০, কর্কটের সুস্থতা, সিংহের—শত্রুতা, কন্যার—অপমান, তুলার—বিষাদ, বৃশ্চিকের—মান, ধনুর—পীড়া, মকরের—অতিথিলাভ, কুম্ভের—মানসীক পীড়া, মীনের—০।

৪। জল দর্শনে

মেষের—কষ্ট, বৃষের—ভয়, মিথুনের—ভোগ, কর্কটের—অসাধারণতা, সিংহের—ক্ষমতা, কন্যার—ধন, তুলার—০, বৃশ্চিকের—আনন্দ, ধনুর—অপমৃত্যু, মকরের—অনুযোগ, কুম্ভের—০, মীনের—পীড়া।

৫। জল মধ্যে জীবিত জন্তু দর্শন

মেষের—ভয়, বৃষের—বন্ধন, মিথুনের—ধন লাভ, কর্কটের—মানসীক যন্ত্রণা, সিংহের—ভয়, কন্যার—ধনহানী, তুলার—আত্মীয় নাশ, বৃশ্চিকের—জীবনের শঙ্কা, ধনুর—সুসংবাদ লাভ, মকরের—কষ্ট, কুম্ভের—পীড়া, মীনের—০।

৬। সৌভাগ্য দর্শনে

মেষের—দুঃখ, বৃষের—শয়ন, মিথুনের—মান, কর্কটের—পীড়া, সিংহের—ও কন্যার—দুর্ভিক্ষ, তুলার—শত্রুক্ষয়, বৃশ্চিকের—আরোগ্য, ধনুর—নববন্ধু লাভ, মকরের—মনের চাঞ্চল্য, কুম্ভের—সফল সপ্ন, মীনের ০—।

৭। ইষ্টকালয়াদি দর্শনে

মেষের—ভয়, বৃষের—প্রবলের অত্যাচার, মিথুনের—মাংসলাভ,* কর্কটের—ধন, সিংহের—ভ্রমণ, কন্যার—সুসংবাদ, তুলার—সফলকাম,

* এস্থলে সন্তানলাভই অধিকতর বিশ্বাস্য।

বৃশ্চিকের--জয়লাভ, ধনুর--বন্ধুলাভ, মকরের--চিত্তচাঞ্চল্য, কুম্ভের--সুফল সপ্ন, মীনের--অনাবশ্যক।

৮। সঙ্গীতে

মেষের--লাভ, বৃষের--সৌভাগ্য, মিথুনের--ভ্রমণ, কর্কটের--অভিযোগ, সিংহের--বন্ধুবিচ্ছেদ, কন্যার--জয়, তুলার--অপমান, বৃশ্চিকের পীড়া, ধনুর--ক্রূরতা, মকরের--ধন, কুম্ভের--০, মীনের--সামান্য লাভ।

৯। বন্ধু সমাগমে

মেষের পুরস্কার, বৃষ ও মিথুনের--০, কর্কটের--ধন বৃদ্ধি, সিংহের--মানহানী, কন্যার--অর্থলাভ, তুলার--ধীরতা, বৃশ্চিকের--ধনলাভ, ধনুর--মান, মকরের--সুসংবাদ লাভ, কুম্ভের--ভ্রমণ ও কষ্ট, মীনের--বিলাসীতা।

১০। স্থান পরিবর্ত্তনে

মেষের--শঙ্কা, বৃষের--সুস্থতা, মিথুনের-সংবাদ লাভ, কর্কটের--রাজার মৃত্যু, সিংহের--অতিথীলাভে আনন্দ, কন্যার--শত্রু, তুলার--ক্ষতি, বৃশ্চিকের--মান, ধনুর--০, মকরের--ক্রোধ, কুম্ভের--বন্ধন ভয়, মীনের--আশ্চর্য্য সংবাদ।

১১। অগ্নি দর্শনে

মেষের--কষ্ট, বৃষের--অতিথিলাভ, মিথুনের--ধনবৃদ্ধি, কর্কটের--পীড়া, সিংহের--ক্ষতি, কন্যার--কষ্ট, তুলার--সংবাদলাভ, বৃশ্চিকের--পীড়া, ধনুর--সংবাদলাভ, মকরের--সংবাদলাভ, কুম্ভের--চিত্তবিভ্রম, মীনের--মস্মাঘাত।

১২। পাঠে

মেষের--মৃত্যু, বৃষের--মান, মিথুনের--বন্ধুলাভ, কর্কটের--০, সিংহের দীর্ঘজীবন, কন্যার--যুদ্ধ, তুলার--সন্তানলাভ, বৃশ্চিকের--কষ্ট, ধনুর--অপমৃত্যু, মকরের-চুরী, কুম্ভের--অতিথিলাভ, মীনের--মৃত্যুবৎ।

১৩। হত্যা দর্শনে

মেষের--বিবাদ, বৃষের--বন্ধুনাশ, মিথুনের--দুরভিসন্ধি, কর্কটের--ধন, সিংহের--পীড়া, কন্যার--লাভ, তুলার--ধন, বৃশ্চিকের--পাপ, ধনুর--মৃত্যু, মকরের--পুরস্কার প্রাপ্তে আনন্দ, কুম্ভ--০, মীন--প্রাপ্তি।

১৪। মৃত্যু দর্শনে

মেষের--ধন, বৃষের--ক্ষতি, মিথুনের--সংবাদলাভ, কর্কটের--ক্রোধ, সিংহের--ধনলাভ, কন্যার--অতিথিলাভ, তুলার--আনন্দ, বৃশ্চিকের-মিথ্যাস্বপ্ন, ধনুর-সুসংবাদ, মকরের-জয়, কুম্ভের-শুভাগমনের সুসংবাদ, মীনের-০।

১৫। ধন দর্শনে

মেষের-পীড়া, বৃষের-কঠিন স্বপ্ন, মিথুনের-বন্ধুবিচ্ছেদ, কর্কটের-অতিথি

লাভ, সিংহের-ধন, কন্যার-প্রতারণা, তুলার-শত্রুনাশ, বৃশ্চিকের-চুরী, ধনুর-মিথ্যা স্বপ্ন, মকরের-অতিথ্য, কুম্ভের-জয় লাভ, মীনের-অতিথ্য।

১৬। যুদ্ধাদি দর্শনে

মেষের—অপমান, বৃষের—জয়, মিথুনের-প্রেমলাভ, কর্কটের- উন্নতি, সিংহের--হিংসা, কন্যার--সুসংবাদ, তুলার-শত্রু, বৃশ্চিকের-কর্ম্ম, ধনুর-স্ত্রী লাভ, মকরের-সংবাদ, কুম্ভের-শত্রুতা, মীনের- জয়লাভ।

১৭। পীড়াদি দর্শন

মেষের-•, বৃষের-জয়, মিথুনের-মিমাংসা, কর্কটের-অর্থহানি, সিংহের-পুরস্কার,কন্যার-ধন, তুলার-শত্রুতা, বৃশ্চিকের-যুদ্ধ, ধনুর-পীড়া, মকরের-জয়, কুম্ভের-বহুবিষয়ক আনন্দ, মীনের-বৃত্তি লাভ।

খনা।

খনার বচন এক আধটী বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতাই জ্ঞাত আছেন, সুতরাং খনার জীবনী সম্বন্ধে যে একটা মহা হট্টগোল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাজে হইয়াছেও তাহাই। কেহ বলেন, খনা শুক্রাচার্য্যের কন্যা, কেহ বলেন এ কথা ভুল—খনা শঙ্করাচার্য্যের কন্যা, আবার কেহ বা বলেন খনা মহিধরাচার্য্যের কন্যা, যাহা হউক খনা যে, যে কোন এক আচার্য্যের কন্যা এবং সেই আচার্য্য জ্যোতিষবিদ্যায় সুপণ্ডিত, তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই, সেই আচার্য্য মহাশয় কন্যাকে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন একথা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য বটে। আর আমাদের আবশ্যকও ইহাই। আমরা খনাকে চাহি না—খনার বচন চাহি।

খনা কতকগুলি জ্যোতিষ গণনা অতি সহজ কথায় এত সরলে এমন কৌশল বাহির করিয়া গিয়াছেন, যাহার সাহায্যে ঠাকুরমাও বিনা সাহায্যে গণনা করিতে পারেন। পল্লিগ্রামে এই খনার প্রসাদে অনেকে গর্ভস্থ সন্তান গণনা করিয়া অতুল প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরাও গুটীকত খনার বচন পাঠকগণকে উপহার দিলাম। এসকল বচন বিশেষ পরীক্ষিত—নিষ্ফলের কোন চিন্তা নাই।

সন্তান গণনা।

গর্ভিণী যে গ্রামে বাস করেন, সেই গ্রামের নামের অক্ষর, গর্ভিণীর নামের অক্ষর এবং গর্ভিণী যে কোন একটী ফলের নাম করিলে সেই ফলের অক্ষর একত্রে যোগ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ করিলে ভাগ ফল যদি ১ হয় তবে পুত্র, ২ হইলে কন্যা এবং তিন হইলে গর্ভপাত বা গর্ভবাক্যই মিথ্যা, ইহার অন্যথা হইলে সে সন্তান জারজ বুঝিতে হইবে।

দম্পতির অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যু নির্ণয়।

স্ত্রী ও পুরুষের নামের অক্ষর দ্বিগুণ করত এবং মাত্রার সংখ্যাকে চতুর্গুণ করিবে। শেষে উভয় অঙ্ককে যোগ করিয়া যোগ ফল তিন দিয়া হরণ করিলে অবশিষ্ট যদি ১ অথবা ০ থাকে, তবে পতির অগ্রে মৃত্যু হইবে এবং ২ থাকিলে অগ্রে পত্নির মৃত্যু হইবে।

মৃত্যু গণনা।

পীড়ার সংবাদ লইয়া দূত যদি গৃহের কোণে দণ্ডায়মান হয়, ঊর্দ্ধ নয়নে কথা কহে, মস্তকে পৃষ্ঠে বা বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া থাকে, অথবা কুটা ছিঁড়ে তবে বুঝিবে, পীড়িতের পরমায়ু শেষ হইয়াছে।

বৎসরের কোন্ দিন কোন্ তিথি জানিতে হইলে সেই বৎসরের প্রথম দিনের অর্থাৎ ১লা বৈশাখে যে তিথি ছিল, তাহার অঙ্ক (অর্থাৎ প্রতিপদ ১, দ্বিতীয়া ২, তৃতীয়া ৩ এই প্রকার), যে দিনের তিথি জানিতে হইবে, সেই দিনের অঙ্ক (যেমন ১ লা ২ রা ৮ই ১০ই ইত্যাদি) এবং যে মাসের তিথি আবশ্যক সেই মাসের অঙ্ক (মাসের অঙ্ক বৈশাখ ও জৈষ্ঠ ২ আষাঢ় ৩, শ্রাবণ ৩ ভাদ্র ৮ এবং অবশিষ্ট সকল মাসের সংখ্যা ১০) একত্র করিয়া যদি তাহা ৩০ হইতে কম হয়, তবে সেই অঙ্কই তিথির অঙ্ক, এবং ৩০এর অধিক হইলে তাহা হইতে ৩১ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই তিথির অঙ্ক বুঝিতে হইবে।

আয়ু গণনা।

ভূমিষ্ট হইতে জন্মনক্ষত্রের যতক্ষণ স্থিতি সেই সময়কে পল করিয়া প্রত্যেক পলে ১২ দিন আয়ু ধরিলেই শিশুর পরমায়ু জানা যাইবে।

যাত্রার দিন গণনা।

আপনার অঙ্গুলীর ১২ অঙ্গুলী পরিমাণে একটী কাটী সূর্য্য মণ্ডলে স্থাপন করিয়া ঐ কাটীর ছায়া যদি রবিবারে ২০, সোমবারে ১৬, মঙ্গলবারে ১৫, বুধে ১৬, বৃহস্পতিতে ১২, শুক্রবারে ১৪, ও শনিবারে ১৩ অঙ্গুলী হয়, তাহা হইলে যাত্রায় শুভ, আর এই সময় যদি হাঁচি টিক্‌টিকি (জেটী) পড়ে তবে তাহার অষ্টগুণ লাভ হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ।

ইন্দ্রজাল ও ভোজরহস্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা, গরাণহাটা হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩-১৪

কলিকাতা,

মাণিকতলা ষ্ট্রীট ২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

নূতন বাল্মীকিযন্ত্রে

শ্রীউদয়চরণ পাল দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯৪ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

ইন্দ্রজাল ও ভোজরহস্য।

ইন্দ্রজালশাস্ত্র স্বয়ং মহাদেব রচিত, সুতরাং ইহার ফলও প্রত্যক্ষ, কিন্তু অধুনা চারিদিকে নানাবিধ অসার ইন্দ্রজালের প্রাদুর্ভাবে ইহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জন্য কেবল তাঁহাদের যৎসামান্য দৃষ্টি আকর্ষণার্থ দুই একটী বিষয় লিখিত হইল। অনর্থক বাজে কথায় ইহার কলেবর পূর্ণ না করিয়া যে কয়েকটী কাজের কথা লিখিলাম, তাহাতে যদি ফল পান, তখন আরও আবশ্যকীয় পরীক্ষিত বিষয় লিখিতে চেষ্টা করিব। ভরসা করি, পাঠক এ কথায় অর্থ বুঝিবেন।

সকলের সম্মুখে চারা, ফল ও ফুল উৎপাদন।

আকোড় ফলের তৈলে সরিষা বা তথাবিধ কোন ক্ষুদ্র বীজ ভিজাইয়া পূর্ব্ব হইতে নিকটে রাখিবে, পরে দর্শকগণের সম্মুখে একটী টবে কতক গুলি মাটী জল দ্বারা ভিজাইয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বীজগুলি বপন করিয়া একখানি কলাপাত দিয়া ঢাকিয়া দণ্ডেকমাত্র অন্যান্য কথোপকথন করিবে, পরে পাতাখানি সরাইয়া ফেলিলেই দেখিবে যে, এক ইঞ্চি পরিমাণে গাছ বাহির হইয়াছে। এই গাছ দেখিতে২ দুই ঘণ্টার অনধিক কালের মধ্যে গাছ, পাতা, ফুল ও ফল ধরিয়া তখনি আবার শুকাইয়া যাইবে।

সদ্য আম্রবৃক্ষ উৎপাদন

একটী সুপক্ক আমের বীজ শুষ্ক করিয়া তাহা ২০ বা ২৫ বার মনসাসিজের আটায় শিক্ত ও ছায়ায় ক্রমান্বয়ে শুষ্ক করিবে। এইরূপে শুষ্ক হইলে সেই বীজটী নিকটে রাখিয়া রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া দর্শকগণের সম্মুখে একটী টবে যথারীতি মাটি দিয়া বাজটী পুতিয়া তদুপরি

জল সেচন করিবে। এইরূপ করিলে দুই ঘন্টার মধ্যে আম্রের চারা বাহির হইয়া দুই তিন হস্ত উচ্চ ও তাহাতে মুকুল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আম্রও হইবে।

বস্ত্রের উপর অগ্নিতরঙ্গ।

উৎকৃষ্ট চিনের কর্পূর নূতন হরিদ্রাচূর্ণের সহিত সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা দীপালোকে প্রজ্বলিত করিয়া বস্ত্রের উপর নিক্ষেপ করতঃ নাড়িলে কাপড়ের উপর অগ্নির তরঙ্গ উঠিবে, কিন্তু কাপড় দগ্ধ হইবে না।

অন্ধকারে দিনের ন্যায় দর্শন।

শ্বেতকল্মীর পত্ররস রজনীযোগে চক্ষুতে দিলে গভীর অন্ধকারেও সমস্ত বস্তু দৃষ্টিগোচর হইবে।

বৌলাহীন কাষ্ঠপাদুকা পদে দিয়া ভ্রমণ।

দুইখানি বৌলাহীন পাদুকা পূর্ব্ব হইতে ডুমুরের আটায় ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে। দুই বা তিনবার ভিজাইবে এবং শুষ্ক করিবে। এইরূপ প্রস্তুত করিয়া দর্শকগণের সম্মুখে বাক্যচ্ছলে পদ ধৌত ও পদদ্বয় সামান্য পরিমাণে গামছা দিয়া মুচিয়া ধীরে ধীরে পাদুকার উপর পদদ্বয় রাখিয়া কিয়ৎকাল নানা প্রকার কথা কহিয়া যখন দেখিবে. পাদুকার সহিত পদদ্বয় উত্তম আঁটিয়া গিয়াছে, তখন চলিয়া বেড়াইবে, কোন মতে পাদুকা খুলিবে না।

দগ্ধ সূত্রে অঙ্গুরী ঝুলান।

এক গাছি সূতা দুই তিনবার গোমূত্রে ভিজাইয়া শুষ্ক করতঃ তাহাতে একটী অঙ্গুরী বাঁধিয়া দর্শকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সূতায় অগ্নি সংযোগ করিবে। দেখিতে২ সূতা গাছি পুড়িয়া যাইবে, তথাপি অঙ্গুরীটী পূর্ব্ববৎ সেই সূত্রে ঝুলিতে থাকিবে। দর্শকগণ এতদ্দর্শনে অবশ্যই চমৎকৃত হইবেন।

বাগানে পদ্মবন করণ।

আকোড় ফলের তৈলে কতকগুলি পদ্মবীজ এক দিন ধরিয়া ভিজাইয়া রাখিবে। পরে এক দিন যে স্থানে কৌতুক প্রদর্শিত হইবে, সেই স্থানের কতকটা জমী উত্তমরূপে খনন করিয়া তাহাতে প্রচুর জলসেচন করতঃ পদ্মবীজগুলি পুতিয়া দিবে। এইরূপ একদিন পরে অর্থাৎ অদ্য বৈকালে পুতিয়া কল্য প্রাতে দেখিবে সমস্ত জমীতে দুই হস্ত বা এক হস্ত পরিমিত পদ্মনালে পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। এই পদ্মবীজ যত অধিক পুতিবে ততই অধিক ফুল ধরিবে এবং দেখিতে অতি সুন্দর হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, সমস্ত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ফল অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। এইফুল এক দিনের পরেই আপনা হইতে শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ প্রণালীতে ফুলের বীজ উক্ত তৈলে ভিজাইয়া পরিশেষে রোপণ করিলেই এইরূপ হইয়া থাকে। পাঠক ইহা যদৃচ্ছা পরীক্ষা করিবেন।

একগাছে নানাবিধ ফুল।

একটী সুপক্ক আম্রের বীজের এটী মুখ ধারাল ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া তন্মধ্য হইতে শস্য বাহির করিয়া কেবল খোলাটী লইবে। সেই খোলের অর্দ্ধাংশ শুকরের তৈলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে এক একটী দোপাটী, গাঁদা, প্রভৃতির চার বা পাঁচ প্রকারের চার বা পাঁচটী বীজ পুরিয়া তাহার মুখ বন্দ করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে। পরদিন সেই বীজটী বাগানের যে কোন স্থানে রোপণ করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে যে ফুলের গাছ হইবে সেই গাছে পূর্ব্বোক্ত আম্রের বীজের মধ্যে যে যে ফুলের বীজ রাখা হইয়াছে, সেই সেই ফুল ধরিবে। দর্শকগণ দেখিয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

কৃত্রিম মুক্তা।

একটী কুচিয়া মৎস্য ধরিয়া তাহাকে একটী টবপূর্ণ কাদায় রাখিয়া দিবে। শেষে আর একটী টব করিবে, তাহাতে কাদার পরিবর্ত্তে ময়দা,

ভেরেন্দার আটা, বালী ও অভ্র থাকিবে। মৎস্যটী পূর্ব্বোক্ত কর্দ্দম পূর্ণ টব হইতে তুলিয়া এই টবে রাখিবে। কিছুদিন পরে এই টবে উক্ত মৎস্য স্বভাবতঃ যে বমন করিবে এবং যখন সেই বমন শুষ্ক হইয়া টবের গাত্রে লাগিয়া থাকিবে, তখন অনুসন্ধান করিলে তন্মধ্যস্থ গোলাকার পদার্থ অবিকল মুক্তার ন্যায় বিবেচিত হইবে।

ভোজরহস্য।

কুঁজী কে ?

কুঁজী—বৃদ্ধা দাসী। এখন আর সে কাজকর্ম্ম করিতে পারে না, দাসী মহলে সে এখন কর্ত্রী; সকলের উপর সে কর্তৃত্ব করে। কোন কাজ তার উপর হুকুম হইলে কুঁজী তাহা দাসীদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেয়। কুঁজীর মনের আশা বড় বলবতী, সে সামান্য দ্রব্য হইতে ঘসিয়া মাজিয়া ভাল জিনিষ করে—দুপয়সা পাইবার প্রত্যাশায়। রাজবাড়ীর পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি সংযোগ বিয়োগ করিয়া সে তাহা নূতন ভাবে প্রস্তুত করে, বাজারে গোপনে বিক্রয় করিয়া দুপয়সা পাইয়াও থাকে। কুঁজী সে দিন তামা ঘসিয়া পরিষ্কার করিতেছে, ইচ্ছা—ইহা সোনার মত পরিষ্কার হয় কি না একবার দেখিবে। এমন সময় একজন দীর্ঘজটা ভষ্ম-মাখা সন্ন্যাসী দাসীমহলে উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষা তাঁর উপজীবিকা — প্রার্থনা ভিক্ষা, ভিক্ষা-দানের জন্য কুঁজীকে বলিলেন। কুঁজীর স্বভাবটা বুড়া বয়সে যেমন হয় তেমনি উগ্র, সে নাক বাঁকাইয়া বলিল, "কে তোকে এখন ভিক্ষে দিবে ? আমি আপন জ্বালায় বাঁচিনে।" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বলিলেন, "বুঢ়ি হাম্ তোম্‌কো সাব বৎলায়ে দেঙ্গে।" কুঁজী হাতে স্বর্গ পাইল, গোপনে সন্ন্যাসীর নিকট বিবধগুপ্ত বিষয় শিক্ষা করিল, কিন্তু কথাটা গোপনে থাকিল না, প্রকাশ হইয়া পড়িল ! তাহাতে কুঁজীর ক্ষতি হইল না—অচিরে তাহার নাম বিখ্যাত হইল।

ভোজরাজ বিবাহ করিলে এই কুঁজী যৌতুক পাইলেন, ভোজরাজ শ্বশুরপ্রদত্ত যৌতুক প্রত্যাখ্যান করিলেন না, কিন্তু যৌতুকের মূল্যটী মনে ভাবিয়া হাসিলেন, কুঁজীর হৃদয়ে আঘাত লাগিল। একটু শিক্ষা দিবে এই তার সংকল্প। ভোজরাজ গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য শ্বশুরঘর হইতে যাত্রা করিলেন – সঙ্গে কুঁজী। পথিমধ্যে কুঁজী মায়াজাল বিস্তার করিল, ভোজরাজ সম্মুখে দেখেন—ভীষণ মরুভূমি! মরুভূমি কিরূপে পার হইবেন, ভোজবিদ্যায় অসামান্য পারদর্শী ভোজরাজ তাহা অবধারণ করিতে পারিলেন না! কুঁজীর নাম--গুণগ্রাম শুনিয়াছিলেন, কুঁজীর স্মরণ গ্রহণ করিতে বিপদ নিরাকৃত হইল। এইরূপ কখন অকূলসমুদ্র, কখন ঝড়বৃষ্টি, কখন বন, পর্ব্বত, এই সকল দৃশ্য দেখাইয়া কুঁজী বড় প্রতিপত্তি পাইল। ভোজরাজ কুঁজীকে সাদরে গৃহে আনিলেন। পাঠক! কুঁজীর সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, সে সকল কথা আর লেখা হইল না, পরন্তু কুঁজীই ভোজবিদ্যা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, ইহাতে যাহা লিখিত হইল এবং যাহা হইল না, সে সমস্তই কুঁজীর কৌশল!

কাঁচচর্ব্বণ।

একটী ফরাসী বোতল অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া আদার রসে ডুবাইয়া শীতল করিয়া রাখিয়া দিবে। যখন এই কৌতুক প্রদর্শন করিবে তখন এক খানি আদা চর্ব্বণ করিয়া এই বোতলের কিয়দংশ বিশেষ সাবধানে চর্ব্বণ করিলে অনায়াসে চর্ব্বণ করিতে পারা যাইবে। তাহাতে কোন কষ্ট হইবেনা। কিন্তু বিশেষ সাবধান, যেন কোন প্রকারে কাচচূর্ণ উদরস্থ না হয়।

কণ্টক চর্ব্বণ।

নূতন কাঁচা কণ্টিকারীর কাঁটা চর্ব্বণ করিতে হইলে পূর্ব্বে গল্‌ঘসার পাতা চিবাইয়া এই কণ্টিকারীর কাঁটা চর্ব্বণ করিতে কোন কষ্টই হইবে না। কাঁটা মুখের মধ্যে দিবার সময় এইরূপ ধীরে ধীরে মুখের মধ্যে দিবে, যেন কোন রূপে এই কাঁটা মুখের উপরে বা পার্শ্বে আঘাত না লাগে।

শাখা সহিত বাবলার কাঁটা চর্ব্বণ।

কণ্টক চর্ব্বণের পূর্ব্বে জামের পাতা উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া সেই রস এমন ভাবে কুলী করিবে, যেন সেই রস মুখের সর্ব্বত্র উত্তমরূপ লাগে। এই রূপ করিয়া জামের পাতা শাখা সহিত নূতন কাঁচাকণ্টক অনায়াসে চর্ব্বণ করিতে পারা যাইবে তাহাতে কোন কষ্টই হইবেনা।

অগ্নি ভক্ষণ।

সর্ব্ব প্রথমে কৌতুক প্রদর্শনের পূর্ব্বে আকোরকোরা উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবেন, এবং কুলী করিয়া সেই রস মুখের সর্ব্বত্র উত্তম রূপে লাগাইয়া দিবেন। কিয়দংশ বচ মুখের একদিকে এমন ভাবে লুকাইয়া রাখিবেন যে, দর্শকগণ তাহা জানিতে না পারে। এইরূপে বচ চর্ব্বণ করিয়া ভেরেণ্ডা প্রভৃতি কাষ্ঠের অগ্নি মুখের মধ্যে দিবে, ও পূর্ব্বোক্ত রসে নির্ব্বাণ করিবে, এবং সেই কয়লা খানি ফেলিয়ে দিবে, আবার নূতন অগ্নি মুখে দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ব্বাণ করিবে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে করিবে, ইহাতে মুখের কোনস্থান দগ্ধ বা ফোস্কা হইবেনা।

এক বোতল হইতে বিবিধ দ্রব্য দান।

একটি সাদা বড় বোতল হক্কাকদের নিকট হইতে দুইখণ্ড করিয়া কাটিয়া আনিয়া তাহার মধ্যে তদপেক্ষা একটী ছোট বোতলে একটী কুক্কুটের ছোটছানা পুরিয়া বড় বোতলের নিচের অংশ ছোট বোতলের মুখ কর্কদ্বারা উত্তমরূপে আটিয়া দিয়া রাখিবে, পরে উপরের অংশ সংযোগ করিয়া মধ্যে ধীরে ধীরে পোর্ট সুরা ঢালিয়া দিবে। পরে বোতলের কাক আটিয়া দিবে। পূর্ব্বে যে স্থানে পুরিয়া দিয়া আঁটা হইয়াছে, সেই পুটীনের মধ্যে এমনভাবে কয়েকটী ছিদ্র করিবে যে, তাহার মধ্যে অল্প অল্প বায়ু প্রবেশ করিয়া কুক্কুটশাবকটী বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। এইরূপ করিয়া রাখিবে। দুইটী ছোট গ্ল্যাসের মধ্যে এমন ভাবে ভিনিগার লাগাইয়া রাখিবে যে, তাহা দর্শকগণের নয়নগোচর না হয়। আর একটী গ্ল্যাস কংকুফুট নামক দ্রব্য লাগাইয়া রাখিবে। কৌতুক প্রদর্শনের

সময় যে গ্ল্যাসে কংকুক্ফুট লাগান আছে, তাহাতে সর্ব্ব প্রথমে পোর্টসুরা নিক্ষেপ করিবে এবং তাহা দর্শকগণকে খাইতে দিবে। ঐ ঔষধের গুণে পোর্টসুরার কোন গন্ধ কেহ জানিতে পারিবেন না। পরে যে বোতলে ভিনিগার লাগান আছে তাহাতে পুনরায় অবশিষ্ট পোর্টের কিয়দংশ ঢালিয়া দিলেই দুগ্ধের মত দেখাইবে। শেষে আর একটী গ্ল্যাসে প্রকৃত পোর্ট যাহা বোতলে এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাই ঢালিয়া দর্শকগণকে প্রদান করিবে, এবং যখন তাহার ঐ পোর্টের প্রতি সকলে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন, সেই অবসরে কৌশলে বোতলটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কুক্কুট সাবকটী বাহির হইবে! দর্শকগণ অত্যাশ্চর্য্য কৌতুক দর্শনে বিমোহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সম্পূর্ণ।

সিদ্ধ তন্ত্রমন্ত্র।

কামরূপ পর্য্যটক জনৈক উদাসীন কর্ত্তৃক
সংগৃহীত।

কলিকাতা, গরাণহাটা হইতে
শ্রীঅধর চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

১৫

কলিকাতা,

মাণিকতলা ষ্ট্রীট—২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন
নূতন বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীউদয়চরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ৵৹ দুই আনা মাত্র।

সিদ্ধ তন্ত্রমন্ত্র।

আত্মসাবধান।

মন্ত্র দ্বারা কোন কার্য্য করিতে হইলে অগ্রে আত্মসাবধান হওয়া উচিত। অনেক ওঝা আত্মসাবধান না হইয়া অনেক স্থানে বিপদগ্রস্থ হন। এই নিমিত্ত অগ্রে আত্মসাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নিম্ন লিখিত মন্ত্র তিনবার পাঠ ও তিনবার বক্ষে ফুৎকার দিয়া গৃহের বাহির হইলে কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে না।

আস্তলবং কোরাণ বারিফট্‌কে তেরা বদ্‌নাল।
ঘণ্টে যাওগে ঘণ্টে আওগে, লৌহকা স্তম্ভেকা খুঁটী
সুবর্ণকা তীর বন্দ খোদা ছেলাম পেকেম্বর।
লা ইলাহি ইল্লেল লা মহম্মদে রসুল এল্লা।

প্রকান্তর আত্মরক্ষা।

নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী তিনবার পাঠ করিয়া তিনবার বক্ষে ফুৎকার দিলে, ওঝার ভয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

কোথায় চলিয়ে যাই করিয়ে পয়াণ। আপনি সারিয়ে যাই হইয়ে সাবধান।
পিট্‌ পিট্‌ পদ সারি, আর সারি মুখ। নাক্ কান্ চোক্ সারি, আর সারি বুক্।
সর্ব্বাঙ্গ সারিয়ে যাই মা মনসার বরে।
লক্ষ লক্ষ বাণে আমার কি করিতে পারে॥

আকোড় দৃষ্টে নিষ্ঠের ঘা তব স্মরণে ঘা নেই ফোটে অমুকের গায়, সাজা আসি হাজার পর প্যাকম্বরকি তুলে দিনু অমুকের গায়, অমুকের রক্ষে, কর্‌বে কামরূপের কামিক্ষ্যে হাড়ির ঝি চণ্ডি কালিকা মা।

হাত চালা ।

গৃহে সর্প আছে কিনা, সর্পে দংশন করিলে বিষ হইয়াছে কি না ; এই সমস্ত জানিবার জন্য হাত চালিয়া দেখা আবশ্যক।

কাল কালকাসিন্দার সিকড় (অমারজনীতে তুলিয়া রাখিতে হয়, ওঝা মাত্রেরই তুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য।) অঙ্গুলের মধ্যে রাখিয়া ভূমিতে হস্ত পাতিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী ক্রমান্বয়ে পাঠ করিয়া ভূমিতল স্থিত হস্তে ফুৎকার দিবেন।

জেলালা তেলা পাতিয়ালা সিস। দৃষ্টে উঠিল কালকুট বিষ॥ ;
ক্ষৌর নাঙ্গল কাঞ্চন বিষ। তাং উঠে কাঞ্চনের বিষ॥
অসময় পরীরায় স্মরণ নিল আই, পদ্মার আই পদ্মা উড়ি আয়।
দুর্ব্বা পাতে হাত চালায়, জোর বিষ তোর পায়!
চল্ চল্ হাত চল্। চাওঁ মন্ত্রী বিষর বল্। বোলা হাত উজান ধাই।
আচলীর বিষ গাওত পাই॥ হাত চলী বিষত পর। পদ্মার আজ্ঞা নেতুর বর॥
গুরুর আজ্ঞা মোর মন্ত্রে গুচি যায়। জরৎকারুর বধ লাগে গোহানীর পায়॥

ক্রমান্বয়ে এই মন্ত্রটী পাঠ করিবে আর হস্তের উপর ফুৎকার দিবে। দ্রব্য যে স্থানে আছে, হাত সেই খানে উপস্থিত হইবে, সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে।

আচল চালম্ সুচাল চালম্ চালোম গোক্ষনাথ। পাতালের বাসকী চালাম্ চালম্ অমুকের হাত, যদি অমুকের অঙ্গে না কর ভর। শীঘ্র করিয়া না চলষ্ হাত। তবে তোমার ডাকিনী যোগিনীর মাথা খাস্ বাং বিং আং স্বাহা।

বিষ ঝাড়া ।

সর্পে দংশন করিলে ওঝা শুনিবামাত্র স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের একটী কোনে গাঁট দিবে আর একবার নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিবে। তিনবার পাঠ আর তিনটী গাঁট দিবে। তৎপরে যে স্থানে গাঁট দেওয়া হইয়াছে, সেই স্থান রিতিমত কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে যেস্থান পর্য্যন্ত উঠিয়াছে সেই স্থানে হইতে বিষ আর উঠিবে না।

বিচল তাঁতির আচল গাথ্‌নী আচল করি হাতে।
রক্ষা বগা কৌলা সপর বিষ থুইলো তাথে॥
সাপ না হয় সাপিনী হোক্‌ দে কালির ঘরণী।
লগৎ নৈ আহুক দেচুন ঘৈনাক্‌ আপুনি॥
সাপ হোক্‌ সাপীনি হোক্‌ থাক্‌ দেচুন ফালে।
মোৎ বিষ তোৎ থাকি বন্ধ্যা থাক আচলে॥
(অমুকের) গাওর বিষ ভাটির পেরা উজানী করা ধাই।
বধ লাগে আই মনসার পরি আস্তিক ককাই॥

অন্য প্রকার বিষ ঝাড়া।

এই নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া, দংশন স্থানে ফুৎকার দিবে। যতক্ষণ না বিষ নষ্ট হয়, ততক্ষণ ঝাড়িবে।

এলে খেটে কেউটে। আয় বিষ নেউটে॥ তুই খেলি যা, মুই পুচ্‌নু তা।
তোর বিষ নাই মোর নাথির ঘা॥ নেই বিষ (অমুকের) গায়।
কার আজ্ঞে দেবী মন সার আজ্ঞে॥

প্রকারান্তর।

নেতু ধোপানি কাপড় কাচে মন পবনের ক্ষারে।
বেটী মারা ছেলে জেন্তে করে ছেলে মারে॥
খানিক আছাড়ে খানিক পাছাড়ে খানিক দেয় শিশ।
চলরে পুতো ঘরে যাই হলো নির্বিষ॥
নেতু ধোপানির গির মাটী। খিচ দিয়ে পথালে ধুতি॥
শাকা নাড়ে পাকা নড়ে। নিঝরে বিষ মরে॥ নেই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।

বশীকরণ।

অমাবশ্যা রজনীতে শ্বেত আকন্দের সিকড় তুলিয়া গোরোচনার সহিত পেষণ করত কপালে যাহার নাম করিয়া তিলক করিবে, সে তিন দিবসের মধ্যে তিলকধারীর জন্য পাগল হইবে।

পোড়ার জল পড়া।

অগ্নিতে পুড়িয়া গেলে এক ঘটি জল লইয়া শূন্যে ধারণ করিয়া তিন-বার নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী পাঠ করত তিনবার ফু দিবে। পরে দগ্ধ স্থানে ঐ জল দুই তিনবার লাগাইলে তৎক্ষণাৎ ভাল হইবে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তিনে মিলে দিলেন বর,
তিনের আজ্ঞে অমুকের অঙ্গের, পোড়া ঘা হলো জল, হলো জল২॥

সুপ্রসবার্থ কবচ।

প্রসব বেদনায় স্ত্রীলোকের সময় ২ জীবনান্ত হয়। এমন যন্ত্রণা আর নাই, সেই কষ্ট নিবারণার্থে নিম্ন প্রকরণটী লেখা হইল।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, তৎদণ্ডে লালঅক্ষরে ভুর্জপত্রে নিম্ন রূপ কবচ লিখিয়া গলদেশে ধারণ করিলে তৎক্ষণাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে।
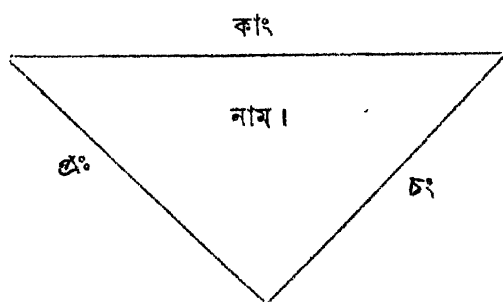
বিচ্ছেদ সম্পাদক কবচ।

এই কবচ আল্‌তা দ্বারা লিখিয়া ধারণ করাইলে, বিচ্ছেদ সম্পাদিত

ষ	তে	ষ্টি
কাঃ	ক্ষ মঃ বেঃ	তা
পে	না	চ

তান্ত্রিক কবচ।

মিলন যন্ত্র ॥
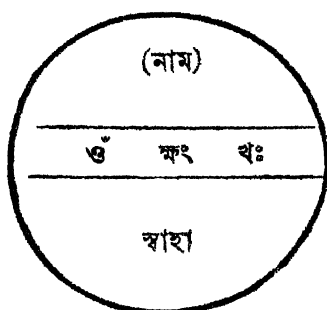
অলক্তকেন ইদং যন্ত্র ভূর্জ্জে লিখিত্বা ভুজে বা কণ্ঠে ধারয়েৎ।

এই যন্ত্র আল্তায় লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে বিচ্ছেদ মিলন হয়

সম্পূর্ণ।

দু—পিট—সাদা।

হাঁসির হর্‌রা,—আনন্দের ফোয়ারা
ক্রোধের উদ্দীপক,—শান্তির জনক
দর্শনে পরিহাস, ক্রেতার সর্ব্বনাশ
বিজ্ঞাপনের চটক
এই গ্রন্থখানি
না মিষ্টি
না ট
ক

"সংগ্রাহক শ্রীবোকারাম"

১৩

কলিকাতা,
১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য—অমূল্য

দু—পিঠ—সাদা ।

—— •০• ——

অনুশোচনা ।

৪

দু-পিঠ—সাদা

এমেন্‌ বা এইখানেই শেষ।

প্রকাশকের জবানি।—এই বৃহৎ সসার গ্রন্থখানি অসার কথায় পূর্ণ
করা হয় নাই। পাঠক! তা স্ব-চক্ষেই দেখুন।
"দুষ্ট এঁড়ে অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল।"
আমরা এই নীতির পরিপোষক।

সমাজ রহস্য

অদ্ভুত কাণ্ড!

কমলাকান্তাগ্রজঃ পঞ্চাননোজ্যেষ্ঠঃ
বিদ্যানন্দোপাধিক্
শ্রীকারমান্ প্রসাদ চণ্ডুসেবকেন
প্রণীতা উদ্ভাবিতা চ।

১৭

কলিকাতা,
১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ যন্ত্রে
শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

সমাজ রহস্য।

গোড়ার কথা।

পঞ্চারামের জীবনী।

নিজের পরিচয়টা দিয়ে আসরে অবিস্কৃত হওয়াই যুক্তিসংযুক্ত। আমার নাম ধীমান পঞ্চারাম দেবশর্ম্মণং। কৃষ্ণের শতনামের ন্যায় আমারও অনেকগুলি নাম ছিল, যথা—পঞ্চারাম, কুড়রাম, কাটিরাম, ষষ্ঠিরাম, রামে রামে ধুল পরিমাণ, ভুলো, কেলো নেচো ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিত প্রত্যহ কত নাম হইত, কত নাম যাইত। যে, যে নামে ডাকিয়া সন্তুষ্ট, আমি তাতেই খুসি। গ্রমের কতিপয় অর্ব্বাচিন আমাকে লাঙ্গুল দান করিয়াছিল, কিন্তু আমি সেই লোভনীয় লোমশূন্য লাঙ্গুল ধারণ করিতে নিতান্ত নারাজ, চিরকাল লাঙ্গুল হীন থাকিব, তথাপি লোমশূন্য লাঙ্গুল (বাবু বুঝি ?) ধারণ করিব না, এই আমার দৃঢ়পণ। আমার জীবনী বড়ই কহিনীময়! আমি "ভূত" হইলে নিশ্চয়ই কোন মহাত্মা আমার ঘটনাময়—কল্পনাময়—শূন্যময় আরও কত কি ময় "জীবনচরিত" লিখিয়া কৃতার্থ ও সাহিত্যগগনে উড়িতে পারিবেন, সে বিষয় অত্র সন্দেহ নাস্তিঃ।

আমি পিতা মাতার নাম জানি না। শুনিতে পাই, পেগম্বরপুরের শ্রীমত্যা বৃন্দাদূতি গঙ্গাস্নানে গিয়া এই "হারণো মাণিক" কুড়াইয়া পান। সেই হইতে আমি উক্ত শ্রীমত্যার নিকট লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত ও সাম্বিত হইয়া আসিতেছি। গ্রামে এক খণ্ড পাঠশালা হইবায়, খেলারাম খুড়া স্বদিয় প্রাণপ্রিয়তমা ভগ্নিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কারুণ্যস্বরে কহিলেন "ভগ্নি! পঞ্চারামের বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত দরকার, অতএব আমার মনোরথ পূর্ণ কর।" বৃন্দা গদ-

লম্বিকৃতবাসে অঞ্জলীবন্ধন পূর্ব্বক সকাতরে কহিল "ভগবন্! আপনার আজ্ঞা কে উত্তির্ণ কর্ত্তে পারে ?" আমি পাঠশালায় গমনে আদিষ্ট ও যথাক্রমে ৩ মাসে "ক---থ" ৬ মাসে "ক্ক - ক্ষ" বৎসরে শতকিয়া ও যুগ্মবৎসরে তিন শত বিদ্যাসাগরকে মাটি করিলাম। বিদ্যালোকে স্বিয়দেহ ত দূরের কথা ঘর দ্বার পর্য্যন্ত আলোকিত হইল। ৭। ৮ বৎসরে আমি একজন সর্দ্দার পড়ুয়া হইলাম। সন্তানগণ প্রহারে প্রহারে বেত্রজীর্ণ হইয়া গেল। সকলে শ্রীযুতের "হুকুম" প্রার্থী। আমি ত একটী ক্ষুদ্র ন—বাব। বয়স হইয়াছে, আর পাঠশালে যাওয়াটা ভাল দেখায় না, এদিকে বৃন্দাও ছাড়িবার পাত্রিনী নহে, মনে মনে পাঠশালার মস্তক ভক্ষণে কৃতনিশ্চিৎ হইয়া সেই বিষয় 'এন্থাম' করিতে লাগিলাম। একদা কৃতান্তমিব দ্বিতীয়মটক্তং গুরু মহাশয় অপক বংশ পুত্রহস্ত হইয়া "মহলা" লইবার মৎপ্রতি আদেশ করিলেন "ভুলো-ও-ও-ও অচেতন পদার্থ কিরে এ এ এ ?" আমি ভাবিয়া পাইলাল না, অনেক চিন্তা, অনেক সাধ্য, অনেক সাধনা করিয়া জ্ঞানচক্ষু চিৎকার পূর্ব্বক চাহিয়া কহিলাম "আজ্ঞা—ঘুমানর নাম অচেতন।" স্বশব্দে সেই লোলায়িত বেত্র বারম্বার আমার পৃষ্ঠচুম্বন করিয়া যাতনার মোহিনীশক্তি উপলব্ধি করাইল। অবোধচক্ষু কোথা হইতে আমার বিনানুমতিতে বারিবর্ষণ করিল। আমি ধাঁ করিয়া পুস্তককখানি বাম কুক্ষীতলগত করিয়া এবং একটী সুপরিচ্ছন্ন ৮২৷৷৶১০ ওজনে চপেটাঘাত গুরুজীর বাম গণ্ডে রক্ষা করিয়া তথা হইতে নিক্রান্ত হইলাম। যবনিকা পতিত হইল।

বিদ্যা আমার সেই পর্য্যন্ত। গৃহে প্রবেশ করিয়া মনে মনে সুস্থির করিলাম "বৈ" লিখিব, কিন্তু লিখিব কি ? এক মাস অগাধ চিন্তায় স্থির করিলাম যখন যাহা দেখিব তখনি তাহা লিখিব। পাঠক! আমি যে কি দরের লেখক, তা এই ভাষায়—জোর উপমায়—ঘোর বিষয়ের কোর দেখিয়াই জ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, অলমতি বিস্তরেণ। তদ্দণ্ডে একখানি নোট বই, একটী শীষের প্রেমশীল কার্মাজস্থ হইল। মস্তকের কেশজাল সরু মোটা করিয়া ছাটা হইল—একটী শিথিঁ মাতার উপর শোভা পাইল।

অনেক দিনের সমবেত পরিশ্রমে নোটবুক পূর্ণ হইল, কিন্তু গ্রন্থকারগণের নিদারুণ দুর্দ্দশা দর্শনে ছাপাইবার ভরশা ত্যাগ করিলাম। নোট বহি বঙ্গ

দরিয়ায় পাণিতে ফেঁকিব, তথাপি ছাপাখানার খোসামদ করিব না। মনে বড় কষ্ট হইল, হায়! হায়!! হায়!!! এমন উপকারী, হীতকারী, সরকারী, আপ্‌কারী এমন কারিকরি করা গ্রন্থ, সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে রহিল? বহু-যত্ন বিন্যস্থ সেই "নোটবহি বা এয়ারদস্ত" রজনীতে পকেটেই থাকিত, ঘুমা-ইয়া ঘুমাইয়া কাঁদিতাম।

প্রিয়বন্ধু দীর্ঘকর্ণ আমাকে বারম্বার পুস্তক প্রচারে অনুরোধ করিলেন, আমি আর থাকিতে পারিলাম না। এই পোড়া প্রাণ যে পরের তরে— কাঁদে গো?

প্রথম ছড়া।

১ম রম্ভা।

যুবতী বিদ্যালয়।

একদা আমি গর্দ্দভজাতির উন্নতিবিধান কল্পে কল্পনা করিতে করিতে বীদন ষ্ট্রীট দিয়া চলিয়াছি। দেহরথে শ্রীচরণ অশ্ব যুতিয়া কল্পনা রাস ধরিয়া আছি। চিন্তাবাতাসে রাস সুথ হওয়ায় চরণরাজ আমাকে অন্যত্র উপস্থা-পিত করিল, দেখিলাম পথিপার্শ্বে এক রাক্ষসী সৌধ, যুবতী ও ভবিষ্যযুবতীতে পূর্ণ,সকলের হস্তেই কেতাব। এতগুলি সরস্বতী ওছ। সরস্বতী দর্শনে বুঝিলাম, গতিক তেমন সুবিধা জনক নহে। দেখিতে সাধ গেল,সাহস বাল্যকাল হইতেই প্রবল—প্রবেশ করিলাম. দেখিলাম পুরুষও আছেন। সুভদ্রশিক্ষক আমাকে আসন দিলেন, আমি "শ্রীযুৎ" ভাবে বসিলাম! পণ্ডিত পড়াইতেছেন "রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা আমার নিতান্ত বাসনা" ছাত্রি কহিল "যৌবরাজ্য কি?" পণ্ডিত "যে রাজ্যের রাজা যুবা।" ছাত্রি "যুবা কি?" পণ্ডিত "ইন্দ্রিয় সমূহের স্ফূরণই যুবত্বের লক্ষণ" ছাত্রি "আমি তবে যুবা?" পণ্ডিত "না" ছাত্রি "কেন না" পণ্ডিত "রিপু সকল প্রকৃতিস্ফূরিত হইলে যুবা হয়।" "ছাত্রি "রিপু আবার কি?" পণ্ডিত "এই কাম ক্রোধ—"ছাত্রি "কাম কি? পণ্ডিতের পোর রগ থামিল, চক্ষু কর্ণ দিয়া তাড়িত প্রবাহ বহিল, ভাবিয়া

চিন্তিয়া কহিলেন "ওঁ—ওঁ—ইঁ ওসব কথা থাক।" ছাত্রি তর্ক চুড়ামণিনী, কহিল "কেন থাকিবে? কাম কি?" পণ্ডিত 'সন্তান জননের—এই" ছাত্রি "আমার কি সন্তান হইবার সময় হইয়াছে?" পণ্ডিত বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "মা! বিবাহ হইলে এত দিন হইত!' এদিকে ছুটির ঘণ্টা বাজিল পণ্ডিতও "ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। আমিও দৃষ্টবিষয়ের সহিত পণ্ডিতের অদৃষ্ট ভাবিতে ভাবিতে নীড়াভিমুখে ধাবিত হইলাম।

প্রথম ছড়া।

২য় রস্তা।

ঠ্যাঙাধর কাঠুরের বক্তাম

বা

হিন্দুধর্ম্ম খাড়া করা।

একদা মেছুয়াবাজারের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছি, দেখি একজন উড়ে দাতাকর্ণ সাজিয়া মুক্তহস্তে মুদ্রিতলিপি বিতরণ করিতেছে. আমিও তার আতিথ্য স্বীকার করিলাম, সে কাগজ দ্বারা আমার সৎকার করিল। পড়িয়া দেখি, লিখিত রহিয়াছে "অদ্য ৫ ঘণ্টার সময়ে হালটৌনে শ্রীমান ঠ্যাঙাবর মহাশয়ের বক্তাম হইবে।" বক্তাম শ্রবণে ইচ্ছা হইল, চলিলাম। দেখিলাম কলসী পিঁড়ির উপর একটী সটিক সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত মানবদেহ একপাটাগাত্র হইয়া দণ্ডায়মান, বুঝিলাম—ইনিই—তিনি। ডং ডং ঘড়ি বাজিল, বক্তাম সুরু হইল, আমি নোটবুকে কোপি করিতে লাগিলাম! যথা;—

এই সভা. নব্য. ভব্য, দিব্য, কব্য, হব্য সভ্যদ্বারা কলকলিত, এমন স্থলে কিছু বলা নিতান্ত বালকতা—যেন ঢাকের কাছে টেম্‌টেমি-তবু কিছু বলি। (করতালি) হিন্দুধর্ম্ম একটা দিগ্গজ বটবৃক্ষ। জগতে যত ধর্ম্ম আছে, সব ডাল, সম্পূর্ণ বৃক্ষ বাঙ্গালা ভিন্ন সম্ভবে না—না না। (কঃ তাঃ) অগ্রবর্ত্তি হিন্দু পিতাগণ এই মহাবৃক্ষকে আহার করিয়া আসিতেছেন। কত পুণ্য জল ঢালিতেন,

কত নৈবেদ্য নিড়ানে নিড়াইতেন, তখন গাছ ও খাড়াছিল, কিন্তু এখন আর তা নাই, সুজোর ঝাঙ্কঝড়িতে সে' গাছ এখন কাৎ। (কঃ তাঃ) আইস বন্ধুগণ! আমরা পাঁটারূপ বাঁশ লইয়া প্রতিমারূপ দড়ি (বিষ্ণু)—হাইড়রূপ লড়া লইয়া পৈত্রিক ভোগদখলি সিদ্ধ নিকুর গাছ খাড়া করি। (কঃ তাঃ)

বক্তার বক্তৃতা শেষ হইল। সভাস্থগণ মাজায় রুমাল বাঁধিয়া, সার্টের কপ্ গুটাইয়া ছুটিল। ঠ্যাঙাধর মুল সেপাই, কহিল "এরে ভাই হামেরা..." সকলে 'হেঁই-ও।' হরি হরি বল—ধর্ম্ম গাছ খাড়া হইল। মনের বাসনা পুরিল সকলে গৃহে গিয়া পরিশ্রম জানিত ক্লেশ নিদ্রায় নিবারণ করিলেন। আমিও এই নদণ্ডে নাবল্লিকদিগের চরিত্র সমালোচন করিতে করিতে নিদ্রা গেলা

প্রথম ছড়া।

৩য় রস্তা।

কসাই খানা।

কোন পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে যাওয়া হইয়াছিল। শুন্‌লেম, দুই চারি দিনেই তথাকার কোন ব্রাহ্মণ বাটীতে "কসাই খানার মহোৎসব হইবে।" শুনিয়া বড় কৌতুহল জন্মিল। ব্রাহ্মণ বাড়ি—কসাই খানা—আবার তার উৎসব। ব্যাপারটা কি জানিতে বড় ইচ্ছা জন্মিল। সে কয়েক দিন তথায় অপে' ৷ করিলাম।

ক্রমে শুভদিন আসিল। বাদ্য বাজিল, আত্মীয় স্বজন সমাগত হইয়া একটী সভা করিলেন। একটী ক্ষুদ্রমূর্ত্তি সেই উৎসবে উৎসর্গিকৃত হইবে। মুর্ত্তিটী রক্তবস্ত্রে রঞ্জিত—নাসিকায় শ্বেতবর্ণ পদার্থবিশেষ তরঙ্গিনীর ন্যায় প্রবাহিত। অগ্রে মুল্য অবধারণ—পরে উৎসর্গ। মুল্য অবধারিত হইল, একটী শিক্ষিত যুবা ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু রজতের অসচ্ছলতা প্রযুক্ত তিনি সেই অমূল্যরত্ন খরিদ করিতে পারিলেন না, একটী অশিতি বৎসরের বৃদ্ধ, সহস্রমুদ্রা মুল্যে সেই নিধি ক্রয় করিলেন। আত্মিয়গণ আনন্দিত,

সকলে চোব্য, চুশ্য, লেহ্য, পেয়,কাঁচা,পাকা ও ডাঁসা আহার করিলেন। সেই ক্ষুদ্র পণ্টকী ফলটী বৃদ্ধের চরণে অধিকারী কর্ত্তৃক উৎসর্গিকৃত হইল। একজন মুর্খ তথায় বসিয়াছিল, বলিল ৫২॥০ টাকা হিসাবে সের পড়িয়াছে। আমি নির্ব্বাক—নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্।

প্রথম ছড়া।

৪র্থ রম্ভা।

চার পেয়ে মনুষ।

একদা রামনগরাধিপতি মহামানা মহামনা মহাধনা মহারাজ শ্রীমৎ শাক্য সিংহ বাহাদুর প্রধানমন্ত্রি ভগবান শ্বেতকেতুকে সম্বোধন পূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন যে, "সপ্তাহ মধ্যে একটী চতুষ্পাদ মানব প্রয়োজন। অতএব আজ্ঞা প্রতিপালন কর।" মন্ত্রি করপুটে নিবেদিল "দেব! এ অতি অসম্ভব কথা, দ্বিপদ কখন চতুষ্পাদ হয়?" মহারাজ জবাকুসুমসংকাশং হইয়া কহিলেন "দুরাচার, আমার বাক্যে ব্যভিচার? পুরষ্কারের সমাচার সবাকার নিকট জ্ঞাপন কর।" আজ্ঞা প্রচারিত হইল। চারপেয়ে মানুষের অবিষ্কারার্থ চতুর্দ্দিকে লোক দৌড়িল। কয়েক দিবস পরে সহর হইতে এক জন মানুষ চারপেয়ের অবিষ্কার করিয়া রাজসমাজে উপস্থাপিত করিল। মহারাজ কহিলেন "কৈ হে? এর চার পা কৈ?" ভৃত্য কহিল "আজ্ঞা যে দুটী পদ আপনি দেখিতেছেন ওদুটী ঈশ্বর দত্ত, আর মুসলমান দত্তপদ" "নবাব ও রাজ পুরুষ দত্ত পদ " C. E. I. " এই চারিটী পদ।"

জয়েজয় কহিলেন, মহারাজ! এই পদদ্বয় গ্রহণার্থ ইহার লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। মহারাজ হৃষ্টচিত্তে এই চতুষ্পাদ মানবকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া প্রমোদকাননে রক্ষা করিলেন, এবং আবিষ্কারকর্ত্তাকে পুরস্কৃত করিলেন।

দ্বিতীয় ছড়া

কাঁচা-কলা।

বিয়ে না নিকে?

বিদ্যারত্ন ও মেঃ মণিন্দ্রমোহন।

মণি। বুঝেছেন, বিদ্যারত্ন মশায়! বিবাহ টা হচ্ছে মস্তকথা, Real Love না হলে ভালই হয় না।

বিদ্যা। লোভ না হলে হয় না, তা বটেই ত।

মণি। লোভ নয়, Love Love. ভাবুন Match টা Equal না হলে সে টা কেমনতর হয়।

বিদ্যা। বাপু! তা আর বোল্‌তে! দেখ, বিধবা হ'লে মাচ টাচ মোটেই খেতে পায় না।

মণি। আপনি বুঝতে পাচ্চেন না, ভাল বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আপনার Opinion কি?

বিদ্যা। বিধবা বিবাহ? উপিন? প্রাণ থাকৃতে কথন কর্ব্বেনা, তা বেশ জানি।

মণি। তা বলছিনা, আপনি আমার কোন কথাই বুঝতে পারেন না, আপনার Comte পড়া আছে?

বিদ্যা। কি বল? ওটা কোম্‌থ্‌ নয়, কৌথুমীশাখী, আমার অধিত বিষয়।

মণি। আমি আপনার Perdon beg করি।

বিদ্যা। এঁ—

মণি। কোন Nonesence আপনাকে বিদ্যারত্ন Title দিয়েছিল? আপনি, বিধবা বিবাহ কত্তে চান্‌?

বিদ্যা। রাম! রাম! বিধবার বিবাহ? সেটা বিয়ে নয়—নিকে!

মণি। Sorrowful! Sorrowful! এসব Old fellow রা না গেলে কোন সৎকার্য্যে Successful হবার সম্ভাবনা নাই।

বিদ্যা। সকের ফুলই দেও আর শুয়োর ফুলই হও—সবই উল্টো ফল হবে।

রুচ্যাইন। *

রামমোহনের নোট বুকের ফুট নোট হইতে

হেতুবাদ—

নিম্নলিখিত ধারা সমুহ চেয়ারাধিষ্টিত শ্রীমৎ খাম্বাজেশ্বরের অনুমতি মতে সুরুচিনগরে আগমী ১০২ সালের ৩৩ সেতম্বর মোতাবেক ৯৯ সালের ৯৩ সে কার্ত্তিক হইতে খাটিবে।

বর্জ্জিত বিধি।

ক। অপ্রকাশ্যে, উহুঁ বলিলে, রজনীযোগে উক্ত ধারার বিধান লঙ্ঘিত হইলে তাহা অজ্ঞানকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

খ। কোন বিশেষ কারণে উক্ত অজ্ঞানতা প্রমাণিত হইলে উক্ত বিধানের দণ্ড লাঘব হইতে পারিবে।

গ। সপক্ষের যে কোন কারণ "বিশেষ" বলিয়া গণিত হইবে।

১—(ঘ)। "বিশেষ কারণে" দণ্ড হইবে না। (২) অজ্ঞানকৃতহেতু স্ত্রীয় নামে লইবেল হইবে না।

ঙ। ঔষধার্থে কোন "জলীয় ঔষধ" কি "বিটিকা" সেবিত হইয়া উক্ত বিধানের অন্যথা করা যাইতে পারে। তাহার প্রমাণ লাগেনা।

আর আর ধারার নোটে লেখা হইবে।

ধারা।

১। পুরুষ পক্ষের কোন অবৈধ জনতা গ্রাহ্যযোগ্য নহে, যতক্ষণ রমণী তাদের পশ্চাতে না থাকেন।

২। "গুপ্ত" কোন বিষয় পুরুষে করিলে স্ত্রী যদি তাহার বিপক্ষ সমর্থণ না করেন, তবে দণ্ড পাইবে না।

*যেহেতু এই আইনের কিয়দংশ শ্রীমান পঞ্চানন্দ চুরী করিবায় তাহাকে কাণ মলিয়া দিয়াছি, খোদ নিতান্ত "সুভ্রাতৃবৎসল হায়, বিদিত জগতে" বলিয়া অন্য সাস্তির বিধান করিলাম না।

খোদ পঞ্চারাম।

৩। বেআইনি কাজ, বঞ্চনা, পুলিষের ঝোলা, মন্দিরের মধ্যে বসিয়া কোন ললনায় আশক্তি বা নয়নদৃষ্টি, কোন খাদ্য দ্রব্য (উষ্ণ এবং মেদবিবর্দ্ধক, ইহা আইনে লেখনা), আহার তাহা করিলে, করিতে অনুমোদন করিলে বা করিব বলিলে সুরুচীর প্রাচীর পার করিয়া দেওয়া হইবে।

৪। কোন বন্ধন (যাহা, দড়িবন্ধন, সিকল বন্ধন, এবং সমনবন্ধন হইতেও দৃঢ়) শিথিল করায় ভার রমণীর উপর, তাতে পুরুষের ওঁহু বলিবার যো নাই। তাহার প্রায়শ্চিত্ত—ধনাগারের কিঞ্চিত আনুকূল্য।

৫। সকলেই এই আইনের দাস, দাসখত লিখিত পঠিত ও রেজিষ্টরী আচার্য্যের উপর ভার। ক্রমশঃ—হেতু (অ—স্থান)

সার! সার!! সার!!!

অবরোধনাশিনী সভা।

অনুষ্ঠান পত্র ও কার্য্য বিবরণী।

সভাই সভ্যগণের প্রধান অবলম্বন, সভা ভিন্ন মুখ ফুটে না, গলা মিষ্টি হয় না, পইণ্টস্ ব্রেণে জমে না, সুতরাং অপরন্তু কিং ভবিষ্যতি কিছুই হয় না। অতএব সভার আবশ্যকতা আমি প্রাণে প্রাণে কায়মনে সযতনে উপলব্ধি করিয়াছি। বৃদ্ধ—যাহারা আমাদিগের কার্য্যে প্রতিবাদ বা হাস্য করে, যাহাদিগের ভূরিভাগ মুর্খ; মিল, স্পেনসর, কোমৎ, বেনথাম্ চুলোয় যাক্ যাহারা পাতঞ্জলদর্শন খানা দেখে নাই, নবনারী খানা পড়ে নাই, তারা আমাদিগের কার্য্যে কেনই বা যোগদান করিবে? আর যোগ দান করিলেই বা আমরা তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিব কেন? তাদের দরখাস্তের ডগায় লাল কালিতে লিখিয়া দিব "Can not be granted" ভাল কথা—আজ কাল আমার বিশ্বাস, আমারই বা কেন হোল ইণ্ডিয়ার ইয়ংবেঙ্গল অবশ্য Feel করে যে, সোসিয়াল ইমপ্রুভ না হলে আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? রমণী গণ—যুবতীভগ্নিগণ তাহারা গৃহের একপার্শ্বে প্রাচির দেওয়া ঘরের মধ্যে

একাকিনী ধনিনীগণ বিরষবদনী বন্দিনী হয়ে কালযাপন কর্ব্বে, তাআমার প্রাণে কথনই সইবে না? আমার কর্ণ বধির হোক, চক্ষু অন্ধ হোক, জিহ্বার কথা কয়ে কাজ নাই, কানের লেড্ পেনশিল পড়ে যাগ, তুলোর আতর শুকিয়ে যাগ, এমন কি আমার নোট বই যদি থরোচেঞ্জ কত্তে হয়, তাও রাজি, কিন্তু রমণীর আর্ত্তনাদ আর সহ্য হয় না। বঙ্গবাসি! প্রিয় ভাই! ঐ শোন, কাণ পাতিয়া শোন, রমণীগণের নিঃশব্দ যন্ত্রনার কি কামনন্দি শব্দ। প্রাণ যায় ভ্রাতাগণ অগ্রসর হও, গেল সবগেল, ভারত ছারখার হল। রমণি! তুমি পুরুষপ্রসবিনী, পুরুষ পালিনী, চাণক্য পিতাকে সন্তানের লালয়েৎ তাড়য়েৎ ও মিত্রবদাচরেৎ কত্তে বলেছেন সেটা ভুল, রমনীই সেই অনন্তগুণপুঞ্জদায়িনী। ৫ বৎসর পর্যান্ত লালন পালন, ১৩। ১৪ পর্য্যন্ত লেখা পড়া—তাড়না, এবং যেই প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষ অমনি মিত্রবৎ। আহা রমণি! কে তুমি মা, কিন্তু কেমন পাগল মন কি বলিতেছিলাম ভুলিয়া গেলাম, রমণি! ঈঙ্গবঙ্গবাসী তথা বঙ্গযুবকের হৃদয়ের ধন, দেহের শোণিত হুঁকোর কল্কে, শীতের লেপ, পাশের * * *, জামার বোতাম সবই সব, অতএব বল ভাই কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই রমনী!—(স্বয়ং করতালী দান)।

পূর্ব্বকালে রমণী স্বাধিনা ছিল। সীতা সভামধ্যে রামের বামে বসিতেন, সাবিত্রী সত্যবানের সহিত কাট কাটীতে গিয়াছিলেন; এই সেই দিন বিদ্যা পন করিয়া কতরাজপুত্রের কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দিল, আরও কি উদাহরণ দিতে হইবে? এই সামান্য কথাটী কি আরও উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে? ভাই সকল আইস! আমরা পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা কারী।

J. Detta. M. P.

খোদ পেঁচোর মকুসো।

তে ভাষী।

মদনদহনবানে দিল মেরা খাক্ হোতা হায়,
কুসুম সময়কালে Not here my dear friend,

কুচযুগমগতুল্যং বই কেমন মিলায় সৎ।
খলু গুরুজনবাক্যং কাণনে সব জেয়ার জং॥

দো ভাষী।

ধাতাসৌ যদি লভ্যতে দৃঢ় করি হাতে গলে বাঁধিব;
অগ্রে মুষ্টি নিপাতনাৎ তার পরে দুই চারিটি—কহিব।
সর্ব্বে সন্তি সুখান্বিতা—আমি কেন দুঃখে মরি—বলরে;
ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্ম-ফলং তবে কেন বেটা সে কর্ম্ম—করালিরে।

তে ভাষী।

অলিতু নলিনী পত্রে আপ্‌জবানে গুজারা,
বিকসিত চ্যুত পত্রে কোকিলা বি ফুকারা।
ইতি বদতি পাঠামে জঙ্গলেমে বেয়ারা,
পতিরহো দূর দেশে ব্রজ্ঞ পুরা হামারা।

চাচার চাল্‌শে ফয়তার আরজী।

খোদা পাদারবিন্দদ্বয় ভজনপরঃ পশ্চিমাস্য পিতামে;
চোক্ত্ব ল্লাল্লেতিবাণী মুরসিদ নিকটে মর্কদেশং জগাম।
খাসী মুরগী যুতাণ্ডা কদুরপি ভবিতা মৎপিতুশ্চাল্‌সে খানা,
শেখঃ শ্রীনূর নামা গলধৃতবসনস্তত্র সম্বাদনীয়ঃ।

আহ্বান।

আগচ্ছাগচ্ছকান্তে ভালবটে আপনি যাও—জেনেছি জেনেছি।
কিন্তে কান্তে কথন্ত্বা মরি কিছু জান না হা কথং কুপিতাসি।
কারে ক্রুদ্ধা হবোবা নিজভজনজনে—সে কেবল বাক্যসারা;
ক্ষান্তব্যোমেপরাধঃ শশধর বদনে ঐ গুণেই—ত কিনেছ।

বিজ্ঞাপন।

১ লা (এক-'লা) লম্বর।

এতদ্বারা পৌনে দ্বিহস্ত মানবদেহগণকে স্বার্দ্ধত্রিহস্তে আকর্ষনার্থ নিবেদিতেছি, যে আধা মানুষগুলাকে পুরামানুষ গুলিতে পরিণত করিতে আমরা কয়েক বন্ধুতে বদ্ধপান্‌টুলন হইয়াছি। এক একটী অর্দ্ধাঙ্গিনীকে চেলী-কাপড়ের পুটলির মধ্যে রক্ষা করিয়া, তাহা কবরে ব্যবস্থা পত্র সম্বলিত দামের লেবেল মারিয়া দিয়াছি। যাঁহার আবশ্যক, নিম্ন ঠিকানায় ডাক মাশুল পাঠাইলে, ভেলুপেবলে পাঠান যায়।

হেতুবাদ।

প্রকাশ থাকে যে, কেশ পক্ক ও দন্তহীন হইলে শতকরা ১১২৷৷০ টাকা ডিমারেজ লাগিবে, অথবা মৎপ্রণীত "চুলপাকানিবারিণী অবলেহ" "দন্ত উঠা প্রমেহ" কর্ম্মভোগ প্রদায়িণী তৈল "প্রভৃতি অয়েলগণের গ্রাহক হইতে পারেন। ইহার লম্বা লুটিসের খস্‌ড়া ছোটকর্ত্তা নদীপুত্র তোমের নিকট হইতে না পাইবাতে দেওয়া গেল না, এতদর্থে সজ্ঞানে আমার মোহর ও সহিযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

ছিরি বিচ্ছিরী শারমেয়াঃ।

২ সরা লম্বর।

সচিত্র! সচিত্র!! সচিত্র!!!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■
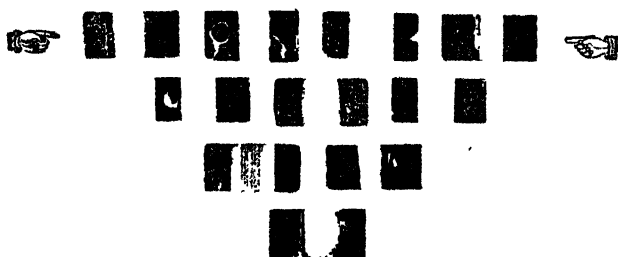
সুলভ! সুলভ!! সুলভ!!!

বিনা মূল্যে বিতরণ।

অসত্যনগরের রাজকুমরী শ্রীমতী প্রেতনন্দিনীর বিশেষোযত্নে বিতরিত।

"ষণ্ড ও যমদণ্ড মহাকাব্য।"

অবয়ব সার্দ্ধত্রিহস্ত, পাতা নগদ ৩ খানা সমেত খেতাব পাতা কেবল মাত্র ডাক মাশুল ১৫৸৵১০ লাগিবে। পূর্ব্বে খেতাব পাতা ৩ বার মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয়।

ইহা একখানি চঞ্চুকাব্য। ভাষা ললিত, বাঁধা গলিত, লেখা পলিত, এবং বিক্রি চলিতমত হইয়াছে। ইহাতে ইস্তক সুরু নাগাত আখিরী সমস্তই অতি জঞ্জালপূর্ণ প্রাঞ্জলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়, খাদ্য অখাদ্য সবই আছে।

অধিক কি, গোল্ডস্মিথের লঙ্কাজয় হইতে সায়লকের পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত বিবৃত। উচ্চমনা, প্রকাণ্ডদেহ সুমতী ভীমাকৃতী পশুপতির অধোগতি সম্প্রতি সুরযুবতী ইহার নায়ক, শৈলমন্দির ইহার উপনায়ক এবং প্রোথিত নাম মৃত্যুঞ্জয়পুত্র, সঞ্জয়পৌত্র, জন্মেজয় ইহার উপউপনায়ক, ইন্দুরঘরণী কদলীবধূমাতা ইহার নায়িকা। ইহারা অক্ষরে অক্ষার ঘণ্টক্কার, ভাষার নমুনা। নিম্নে দিলাম।

নমুনা।

কুদণ্ডদণ্ড নিতান্তভ্রান্তজ্ঞানে সুবিশাল পিয়ালাদি সংঘর্ষণোম্মুখেতীক্ষ্ণ-স্তুপাকারর্যক্ষসভা, থিরদরদবিনির্ঘেতাস্তোজ্ঞানান্ত হইল।

মূল্যের কথা।

সব কথাই বলিয়া রাখা ভাল, পুস্তক বিনা মূল্যে দান কিন্তু মাশুল, ও বাঁধাই খরচা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তদ্ব্যতিত আমাদিগের আপিসের তৈল তামুকুটার্থ মঃ কোং ৫৩৷৴১৫ আনা টাকা দিতে হইবেক। গ্রাহক পূর্ণ হয় হয় হইয়াছে, বিলম্ব নাই সত্ত্বর সত্ত্বর, অতি সত্ত্বর সাবধান—ছাঁড়িও না, মারা পড়িবে, জ্ঞান কাণ্ড লণ্ডভণ্ড হইবে, গ্রাহক হও—হও—মাথা খাও—হও না হলে তোমাদের নিস্তার নাই। টাকা নিম্নে পাঠাও, মনিঅাডর, ষ্ট্যাম্প, পোঃ নোট, টেলিগ্রাফ, হুণ্ডি, বরাত চিঠি, বিমা, লইপ ইন্সুরেন্স প্রভৃতি যাহার যেমন সুবিধা।

এ ফক্স এবং কোং
কতুয়া পুর।

বঙ্গ সাহিত্যউন্নতিবিধায়ক সভার বৈতনিক ছেরকাটারী।

☞ ইহাতে সার্দ্ধত্রিশত হা নাথ! দ্বিশত হা হতোস্মি! তিন কুড়ি হায়! হায়!! পাঁচ বুড়ি লোচনানন্দদায়িনী, এবং বিংশতি সংখ্যক বিরহগীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। নায়িকা মুলাবতীর ছুরিকা হাতে করিয়া গানটী বড়ই মজাদার।

---

৩ সরা লম্বর।

গাঁজার জল ছত্র।

গাঁজা, গুলি, মদ, ভাং, চণ্ডু, সিদ্ধি রস্তু অ আ ওগায়রহ। ভবৎ পিতা ঈশ্বর বাঞ্ছারাম মহলানবিস এবং যিনি মদে D. B. (Doctor of Brandy) গাঁজার—গেঁজেল, গুলিতে গুলমোহন প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি ত্বদিয় প্রিয়তম পুত্র হেতু, এবং তাহার ত্যজ্য সম্পত্তির একমাত্র হক্‌-দার সুরাক্ত সাধারণের পদদ্বয়েষ নিকট নিবেদন করিতেছি, যে পিতৃ আজ্ঞা

পালনার্থ, এবং স্বর্গে গাঁজা মদ প্রভৃতি অস্বচ্ছল করিবার মানসে সাধারণ জনগণার্থ উক্ত নামে একটী 'Public station খুলিয়াছি। Admisson Free, কিন্তু পরীক্ষা দিয়া Member হইতে হইবে। কতকগুলি উপাধিও বিনা ডাকমাশুলে বিতরণ করিব। যিনি গাঁজায় কাশিবেন, মদে বমি করিবেন, গুলিতে রঁগ টানিবেন, সিদ্ধিতে গোল করিবেন, তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারিবেন না। প্রতিদিন যথা নিয়মে আড্ডাগৃহ উপযুক্ত সাজ সরঞ্জামে পূর্ণ ও মহাত্মা মেম্বরগণের উদরে স্থানগ্রহণ করিয়া আমাকে তথা আমার পরমপ্রিয়তম পিতা প্রভৃতি তিন চোদ্দং বাহাত্তর পুরুষের উদ্ধার সাধন করিবেন সন্দেহ নাই। মেম্বর হইতেচ্ছুগণ অবিলম্বে নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট বালুপেবল ডাকে পত্র ও প্রশংসা পত্র পাঠাইবেন ইতি।

তাঁহাদিগের নিদারুণ উচ্চতা,

শ্রীযুক্ত মানেজিং কোমিটীর হুকুম মতে

শ্রীমান গেঁজেল টপ্পা রাম

সহর মামার বাড়ী নং ০০০॥৴৹।

পুঃ---পত্রের ছুপিট পরিষ্কার সাদা করিয়া লিখিবেন, নতুবা পড়া যাইবে না।

৪ঠা নম্বর।

সকের খানা।

FOR NATIVE'S ONLY.

কলিকাতা সহরে ব্যাবসার আর বাকি নাই। সেই জন্যও বটে এবং হিন্দুসন্তানগণের মনকষ্ট ও যাতায়ত কষ্টে নিতান্ত কষ্টিত হইয়াও বটে আমরা কয়েক বন্ধু তাহাদিগের দুঃখ দুরকরণাই কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি। সময়ে সময়ে হিন্দু সন্তানগণের "ফাউল করি— মেটন চপ" প্রভৃতির জন্য নিতান্ত কষ্ট পাইতে হয়, তাহাদিগের কষ্ট সচক্ষে দেখিয়া আমরা পথের জলে চোক দেখিতে পাই না, সেই জন্য একটী—"খানা কার্য্যালয়" স্থাপন করিয়াছি। চারিজন সুপবিত্র যজ্ঞোপবিতধারী—সুব্রাহ্মণকে বাবুর্চী নিযুক্ত করিয়াছি। ইহারা কেহবা উইলসন সাহেবের প্রধান বাবুর্চি করিম্জু'র মন্ত্রশিষ্য

কেহ বা সকুন্তলা, কেহ বা কাদম্বরী হোটিয়ালের বাবুর্জ্জির পণ্ডিত ফতেউল্লার হস্তশিষ্য। ইহারা গঙ্গাস্নান করিয়া বাবুর্চি খানায় অবতির্ণ হয়, রন্ধন পরিপাটী। কার্য্যালয়ের সম্মুখে একটী মোরগ পুষ্পের অরণ্য আছে, কুক্কুটগণের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া সেই অরণ্যে ছাড়িয়া দিয়া প্রত্যহ বন্যকুক্কুট এবং বরাহগণের গায়ে ময়দার পুলটীস দিয়া শ্বেতবরাহ করিয়া লওয়া হন, এমত স্থলে বোধ হয়, প্রধান প্রধান ভট্টাচার্য্য, শিরোমণি প্রভৃতিরও কোন বাধা থাকিতে পারে না। চুনা বাজারের রসিক সিদ্ধান্ত, দুঃখেরগোলির হরকালী বিদ্যারত্ন, ইটেত্রসের কৃপণদাস কামরত্ন প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদিগের কার্য্যালয়ের ও রন্ধনাদির প্রসংসাপত্র দান করিয়াছেন। কার্য্যালয় সর্ব্বথা পরিস্কৃত। পাত্র বিশুদ্ধ তাম্রনির্ম্মিত সুতরাং অতি বিশুদ্ধ। ভদ্রগণের সুবিধার্থে কার্য্যালয় সর্ব্বদা খোলা থাকে। বাগানে লইয়া যাইতে হইলে ৮ ঘণ্টার পুর্ব্বে নুটীস দিতে হয়। খানার চারিটী শ্রেণী, ২৲ ১৲॥০ ও চারি আনা। খাদকগণ ইচ্ছা করিলে, টেবিল বা মাটীতে খাইতে পারেন। পাছে কোন ব্রাহ্মণ তনয় দাড়ি না হইলে খাইতে অস্বিকার করেন, সে জন্য দুইজন ব্রাহ্মণের মোক্ষমুলরের নিয়মে দাড়ী রাখা আছে, বাকী দুজনের মাথা অর্দ্ধ বৃত্তাকার, তাহাতে আপগনিস্থানের তরমুজের ন্যায় অর্ক ফলা আছে, বিশেষ কিছু জানিতে হইলে পৃথক পত্র লেখ।

শ্রীপ্রেমদাস তর্কসিদ্ধি গোঁড়ামণি অধ্যক্ষ।

সকেরখানা কার্য্যালয়, সকের কুলের ষ্ট্রীট, (লীটন উদ্যানের পুর্ব্ব)

পাঁচুইনম্বর।

অব্যর্থ, বিশুদ্ধ, নিশ্চয়!!!

সোম রস!

সময়ে সময়ে অনেক ন্যাড়ামাথা হাতভাগা বৃদ্ধগণ, মদ্যপানের নিষিদ্ধতা দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু সোম-রস যে সুসভ্য দেবদলেরও সেব-

নীয়, তাহা তাঁহারা স্বিকার করেন, এবং ভরসা যে, সোমরস পাইলে তৎপানের প্রতিবন্ধকতা দূরে থাকুক, নিজেও একটু চাকিয়া দেখেন, এই ভরসায় একজন মদ্যবিৎ পণ্ডিতকে ইন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া সোমরস প্রস্তুতের প্রণালী শিক্ষা করাইয়াছি, তিনি তথাকার পরীক্ষায় প্রসংশার সহিত উত্তীর্ণ এবং "সোমপণ্ডিত" উপাধি পাইয়া সম্প্রতি "মদাপত্য" নাম্নি ষ্টীম ট্রামে প্রত্যাগমন করিয়া এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। সোমসুরা নিতান্ত বিশুদ্ধ, ইহা সেবনে জ্বর জ্বালা, পীড়া, মহাপীড়া, নিবারণ হয়; দেনা সোধ যায়, বন্ধ্যা পুত্র, অপত্নিক পত্নি ও বিধবা—সধবত্ব প্রাপ্ত হয়। অধিক কি সোমরস কল্পতরু বিশেষ, যাহা মনে করিয়া পান করা যায়—তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি! কাঁচা দুগ্ধ, আতপ চাউল, গঙ্গাজল প্রভৃতি বিশুদ্ধ দ্রব্য দ্বারা সোমরস প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেবনে কোন জ্বালাযন্ত্রণা নাই, অতি সুখশেব্য, রুচীকর, কষ্টনাশক। অধিক সেবনে ভবভয় নিস্তার, মাঝারি গোছের—হস্তপদ পরিহার ও প্রহার ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূল্য নিতান্ত সুলভ, প্রত্যেক কমণ্ডলু সমেত ব্যবস্থাপত্র চৌদ্দ শিকা।

গাধাইরাম সোমপণ্ডিত

রাধাবাজারের মোড়ে কার্য্যালয়।

নম্বর ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শক্তিপূজা বা দুর্গাগো চচ্চড়ী।

উদ্বোধন বা উদ্বন্ধন।

আবার পূজা আসিল। কোন বাড়িতে ঠাকুর চিত্র হইতেছে, কোন বাড়ীতে গৃহ পরিষ্কার—গোলা ফিরান হইতেছে। পূজাবাড়ী টাঁয়বার বাঁধার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, কুমার, চিত্রকর, চুলিরা এতদিন ফর্লোতে ছিল, এখন পুনরায় রিজিউম হল। পূজা বাড়ীতে সকাল সকাল স্নান করে ভাণ্ডারীর

নিকট "এ দাও ও দাও এটুকু তামাকে হবে কেন? মোরা ষোল জন" ইত্যাদি আবদার করিতেছে, কাপড়ের দোকান ধুতি, উড়ানী, চাদর, রুমালে পূর্ণ; দেখিলে প্রাণ জুড়ায়। জুতার দোকানে মস্ত ভীড়, খস্ খস্ শব্দে মেসিন চলিতেছে; কচ্ কচ্ করিয়া জুতা পায়ে দেওয়া খোলার শব্দ এবং মচ্ মচ্ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। স্বর্ণকারদের আহার নিদ্রা নাই, কেবল পাঁর করিতেছে; টক্ টাক্ টুং হাতুড়ী চলিতেছে—ফোঁস ফোঁস ফোঁ—উ স্ শব্দে জাঁতা চলিয়াছে। মুচিরা বাজাইতে যাইবে বলিয়া নিজেরাও হাত পাকাইতেছে এবং নাবালক ছেলেটাকে কাঁশীর তাল শিখাইতেছে। যাত্রা-ওয়ালারা নূতন পালার বিহর্শল দিতেছে এবং শুষ্ক মৃত্তিকাতে কেমন করিয়া পড়িবে তাহারই মহড়া দিতেছে। অধিকারী নরম গরমে বসিয়া আছেন। বিদেশী লোক সহরের কাপড় সস্তাদরে কিনিয়া গাঁট্‌রী বগলে পান চিবাইতে চিবাইতে ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছে। সহরের গলিতে গলিতে ফচ্‌কে ছোঁড়ারা মার পেট হ'তে সদ্য নির্গত হইয়া "পূজার স্তব" "উৎকট বিরহ—বিকট মিলন" "সঙ্গার কথা" ইত্যাদি বই বিক্রয় করিতেছে। ছুটী পেয়ে ছেলেগুলো দেশেরদিকে যাচ্চে। ছুটীপ্রাপ্ত কেরাণীরা বন্ধন নির্ম্মুক্ত বৃষবৎ ছুটাছুটী করিতেছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে ট্রেন চলিয়াছে তবুও টিকিট কিনিতে পায় না। চাপ-রাশী ভায়ারা চক্ষু মুদিয়া দুই একটী পয়সা কোর্ত্তার ভিতরপকেটে রাখিয়া পয়সাদাতাকে টিকিটক্রয় করিবার সুবিধা করিয়া দিতেছে। গাড়ীতে লোকা-রণ্য—ষ্টেশনমাষ্টার নবাবী ধরণে পেট উঁচু করিয়া প্ল্যাট ফরমে ঘুরিতেছেন। বধূরা রং ফর্শায় বিব্রত। তাহাদিগের শ্রীকর ঘর্ষণে সাবানকুল বিনষ্ট প্রায় হইল। গোপকুলোদ্ভবা প্রহ্লাদের মা গোময় দ্বারা যথাসাধ্য আদবকায়দা বজায় রাখিল। নবযুবতীগণ ইতি পূর্ব্বে ফরমাশের লিষ্ট পাঠিয়েছেন, এখন তাহার শুভাগমন প্রতিক্ষায় আছেন, বিগতযৌবনা রমণী ভাবিতেছে "তাঁহার কিছু আনিয়া কাজ নাই তিনি আসিলেই হইল।" এইরূপ যে কেবল মর্ত্ত্যধামেই ধুম পড়িয়া গিয়াছে তাহা নহে, কৈলাশেও মস্ত ধুম! হাতির হাওদায় রং মাখান হইতেছে, কার্ত্তিক গণপতির কিটনাদি ঘেরাটপ খুলিয়া ঝাড়া হইতেছে, ময়ূরের পাখাগুলি ছাটিয়া দেওয়া হইয়াছে, ষাঁড় ইন্দুর ইহাদের প্রচুর আহার দিয়া হৃষ্ট ও পুষ্ট বলিষ্ট করিবার যোগাড় করা হইতেছে, কতকগুলি

ভূত জঙ্গল হইতে সিংহ ধরিতে গিয়াছে. মানবেদেরা আভাঙা কেউটে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে--এবার অসুরের পোর প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

লক্ষী মহাদেবের জন্য এক শিশি ঢোলকোম্পানির সুবাসিত গোলাপী নারিকেল তৈল পাঠাইয়াছিলেন, নন্দি দেবদেবের জটায় সেই তৈল মাথাইয়া দিতেছে। নারায়ণ উনবিংশ শতাব্দির সভ্যতা আলোকে আলোকিত নব্য ছোক্‌রা, শশুর যে ধাঙড়ের মত থাকেন এটা তাঁহার ইচ্ছা নয়, কেশ সংস্কারের জন্য দিব্য গস্‌নেলের ব্রুস পাঠাইয়াছিলেন। নন্দি যেই তদ্দারা চুল পরিষ্কার করিতে যাইবে, মহাদেব কাঁদিয়াই বিহ্বল! নাকে সুপক্ক শিকনী-স্রোত, তিন চোকের ত্রিধারার সহিত মিশিয়া গোঁপের উপর বাইস কোদা-লের সৃজন করিল। দেব কাঁদিয়া কহিলেন "নন্দিরে! উহা আর মাথা হইতে নামাস্‌নে! আহা! ভগবান বরাহমূর্ত্তি ধারণ করে কি না করেছেন, সেই ভাবই সুপবিত্র লোমে এই পরম পবিত্র বস্তু বিনির্ম্মিত; বৎসরে! উহা আমার জটায় বাঁধিয়া দে।" নন্দি প্রভুর আদেশ পালন করিল।

এমতকালে লক্ষী-সরস্বতী ও জামাতা নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত। গরুড়কে কৈলাশ পর্ব্বতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সে সুবিধামত সাপটা ব্যাংটা ধরিয়া খাইতে লাগিল।

নারায়ণ দিব্য ছোক্‌রা। নধর শরীর—তেম্‌নি পোষাক– তেম্‌নি সব। আসিয়া ভগবতীর পায়ের উপর দশ টাকার এক খানা নোট রাখিয়া প্রণাম করিলেন; ভগবতী নোটখানি বস্ত্রাঞ্চলে দৃঢ়তর বান্ধিয়া মহাব্যস্তে জামাইকে জল খাবার যোগাড় করিয়া দিলেন। মেয়েরা তাড়াতাড়ি চাট্টি আলুভাতে ভাত রাধিয়া খাইয়া লইল। দেরী আর সয় না।

কার্ত্তিক বাবু দিব্য শান্তিপুরে কালাপেড়ে ধুতি পরণে, মন্টিথের বাড়ীর স্লিপার পায়, পায়ে অন্‌সেলাই ইকিন, ডবলব্রেষ্ট কামিজ গায়, মাথায় গিলবার্ট ফেসন। রিমেলের এসেন্সের গন্ধ আধক্রোশ হতে পাওয়া যায়—এসে বল্লেন "মা খাবার দাও।" ভগবতী "ঘরে বৌ আছে" বলিয়া উচ্চৈস্বরে কহিলেন "ওগো বৌ মা! তোমার ঠাকুরপোকে খাবার দাও।" কার্ত্তিক ঘরের ভিতর গিয়া তক্তাপোষে উপবেশন করিলেন। কলা বধুমাতা জল খাবার সাজাইতে গেলেন। কার্ত্তিকবাবু জল খাবার আনিবার কিঞ্চিৎ

বিলম্ব দেখিয়া থাম্বাজ রাগিণীতে ঠেকায় তক্তাপোষ বাজাইয়া গান ধরিলেন "যার তরে শোক নীরে আঁখি ভেসে যায়। হে বিধি আর কভু পাইব কি তায়।" মাথা নাড়িয়া চোক ঘুরাইয়া গান চলিল। এমন সময় কলাবৌ জল খাবার আনিলেন। খাবার কার্ত্তিক বাবুর হাতে দিয়া কহিলেন 'ঠাকুরপো আমার একটী কথা রাখ্‌বে কি? এবার ভাই তোমাদের নূতন পোষাকে পুজায় যেতে হবে।

কা। তুমি কি রকম পোষাক Like কর সেটা Fxpress না কল্লে ত আমি কোন Opineon pass কত্তে পারিনে!

কলা। ঠাকুরপো! তোমার ও ইংরাজী রাখ, দেবতার মুখে কি ইংরাজি ভাল শোনায়?

কা। Why not?

কলা। তোমার ও হোয়াই নট ফোয়াই নট বুঝিনে, একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছিলেম তা—

কা। আচ্ছা বৌ আর বল্‌বনা, আমার ঘাট হয়েছে, এখন তোমার মত কি?

কলা। তুমি চোগা চাপকান আর মোগলাই পাকড়ী নেবে, হাতে তীর ধনুকে আর কাজ নেই বরং তার বদলে সিগারকেস আর ম্যাচ বাক্‌স্ নিতে পার। বুকে চেন ঘড়িটে যেন বেশ নজর হয়। আর আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, মিন্সের পরনের থানকাড়া খানা কেড়ে নিয়ে একখানা রেলির ৪৯ পরিয়ে দিও, খড়ম জোড়ার বদলে ঠন্‌ঠনের এক জোড়া চটী দিও। ও যে বেশে যায়, বল্‌তে নেই যেন মাতৃদায় গ্রস্থ।

কা।—আর কিছু নয় ত?

কলা। আর বা কি? ঠাকুর ত প্রাণান্তেও বাঘছাল ছাড়্‌বেন না, তবে মায়ের জন্যে এক খানা গুল দেওয়া ঢাকাই, আর আমার জন্যে এক খানা কীরণশশি এনো।

কার্ত্তিক স্বীকৃত হয়ে বৈঠক খানায় গেলেন, এবং এই তিন দিন কি কি নিয়ে কাটাবেন তাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। একটী ফ্লুট গোপনে এক পকেটে আর এক পকেটে এক খানা "দ্বাদশ গোপাল" রক্ষা কল্লেন।

গণেশ খড়ম পায়ে দিয়ে ইন্দুরকে খড়ুরা ক্রশ করাচ্চেন।

বহির্ব্বাটীতেও প্রচুর গোল। অনেক দেবতার সমাগম—নন্দি ভৃঙ্গি দুজনে তামাক সেজে কুলুতে পাচ্চে না। ঘরের মধ্যে হা হা হা, হি হি হি, হো হো হো ইত্যাকার নানা বিধ হাঁসির গট্‌রা উট্‌ছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। একটা ছোড়া এসে বল্লে "কর্ত্তা! আপনি শিঙা নিয়ে যাবেন, না ডম্বুর নিয়ে যাবেন? যেটা বলেন সেইটে একটু পরিষ্কার কত্তে হয়।" সদাশিব চিন্তা করিয়া বলিলেন "থাক্‌ এবার তানপুরাটাই নিয়ে যাব। নূতন তার চড়ণ কতক চড়িয়ে রাখ।" ভৃত্য যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। বরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভুর কোথায় গমন হবে?" সদাশিব চক্ষু মুদিত করিয়া কহিলেন, আশ্বিন পূজা। বাড়ীর এঁরা পিত্রালয়ে যেতে বড় ব্যাকুলা হয়েছেন, বিশেষ বাবাজী আবার কন্যাদ্বয় সহ এসে উপস্থিত।

পবন। এবার পূজায় না গিয়ে কৈলাশে ঘটস্থাপন করে পার্ব্বণটা রক্ষা কল্লে কি হয় না? এর পর শীতকালে গিয়ে থিয়েটর, সারকাস্‌, মরার খেলা, বাঘের খেলা দেখা—সবই হবে।

মহা। আমিও তাই বলি। বিশেষ আমার ত গিয়ে পোশায় না, তথায় সিদ্ধির বিশেষ অনটন, তবে এঁর নিতান্ত ইচ্ছে আচ্ছা দেখা যাক্‌। এই বলিয়া ত্রিলোচন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং "কোথায় গেলে গো" বলিয়া যথায় পার্ব্বতী বেশভূষায় নিমগ্না, সেইখানে গিয়া উপস্থিত, কহিলেন "আজ আবার একি? —জয়া! এঁদের আজ বেশভূষা কেন?" জয়া উত্তর করিল "মা যে আজ বাপের বাড়ী যাবেন।" জটাধারী সুদীর্ঘ জটা নাড়িয়া উত্তর করিলেন "না না যাওয়া হবে না" ভগবতী বড় ধীরা, কহিলেন "কেন হবে না, আমার কি মা বাপের কাছে যেতে ইচ্ছে হয় না? আমি যাব দেখি কে আমাকে ঠেকায়" মহাদেব বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "কখন না কখন না—কিছুতেই যাওয়া হবে না"। ভগবতী বলিতেছেন যাইবই, মহাদেব কহিতেছেন কখন না, শেষে ব্যোমকেশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "আচ্ছা দেখা যাবে কেমন ক'রে তুমি যাও—" এই বলিয়া তিনি অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। পাহাড়নন্দিনী নাকী সুরে পাহাড়ী রাগিণীতে বলিলেন "এমন ছার কপালের হাতে পড়েছি, যে কিছুতেই সোয়াস্তি নাই—মরণটা হয় ত বাঁচি।"

এদিকে যাইবার সময় হইল। রীতিমত সাজ সরঞ্জামে সকলে বাহির হইলেন। কার্ত্তিক ময়ূরের ফিটানে, গণেশ ইন্দুরের চেরেটে এবং নারায়ণ গরুড়ের ক্রহমে আগে আগে চলিলেন। শালা সম্বন্ধিতে একবার পাল্লাহল, গঁণেশ মনদুঃখে বাহন ইন্দুরভায়াকে সজোরে গোটা কত চাবুক লাগাইয়া দিলেন। দেবীর সেবার গজে গমন, তিনি গজারোহনে গজগমনে চলিলেন। ভূতগণ আশা শোটা খাস নিশান লইয়া আগু পিছু ছুটিতে লাগিল। দেবাদিদেব দেখিলেন প্রমাদ—রাগে কিছু ফল হইল না, তখন তিনি গজাগ্রে গিয়া দাড়াইয়া কহিলেন "পার্ব্বতি! আমি নিষেধ করিতেছি তোমার যাওয়া হইবে না" তখন ভগবতী তিনচোকে কাঁদিয়া উঠিলেন, নিজের চৌরস কপালের প্রচুর ধিক্কার দিলেন, মহাদেব অবিদ্যার এই প্রথম মূর্ত্তি দর্শনে পিছাইয়া পড়িলেন। যাইতেং কহিলেন "কি আশ্চর্য্য! তুচ্ছ স্ত্রীলোকের রোদনে জ্ঞানশূন্য হইলাম? লোকে যে আমাকে স্ত্রৈণ বলিবে," দেবনাথ এই বলিয়া প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় গজসম্মুখে দাঁড়াইলেন কহিলেন "শিবানি! আমার বাণী রক্ষা কর, প্রত্যাগতা হও।" শিবানি তখন কহিলেন "যদি না যাইতে দাও তবে আমি মরিব।" শিব মরার ঘা বিশেষ জানেন, বিনাবাক্যব্যয়ে অমনি প্রস্থান। শিব মনে করিলেন "লোকে মরিতে চাহিলেই কি মরিতে পারে?" আবার আসিলেন, তখন এক বিষের কৌট বাহির করিয়া কহিলেন, এই দেখ মরি। এইরূপে ছুরী, বিষ, গলায় দড়ি, ডোবাডুবি নয়টী মহাবিদ্যা হাত এড়াইয়া শেষে দশম মহাবিদ্যা পড়িল, ভগবতী তখন এক বিচিত্র সম্মার্জ্জনী হস্তে করিয়া দেবাদিদেবের প্রতি ধাবমানা হইলেন, শিব তখন গণিলেন প্রমাদ! তাড়াতাড়ি খানার জলে আচমন করিয়া "ত্রাহিমাং ভব ভাবিনী চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী।" বলিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। কহিলেন "দেবি! আমি দিনহীন ক্ষীণ মলিনবদনে ও চরণে প্রাণপনে ক্ষমা চাই—প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ, তুমি বাপের বাড়ি যাও যাও যেখানে যাও কোন্‌শালা আর কথা কয়।" দেবী প্রসন্না হইলেন, কহিলেন "নাথ! আমি যে ঝাঁটা তুলিয়াছি তাহা ত বৃথায় যাইবার নহে, অতএব উপায়?" তখন মহাদেব মস্তক আলোড়ন করিয়া কহিলেন "দেবি. উহা তুমি মর্ত্তের হিতার্থ তথায় প্রেরণ কর। তথাকার পুরুষগণ দুর্দ্দান্ত হইয়াছে, নারীমণ্ডলী ঐ মহোষধি সম্মার্জ্জনী প্রভাবে

তাঁহাদিগকে প্রকৃতস্থ রাখিতে সমর্থ হইবে। দেবী "তথাস্তু" বলিয়া সেই সম্মার্জ্জনী মর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। সেই হইতেই বঙ্গরমণীর হস্তে সময় সময় "ঝাঁটারূপী—" দর্শন করিতে পাই। ভগবতী বাপের বাড়ি প্রস্থান করিলেন।

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী যে কি করে কেটে গেল. সে কথাটা এখানে বলা হলো না, কেননা ভবিষ্যকথাটা আর নাই ব'ল্লেম। পরে বলা যাবে।

মাতৃভাষার পিতৃশ্রাদ্ধ।

বিষম কাব্য।

পহেলা নম্বর।

আসরবন্দনা ও আখড়াই।

সেলামিয়া বাণীপদে, প্রস (+) করি পাণি.
হায় রে যেমতী হাতকড়িয়া লয়ে যায় চোরে,
তেমতি ভকতি করি আহ্বানিছি তোরে,
হে অলাবুকাষ্ঠযোগে বাজনা বাজিনী,
উর মাতঃ উরি দেহ পদছায়া দাসে।
না জানি বাঁধিতে কবি, কিন্তু মাতঃ ইচ্ছি কবি হতে,
সেই হেতু এ আহবে ডাকি গো অভয়ে,
কি অসাধ্য তব মাতঃ আছে লো ওয়ার্ল্ডে ?
দেহ আজ্ঞাদাসে, তবআজ্ঞা পেলে, তাড়াইব পাকসাটে.
খেদাইব দূরে ক্ষীণ প্রাণী সমধর্ম্মী জনে !
যথা যবে পরন্তপ মুরমহারথী, যজ্ঞের ষ্টীমার সহ
আসি উপস্থিলা কবি দেশে,
দেবদত্ত পুঁথি পুঞ্জ শোভে পকেটেতে রঞ্জিত কালির দাগে
তেমতি গো আমি, উড়িব এবার হায় সাহিত্য-আকাশে,
কিছার তাহার কাছে লখে বাঁধা ঘুড়ি ?
কুণ্ডলিয়া আছে যত ভাব মম মাথে,
হায়রে যেমতি, কুণ্ডলিয়া সারমেয়া পাংশুজালোপরে,
অথবা সরপ যথা বিবর মাঝারে।
লিখিয়া সে ভাবরাশী প্রেসিব যতনে,

ঈ

বিতরিব বিনামূল্যে হাজার সংখ্যক,
মাশুল অবশ্য লব, আছে যথারীতি ভাঙ্গিয়া গ্রাহক ঘাড়।
দানিব মরিচগুঁড়া প্রতি পুঁথিপাতে,
কাঁদিবে গ্রাহক যত ঝালের জ্বালায়।
আছে ষড়রস, কিন্তু রসাব এ পুঁথি হায় চৌষট্টি রসেতে
রসীক কে মম সম?
হাসাব কাঁদাব কভু নাচাইব রঙ্গে,
পালাব কভু বা ক্ষেপি ভীমরসাতলে!
গরজিবে মম পেন ফর ফর ফরে।
ছিটাইবে মসি রাশি, বিন্দু বিন্দু করি,
হায় রে যেমতি ছিটায় কালির দাম, শ্বেত পত্রোপরি।
শিশির যেমতি হায় শ্যাম শস্পপরে। দেহ আজ্ঞা দাসে
পশিব কাব্য কাননে, মদ কল করি যথা পশে নলবনে।
তুমিও আইস দেবী চিনিকরি মধুকর্য্যাগ্রজা!
রস মম সরস আননে। রসাও বাঙ্গালীকুলে।
উত্তমপ্রভাতি ভোরে, লম্বা দাও রুচেশ্বরী,
ধাম্মীক হৃদয় তব চিরহোম জানি,
যা চলি পাষাণী তুই, যালো ত্বরা সঞ্জিবিগে "সঞ্জিবনী" দানে।
নাহি চাহে "বঙ্গবাসী" তোরে!
"দৈনিক" সময় তারা "সওদাগরী" করি "প্রতিকার" অবশ্য করিবে
উদে যদি মৃত "সমীরণ," তাহা হলে উদিবেলো "নববিভাকার"
উড়ে যদি "পতকা" গগনে, সুরভে "সুরভী" যদি,
দানে যদি বঙ্গবাসী সে "নবজীবনে" "প্রচার" করেরে যদি,
ভারতীর "সহচরী" যদি হয়,
"জাহ্নবী" যদিবা বয় প্রখর "প্রবাহে"
এ ভারত হয় যদি সে "নব্যভারত"
"নববিভাকর" যদি করে "দিক প্রকাশ"
"আর্য্য দর্শন" যদি খাড়া হয় বৃদ্ধ কালে,
তথাপি দেখাব সবে "পরিণাম" ঘোর পরিণামে।
"বালক" নহি গো আমি, "বেদব্যাস" সম।
মিশাইব পরিণাম পরিণাম সহ, এই মম পণ দেবী
নিশ্চয়——নিশ্চ——য়।

ইতি শ্রী প্রতিজ্ঞানাম স্বর্গ সমাপ্তোয়ং।

দোসরা নম্বর।

নিকশা সভা।

স্থান—অশ্বত্থাগ্রজ তলা।

সভ্য ভব্য দিব্য কাব্য নব্য যুবা যত,
একত্রি করিলা এক নিকশা মিটিঙ,
হায় রে যেমতি টোনহলে করে লেভি।
বসিয়া বলাই বাবু হংস পুচ্ছ করে, রিপোর্টিতে সভাকাজ
হইলা নিমাই সভাপতি, আরম্ভিলা যথাবিধি, থট্ থটি মধুর ভাষায়,
বাঁধিয়া নেটিব ছাঁদে ধরি স্বর, সম্বোধিয়ে সভ্যগণে, যথা—
মাইডিয়ার সভাপতি, এণ্ড প্রেয়সি যুনিগণ——"
* বধ্য পরিকর মোরা হইয়াছি সবে উদ্ধারিতে মাতৃভাষা,
দিব চাস যথা সাধ্য। রাখিব স্বনাম আজ জগতমাঝারে।
রচিব রে "মধুচক্র" নেটিবে করিবে পান সুধা নিরবধি !
শুন মন দিয়া ; — (সভ্যগণ দিলা করতালি।)
সোসেল, পলিটীকেল, কিংবা রিলিজস,
যে দিকে তাকাও বেঙ্গলের, দেখিবে সে দিকে,
ভয়ানক রেভলিউসন লেগেছে হে আজি ;
দেখাব পইন্ট ভাই তন্ন তন্ন করি,
মার্কিবে অবশ্য তাহা ভিন্ন কোন শ্রম।
ভাবলিয়া ভাবিও না মনে
হয় নি হে উক্ত দোষ বঙ্গলিটার্চারে,
বাধ্য মোরা অবকোর্শ কনকেসিতে।
ধাইছে সকল হায় এক ডিরেক্সনে, নাহি প্লেশ রাখিতে এ ছরো।
সকলিরে এক হায় ইংলিমিটেশনে।
কেন ? কেন মোরা তেয়াগিব সে নেশানেলাটী ?
যাচিব কি ভিক্ষা হায় ফরেনার কাছে ? করি হাতে আম ব্যাগ ?
কি ওয়ান্ট আছে মোর ? নাহি কিরে ব্রেণে। থট্'S ?
নাহি আইডিয়া, পারি যাহে এক্সপ্রেসিতে মাদারলেঙ্গুজ, চিরডিয়ার ?
আছে—হইব সিওর আছে বলি।
ফ্রেণ্ডগণ ফেণ্ডিগণ, ইচ্ছি মুই মুভিতে গো এ রেজলিউশন !
শুন মন দিয়া। করিব একটী ফণ্ড, নাম যথা
"ন্যাসেনেল লিট্রেচর ডিফেন্সফণ্ড"

রক্ষিব রাইট সবে সে বঙ্গভাষার এই মম পণ,
পাসিলাম এ ওপিনিয়ন!
তব আমি সবাকার মতে স্ত্রৈজ্ঞাবার ছে্কটারি, অনাহারি হযে।
বন্ধুগণ অ্যাওয়েক, বন্ধুনীগণিনী তোমারাও অ্যাওকেও সবে,
বান্ধ সবে কটীদেশ স্বর্ণ চন্দ্রহারে। নিরবিলা বিরবর।
মাতৃভাষা তরে হায় জর জর দেহ,
থর, থর, সদা কাঁপে, মর মর মায়ের জ্বালায়, অথবা পেটের।
উঠিলা সুবলকৃষ্ণ গর্জ্জিয়া গম্ভিরে,
মদকল করি যথা পশে নলবনে,—
উত্তরিলা তথাবিধ স্বরে, ধন্য নিমু
নিমচাঁদ তুমি মাতার প্রসাদে।
যা কহিলে সত্য ওহে অমাত্যপ্রধান নিমু!
সকলি কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ;—
কি উপায়ে সাধি সবে মায়ের কল্যাণ? বল প্রকাশিয়া।
কাঁচা প্রাণ দিব সবে মাতার লাগিয়া,
যদি অবিশ্বাস? ধর ভাই পকেটহ আগে।
এহেনাবিশ্বাস দেব সাজে কি তোমারে, পবন মায়াবী তুমি,
নাহি জানি পৃজন অংশ গোঁজন গাঁজন যত অন (ও) যালা কথা।
ক্ষম দেব। পড়িলা বসিয়া সভা তলে।
হাঁপাল সঘনে, হায় রে যেমতী ক্ষুদ্র প্রাণী
অশ্বিনী কুমার আকর্ষিয়া গাড়ি হাঁপায় সঘনে।
উঠিলা জীবনকৃষ্ণ, কহিলা গর্জ্জিয়া ;
সেকেণ্ডিনু সুবলের কথা।
দানি ধন্যবাদ আজ সভাপতি প্রতি।
অসমর্থ আমি ভাই বলিতে এঁ ওঁ,—
না সরে বচন এঁ উঁ হে।
ঈ বা কা—
বসিলা চেয়ারে ক্ষীণজীবি, সে গুরুপ্রহারে পড়িলা খসিয়া মড়মড়ে,
কাঁপিল সে সভাপতি আপন চেয়ারে,
আর আর সভ্য যত। দানিল সকলে হায় উচ্চ করতালি।
কাঁদিলা সরোসে জীবনকৃষ্ণ,
জীবন তার যায় এই বারে,
ভাঙ্গিল সে সভা. পড়ি গেলা মস্তরোল।
বাধ্য হয়ে সভাপতি প্রস্তাবিলা, কল্য হবে পুন হেন সভা,

রিকোয়েষ্ট যত সভ্যগণে য়্যাটেণ্ডিতে এ মিটিঙে !
কেবা শুনে কথা, প্রাণ লয়ে গেলা পলাইয়া আর আর রথি যত।
ভাঙ্গিলরে সে নিকশা সভা অকালে।
অন্যাহাত মাতৃভাষা পেলরে এবার একদিন তরে——এ।

ইতি শ্রীমাতৃভাষাস্ত পিতৃশ্রাদ্ধঃ নামকো কাব্যে সভোবাহন
নামঃ দ্বিতীয় সর্গ্ত সমাপ্তোয়ঙেতি।

তেশরা নম্বর।

অনুসূচোনাং।

বসিয়া বালাই বাবু বাঙ্গালীর বল,
বলে সকাতরে একান্তে "কোথাগোমা ফ্লুট বাদিনি !
ত্যজি হেন বাঙ্গালী—ঈ—সন্তানে,
সাজে কি গো বাস করা তলাস্ত নগরে ?
মিলি যত বটতলা বেলতলা সুকতলা আদি করিতেছে নাজেহাল।
হালতোর হইয়াছে কালী, ছাড় মা কুবাসা,
আয় মা হরসে, হেন বেশে জননী গো সাজে কি তোমারে ?
দেহ আজ্ঞা—তোড় ডালি তোমার ভুষ্‌মনে।
কেন প্রিয়া ভজিয়াছ তারে ? যাও চলি সাগর ওপারে।
মহাঋষি আছে কত !
মীল, জোন, সেক্সপীর, মুর, মহামতি, মোক্ষমুল (র) মিল্টন
হইলা যে স্বর্গ ভ্রষ্ট, যারে ইচ্ছা বর গিয়া, কিন্তু না ছাড়িব মোরা।
না ছোড় কে মম মন ?
আইস মাতঃ বর তব এ অধম জনে।
রাখিব যতনে, হৃদয়ের ধন তুমি, সাজে কিলো হেন বেশ !
করিব তোমারে পাঠরাণি ;
পরাইব মোজা, যুতা, ঘাগরা অড়িয়া।
পর গৌণ, গৌণ করা উচিত কি তব ?
এস এস যন্ত্রেশ্বরী, কাব্যেশ্বরী তুমি, কীটদষ্ট পুঁথিশ্বরী ;
উদ্ধারিব তোরে মাগো এ ঘোর আহবে।
ভয় কি লো ধনি ? বাঁধবল চিকণ কোমরে,
জুড়াও সকল জ্বালা,
অপ্রসব আর ছার নাটক নবেল, ভাবক, সে শিশুবোধ রামায়ণ যত

প্রসবহ বেদ আর পুরাণ কোরাণ বাইবল আছে যাহা নিউ ওল্ড যত,
পস এসে আমার মাথায়, নাশা পথে, কর্ণ, মুখ
অথবা তোমার যথা ইচ্ছা বর্ত্ম দিয়া যা চলি মাথায়,
কিন্তু ভয় খাস্‌না যেন গো মাথা, এটী বৈ নাহি পুঁজি।
অনাহারে অনিদ্রায় ভেবে হনু সারা।
মুখ মোর হনুর সমান ছিল যাদা ফুট সাদা!
তোরতরে ভেবেভেবে দেহ হল কালি, কালী আর দিস্‌না লো ভাগে।
তুই মা গো মলে হব মোরা মাতৃহারা,
বৎসহারা গাভি যথা, কল্কা হীন হুঁকা।
মাতৃহারা হলে—কেমনে বা জীব মোরা?
মেঘাচ্ছন্ন হলে রবি বাঁচে কিহে তারা? তারানাথ বিনে কমলা?
টনিক না হলে মরে যথা রোগী,
ব্রাণ্ডি বিনে শ্বেতকায়, ধুমপত্র বিনে উড়ে,
তথা মোরা বাঁচিব কেমনে?
অচিন্ত্যাবরণী তুই, তোর বলে নাহি অন্নচিন্তা।
অটল পটল আর ? টল গণেশ লেখক নাটুকে যত,
চুরি করি তোর ছেঁড়া পাতা,
উড়াতেছে কীর্ত্তিধ্বজা বটতলা আকাশে।
ঢেরা সই নারে বাবা, সাহিত্যকাননে কবি নাম,
হেন লাজ রাখিব বা কোথা? নাহি স্থান বিশ্ববঙ্গমাঝে।
মানিনে লো তুই, থাক্ নিরবেতে। নাহি ভিক্ষা কিছু।

ইতি শ্রীমাতৃভাষায়্য পিতৃশ্রাদ্ধ নামকো কাব্যো অনুস্বচনাং
নামকো তেশোরা নম্বর কাব্যং সমাপ্তং।

চৌঠা নম্বর।

প্রেমের কান্না।

ঘুনী—ছন্দ।

হায় যথা অশোককাননে কাঁদে সীতা,
সেইরূপ ভারতীজননী কাঁদিছে সঘনে।
মুখে নাহি বোল, কাণে তালা, হাহাকার উঠিছে সঘনে
বলে সকাতরে, বিনায়ে বিনায়ে,

"কোথা মোর হৃদয়রতন কালিদাস।
বররুচী বাণভট্ট শ্রীহর্ষ্য কর্পূর, কোথারে সকলে,
জ্ঞানদাস চণ্ডিদাস মুকুন্দ মাধব জয়দেব, ঘনরাম তোরা—
আয় আয় বাপ,
দেখাদে দুঃখিনী মায়ে,
কোথা মোর প্রাণের নন্দন, বঙ্কিম কেশব দিনবন্ধু মাইকেল.
হেমচন্দ্র নবীন ঈশান, অক্ষয় অক্ষয় আমার,
মনোমোহন তুই, দেখরে দুর্গতি, উহু মারিরে তৃষ্ণায়,—
মহানেশা—নাজেহাল হয়েছিরে এবে,
ওঁ—
ওঁ হু—
প্রাণ যায়—যায়—বাপ।
রক্ষা কর তোরা, কুসন্তান যত বাঁধি অবিরত করিছে প্রহার,
হাড় চুর করিল সকলে।"
এমতি রোদিয়া দেবী নিরখিলা খেদে।
আসিল গণেশ বিধু হরি রামধন,
পেহ্লাদ রিদয় আর মান্নাসন্না যত,
তাঁতি তেলা সবে মেলি লাঠি ধরি বেগে কহিলা সরোসে
"হারামজাদিরে মা। বঙ্গভাষে।
কেন তুই এথানে।
মার মার পাপিনী জনেরে, পাসরি সন্তানে অপরে ভজনা,
ধর ধর—মার—মার, কাট ট—ট—"
খেদাইল সবে।
আহা সেই শীর্ণদেহ পড়িল মাটীতে বাহিরিল কঠিন পরাণ!
সন্তান সকলে ধরা ধরি করি,
নিমতলা সুমন্দিরে করিলা পয়ান।

ইতি শ্রীমাতৃভাষাস্য পিতৃশ্রাদ্ধে দৈববশাৎ ইচ্ছাবিরুদ্ধে
অগত্যা সমাপ্তং।

সম্পূর্ণ।